পুরোহিত-দর্পণ

দ্বিতীয় খণ্ড

পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

আর্য্যাচার-পদ্ধতি

বা

পুরোহিত-দর্পণ

(পরিশিষ্ট খণ্ড)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ও

শ্রীরামদেব স্মৃতিতীর্থ

কর্ত্তৃক পরিশোধিত

পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানি (প্রাইভেট) লিঃ

কলিকাতা ॥ পাটনা ॥ গৌহাটি ॥ বোম্বাই

পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড
—প্রকাশনী বিভাগ—

সপ্তম সংস্করণ

মূল্য ১০ টাকা

পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড মুদ্রণ বিভাগ হইতে
শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভূমিকা

জগদীশ্বরের কৃপায় আর্য্যাচার-পদ্ধতি বা পুরোহিত-দর্পনের পরিশিষ্টখণ্ড প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা যে বিশুদ্ধ ও সাধারণের পরমোপযোগী হইয়াছে তাহা গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয্যেই প্রমাণিত হইয়াছে।

নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনের জন্য স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে বিশুদ্ধ পদ্ধতি গ্রন্থ অত্যাবশ্যক। কিন্তু বাজারে সেরূপ বিশুদ্ধ পুস্তক পাওয়া সুকঠিন। তজ্জন্য আমরা বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। আশা করি ইহা পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নিকট আদরের বস্তু হইবে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের বিশুদ্ধি সম্পাদনার্থ পরিশ্রম ও যত্নের ত্রুটি করা হয় নাই। তথাপি এত বড় গুরুতর কার্য্যে ত্রুটীবিচ্যুতি হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। তজ্জন্য সুধীবৃন্দের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে ইহাতে যদি কোন ত্রুটীবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে উহা আমাদিগকে জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিতে পারিব। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা
১৩৬২ সাল, আশ্বিন মাস

বিনীত প্রকাশক—
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ

আদালতে জয়লাভ

বাজারে অন্য আর একখানি পুরোহিত-দর্পণ আছে, ঐ পুরোহিত-দর্পণের স্বত্বাধিকারিগণ আমাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আদালতের বিচারে আমাদেরই জয়লাভ হইয়াছে।

ইহাতে অবশ্য আমাদের কোন গৌরবের কারণ নাই, ইহাও ভগবানের কৃপাই বলিতে হইবে। ইতি—

—প্রকাশক—

সূচী-পত্র

প্রতিষ্ঠা-প্রকরণ

—০—

ব্রত-প্রকরণ

নির্জলৈকাদশী ব্রত

জৈষ্ঠমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। যথানিয়মে নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—অদ্যেত্যাদি জ্যৈষ্ঠে মাসি, শুক্লে পক্ষে একাদশ্যান্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুলোকগমনকামঃ গণপত্যা-দিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকশ্রীবিষ্ণুপূজাসবস্ত্রোপকরণজলপূর্ণঘটাদিদানতৎকথাশ্রবণরূপোদয়া-দ্যুদয়পর্য্যন্তনির্জ্জলৈকাদশীব্রতমহং করিষ্যে, পরার্থে করিষ্যামি।

সঙ্কল্পান্তে সূক্তপাঠ ও আসনশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত বিষ্ণুপ্রতিমা তাম্রপাত্রে স্থাপন করত পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া ষোড়শোপচারে বিষ্ণুপূজা করিবে। তৎপরে স্তবকবচাদি পাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া হোম করিবে। এই দিবস নৃত্যগীতাদি উৎসব সহকারে রাত্রিজাগরণ করিতে হয়। পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুপূজা ও দানাদি করিবে। পরে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রতকথা শ্রবণ করিবে।

পূজাদির নিমিত্ত, জলানয়নের মন্ত্র যথা—একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জ্জয়িষ্যামি বৈ জলং। কেশবপ্রীণনার্থায় অত্যন্তদমনেন চ।

জলকুম্ভদানপ্রার্থনা মন্ত্র :—"দেবদেব হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক। জলকুম্ভ-প্রদানেন যাস্যামি পরমাং গতিম্॥"

ততঃ কথাং শৃণুয়াৎ॥ ওঁ নমো নারায়ণায়। ভীমসেন উবাচ। পিতামহ হ্যশক্তোঽহমুপবাসে করোমি কিম্। অতো বহুফলং ব্রূহি ব্রতমেকমপি প্রভো॥ ব্যাস উবাচ। বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লা একাদশী হি যা। জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা। স্নানে চাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদিকং বুধঃ। উপভূঞ্জীত নৈবান্নদ্ ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ। উদয়াদুদয়ং যাবৎ বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ। সপ্রযত্নমবাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলং। ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ। জলং সুবর্ণং দত্ত্বা তু দ্বিজাতিভ্যো যথাবিধি॥ ভূঞ্জীত কৃতকৃত্যস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো বশী। এবং কৃতে তুং যৎ পুণ্যং ভীমসেন শৃণুষ্ব তৎ॥ সংবৎসরস্য যা মধ্যে একাদশ্যো ভবন্তি হ। তৎ সর্ব্বং ফলমাপ্নোতি পুত্র মে নাত্র সংশয়॥ ইতি মাং কেশবঃ প্রাহ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। ধনধান্যমহাপুণ্য পুত্র-ভাগ্যসুখপ্রদা॥ উপোষিতা নরব্যাঘ্র ইতি সত্যং ব্রবীমি তে। যমদূতা মহাকায়াঃ করালাঃ কালরূপিণঃ। দণ্ডপাশধরা রৌদ্রা নোপসর্পন্তি তং নরং॥ পীতাম্বরধরাঃ শঙ্খচক্রহস্তা মনোজবাঃ। অন্তকালে নয়ন্তে তং বৈষ্ণবা বৈষ্ণবীং পুরীং॥ তোয়স্য

নিয়মং যস্তু কুরুতে বৈষ্ণবোত্তমঃ। ফলং কোটিসুবর্ণস্য যামে যামে স পুণ্যভাক্ ॥ স্নানং দানং জপং হোমং দ্বাদশ্যাং কুরুতে নরঃ। তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং প্রাপ্তমেতৎ কৃষ্ণেন ভাষিতং ॥ কিঞ্চাপরেণ ধর্ম্মেণ নির্জ্জলৈকাদশীং নৃপ। উপোষ্য সম্যগ্বিধিনা বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ভীমসেন উবাচ। নির্জ্জলস্য ব্রতস্যাস্য বিধানং কথয় প্রভো ॥ ব্যাস উবাচ। পূর্ব্বোক্তবিধিনা কৃত্বা সঙ্কল্পনিয়মং ব্রতী। জলমাদায় গৃহ্ণীয়াম্মন্ত্রেণানেন বৈষ্ণবঃ ॥ একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জ্জয়িষ্যামি বৈ জলং। কেশবপ্রীণনার্থায় অত্যন্ত-দমনেন চ। বর্জ্জয়েচ্চাপ্যহোরাত্রং বিনা চাচমনার্থকং। বিনা চ প্রাশনং পাদ্যোদক-স্যাত্যন্তপাবনং ॥ একাদশ্যাং নিশায়ান্তু নিত্যপূজাং বিধায় হি। হৈমীং ত্রৈবিক্রমীং মূর্ত্তিং স্নাপয়েৎ পয়সা যতিঃ ॥ বস্ত্রাদিকং সমপ্যাথাভ্যর্চ্চ্য গন্ধাদিভিশ্চ তাং। প্রণম্য জাগরং কুর্য্যাৎ তদগ্রে নর্ত্তনাদিনা ॥ প্রাতঃস্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য তং ত্রিবিক্রমমর্চ্চয়েৎ। শক্ত্যাম্বুকুম্ভান্ বিপ্রেভ্যো। দদ্যাদ্গন্ধাদ্যলঙ্কৃতান্ ॥ দদ্যাচ্চ কনকং ছত্রং বস্ত্রযুগ্মমুপানহৌ। জলপানানি দ্রব্যাণি বিভবে সতি বৈষ্ণবঃ ॥ শক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা পীত্বা ভ্রাতৃ-করাজ্জলং ॥ স্বয়ং বা পীয় মৌনী সন্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ যৈঃ কৃতা ভীমসেনৈবা নির্জ্জলৈকাদশী শুভা। স্বকুলং তারিতং সর্ব্বং কুলাতীতং তথা শতং ॥ আত্মনা সহ তৈর্নীতং বাসুদেবস্য মন্দিরে। আত্মদ্রোহং কৃতৈস্তৈর্যৈরেবা নহ্যুপবাসিতা। পাপাত্মানো দুরাচারা দুষ্টাস্তে নাত্র সংশয়ঃ। যশ্চেমাং শৃণুযাদ্ ভক্ত্যা যশ্চাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ। উভৌ তৌ স্বর্গমাপ্তৌ হি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ইতি পদ্মপুরাণে ব্যাসদেবভীমসংবাদে নির্জলৈকাদশীব্রতকথা সমাপ্তা ॥

ওম্ তৎ সদিত্যাদিকং পঠিত্বা ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। ইত্যাদিনা প্রণমেৎ ॥ ইতি নির্জলৈকাদশীব্রতং।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত

বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিন একবার হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক সংযম করিয়া থাকিবে। পরদিন প্রাতঃ স্নানাদি নিত্যকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা— বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকসলক্ষ্মীকশ্রীভগন্নৃসিংহপূজোপ-বাসবৃহন্নরসিংহপুরাণোক্ত—কথাশ্রবণরূপনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতমহং করিষ্যে, পরার্থে করিষ্যামি ॥

অনন্তর স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন পূর্ব্বক গণেশাদি দেবতাগণের পূজা ও প্রহ্লাদের পূজা সমাপনান্তে ধ্যান (ধ্যান প্রকরণ দেখ) করিয়া নৃসিংহদেবের পূজা করিবে, নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা পূর্ব্বক উপচারদ্রব্য নিবেদন করিতে হইবে।

পূজামন্ত্র,

ওঁ পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহ্লাদ-ভয়নাশকৃৎ।
যথা ভূতার্চ্চনে নাথ যথোক্তফলদো ভব॥

অর্ঘ্যদানমন্ত্র,

ওঁ নৃসিংহাচ্যুতদেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।
অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন সফলাঃ স্যুর্মনোরথাঃ॥

গন্ধদানমন্ত্র,

ওঁ চন্দনং শীতলং দিব্যং চন্দ্রকুঙ্কুমমিশ্রিতং।
দদামি তে প্রতুষ্ট্যর্থং নৃসিংহ পরমেশ্বর॥

পুষ্পদানমন্ত্র,

ওঁ কালোদ্ভবানি পুষ্পাণি তুলস্যাদীনি বৈ প্রভো।
পূজয়ামি নৃসিংহেশ লক্ষ্ম্যা সহ নমোঽস্তু তে॥

ধূপদানমন্ত্র,

ওঁ কালাগুরুময়ং ধূপং সর্ব্বদেবসুদুর্লভং।
দদামি তে মহাবিষ্ণো সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥

দীপদানমন্ত্র,

ওঁ দীপঃ পাপহরঃ প্রোক্তস্তমোরাশিবিনাশনঃ।
দীপেন লভ্যতে তেজস্তস্মাদ্দীপং দদামি তে॥

নৈবেদ্যদানমন্ত্র,

ওঁ নৈবেদ্যং সৌখ্যদং চাস্তু ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতং।
দদামি তে রমাকান্ত সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু॥

পূজা শেষ হইলে, গীতবাদ্যাদি সহকারে রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া পুনরায় নৃসিংহদেবের পূজা করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে, যথা—

ওঁ মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপরং।
তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ভবসাগরাৎ॥
পাতকার্ণবমগ্নস্য ব্যাধিদুঃখাম্বুরাশিভিঃ।
তীব্রৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখং গতস্য মে।
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে।
শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানং ভয়নাশন॥
ক্ষীরাম্বুধিনিবাস ত্বং প্রীতো ভব জনার্দ্দন।
এতেনানেন মে দেব ভুক্তিমুক্তিপ্রদো ভব॥

অতঃপর লক্ষ্মী, সরস্বতী, শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম, গরুড়, শঙ্কর, অনন্তদেব, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ও তুষ্টির পূজা পূর্ব্বক যথাবিধি হোম করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রত কথা। শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো নৃসিংহবপুষে নমঃ। ত্বদ্ভক্তোঽহং সুরাধীশ ত্বাং পৃচ্ছামি তত্ত্বতঃ। স্বামিন্ ত্বয়ি মমোৎপন্না ভক্তির্ব্বহুফলপ্রদা। কথং তে সুপ্রিয়ো জাতঃ কারণং বদ মে প্রভো! শ্রীনৃসিংহ উবাচ। কথয়ামি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ। ভক্তের্যৎ কারণং বৎস প্রিয়ো যস্য চ তৎ পুনঃ॥ পুরাকল্পে হ্যভূর্ব্বিপ্রঃ কিঞ্চিত্ত্বং নাপ্যধীতবান্॥ নাম্না চ বসুদেবো হি বেশ্যায়াং তৎপরোঽপি চ। তস্মিন্ জন্মনি নৈব ত্বং চক্রথ সুকৃতং কিয়ৎ॥ কৃত্বা তু মদ্ব্রতং চৈকং বেশ্যাসঙ্গতিনাশনং। মদ্ব্রতস্য প্রভাবেণ ভক্তির্জাতা তবেদৃশী॥ শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ। শ্রীনৃসিংহাচ্যুত স্বামিন্ কস্য পুত্রেণ কিংকৃতং। বেশ্যায়াং বর্ত্তমানেন কথং তদ্ধি কৃতং ময়া॥ আখ্যানং বিস্তরেণেদং বক্তুমর্হসি সাম্প্রতং॥ শ্রীনৃসিংহ উবাচ। পুরাবন্তীপুরে হ্যাসীদ্ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ। তন্নাম বসুশর্ম্মেতি সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ॥ নিত্যং হোমক্রিয়ামেব করোতি দ্বিজসত্তমঃ। ব্রহ্মক্রিয়াসু সততং সর্ব্বাসু কিল তৎপর॥ অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টা সর্ব্বে সুরোত্তমাঃ। তেনাপি বিদ্যমানেন ন কৃতং দুষ্কৃতং কিয়ৎ॥ তস্য ভার্য্যা সুশীলাভূদ্বি-খ্যাতা ভুবনত্রয়ে। পতিব্রতা সদাচারা পতিভক্তিপরায়ণা॥ জজ্ঞিরে চ সুতাঃ পঞ্চ তস্যাং দ্বিজবরাত্ততঃ। সদাচারাঃ সুবিদ্বাংসঃ পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ॥ তেষাং মধ্যে কনিষ্ঠস্ত্বং বেশ্যায়াং তৎপরঃ সদা। তাং সন্নিবিশমানেন সুরাপানং কৃতং ত্বয়া॥ সদা পাপরতস্ত্বং হি ন কৃথাধ্যয়নং ভৃশঃ॥ বিলাসিনী গৃহে নিত্যং বসতির্হ্যভবত্তব॥ একদা তদ্গৃহে হ্যাসীৎ ত্বয়া সহ মহাকলিঃ। ততঃ কলহভাবেন ভোজনং ন কৃতং ত্বয়া॥ অজ্ঞানাদ্ মদ্ব্রতং চক্রে ব্রতানামুত্তমং ব্রতঃ॥ তয়া সহ বিবাদেন রাত্রৌ জাগরণং কৃতম্। বেশ্যায়া অপি তৎসর্ব্বং প্রজাতস্তু ত্বয়া সমম্॥ রাত্রৌ জাগরণৈস্তস্যাঃ সংজাতং কায়শোধনং। যুবয়োর্যৎ ব্রতং জাতমজ্ঞানাদ্বহুপুণ্যকং॥ যেন চীর্ণব্রতেনাস্য মোদন্তে দিবি দেবতাঃ। সৃষ্ট্যর্থস্তু ততো ব্রহ্মা চক্রে তদ্ব্রতমুত্তমং যদ্ব্রতস্য প্রভাবেণ নির্ম্মিতং সচরাচরঃ॥ ঈশ্বরেণাপি তচ্চীর্ণং বধার্থং ত্রিপুরস্য চ। মহিম্নৈব ব্রতস্যাস্য ত্রিপুরং সন্নিপাতিতং॥ অন্যৈশ্চ বহুভির্দ্দেবৈর্ঋষিভিশ্চ পুরাতনৈঃ। রাজভিশ্চ মহাপ্রাজ্ঞৈর্ব্বিহিতং ব্রতমুত্তমম্। এতদ্-ব্রতপ্রভাবেণ সর্ব্বে সিদ্ধিমুপাগতাঃ। বেশ্যাপি যৎ প্রিয়া জাতা ত্রৈলোক্যসুখচারিণী। ঈদৃশং মদ্ব্রতং বৎস ত্রৈলোক্যে চৈব বিশ্রুতং॥ ধূর্ত্তায়াশ্চ বিলাসিন্যা ব্রতমেতদুপস্থিতং॥ প্রহ্লাদ তেন তে ভক্তির্ম্ময়ি জাতাহ্যনুত্তমা॥ সা বেশ্যা ত্বপ্সরা জাতা দিবি ভোগাননেকশঃ ভুক্ত্বা কামবিলীনা তু বিবিশ ত্বঞ্চ বৎস মাং॥ কার্য্যার্থমবতারস্তে মচ্ছরীরাৎ পৃথক্‌কৃতনৌ। বিধায় সর্ব্বকার্য্যাণি শীঘ্রং ময়ি গমিষ্যসি॥ য ইদং হি ব্রতাগ্র্যন্তু প্রবিধাস্যন্তি মানবাঃ। ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥ অপুত্রো লভতে পুত্রান্ মদ্ভক্তাংশ্চ সুবর্চ্চসঃ। দরিদ্রো লভতে লক্ষ্মীং ধনদস্য চ যাদৃশী। তেজোঽকামো লভতেজো রাজ্যেষু রাজ্য-

মুত্তমম্। আয়ুষ্কামো লভেদায়ুর্যাদৃশস্ত শিবস্থ চ। স্ত্রীণাং ব্রতমিদঞ্চৈব পুত্রদং ভাগ্যদন্তথা। অবৈধব্যকরং তাসাং পুত্রশোকপ্রণাশনং। ধনধান্যপ্রদঞ্চৈব পতিপ্রিয়করং সুখং সার্ব্বভৌমসুখং তাসাং দিব্যসৌখ্যং ভবেত্ততঃ॥ স্ত্রিয়ো বাপি নরো বাপি কুর্ব্বন্তি ব্রতমুত্তমম্। তেভ্যো দদাম্যহং সৌখ্যং ভক্তিমুক্তিফলং তথা। বহুনোক্তেন কিং বৎস ব্রতস্যাস্য ফলং মহৎ। তৎব্রতস্য ফলং বক্তুং নাহং শক্তো ন শঙ্করঃ॥ ব্রহ্মা চতুর্ভির্ব্বক্ত্রৈশ্চ ক্ষমো ন জীবিতাবধি। যথা যথা প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পাবকস্য কলৌ যুগে॥ তথা তথা বিধাস্যন্তি মদব্রতং বিরলং জনাঃ॥ মদ্ব্রতস্য বিধানেন মতির্যেষাং দুরাত্মনাং। সদা পাপরতানান্তু পুরুষাণাং বিকর্ম্মণি॥ বিচার্য্যৈব প্রকর্ত্তব্যং মাধবে মাসি তদ্ব্রতম্। প্রাপ্তে তু তদ্দিনে বৎস সর্ব্বকল্মষনাশনং॥ যেনৈব ক্রিয়মানেন সহস্রদ্বাদশীফলং। জায়তে ন মৃষা বাচ্যি মনুষ্যাণাং মহাত্মনাং॥ য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ব্রতং পাপপ্রণাশনং। তস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি॥ পবিত্রং পরমং গুহ্যং কীর্ত্তয়েদ্যস্তু মানবঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ব্রতস্যাস্য ফলং লভেৎ॥ ইতি শ্রীবৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীভগবন্নৃসিংহপ্রহ্লাদসংবাদে নৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতকথা সমাপ্তা।

শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত

ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতিথিতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হইলে ঐ তিথিকে শ্রবণাদ্বাদশী বলে। এই দিনে উপবাস ও বিষ্ণুপূজা করিলে অক্ষয়পুণ্য হয়। ইহাতে বুধবার যোগ হইলে শতগুণ ফল হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

দ্বাদশী শ্রবণোপেতা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ।
বুধবারসমাযুক্তা ততঃ শতগুণা ভবেৎ॥
তামুপোষ্য সমাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলং॥

দানদ্বাদশী ব্রত

শুদ্ধকালে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে ব্রত আরম্ভ করিয়া সম্বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসীয় শুক্লাদ্বাদশীতে এই ব্রত করিতে হয়।

ব্রতী প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুর্নমোঽস্য মার্গশীর্ষে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথাবারভ্য সম্বৎসরং যাবৎ প্রতিমাসীয় শুক্লদ্বাদশ্যাং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী সহস্রগোদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বকবিষ্ণুলোকগমনকামা (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা) দানদ্বাদশীব্রতমহং করিষ্যে।

অতঃপর, স্বশাখোক্তসূক্তপাঠপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন করত গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিবে। তৎপরে, "ওঁ অচ্যুতায় নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বিষ্ণুর পূজা করিয়া পাত্রসহ গব্যঘৃত অর্চ্চনাপূর্ব্বক দান করিতে হইবে। প্রণালী যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাধারঘৃতায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানায় অচ্যুতায় নমঃ, ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু এই মন্ত্রে জলধারা

অভ্যুক্ষণ-পূর্ব্বক বামহস্তদ্বারা ঘৃতপাত্র ধারণ করিয়া বিষ্ণুর্নমোঽস্ত মার্গশীর্ষে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী সৌভাগ্যবৃদ্ধিকামা ইদং সাধারঘৃতং বিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতমচ্যুতায়াহং দদে, এই বাক্যদ্বারা উৎসর্গ করত দক্ষিণা করিবে।

পৌষমাসে "মাধবায় নমঃ" এই মন্ত্রে বিষ্ণুর পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনাদি পূর্ব্বক তিলদান করিবে। মাঘে "ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ" মন্ত্র, শালিতণ্ডুলদান। ফাল্গুনে "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্র, বস্ত্রদান। চৈত্রে "ওঁ হরয়ে নমঃ" মন্ত্র, গোধূমদান। বৈশাখে "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্র, পূর্ণকুম্ভদান। জ্যৈষ্ঠে "ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ" মন্ত্র, কনকদান। আষাঢ়ে "ওঁ নরসিংহায় নমঃ" মন্ত্র, চন্দনদান। শ্রাবণে "ওঁ বরাহায় নমঃ" মন্ত্র, নবনীত দান। ভাদ্রে "ওঁ গোবিন্দায় নমঃ" মন্ত্র, পিষ্টকদান। আশ্বিনে "ওঁ চক্রপাণয়ে নমঃ" মন্ত্র, গুড়দান। কার্ত্তিকে "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" মন্ত্র, শর্করা দান॥ ঘৃতপ্রদীপ প্রতি-মাসেই দান করিবে।

দান সমাপ্ত হইলে ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া প্রতিমাসেই কথা শ্রবণ করিতে হয়।

ব্রতকথা। লক্ষ্মীরুবাচ। কেন ব্রতেন দেবেশ তুষ্টো ভবসি ভূতলে। তন্মে ব্রহি মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুং বাঞ্ছা প্রবর্ত্ততে॥ নারদ উবাচ॥ শৃণু লক্ষ্মি প্রবক্ষ্যামি ব্রত-মেতৎ সুদুর্লভং। দেবস্যাপি মহাদেবি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ মার্গশীর্ষেঽসিত পক্ষে দ্বাদশ্যাং নিয়তঃ শুচিঃ। অচ্যুতায় ঘৃতং দদ্যাৎ কামসৌভাগ্যবর্দ্ধনং॥ তথা পৌষে তিলং দদ্যান্মাধবায় বিশেষতঃ। সপ্তজন্মানবচ্ছিন্নসন্তানং কামতো লভেৎ। পুণ্ডরীকাক্ষায় মাঘে তু প্রদায় শালিধান্যকং। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচ্যতে॥ ফাল্গুনে বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ প্রদদ্যাদ্বস্ত্রমুত্তমম্। অনেনৈব প্রদানেন সর্ব্বসৌখ্যং লভেত্তু সঃ॥ চৈত্রে হরি সমভ্যর্চ্চ্য দদ্যাদ্ গোধূমমুত্তমং। অনেন চ প্রদানেন মহাপুণ্যমবাপ্নুয়াৎ। বৈশাখে কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য পূর্ণকুম্ভং প্রদাপয়েৎ। জন্মজন্মান্তরে চৈব লভতে জলমুত্তমম্॥ জ্যৈষ্ঠে চৈব হৃষীকেশং সমভ্যর্চ্চ্য প্রযত্নতঃ। কনকং দাপয়েদ্দেবি স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥ আষাঢ়ে নরসিংহায় চন্দনং দেবি দাপয়েৎ। অনেনৈব প্রদানেন নৃসিংহপদমশ্নুতে॥ ভাদ্রে পূপৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দঞ্চ প্রযত্নতঃ। প্রদদ্যাদ্ যঃ সদা ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ আশ্বিনে চ গুড়ং দদ্যাচ্চক্রপাণিং প্রপূজ্য চ। অনেন চ প্রদানেন ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি। কার্ত্তিকে শর্করাং দদ্যান্নারায়ণমনাময়ং। সমভ্যর্চ্চ্য লভেদ্ যত্নাদ্ বৈষ্ণবং পদমুত্তমম্॥ দীপং তথা প্রদদ্যাচ্চ ঘৃতপূর্ণং প্রযত্নতঃ। আলোকং তিষ্ঠতি স্বর্গে সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ মাসি মাসি চ দাতব্যং যথোক্তং ব্রতমুত্তমম্। ব্রাহ্মণায় সুভোজ্যঞ্চ প্রদদ্যাদ্বৎসরাবধি॥ বিধানেন চ যা নারী ব্রতমেতৎ শুভান্বিতা। করোতি পরয়া ভক্ত্যা গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ইহ লোকে বিভূতিঞ্চ পরলোকে মহৎপদং। প্রাপ্নোতি চ সদা নারী ব্রতমেতৎ করোতি যা॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা দানদ্বাদশীব্রতকথা সমাপ্তা॥

পুণ্য-পুষ্করিণী ব্রত

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত চারিবৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়। ঐ সংক্রান্তির দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ বৈশাখমাস প্রত্যহ পুষ্করিণী খনন করত তন্মধ্যে বিল্ববৃক্ষ স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি ভেক, সর্প, মীন, কুম্ভীরের উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া নৈবেদ্য প্রদান করিবে। এইরূপে চারি বৎসর অনুষ্ঠান করত শেষদিনে স্বর্ণরজত ও কড়িদ্বারা পুষ্করিণী পূরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইতি।

অশোকাষ্টমী ও ব্রহ্মপুত্র-স্নান

চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীর নাম অশোকাষ্টমী। এই দিবস জল সহকারে আট্‌টী অশোকপুষ্পকলিকা পান করিলে কোন কালে শোক প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মপুত্র-নদে স্নানে দানে মহাপুণ্য লাভ হয়। প্রমাণ যথা—

মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যা তথাষ্টমী।
পিবেদশোককলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্যবারিণি॥
অশোককলিকাশ্চাষ্টৌ যে পিবন্তি পুনর্ব্বসৌ।
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং ন তে শোকমবাপ্নুয়ুঃ॥

অশোককলিকাপানমন্ত্র—

ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু।

চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের ও বুধবারের যোগ হইলে তাহাকে বুধাষ্টমীযোগ বলে। ইহাতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। সাধারণ স্রোতোজলে স্নান করিলেও অশ্বমেধ যাগের ফল হইয়া থাকে।

প্রমাণ যথা—

পুনর্ব্বসুবুধোপেতাং চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীং।
স্রোতঃসু বিধিবৎ স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ॥

ব্রহ্মপুত্র স্নানের সঙ্কল্পবাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্তাষ্টম্যান্তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যথোক্তফলপ্রাপ্তিকামো ব্রহ্মপুত্রস্নানমহং করিষ্যে।

স্নান-মন্ত্র, যথা—

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

ত্বং ব্রহ্মপুত্র ভুবনতারকতীর্থরাজ, গম্ভীরনীরপরিপূরিতসর্ব্বদেহ॥
ত্বদ্দর্শনাদ্ধরতু মে ভবঘোরদুঃখং, সংযোগতঃ কলিযুগে ভগবন্নমস্তে॥

দশপুত্তলিকা ব্রত

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত চারি বর্ষ পর্যন্ত করিতে হয়। বৈশাখ-মাসে প্রত্যহ ভূমিতলে দশটী পুত্তলিকা আঁকিয়া বিষ্ণুপূজা করিবে। পূর্ণ বর্ষে স্বর্ণ রৌপ্য পুত্তলিকা দান রূপ প্রতিষ্ঠা করিবে। ইতি॥

ধূম-সংক্রান্তি ব্রত

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া একবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি সংক্রান্তিতে ধূপ ও যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পূর্ণ বৎসরে ব্রাহ্মণকে বস্ত্রাদি দান করা কর্ত্তব্য। ইতি॥

জৈ্যষ্ঠ-চম্পক ব্রত

জ্যৈষ্ঠের বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া চারিবৎসর ব্রত কর্ত্তব্য। জ্যৈষ্ঠমাসে প্রত্যহ চম্পক পুষ্প দ্বারা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া স্তব পাঠ ও প্রণাম করত পূর্ণকালে স্বর্ণ চম্পক ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইতি।

পদ্ম-পৌর্ণমাসী ব্রত

বৈশাখী পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত ব্রত কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণা সহকারে ব্রাহ্মণকে পদ্ম পুষ্প দান করিবে। পূর্ণ বর্ষে স্বর্ণ দান করিতে হয়। ইতি।

আলদুর্গা ব্রত

অগ্রহায়ণের পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুনীপূর্ণিমা যাবৎ প্রতি পূর্ণিমাতে ঘট-স্থাপন পূর্ব্বক দুর্গার পূজা করিবে। এই ব্রত চারি বৎসর অনুষ্ঠান করিবে। শেষবর্ষে যথাশক্তি পূজার উপচার দিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। ইতি।

পনস-পূর্ণিমা ব্রত

জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া চারিবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষীয় জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমাতে যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণকে পনস (কাঁঠাল) দান করিবে। ইতি।

গুপ্তধন ব্রত

এই ব্রত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া চারিবর্ষ পর্য্যন্ত করিতে হয়। প্রথম-বর্ষে সংক্রান্তিতে সন্দেশের মধ্যে পুরিয়া শক্ত্যনুসারে দুয়ানি, সিকি, আধুলী বা টাকা ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীতসহ দান করিবে। প্রথমবর্ষে যাহা দিবে দ্বিতীয়-বর্ষে দ্বিগুণ, ক্রমে চতুর্থবর্ষে চারিগুণ ধন দিতে হয়। যে ব্রাহ্মণকে প্রথম দান করা হইয়াছিল, পূর্ণবর্ষে তাহাকে বস্ত্রাদি দান করিবে। ইতি।

নিত্যষষ্ঠী ব্রত

প্রতিমাসের শুক্লা (বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠমাসের) ষষ্ঠীতিথিতে এই ব্রত কর্ত্তব্য। এক-বর্ষেই ব্রত পূর্ণ হয়। পুরোহিত ব্রতীকে স্বস্তিবাচন করাইয়া সঙ্কল্প করাইবেন। যথা—

বিষ্ণুর্নমোঽদ্যামুকে মাসি শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকষষ্ঠীপূজাতৎকথাশ্রবণরূপনিত্যষষ্ঠীব্রতমহং করিষ্যে।

পরে পুরোহিত সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক গণপত্যাদি দেবতা-দিগের পূজা করিয়া "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি নিয়মে করাদিন্যাস করতঃ ওঁ ষষ্ঠাংশং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং" (ধ্যানপ্রকরণ দেখ) ইত্যাদি ধ্যান "হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে যথা-সম্ভবোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে কথা শ্রবণ দক্ষিণা দান অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

ব্রতকথা। শ্রীনারায়ণ উবাচ। ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যা চ সা চ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা তস্যাঃ পূজাবিধৌ ব্রহ্মন্ ইতিহাসমিমং শৃণু॥ রাজা প্রিয়ব্রতশ্চাসীৎ স্বায়ম্ভুবমনোঃ সুতঃ। যোগীন্দ্রো ন বহেদ্‌ভার্য্যাং তপস্যান্নরতঃ সদা॥ ব্রহ্মাজ্ঞয়া চ যত্নেন কৃতদারো বভুব সঃ। সুচিরং কৃতদারশ্চ ন লেভে তনয়ং ততঃ॥ পুত্রেষ্টিযজ্ঞং তস্যাপি কারয়ামাস কশ্যপঃ। মালিন্যৈ তস্য কান্তায়ৈ মুনির্যজ্ঞচরুং দদৌ॥ ভুক্ত্বা চরুঞ্চ তস্যাশ্চ সদ্যো গর্ভো বভূব হ। দধার তঞ্চ সা দেবী দৈবং দ্বাদশবৎসরং। ততঃ সুষুবে সা ব্রহ্মন্ কুমারং কনকপ্রভং। সর্ব্বা-বয়বসম্পন্নং মৃতমুত্তানলোচনং॥ শ্মশানঞ্চ যযৌ রাজা গৃহীত্বা বালকং মুনে॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিমানঞ্চ দদর্শ হ। দদর্শ তত্র দেবীঞ্চ কমনীয়াং মনোহরাং দষ্টা তং পুরতো রাজা তুষ্টাব পরমাদরং। তেজসা জ্বলিতাং কান্তাং কান্তাং স্কন্দস্য নারদ। প্রিয়ব্রত উবাচ। কা ত্বং সুশোভনে ভাসি কস্য কান্তাসি সুব্রতে। কস্য কন্যা বরারোহা ধন্যা চ যোষিতাং সদা॥ দেবসেনোবাচ। ব্রহ্মণো মানসী কন্যা দেবসেনাহমীশ্বরী। সৃষ্ট্বা মাং মনসা ধাতা দদৌ স্কন্দায় ভূমিপ॥ মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দভার্য্যা চ সুব্রতা। বিশ্বষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যতঃ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী গৃহীত্বা বালকং মুনে। মহা-জ্ঞানেন তপসা জীবয়ামাস লীলয়া॥ গৃহীত্বা বালকং দেবী গগনং গন্তুমুদ্যতা। পুনস্তুষ্টাব তাং রাজা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ॥ নৃপ-স্তোত্রেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূব হ। উবাচ তং নৃপং ব্রহ্মন্ বেদোক্তবর্ণনির্ম্মিতং॥ দেবসেনোবাচ॥ ত্রিষু লোকেষু রাজা ত্বং স্বায়ম্ভুব-মনোঃ সুতঃ। মম পূজাঞ্চ সর্ব্বত্র কারয়িত্বা স্বয়ং কুরু॥ তদা দাস্যামি পুত্রন্তে কুলপদ্মং মনোহরং॥ ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তস্মৈ তদ্বালকং দদৌ। রাজা চকার স্বীকারং তৎপূজার্থঞ্চ সুব্রত॥ জগাম দেবী স্বর্গঞ্চ দত্ত্বা তস্মৈ শুভং বরং। আজগাম মহারাজঃ স্বগৃহং হৃষ্টমানসঃ॥ দেবীং তাং পূজয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ॥ রাজা চ প্রতিমাসেষু শুক্লষষ্ঠ্যাং মহোৎসবং। ষষ্ঠীদেব্যাশ্চ যত্নেন কারয়ামাস সর্ব্বতঃ॥ বালানাং সূতিকাগারে ষষ্ঠাহে যত্নপূর্ব্বকং। তৎপূজাং কারয়ামাস চৈকবিংশতিবাসরে॥ বালানাং শুভকার্য্যেষু শুভান্নপ্রাশনে তথা সর্ব্বত্র বর্দ্ধয়ামাস স্বয়মেব চকার হ॥ ধ্যানং পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রং

মন্ত্রো নিশাময়। যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেণ কৌথুমোক্তঞ্চ সুব্রত॥ শালগ্রামে ঘটে বাপি বটমূলেঽথবা মুনে। ভিত্তৌ পুত্তলিকাং কৃত্বা পূজয়েদ্বা বিচক্ষণঃ॥ ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাং। সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূং॥ ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ। পুনর্ধ্যাত্বা চ মূলেন পূজয়েৎ সুব্রতাং সতীং॥ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ গন্ধপুষ্পপ্রদীপকৈঃ। নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈশ্চাপি ফলেন শোভনেন চ॥ মূলেন ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহেতি বিধিপূর্ব্বকং। অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং যথাশক্তি জপেন্নরঃ॥ ততঃ স্তুত্বা চ প্রণমেৎ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ। স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং ধনপুত্রফলপ্রদং॥ অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং লক্ষধা যো জপেন্মুনে। স পুত্রং লভতে নূনমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নারায়ণনারদসংবাদে নিত্যষষ্ঠীব্রতকথা সমাপ্তা॥

নানাষষ্ঠী ব্রত

আমাদের দেশে কতকগুলি ষষ্ঠীব্রত চলিত আছে, তন্মধ্যে ভাদ্রের শুক্লাষষ্ঠীর নাম অক্ষয়া বা সন্তানষষ্ঠী। এই দিনে স্নানদানাদি করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম গুহষষ্ঠী, এইদিন পুণ্যতম, পাপানাশক, ধন্য, শিবপ্রদ ও শান্তিপ্রদ। চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম স্কন্দষষ্ঠী। ঐ দিনে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিলে সুখ সৌভাগ্যলাভ হয় ও অন্তে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

আশ্বিনমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম দুর্গাষষ্ঠী বা বোধনষষ্ঠী। শ্রাবণমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম লুণ্ঠনষষ্ঠী। মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম শীতলাষষ্ঠী। চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম অশোকষষ্ঠী। এইসকল দিনে যথাবিধানে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়ের পূজা করিতে হয়॥

মনোরথ-দ্বিতীয়ঃ ব্রত

আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে এই ব্রত করিতে হয়। দিবসে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধানে যথাসম্ভবোপচারে বিষ্ণুপূজা করিয়া রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হইলে চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক ভোজন করিবে। ইতি।

অর্ঘ্যদান মন্ত্র—ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্র-সমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রোহিণ্যা সহিতো মম॥ ইদমর্ঘ্যং চন্দ্রায় নমঃ॥

সীতানবমী ব্রত

বৈশাখ মাসের শুক্লানবমীতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়। পূর্ব্বদিবসে সংযমপূর্ব্বক গন্ধ, তৈল, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা অধিবাস করিবে।

পরদিনপ্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা বিষ্ণুর্নমোঽস্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী (দাসী বা) ধনধান্যাবৈধব্যলাভপূর্ব্বক-বিষ্ণুলোকগমনকামা গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বক শ্রীসীতাদেবীপূজোপবাসভবিষ্যপুরাণোক্তকথাশ্রবণরূপ-সীতানবমীব্রতমহং

করিয়ে॥ অতঃপর, স্বশাখোক্তসূক্তপাঠপূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি করত গণেশাদি দেবতাদিগের পূজা করিবে।

তৎপরে, সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি নিয়মে করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিবে যথা,—

ওঁ চতুর্ভুজাং সুবর্ণাভাং রামালোকনতৎপরাং।
শ্রীরাঘবান্বিতাং সীতাং চিন্তয়েৎ হৃদি সর্ব্বদা॥

অনন্তর স্বীয়মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ধ্যান করত ঘটে পুষ্প দিয়া আবাহন করিয়া যথাশক্ত্যপচারে পূজা সমাপনান্তে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিতে হইবে। জনক, জনকমহিষী, শতানন্দ, হল, সুভগা, ইহাদিগের পূজা করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

জনকপ্রণামমন্ত্র—

ওঁ দেবী পদ্মালয়া সাক্ষাদবতীর্ণা যদালয়ে।
মিথিলাপতয়ে তস্মৈ জনকায় নমো নমঃ॥

জনকমহিষীপ্রণামমন্ত্র—

ওঁ শ্রীসীতানবমীমাত-র্মহিষি জনকস্য চ।
পূজাং গৃহাণ মদ্দত্তাং মহামায়ে নমোঽস্তু তে॥

শতানন্দপ্রণামমন্ত্র—

ওঁ নিধানং সর্ব্ববিদ্যানাং বিদ্বৎকুল-বিভূষণ।
জনকস্য পুরোধাস্ত্বং শতানন্দায় তে নমঃ॥

হলপ্রণামমন্ত্র—

ওঁ দারয়স্যখিলং বিশ্বং চালয়ন্ বসুধাতলং।
প্রাদুর্ভাবয়সে সীতাং সীর তুভ্যং নমোঽস্তু তে॥

সুভগাপ্রণামমন্ত্র—

ওঁ ত্বয়ৈবোৎপাদিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরং।
ত্বমেকাসি মহামায়া মুনীনামপি মোহিনী।
তবায়ত্তা ইমে লোকাঃ শ্রীসীতা শ্রীস্বরূপিণী।
বন্দনীয়াসি দেবানাং সুভগে তাং নমাম্যহং॥

তৎপরে জয়া বিজয়াদির পূজা করিয়া স্তবকবচাদিপাঠ ও প্রণাম পূর্ব্বক হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইবে। পরদিন দশমীতে সীতাদেবীর পূজা ও বিসর্জ্জন করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা। গৌতমং প্রতি শিব উবাচ। বৈশাখে শুক্লপক্ষে চ অষ্টম্যাং সংযমং কুরু। পরেদ্যুশ্চ কুরুষ ত্বং জানকীজন্মনো ব্রতং। সন্তুষ্টা জানকী তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

এতদ্ব্রতং মহাপুণ্যং কর্ত্তব্যঞ্চ দ্বিজোত্তম। মাহাত্ম্যং তস্য গদিতুং নাপি শক্তিরিহোত্তমা। তস্মাদ্গচ্ছ মহাভাগ মার্কণ্ডেয়াশ্রমেঽধুনা॥ গত্বা মুনীন্দ্র তত্রৈব মার্কণ্ডেয়োঽনুপৃচ্ছ্যতাং। কথয়িষ্যতি সর্ব্বং তে ব্রতমাহাত্ম্যমুত্তমং॥ বিধানঞ্চ ফলন্তস্য স মুনিস্ত্বাং বদিষ্যতি। মার্কণ্ডেয়োপদিষ্টেন বিধিনাচর তদ্ব্রতং॥ যথাশক্ত্যপি কুর্ব্বাণো ব্রতস্যোৎসবমাদরাৎ। লপ্স্যসে সকলান্ কামান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গৌতমো মুনি-সত্তমঃ। মার্কণ্ডেয়ং সমাগম্য পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ত্রেতাযুগে উত্তরাশাং গতে কমলিনীপতৌ। সর্ব্বত্র তাপসশ্রেষ্ঠ ঋতৌ তু কুসুমাকরে॥ মাসি পুণ্যতমে বিপ্র মাধবে মাধবপ্রিয়ে। নবম্যাং শুক্লপক্ষে চ বাসরে মঙ্গলে শুভে। সর্পঋক্ষে চ মধ্যাহ্নে জানকী জনকালয়ে॥ আবির্ভূতা স্বয়ং দেবী যোগেষু শোভনেষু চ। এতদ্‌যোগে কৃতঞ্চেতদ্ব্রতং প্রোক্তং ফলপ্রদং॥ অষ্টম্যাং যদি বৃদ্ধিঃ স্যান্নবমী মাধবে সিতে। কুর্য্যান্নেদং ব্রতং তস্মাৎ কৃতঞ্চেন্ন্যূনতা ভবেৎ॥ মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্যা ব্রতেঽস্মিন্নবমী-তিথিঃ। দিনদ্বয়গতায়াস্তু তস্যাং কার্য্যা পরা নরৈঃ" ॥ এতৈর্যোগৈর্ব্বিনাপি স্যাত্তদ্দিনং পাপনাশনং। ব্রতানামুত্তমং হ্যেতৎ কর্ত্তব্যং জানকীপ্রিয়ং॥ যস্তু ন কুরুতে মোহাৎ জানকীজন্মসম্ভবং। ব্রতং স পচ্যতে বিপ্র নরকে নাত্র সংশয়ঃ॥ তস্মিন্নহনি মূঢ়াত্মা ভুক্ত্বা পানস্তু যো নরঃ। মুনে স কৃমিসঙ্ঘাতং সপূয়ং খাদতি স্ফুটং॥ ন করোতি হি যঃ শ্রুত্বা ব্রতানামুত্তমং ব্রতং। স মহাপাতকী জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। কুরুতে যো ব্রতং সোঽপি পৃথ্বীদানফলং লভেৎ। মহাষোড়শদানানাং যজ্ঞানাং মুনিপুঙ্গব॥ প্রাপ্নোতি সর্ব্বতীর্থানং যজ্ঞানাং সকলং ফলং॥ সর্ব্বভূতে দয়াং কৃত্বা ফলমাপ্নোতি যজ্জনঃ। তৎ প্রাপ্নোতি ব্রতাদস্মান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অষ্টম্যাং প্রাতরুত্থায় কৃত্বা শৌচমতন্দ্রিতঃ। মহানদ্যাং তড়াগে বা কূপে বা পল্বলেঽপি বা স্নাত্বা কুর্য্যান্নিত্যকর্ম্ম প্রাতঃ সন্ধ্যাদিবন্দনং॥ দেবান্ পিতৄংশ্চ সন্তর্প্য হবিষ্যাশী চ সংযতঃ। একভুক্ ব্রহ্মচারী স্যাদ্ভূমিশায়ী চ গৌতম॥ নবম্যাং প্রাতরুত্থায় দান্তো ভূত্বা সমাহিতঃ। তীর্থাদৌ বিধিবৎ স্নাত্বা কৃতনিত্যক্রিয়ো নরঃ॥ কুর্ব্বীত মণ্ডপং রম্যং ষোড়শস্তম্ভমণ্ডিতং। অষ্টস্তম্ভযুতং বাপি চতুস্তম্ভমথাপি বা। তোরণ-সহিতং কুর্য্যাদ্বিতানবরশোভিতং। দ্বারেষু শঙ্খচক্রাদি পতাকাভির্ধ্বজৈস্তথা। অলঙ্কুর্য্যাৎ প্রতিস্তম্ভং স্থাপয়েৎ কলসান্ শুভান্॥ শুদ্ধতণ্ডুলরাশীংশ্চ পূর্ণপাত্রৈরলঙ্কৃতান্। মধ্যে তু চত্বরং কুর্য্যাৎ চতুর্হস্তপ্রমাণতঃ॥ হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতং রম্যং চতুরস্রং মৃদা মুনে। পদ্ম-দ্বয়মিতাং কুর্য্যাৎ জানকীপ্রতিমাং শুভাং॥ কাঞ্চনীমথবা শক্ত্যা কুর্য্যাদেকপলোর্ম্মিতাং। তদর্দ্ধেন তদর্দ্ধেন কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা চতুর্ভুজাং॥ বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বৈবং প্রতিমাং কারয়েদ্বুধঃ। ঔডুম্বরী পুত্তলীং বা মৃন্ময়ীং বৃক্ষজামুত। কুড্যে বাপ্যথবা লেখ্যে কনকৈঃ প্রতিমাং বরাং॥ লেখ্যঞ্চ সূতিকাগারং সর্ব্বতশ্চ পটাবৃতঃ। পর্য্যঙ্কশয়নে সুপ্তা তত্র রাজ্ঞী মহামতিঃ॥ তথা সমীপতঃ সুপ্তা মৈথিলী স্তনপায়িনী। জাতকর্ম্মকরো লেখ্যো জনকশ্চ মহীপতিঃ। শতানন্দঃ পুরোধাশ্চ লেখনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ইত্যাদি চরিতং লেখ্যং জানকী-জন্মসম্ভবং।

যথাশক্তি হলং কুর্য্যাৎ কাঞ্চনৈঃ কিল গৌতম॥ রাজতং ক্ষেত্রমমলং স্বর্ণসিংহাসনন্তথা। কুর্য্যাত্তাম্রময়ং কুম্ভং পূর্ণপাত্রাবৃতং মুখে॥ তন্মধ্যে পঞ্চরত্নানি তীর্থাম্বু নিক্ষিপেন্মুনে। আচার্য্যং শাস্ত্রকুশলং বেদাধ্যয়ন-কারিণং। বৃণুয়াদ্বিমলাচারমবতংসাঙ্গদাসনৈঃ। অম্বরেণোত্তরীয়েণ পঞ্চপাত্রাদিভির্ব্রতী। শ্রীফলাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। বৃণুয়াদ্বৈ বিধানেন ততঃ ষোড়শঋত্বিজঃ। বিদ্যাবন্তঃ সদাচারানষ্টধাভক্তিসংযুতঃ। মধ্যে বেদী সমালেখ্যা বিচিত্রৈর্ব্বর্ণকৈস্ততঃ। পদ্মমষ্টদলং তত্র স্থাপয়েৎ কলসং ততঃ॥ রত্নসিংহাসনং রম্যং সংস্থাপ্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তত্রাধিবাসনং কুর্যাদগ্ন্যুত্তারণপূর্ব্বকং॥ প্রতিমায়াং বিধানেন দেবীমাবাহয়েত্ততঃ। প্রাণানায়ম্য মূলেন ত্রিরেকাগ্রেণ চেতসা॥ মূলমন্ত্রস্য জনকং মুনিং বিন্যস্য মূর্দ্ধনি। মুখে ছন্দশ্চ গায়ত্রীং সীতাদেবীং হৃদি ন্যসেৎ॥ নাভৌ তু বিন্যসেদ্ ব্রহ্মন্ লক্ষ্মীবীজং সবিন্দুকং। পাদয়োশ্চ নমঃ শক্ত্যৈ ততো কৃত্বা ধ্যায়েত্ততো ব্রতী॥ চতুর্ভুজাং সুবর্ণাভাং রামালোকনতৎপরাং। শ্রীরাঘবান্বিতাং সীতাং চিন্তয়েৎ হৃদি সর্ব্বদা॥ এবং ধ্যাত্বা সমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং কৃতাঞ্জলিঃ। সবিন্দুং কমলাবীজং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য গৌতম॥ সীতায়ৈ ইতি পশ্চাত্তু নমঃ শব্দং বদেৎ কিল। সংপূজ্য প্রতিমাং রাত্রৌ কৃত্বৈবমধিবাসনং॥ ব্রহ্মচারী ভূমিশায়ী তস্যাং রাত্রৌ ভবেদ্ব্রতী। তস্যাং নবম্যাং বিধিবৎ কৃত্বা শৌচমতন্দ্রিতঃ॥ নদ্যাদৌ বিমলে স্নাত্বা নিত্যকর্ম্ম বিধায় চ। ততস্তু প্রথমে যামে নিত্যপূজাবিধিং ব্রতী॥ কৃত্বা দ্বিতীয়প্রহরে গীতবাদ্যপুরঃসরং। মধ্যাহ্নসময়ে ভক্ত্যা পূজয়েচ্চ বিধানতঃ॥ অর্চ্চয়েৎ তুলসীপত্রৈঃ কোমলৈর্মঞ্জরীযুতৈঃ। প্রতিমাং মূলমন্ত্রেণ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। ততস্তু পূজয়েদ্বিদ্বান্ রাজানং জনকং ব্রতী। ততোঽষ্ট দলমধ্যস্থা জয়াদ্যা ভক্তিতঃ ক্রমাৎ। সংপূজয়েৎ বিশুদ্ধাত্মা গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। স্তুত্বৈবং জানকীং দেবীং গীতবাদ্যাদিভির্ব্রতী॥ রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা তাং রাত্রিমতিবাহয়েৎ। ততঃ প্রাতর্দ্দশম্যাঞ্চ পূর্ব্বোক্তবিধিনা দ্বিজ॥ ইত্থং নিগদিতং সর্ব্বং জানকীজন্মনো ব্রতং। কুর্ব্বন্তীন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে ব্রতমেতদনুত্তমম্॥ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা যক্ষা গুহ্যকাঃ সিদ্ধচারণাঃ। নাগাশ্চ মুনয়শ্চাপি প্রকুর্ব্বন্তি ব্রতং দ্বিজ॥ যঃ কুর্য্যাদ্ব্রতমেতদ্ধি জানকীজন্মসম্ভবং। স লভেৎ সকলং ব্রহ্মন্ পৃথ্বীযাত্রাফলং কিল॥ তথা ষোড়শদানানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং তীর্থানামপি গৌতম অত্যুগ্রতপসাং বাপি বেদোক্তাযুশ্চ বিন্দতি। গৌতমেদং ব্রতং তস্মাদবশ্যং কুরু ভক্তিতঃ॥ নেদং বক্তুং সমর্থাস্তে ফণীন্দ্রাশ্চতুরাননঃ। কৃতাদ্ভুতোত্তমাদস্মাদ্দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তবানহং। সূত উবাচ। মুনয়ে গৌতমায়েদং ব্রতং তন্নিত্যমাম্নাতং ভক্তিদং কুর্ব্বতাং সতং॥ জগাদ সকলং ব্যক্তং জানকীজন্মসম্ভবং। ব্রতঞ্চ ব্রতমাহাত্ম্যং বিধানং শ্রুতিচোদিতং। মার্কণ্ডেয়ো মুনীশ্বরঃ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে শ্রীসীতানবমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

অথ চাতর্ম্মাস্য ব্রত

আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে অথবা পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশীতে বা পূর্ণিমাতে এই ব্রত শেষ করিতে হয়। এই চারিমাস গুড়ভক্ষণ ত্যাগ করিলে কণ্ঠ সুমধুর হয়। তৈল ত্যাগ করিলে সুন্দর হয়। কটুতৈলবর্জ্জনে শত্রু নাশ, স্থালীপাকভক্ষণের ত্যাগে দীর্ঘায়ুঃ ও সন্ততিলাভ, মধু ও মাংসত্যাগে নির্ব্যাধি ও বিষ্ণুভক্ত এবং একদিন অন্তরে উপবাস করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই চারিমাস নখ-লোম ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে এবং মৌন ভাবে অবস্থান করে, তাহার বাক্য কদাচ স্খলিত হয় না (অর্থাৎ সে বাক্‌সিদ্ধ হয়)। যে ব্যক্তি এই চারি মাস ভূমিতে ভোজন করে, সে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। এই চারি মাস প্রত্যহ বিষ্ণুপাদপদ্ম স্পর্শ করিলে সকলমনোরথ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই চারি মাস প্রত্যহ বিষ্ণুর মন্দির গোময়াদি দ্বারা লেপন ও মার্জ্জন করে, সে এককল্প কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ বিষ্ণু মন্দিরে শতবার প্রদক্ষিণ ও শতবার স্তব পাঠ করে, সে হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি এই চারি মাস বিষ্ণু-সমীপে গীত বাদ্য করে, তাহার গন্ধর্ব্বলোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই চারি মাস শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করে, সে ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া অন্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই চারি মাস প্রত্যহ বিষ্ণুকে পুষ্পমাল্য প্রদান করে, সে অপ্সরোলোক লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই চারি মাস তীর্থজলে স্নান করে, তাহার সকল পাপ বিদূরিত হয়। এই চারি মাস প্রত্যহ পঞ্চগব্য পান করিলে, চান্দ্রায়ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই চারিমাস দিবাভাগে উপবাস করিয়া রাত্রিকালে প্রত্যহ ভোজন করে, তাহার সমগ্র তীর্থযাত্রার ফল লাভ হয় এবং নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি নরক দর্শন করে না। যে ব্যক্তি পাত্রপরিত্যাগ করে (অর্থাৎ হস্ত দ্বারা পাত্র কার্য্য করে) তাহার পুষ্কর স্নানের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই চারি মাস পত্রে ভোজন করে, সে কুরুক্ষেত্র তীর্থের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই চারি মাস প্রত্যহ পলাশপত্রে ভোজন করে, তাহার প্রয়াগ-ফল লাভ হয়। এই ব্রত চারি মাস করিয়া কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে এবং যে যে দ্রব্য এই চারি মাসে পরিত্যাগ করিবে, সেই সেই দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। এই ব্রত করিতে হইলে যথানিয়মে নিত্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—ওঁ তৎসদদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কীর্ত্ত্যায়ুর্যশোবলপ্রাপ্তিকামো শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা চতুর্ম্মাসান্ যাবৎ[১] মাংসবর্জ্জনমহং করিষ্যে॥ সঙ্কল্পান্তে সূক্ত পাঠ করিয়া করযোড়ে প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

১। যে যে দ্রব্য বর্জ্জন করিবে "মাংস" স্থলে সেই সেই দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে।

ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসন্নে ত্বয়ি কেশব ॥
গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যত্নপূর্ণ ত্বহং ম্রিয়ে।
তন্মে ভবতু সংপূর্ণং ত্বৎপ্রাসাদাজ্জনার্দ্দন ॥

সমাপ্তিকালে পাঠ্য মন্ত্র যথা—

ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব কৃতং প্রীত্যৈ তব প্রভো।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু তৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥

তৎপরে ষোড়শোপচারে বিষ্ণুপূজা, জপ, হোম, দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

নাগ-পঞ্চমী ব্রত

আষাঢ়ের পূর্ণিমার পর যে পঞ্চমী, তাহাই নাগ-পঞ্চমী নামে অভিহিত। অর্থাৎ গৌণ শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমীই নাগ-পঞ্চমী। ঐ পঞ্চমী উভয়দিনে প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বাহ্নে পূজার প্রশস্তকাল প্রাপ্ত হউক, বা না হউক, পূর্ব্বদিনে চতুর্থীযুক্ত যে পঞ্চমী তাহাতেই অর্চ্চনাদি বিধেয়। দেবীপুরাণে লিখিত আছে, জনার্দ্দন শয়ন করিলে তাহার পর কৃষ্ণপক্ষের যে পঞ্চমী, তাহার নাম নাগপঞ্চমী। ঐ পঞ্চমীতে উঠানে সিজ-বৃক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে মনসা দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়।

ইহাতে অনন্তাদি অষ্টনাগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্য্যন্ত এই পূজা করিবে, তাহা হইলে সর্পভয় দূর হয় ॥

পূজাপ্রণালী। উঠানে বেদীর উপরে সিজ-বৃক্ষ স্থাপন করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোম—"ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্পভয়াভাবকামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং মনসাদেবীপূজনমহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি)।

"সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু" ইহা বলিয়া স্ব-শাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাদিগকে পূজা করিবে। অনন্তর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস সহকারে মনসাদেবীর ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা করিবে। মনসাদেবীর ধ্যান যথা—ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈর্ব্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্। পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প দিয়া আবাহন করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ আস্তীকস্য মুনের্ম্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি। এহ্যেহি মনসাদেবি নাগমাতর্নমোঽস্তু তে॥ আগচ্ছ বরদে দেবি সর্ব্বকল্যাণকারিণি। স্নুহীশাখাং সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহম্॥ ভগবতি মনসাদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ। এই নিয়মে যথাশক্ত্যুপচারে অর্চ্চনা করিয়া দুগ্ধ দ্বারা স্নুহী বৃক্ষে মনসা দেবীকে স্নান করাইবে, স্নান মন্ত্র যথা—

ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতাং দেবীং নাগাভরণভূষিতাং
স্নাপয়ামি মহাভাগাং পুত্রায়ুর্দ্ধনবৃদ্ধয়ে॥

পরে চন্দনমিশ্রিত জলে স্নান করাইবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্।
স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে॥

তৎপরে মালা, সিন্দুর ও মিষ্টান্নাদি নিবেদনপূর্ব্বক অষ্টনাগদিগের পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অষ্টনাগ যথা—

অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পরে মনসাদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করিয়া জপবিসর্জ্জনান্তে নমস্কার করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ অযোনিসম্ভবে মাতর্ম্মহেশ্বর-সুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ॥
আস্তীকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নি মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥

তৎপরে দক্ষিণা দিয়া সংহারমুদ্রায় "ওঁ মনসাদেবি ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে, যাহার বংশে যাহার সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছে, এই দিনে সেই সর্পদষ্ট ব্যক্তির মুক্তির জন্য নাগ পূজা করা কর্ত্তব্য। পূজাপ্রণালী একইরূপ, কেবল সঙ্কল্পবাক্যে কিছু বিশেষ আছে, যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকস্য সর্পদংশনজন্যদোষবিমুক্তিপূর্ব্বকস্বর্গগমন-কামো নাগানাং পূজামহং করিষ্যে।" পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া অর্ঘ্যস্থাপনাদিপূর্ব্বক গণেশাদির পূজা করত অষ্টনাগগণের পূজা করিবে। তৎপরে অষ্টনাগগণকে দুগ্ধ নিবে-দন করিয়া মনসা স্তোত্র-রূপ কথা পাঠ করিবে, যথা—

মনসাস্তোত্রং। শ্রীনারায়ণ উবাচ। শ্রূয়তাং মনসাখ্যানং যৎ শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ। কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী। তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি।

মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরং ॥ তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দীব্যতি। আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী ॥ ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। জরৎকারুশরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা যৎ ক্ষণমীশ্বরঃ। গোপীপতির্নাম চক্রে জরৎকারুরিতি প্রভুঃ ॥ বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তস্যৈ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ। পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ পুনঃ পুনঃ ॥ স্বর্গে চ নাগলোকে চ পৃথিব্যাং ব্রহ্মলোকতঃ। ভৃশং জগৎসু গৌরী চ সুন্দরী চ মনোহরা ॥ জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী। শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতিকীর্ত্তিতা। বিষ্ণুভক্তাতীব শশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন নারদ। নাগানাং প্রাণরক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য চ। নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনীতি চ। বিষং সংহর্ত্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি চ ॥ সিদ্ধং যোগং হরাৎ প্রাপ্তা তেনাপি সিদ্ধযোগিনী ॥ অজ্ঞান-জ্ঞানদাত্রীঞ্চ মৃতসঞ্জীবনীং পরাং। মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ আস্তীকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সা চ তপস্বিনী। আস্তীকমাতা বিখ্যাতা জগৎসু সুপ্রতিষ্ঠীতা ॥ প্রিয়া মুনের্জরৎকারোর্ম্মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। যোগিনো বিশ্বপূজ্যস্য জরৎকারোঃ প্রিয়া ততঃ ॥

ওঁ নমো মনসাদেব্যৈ। জরৎকারুর্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী। বৈষ্ণবী নাগ-ভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥ জরৎকারুপ্রিয়া দেবী মাতা বিষহরীতি চ। মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥ দ্বাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ। তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ ॥ নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে। ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। নিত্যং পঠেদ্‌যস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে ॥ দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং। স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্‌যস্য স বিষং ভোক্তুমীশ্বরঃ ॥ নাগৌঘভূষণং কৃত্বা চ ভবেন্নাগবাহনঃ নাগাসনো নাগতল্পো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ। ইতি পদ্মপুরাণে নাগপঞ্চমীব্রতে মনসা-দেবীস্তোত্রং সমাপ্তম। তৎসৎ।

কিমিচ্ছক ব্রত

চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতে যথানিয়মে ষোড়শোপচারে কুবেরের, সমগ্র নিধিগণের, নিধিপালবর্গের ও লক্ষ্মীর পূজা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বদিনে সংযম করিয়া পরদিন ব্রত করিবে। এই ব্রতের ফলে অভিলষিত সিদ্ধি ও ও পুত্রপৌত্রাদি লাভ হয়। নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া পূজা করিবে, যথা—"ওম্ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী পুত্রপৌত্রা-দ্যনবচ্ছিন্নসুখসৌভাগ্যাভীষ্টপ্রাপ্তিকামা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা গণেশাদিনানাদেবতাপূজা-পূর্ব্বকং কুবেরনিধিনিধিপগণ-লক্ষ্মী-জনার্দ্দনপূজনপূর্ব্বকঞ্চ কিমিচ্ছকব্রতমহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি) ॥ পরে উল্লিখিত দেবতাগণের পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রত কথা। মার্কণ্ডেয় উবাচ। অথ সা বীক্ষিতো মাতা বীরাবীর প্রজাবতী। পুণ্যেঽহনি সমাহূয় প্রাহ পুত্রমবীক্ষিতম্ ॥ পুত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতা তব পিত্রা মহাত্মনা।

উপবাসং করিষ্যামি দুষ্করোহয়ং কিমিচ্ছকঃ॥ স চায়ত্তস্তব পিতুস্ত্বয়া সাধ্যোময়ার্থিতঃ। প্রতিজ্ঞাতে ত্বয়া পুত্র ততস্তত্র যতাম্যহং॥ দ্রব্যস্যার্দ্ধং মহাকোষাৎ তব দাস্যাম্যহং পিতুঃ। ধনন্তে পিতুরায়ত্তমনুজ্ঞাতাস্মি তেন চ॥ ক্লেশসাধ্যো যদায়ত্তঃ স হি শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। সাধ্যো ভবেদ্বা যদি তে কশ্চিদ্বলপরাক্রমে॥ স তে সাধ্যো হ্যন্যথা বা দুঃখসাধ্যো ভবিষ্যতি। তৎ ত্বং প্রতিজ্ঞাং কুরুষে যদি পুত্রাত্র চৈব তে॥ তদেতদহমাবাপ্স্যে কথ্যতাং যন্মতং তব॥ অবীক্ষিদুবাচ। বিত্তং মে পিতুরায়ত্তং মৎস্বামিত্বং ন তত্র বৈ। যন্মচ্ছরীরনিষ্পাদ্যং তৎ করিষ্যে ত্বয়োদিতম্। কিমিচ্ছক-ব্রতং মাতর্নিশ্চিন্তা ভব নির্ব্যথা। রাজ্ঞা পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতং যদি বিত্তেশ্বরেণ মে॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ সা রাজমহিষী তদ্ব্রতং সমুপোষিতা। যথোক্তং সাকরোৎ পূজাং রাজরাজস্য সংযতা॥ নিধীনামপ্যশেষাণাং নিধিপালগণস্য চ। লক্ষ্মাশ্চ পরয়া ভক্ত্যা যতবাকায়মানসা। বিবিক্তে তু গৃহস্থোহয়মথ রাজা করন্ধমঃ। আসীন উক্তঃ সচিবৈর্নীতিশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥ সচিবা ঊচুঃ। রাজন্ বয়ঃপরিণতং তবৈতচ্ছাশতো মহীং। একস্তে তনয়োহবীক্ষিৎ ত্যক্তদারপরিগ্রহঃ। অপুত্রঃ স চ তে নিষ্ঠাং যদা ভূপ গমিষ্যতি। তদারিপক্ষং পৃথিবী নিশ্চিতং তব যাস্যতি॥ বংশক্ষয়ন্তে ভবিতা পিতৃপিণ্ডোদকক্ষয়ঃ॥ এতস্মহত্তেহরিভয়ং ক্রিয়াহান্যা ভবিষ্যতি। তস্মাৎ কুরু তথা ভূপ যথা তে তনয়ঃ পুনঃ। করোতি সততং বুদ্ধিং পিতৄণামুপকারিণীম্॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। এতস্মিন্নন্তরে শব্দং শুশ্রাব জগতীপতিঃ। পুরোহিতস্য বীরায়া বদতো হ্যর্থিনং প্রতি॥ কঃ কিমিচ্ছতি দুঃসাধ্যং কস্য কিং সাধ্যতামিতি। করন্ধমস্য মহীষী কিমিচ্ছকমুপোষিতা॥ রাজপুত্রোহপ্যবীক্ষিত্তু শ্রুত্বা পৌরোহিতং বচঃ। প্রত্যুবাচার্থিনঃ সর্ব্বান্ রাজদ্বারমুপাগতান্। ময়া সাধ্যং শরীরেণ যস্য কিঞ্চিদ্ব্রবীতু সঃ। মম মাতা মহাভাগ কিমিচ্ছকমুপোষিতা॥ শৃণ্বন্তু মেহর্থিনঃ সর্ব্বে প্রতিজ্ঞাতং ময়া তদা। কিমিচ্ছথ দদাম্যেষ-ক্রিয়মাণে কিমিচ্ছকে॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততো রাজা নিশম্যৈতদ্বাক্যং পুত্রমুখাচ্চ্যুতং। সমুৎপত্যাব্রবীৎ পুত্রমহমর্থী প্রযচ্ছ মে॥ অবীক্ষিদুবাচ। দাতব্যং যন্ময়া তাত ভবতে তদ্ব্রবীহি মাং। কর্ত্তব্যং দুষ্করং বাতিসাধ্যং দুঃসাধ্যমেব বা॥ রাজোবাচ। যদি সত্যপ্রতিজ্ঞস্ত্বং দদাসি চ কিমিচ্ছকং। পৌত্রস্য দর্শয় মুখং মমোৎসঙ্গগতস্য তৎ॥ অবীক্ষিদুবাচ॥ অহং তবৈকস্তনয়ো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মে নৃপ। ন মে পুত্রোহস্তি পৌত্রস্য দর্শয়ামি কথং মুখং॥ রাজোবাচ। পাপায় ব্রহ্মচর্য্যন্তে যদিদং ধার্য্যতে ত্বয়া! তস্মান্মাং মোচয়াত্মানঃ মম পৌত্রঞ্চ দর্শয়॥ অবীক্ষিদুবাচ। বিষমং স্যান্মহারাজ যদন্যৎ তৎ সমাদিশ। বৈরাগ্যেণ ময়া ত্যক্তঃ স্ত্রীসম্ভোগস্তথাস্তু সঃ॥ রাজোবাচ। বহুভির্যুধ্যমানানাং দৃষ্টো বৈরিনাং জয়ঃ। তত্রাপি যদি বৈরাগ্যমুপৈষি তদপণ্ডিতঃ॥ কিং বা নো বহুনোক্তেন ব্রহ্মচর্য্যং পরিত্যজ। মাতুস্তমিচ্ছয়া বক্ত্রং পৌত্রস্য মম দর্শয়॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। যদা স বহুভিস্তেন প্রোক্তঃ পুত্রেণ পার্থিবঃ। নান্যৎ প্রার্থয়তে কিঞ্চিৎ তদা পুত্রোহব্রবীৎ পুনঃ॥ দত্ত্বা কিমিচ্ছকং তুভ্যং প্রাপ্তোহহং তাত সঙ্কটম্। তৎ করিষ্যামি

নির্লজ্জো ভূয়ো দারপরিগ্রহম্ ॥ স্ত্রিয়ঃ সমক্ষং বিজিতঃ পাতিতো ধরণীতলে। স্ত্রীপতির্ভবিতা ভূয়স্তাতৈতদতিদুষ্করম্। তথাপি কিং করোম্যেষ সত্যপাশবশং গতঃ। করিষ্যামি যথাত্থ ত্বং ভুজ্যতাং নিজশাসনম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে কিমিচ্ছকব্রতকথা সমাপ্তা ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

মদনদ্বাদশী ব্রত

চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে মদন-দ্বাদশীব্রত করিতে হয়। আতপতণ্ডুলপূর্ণ অচ্ছিদ্র অব্রণ একটী কুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি ইক্ষুদণ্ড ও অন্যান্য ফলপ্রদান করিয়া শ্বেতবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবে। উহাতে শ্বেত চন্দন ও যথাশক্তি স্বর্ণ প্রদান করিতে হয়। উহার উপরে তাম্র পাত্র স্থাপন করিয়া কদলীদলস্থিত কামমূর্ত্তি ও উহার বামে শর্করানির্ম্মিত রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে কামনামে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া গুড়োদক দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইবে। তৎপরে শুক্লপুষ্প, অক্ষত ও তিলদ্বারা মধুসূদনের পূজা করিবে। পূজার বিধি অনুসারে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিতে হয় "ওঁ কামায় নমঃ" এই মন্ত্রে চরণে, "ওঁ সৌভাগ্যদায় নমঃ" এই মন্ত্রে জঙ্ঘায়, "ওঁ স্মরায় নমঃ" এই মন্ত্রে উরুতে, "ওঁ মন্মথায় নমঃ" এই মন্ত্রে কটিদেশে, "ওঁ স্বচ্ছোদরায় নমঃ" মন্ত্রে উদরে, "ওঁ অনঙ্গায় নমঃ" মন্ত্রে বক্ষোদেশে, "ওঁ পদ্মমুখায় নমঃ" মন্ত্রে মুখে, ওঁ পঞ্চশরায় নমঃ" মন্ত্রে বাহুতে, "ওঁ সর্ব্বাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে মস্তকে পূজা করিবে। তৎপরদিন ঐ কুম্ভ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয় এবং ব্রাহ্মণগণকে অলবণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণান্ত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

প্রীয়তামত্র ভগবান্ কামরূপী জনার্দ্দনঃ।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানামানন্দো যো বিধীয়তে ॥

এই নিয়মে প্রতি মাসে কামদেবের অর্চ্চনা করিবে। শুক্লাদ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভূমিতলে শয়ন করিবে। পরদিন ত্রয়োদশীতে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া পারণ করিতে হয়। ত্রয়োদশ মাসে এই ব্রত সম্পূর্ণ হইবে। এই সময়ে যথাশক্তি বিষ্ণুর পূজা করিয়া দ্বিজদম্পতিকে সর্ব্বোপকরণযুক্ত শয্যা, কাঞ্চন, দুগ্ধবতী শুক্লবর্ণ ধেনু, বস্ত্র প্রভৃতি দান করা বিধেয়। অনন্তর তিল দ্বারা বিষ্ণুর হোম করিয়া বিপ্রগণকে সঘৃত পায়সান্ন ভোজন করাইবে এবং পুষ্পমাল্য ও ইক্ষুদণ্ড দান করিবে ॥ ইতি মদন দ্বাদশীব্রত ॥

সিদ্ধিবিনায়ক ব্রত

ভাদ্রীয় শুক্লাচতুর্থী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়। কর্ত্তা কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া স্বস্তি-বাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্থ ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে চতুর্থ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা মনোরথসিদ্ধিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীসিদ্ধিবিনায়কপূজনমহং করিষ্যে ॥

তৎপরে স্বশাখোক্ত সূক্তপাঠ, ঘটস্থাপন, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি করিয়া গণপত্যাদির পূজা করিবে।

অনন্তর মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক "বাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া "খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি ধ্যান করতঃ পুষ্পটী নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতার পূজা করতঃ পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে ঘটে পুষ্প প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবে।

"ওঁ আবাহয়ামি বিঘ্নেশ সুররাজার্চ্চিতেশ্বর। অনাথনাথ সর্ব্বজ্ঞ পূজার্থং গণনায়ক॥" ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ"॥ এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া নিম্নলিখিত আসনাদি উপচার, প্রথমতঃ দেয়দ্রব্য, দ্বিতীয়তঃ অধিপতিদেবতা তৃতীয়তঃ সংপ্রদান দেবতাকে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনামন্ত্র পাঠপূর্ব্বক "ওঁ সিদ্ধিবিনায়কায় নমঃ॥" এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। নিম্নে প্রার্থনামন্ত্রগুলি লিখিত হইল।

আসনমন্ত্র—ওঁ বিচিত্ররত্নখচিতং দিব্যাস্তরণসংযুতং। বিঘ্নরাজ গৃহাণেদং কৃপয়া ভক্তবৎসল॥

অর্ঘ্যমন্ত্র—ওঁ অর্ঘ্যঞ্চ ফলসংযুক্তং দূর্ব্বাপুষ্পাক্ষতৈর্যুতং। গণাধ্যক্ষ নমস্তেঽস্তু গৃহাণ করুণানিধে॥

মধুপর্কমন্ত্র—ওঁ দধ্যাজ্যমধুসংযুক্তং মধুপর্কং ময়াহৃতং। গৃহাণ সর্ব্বলোকেশ গণনাথ নমোঽস্তু তে॥

আচমনমন্ত্র—ওঁ বিনায়ক নমস্তুভ্যং ত্রিদশৈরভিবন্দিত। পবিত্রেণাম্বুনা দেব শীঘ্রমাচমনং কুরু॥

স্নানমন্ত্র, প্রথমতঃ পঞ্চামৃতদ্বারা—

ওঁ পয়োদধিঘৃতঞ্চৈব শর্করাসংযুতং মধু। পঞ্চামৃতং গৃহাণেদং স্নানায় গণনায়ক।

স্নানমন্ত্র জলদ্বারা—ওঁ পূতং গঙ্গাদিতীর্থেভ্য আনীতং তোয়মুত্তমং। ভক্ত্যা সমর্পিতং তুভ্যং স্নানায়াভীষ্টদায়ক।

বস্ত্রমন্ত্র—ওঁ রক্তবস্ত্রযুগং দিব্যং কারুকার্য্যবিভূষিতং। গৃহাণ পরিধানায় সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন॥

যজ্ঞোপবীতমন্ত্র—ওঁ রাজতং ব্রহ্মসূত্রঞ্চ কাঞ্চনঞ্চোত্তরীয়কং। গৃহাণ ভক্ত্যা দত্তং মে ভক্তানাং বরদো ভব॥

সিন্দুরমন্ত্র—ওঁ উদ্যদ্ভাস্করসঙ্কাশং সন্ধ্যাবদরুণং প্রভো। বীরালঙ্করণং দিব্যং সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

আভরণমন্ত্র—ওঁ নানাবিধানি দিব্যানি নানারত্নোজ্জলানি চ। ভূষণানি গৃহাণেশ পার্ব্বতীপ্রিয়নন্দন॥

অক্ষতমন্ত্র—ওঁ রক্তাক্ষতাংশ্চ দেবেশ গৃহাণ দ্বিরদানন। ললাটপটলে চন্দ্র-স্তস্যোপরি বিধার্য্যতাম্ ॥

পুষ্পমন্ত্র—ওঁ ময়াহৃতান্যনেকানি পুষ্পাণি সুরভীনি চ। নানাবর্ণানি ভগবন্ গৃহাণ গণনায়ক ॥

অথাঙ্গপূজা—"ওঁ গণেশ্বরায় নমঃ, পাদৌ পূজয়ামি" এই প্রণালীতে আদিতে "ওঁ" অন্তে "নমঃ", তৎপরে পূজয়ামি, পদপ্রয়োগপূর্ব্বক অঙ্গপূজা করিতে হইবে। যথা—বিঘ্নরাজায়, জানুনী। আখুবাহনায়, উরূ। হেরম্বায়, কটীং। কামারিসূনবে, নাভিং। লম্বোদরায়, উদরং। গৌরীসুতায়, স্তনৌ। গণনায়কায়, হৃদয়ং। স্থূলকর্ণায়, কণ্ঠং। স্কন্দাগ্রজায়, স্কন্ধৌ। পাশহস্তায়, হস্তৌ। গজবক্ত্রায়, মুখং। বিঘ্নহর্ত্রে, ললাটং। সর্ব্বেশ্বরায়, শিরঃ। গণাধিপতয়ে, সর্ব্বাঙ্গং ॥ মালতী প্রভৃতি পত্রদ্বারা পূজা করিতে হয়। যথা—মালতীপত্রদ্বারা "ওঁ সুমুখায় নমঃ ॥ এই নিয়মে পূজা করিবে।

ভৃঙ্গরাজপত্রদ্বারা, ওঁ গণাধিপায় নমঃ। বিল্বপত্রদ্বারা, ওঁ উমাপুত্রায় নমঃ। শ্বেতদূর্ব্বাদ্বারা, ওঁ গজাননায় নমঃ। বদরীপত্রদ্বারা, ওঁ লম্বোদরায় নমঃ। ধুস্তূর পত্রদ্বারা, ওঁ হরসূনবে নমঃ। তুলসীপত্রদ্বারা, ওঁ গজকর্ণায় নমঃ। শমীপত্রদ্বারা, ওঁ বক্রতুণ্ডায় নমঃ। বৃহতীপত্রদ্বারা, ওঁ গুহাগ্রজায় নমঃ। করবীরপত্রদ্বারা, ওঁ বিকটায় নমঃ। অর্কপত্রদ্বারা, ওঁ কপিলায় নমঃ। অর্জ্জুনপত্রদ্বারা, ওঁ গজদন্তায় নমঃ। অপরাজিতাপত্রদ্বারা, ওঁ বিঘ্নরাজায় নমঃ। দাড়িম্বীপত্রদ্বারা, ওঁ নটবে নমঃ। দেব-দারুপত্রদ্বারা, ওঁ সুরাগ্রজায় নমঃ। মরুপত্রদ্বারা, ওঁ ভালচন্দ্রায় নমঃ। অশ্বত্থপত্র-দ্বারা, ওঁ হেরম্বায় নমঃ। জাতিপত্রদ্বারা, ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ। কেতকীপত্রদ্বারা, ওঁ বিনায়কায় নমঃ। অগস্তিপত্রদ্বারা, ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় নমঃ ॥

ধূপমন্ত্র—ওঁ দশাঙ্গং গুগ্‌গুলুধূপং সুগন্ধঞ্চ মনোহরং। গৃহাণ কৃপয়া দেব উমাপুত্র নমোঽস্তু তে ॥

দীপমন্ত্র—ওঁ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বলোকেশ ত্রৈলোক্য-তিমিরাপহ। গৃহাণ মঙ্গলং দীপং রুদ্রপ্রিয় নমোঽস্তু তে ॥

নৈবেদ্যমন্ত্র—ওঁ নানাখাদ্যময়ং দিব্যং নৈবেদ্যমিদমুত্তমং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ গণনায়ক ॥

মুখপ্রক্ষালনমন্ত্র—ওঁ এলোশীরলবঙ্গাদি-কর্পূর-পরিবাসিতঃ। প্রাশনার্থং কৃতং তোয়ং গৃহাণ গণনায়ক ॥

করোদ্বর্ত্তনমন্ত্র—ওঁ মলয়াচলসম্ভূতং কর্পূরেণ সুবাসিতং। করোদ্বর্ত্তনকং চারু গৃহ্যতাং জগতঃ পতে ॥

ফলমন্ত্র—ওঁ বীজপুরাম্রপনস-খর্জ্জুরীকদলীফলং। নারিকেলফলং দিব্যং গৃহাণ গণনায়ক ॥

মোদক-মন্ত্র—ওঁ একবিংশতিসংখ্যাংশ্চ মোদকান্ ঘৃতপাচিতান্। ময়া নিবেদিতান্ ভক্ত্যা গৃহাণ গণনায়ক ॥

তাম্বূলদান মন্ত্র—ওঁ পূগীফলসমাযুক্তং কর্পূরাদিসুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

প্রদক্ষিণমন্ত্র—ওঁ বিঘ্নেশ্বর বিশালাক্ষ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ। প্রদক্ষিণং করোমি ত্বাং সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছ মে ॥

প্রণাম মন্ত্র—ওঁ নমস্তে বিঘ্নসংহর্ত্রে নমস্তে ঈপ্সিতপ্রদ। নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে গণনায়ক ॥

প্রার্থনামন্ত্র—ওঁ যন্ময়া চরিতং দেবব্রতমেতৎ সুদুর্লভম্। গণেশ ত্বং প্রসন্নঃ সন্ সফলং কুরু সর্ব্বথা ॥ বিনায়ক গণেশান সর্ব্বদেবনমস্কৃত। পার্ব্বতীপ্রিয় বিঘ্নেশ মম বিঘ্নান্ বিনাশয় ॥

তৎপরে দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। অনন্তর ব্রতকথা শ্রবণ করিবে। যথা—

ব্রতকথা। শৌনকাদ্যা ঋষিগণা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। সূতং পৌরাণিকশ্রেষ্ঠমিদমূচুর্ব্বচস্তদা ॥ ঋষয় উচুঃ ॥ নির্ব্বিঘ্নেন তু কর্ম্মাণি কথং সিধ্যন্তি সূতজ। অর্থসিদ্ধিঃ কথং নৃণাং পুত্রসৌভাগ্যসম্পদঃ ॥ দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বন্ধুভেদে তথা নৃণাম্। উদাসীনেষু লোকেষু কথং সুমুখতা ভবেৎ ॥ বিদ্যারম্ভে তথা নৃণাং বাণিজ্যে চ কৃষৌ তথা। নৃপতেঃ পরচক্রে চ জয়সিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ ॥ কাং দেবতাং নমস্কৃত্য কার্য্যসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্। এতৎ সমস্তং বিস্তার্য্য ব্রূহি মে সূত পৃচ্ছতঃ ॥ সূত উবাচ। সন্নদ্ধয়োঃ পুরা বিপ্রা কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ। পৃষ্টবান্ দেবকীপুত্রং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। নির্ব্বিঘ্নেন জয়ং মহ্যং বদ ত্বং দেবকীসুত। কাং দেবতাং নমস্কৃত্য সম্যগ্ রাজ্যং লভেমহি ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। পূজয়ধ্বং গণাধ্যক্ষমুমামলসম্ভবং। তস্মিন্ সম্পূজিতে দেবে ধ্রুবং রাজ্যমবাপ্স্যসি ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। দেব কেন বিধানেন পূজনীয়ো গণাধিপঃ। পূজিতস্তু তিথৌ কস্যাং সিদ্ধিদো গণপো ভবেৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে চতুর্থ্যাং পূজয়েন্নৃপ। মাসি মাঘে শ্রাবণে বা মার্গশীর্ষেঽথবা ভবেৎ ॥ গজবক্ত্রস্ত শুক্লায়াং চতুর্থ্যাং পূজয়েন্নৃপ। যথা চোৎপদ্যতে ভক্তিস্তদা পূজ্যো গণাধিপঃ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা মধ্যাহ্নে পূজয়েন্নৃপ। নিষ্কমাত্রসুবর্ণেন তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা পুনঃ। স্বশক্ত্যা গণনাথস্য স্বর্ণরৌপ্যময়াকৃতিং। অথবা মৃন্ময়ীং কুর্য্যাদ্বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥ একদন্তং শূর্পকর্ণং গজবক্ত্রং চতুর্ভূজং। ত্রিলোচনং চন্দ্রমৌলিং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভং ॥ কপিত্থমোদকাসক্তশুণ্ডাগ্রং রক্তবাসসং। ভজেঽক্ষমালাপরশুপাশাঙ্কুশধরং বিভুং ॥ ধ্যাত্বা বিনায়কস্ত্বেবং স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈঃ পৃথক্। গণাধ্যক্ষেতি নাম্না বৈ গন্ধং দদ্যাচ্চ ভক্তিতঃ ॥ আবাহনার্ঘ্যপাদ্যঞ্চ দত্ত্বা পশ্চাৎ প্রযত্নতঃ। রক্তবস্ত্রযুগং সর্ব্বপ্রদে দদ্যাচ্চ ভক্তিতঃ ॥ বিনায়কেতি পুষ্পাণি ধূপঞ্চোমাসুতায় চ। দীপং রুদ্র-

প্রিয়ায়েতি নৈবেদ্যং বিঘ্ননাশিনে॥ কিঞ্চিৎ সুবর্ণং দদ্যাচ্চ তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ॥ ততো দূর্ব্বাঙ্কুরান্ গৃহ্য বিংশতিঞ্চৈকমেব বা। পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন এভির্নামপদৈঃ পৃথক্॥ গণাধিপ নমস্তেঽস্তু উমাপুত্রাঘনাশন। বিনায়কেশপুত্রেতি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক॥ একদন্তেভবক্ত্রেতি তথা মূষিকবাহন। কুমারগুরবে তুভ্যং পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ দূর্ব্বাযুগ্মং গৃহীত্বা তু গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যুতং। একৈকেন তু নাম্না বৈ দত্ত্বৈবং সর্ব্বনামভিঃ॥ অথৈকবিংশতিং গৃহ্য মোদকান্ ঘৃতপাচিতান্। স্থাপয়িত্বা গণাধ্যক্ষসমীপে কুরুনন্দন॥ দশ বিপ্রায় দাতব্যাঃ স্বয়ং গ্রাহ্যাস্তথা দশ। এবং গণাধিপে দদ্যাৎ সনৈবেদ্যং নৃপোত্তম। বিনায়কস্য প্রতিমাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ। বিনায়কস্য প্রতিমাং বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতাং। তুভ্যং সংপ্রদদে বিপ্র প্রীয়তাং মে গজাননঃ॥ বিনায়ক গণেশ ত্বং সর্ব্বদেবনমস্কৃত। পার্ব্বতীপ্রিয় বিঘ্নেশ মম বিঘ্নং বিনাশয়। গণেশঃ প্রতিগৃহ্লাতি গণেশো বৈ দদাতি চ। গণেশস্তারকো নিত্যং গণেশায় নমো নমঃ॥ কৃত্বা নৈমিত্তিকং কর্ম্ম পূজয়েদিষ্টদেবতাং। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ ভুঞ্জীয়াত্তৈলবর্জ্জিতং॥ এবং কৃতে ধর্ম্মরাজ গণনাথস্য পূজনে। বিজয়স্তে ভবেন্নূনং সত্যং ময়োদিতং॥ ত্রিপুরং হন্তুকামেন পূজিতঃ শূলপাণিনা। শক্রেণ পূজিতঃ পূর্ব্বং বৃত্রাসুরবধেচ্ছয়া॥ অন্বেষয়ন্ত্যা ভর্ত্তারং সাবিত্র্যা পূজিতঃ পুরা। দ্রষ্টাং সীতাং মহাভাগাং বীরেণ চ হনূমতা॥ ভগীরথেন তদ্বচ্চ গঙ্গামানয়তা পুরা। অমৃতোৎপাদনার্থায় তথা দেবাসুরৈরপি॥ অমৃতং হরতা পূর্ব্বং বৈনতেয়েন পক্ষিণা। আরাধিতো গণাধ্যক্ষোহ্যমৃতঞ্চাহৃতং বলাৎ॥ রুক্মিণীং হর্ত্তুকামেন পূজিতোহসৌ ময়া প্রভুঃ। তস্য প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র রুক্মিণীং প্রাপ্তবানহম্॥ যদা পূর্ব্বং হি দৈত্যেন হৃতো রুক্মিণীনন্দনঃ। আরাধিতো ময়া তদ্বৎ রুক্মিণ্যা সহিতেন চ॥ কুষ্ঠব্যাধিযুতেনাথ শাম্বেনারাধিতঃ পুরা। জয়কামস্ততঃ শীঘ্রং ত্বমারাধয় শাঙ্করম্॥ বিদ্যাকামো লভেদ্বিদ্যাং ধনকামো ধনং তথা। জয়ঞ্চ জয়কামস্তু পুত্রার্থী বিন্দতে সুতান্॥ পতিকামা চ ভর্ত্তারং সৌভাগ্যঞ্চ সুবাসিনী। বিধবা পূজয়িত্বা তু বৈধব্যং নাপ্নুয়াৎ পুনঃ॥ বৈষ্ণবাদ্যাসু দীক্ষাসু আদৌ পূজ্যো গণাধিপঃ। হব্যবাহমুখা দেবাঃ পূজিতাঃ স্যুর্নসংশয়ঃ॥ চণ্ডিকাদ্যা মাতৃগণাঃ পরিতুষ্টা ভবন্তি চ॥ তস্মিন্ সংপূজিতে বিপ্রা ভক্ত্যা সিদ্ধিবিনায়কে॥ এবং কৃতে ধর্ম্মরাজ গণনাথস্য পূজনে। প্রাপ্স্যসি ত্বং স্বকং রাজ্যং হত্বা শত্রূন্ রণাজিরে॥ সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন সানুজঃ পাণ্ডুনন্দনঃ। পূজয়ামাস দেবস্য পুত্রং ত্রিপুরঘাতিনঃ॥ শত্রুসঙ্ঘং নিহত্যাজৌ প্রাপ্তবান্ রাজ্যমোজসা॥ সূত উবাচ। যঃ পূজয়েন্মহাভাগো গণেশং সিদ্ধিদায়কং। সিধ্যন্তি তস্য কার্য্যাণি মনসা চিন্তিতান্যপি॥ খ্যাতিং গমিষ্যতি তদা নাম্না সিদ্ধিবিনায়কঃ॥ য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ। সিদ্ধন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি বিনায়ক-প্রসাদতঃ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা সিদ্ধিবিনায়ক ব্রতকথা সমাপ্তা॥

শয়ন-যাত্রা

আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশীতে বিষ্ণু শয়ন করেন। ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশীতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে তাঁহার উত্থান হয়। প্রমাণ যথা—

শেতে বিষ্ণুঃ সদাষাঢ়ে ভাদ্রে চ পরিবর্ত্ততে।
কার্ত্তিকে পরিবুধ্যেত শুক্লপক্ষে হরের্দ্দিনে॥

রাত্রিতে শয়ন, দিবাভাগে উত্থান ও সন্ধ্যাকালে বিষ্ণু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন। প্রমাণ যথা—

নিশি স্বপ্নো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনম্।

পূজা প্রণালী—স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্ত আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্তিকামো গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণস্য শয়নযাত্রোৎসবকর্ম্মাহং করিষ্যে। পরে সূক্তাদি পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন পূর্ব্বক গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,

ওঁ এহ্যেহি ভগবন্ দেব সর্ব্বলোকৈকজীবন।
স্নানার্থং চতুরো মাসান্ গৃহাণ কল্পয়ামি বৈ॥

অনন্তর, ধৌতবস্ত্রখণ্ড দ্বারা বিগ্রহকে মুছিয়া আসনে স্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গন্যাসাদি করতঃ ধ্যান করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। পরে লক্ষ্মী সরস্বতী ইন্দ্র প্রভৃতির পূজা করিয়া নিম্নলিখিত ধর্ম্মাদির পূজা করিতে হইবে। ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ, ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ॥

অতঃপর, পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া অন্নাদি ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করতঃ স্তবকবচাদি পাঠ করিয়া তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বামপার্শ্বে বিগ্রহকে শয়ন করাইবে।

যথা—ওঁ পশ্যন্ত মেঘান্যপি মেঘশ্যামং, হ্যুপাগতং সিচ্যমানাং মহীমিমাং। নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্নাতু লোকনাথ, বর্ষাস্বিমাং পশ্যতু মেঘবৃন্দম্॥ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ॥

ওঁ ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তাং ভবেদিদম্।
প্রবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥

অতঃপর, দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে। অনন্তর, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে॥ ইতি শয়ন যাত্রা॥

পার্শ্বপরিবর্ত্তন ব্রত

শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতিথিতে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তনব্রত করিতে হয়। বিষ্ণুর বিগ্রহকে জলসমীপে স্থাপন করিয়া যথানিয়মে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ দেবদেব জগন্নাথ যোগিগম্য নিরঞ্জন। কটিস্নানং কুরুষ্বাত্ত মাসি ভাদ্রপদে শুভে ॥"

অতঃপর যথাবিধি জলদ্বারা স্নান করাইয়া সায়ংকালে বিষ্ণুর পূজা করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং।
প্রবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরং ॥

অনন্তর, পূজান্তে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের পরিতুষ্টি সাধন করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহ মন্দিরে নিয়া পুনর্ব্বার যথারীতি পূজা ও আহৃত নানা জাতীয় ফলমূল নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিবে ॥ ইতি।

উত্থান-যাত্রা

কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীর নাম উত্থানৈকাদশী। এইদিনে বিষ্ণুর উত্থান যাত্রোৎসব করিতে হয় ॥ পরদিন দ্বাদশীতে যদি রেবতী নক্ষত্রের শেষপাদ দিবাভাগে হয়, তবে ঐ দ্বাদশীতে দিবাভাগে বিষ্ণুর উত্থান হইবে। রেবতীর শেষপাদ যোগ যদি দ্বাদশীর দিন রাত্রিকালে হয়, তবে রেবতীনক্ষত্র যোগ না হইলে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে কোন তিথিতে রেবতীর শেষপাদ যোগ হইবে, সেই তিথিতেই উত্থান যাত্রা করিতে হইবে। আর পূর্ব্বোক্ত তিথির মধ্যে যদি কোন ক্রমেই রেবতীর যোগ নাই হয়, তবে দ্বাদশীর দিন সন্ধ্যা সময়ে উত্থান যাত্রা করিবে।

বিষ্ণু বিগ্রহকে জলসমীপে স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য কার্ত্তিকে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিকামো গণপত্যাদিদেবতা পূজাপূর্ব্বকং শ্রীবিষ্ণু-পূজাপূর্ব্বকঞ্চ তৎপ্রবোধনকর্ম্মাহং করিষ্যে। অনন্তর স্বশাখোক্ত সূক্তাদি পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম্ম করতঃ গণেশাদি দেবগণের পূজা সমাপনান্তে ভগ-বানের পূজা করিয়া প্রবোধনার্থ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। যথা—ওঁ ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রাগ্নি-কুবের-সূর্য্য-সোমাদিভির্ব্বন্দিত-পাদপদ্ম। বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস মন্ত্র প্রভাবেণ সুখেন দেব। ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থন্তু নির্ম্মিতা। ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা ॥ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে। ত্বয়ি সুপ্তে জগৎ সুপ্ত-মুত্থিতে চোত্থিতং জগৎ ॥ গতা মেঘা বিয়চ্চৈব নির্ম্মলং নির্ম্মলা দিশঃ। শারদানি চ পুষ্পাণি গৃহাণ মম কেশব ॥ ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং। উত্থিতে চেষ্টতে সর্ব্বমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধব ॥

অতঃপর, "ইদং বিষ্ণুরিত্যাদি" মন্ত্র পাঠ্যপূর্ব্বক "যোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-প্রেমা স্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্। উথায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদমধ্বা গিরাপনয়-তাং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥" পরে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। অনন্তর, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি আবরণ দেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক জপাদি করিয়া দক্ষিণা অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করতঃ মঙ্গলাচার সহকারে বিগ্রহকে মন্দিরে নিয়া যথাস্থানে বসাইবে।

কালিকা ব্রত

শুদ্ধকালে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। ব্রত-দিন প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—অদ্যেত্যাদি কার্ত্তিকে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী অভীষ্টসিদ্ধিকামা (কালিকাপ্রীতিকামা বা) কালিকাব্রতমহং করিষ্যে।

অতঃপর স্বশাখোক্ত সূক্তাদি পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক গণেশাদি দেব-গণের পূজা সমাপনান্তে ধ্যান করিয়া যথাশক্ত্যুপচারে কালিকাদেবীর পূজা করিয়া ব্রতকথা শ্রবণ করিবে। তৎপরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কর্ম্ম সমাপন করিতে হইবে।

অথ ব্রতকথা—বশিষ্ঠ উবাচ। কালিকাব্রতমাহাত্ম্যং বদ বেদবিদাম্বর। কিমেতস্য ফলং দেব কোঽবা তদ্বিধিরেব চ॥ কেন ব্রতমিদং প্রোক্তং মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিতঃ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং ব্রূহি কেশব॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥ মহাভবিষ্যপুরাণে যদুক্তং ধর্ম্মসংহিতা। তৎ শৃণুষ হি বিপ্রেন্দ্র কালিকাব্রতমুত্তমম্॥ পুরন্দরপুরে হ্যাসীৎ শক্রশ্চামরসদ্মনি। যো বৃত্তান্তোঽভবৎ সর্ব্বং তৎ শৃণুষ মহামতে। সভায়াং সংস্থিতো রাজা নৃত্যাসক্তো হি নিত্যশঃ। দিনৈকস্য তু বৃত্তান্তং শৃণু বেদবিদাম্বর। শক্রস্য শিরসি চৈব পুষ্পবৃষ্টিরভূত্তদা॥ বাসবস্তাং পুষ্পবৃষ্টিং গৃহীত্বা ঘ্রাতবান্ স্বয়ং! ঘ্রাত্বা পুষ্পং তদা রাজা দত্তবাংশ্চ দ্বিজাতয়ে॥ লাঞ্ছিতো ব্রাহ্মণঃ সোঽপি মানহীনোঽভবত্তদা। ক্রোধেন মহতা চৈব সশাপ সহসা দ্বিজঃ। ইন্দ্র ত্বং গৃহমার্জ্জারো দ্বাদশাব্দং ভবিষ্যসি। তেন কর্ম্মবিপাকেন দেবেন্দ্রো হতচেতনঃ॥ স্বর্গান্নির্গতো রাজা বৈ মার্জ্জারস্ত্বভবত্তদা লুব্ধকো নাম যস্যাপি নৌকায়াং জীবনস্থিতিঃ॥ তস্য পত্নী সুভদ্রা সা পত্যুঃ সর্ব্বাধিকারিণী। তত্র মার্জ্জাররূপেণ দেবরাজস্তু তিষ্ঠতি॥ পুরন্দরপুরী চৈব রাজশূন্যাভবত্তদা। শচী বৈ চিন্তয়ামাস অন্নপানাদিকং ত্যজেৎ॥ উপ-বাসং সমাচর্য্য মাসমেকন্তু তিষ্ঠতি। ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে চিন্তয়ামাসুরাশু চ। গত্বা তু রাজভবনং ব্যাকুলান্তে ততোঽমরাঃ। বিচিন্ত্য চামরাঃ সর্ব্বে শচ্যৈ বাক্যমভাষতে॥ শচি ত্বং রাজমহিষী কথমেতৎ করোষি চ। মাসমেকমনাহারং কৃত্বা তিষ্ঠতি সুব্রতে॥ কিংবা চিন্তয়সে নিত্যং সর্ব্বং কথয় সুব্রতে। তচ্ছ্রুত্বা চ ততো রাজ্ঞী কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ত্বমেব

জগতাং নাথ ত্বমেব সৃষ্টিকারকঃ। ক্ব গতো মম ভর্ত্তা চ তন্ন জানামি হে প্রভো॥ ইত্যুক্ত্বা হরিমুদ্দিশ্য বিললাপ পুনঃ পুনঃ। বিচিন্তোত্যমরাঃ সর্ব্বে ধ্যানমালম্ব্য সংস্থিতা॥ পুরন্দরস্য তদ্বৃত্তং ক্ষণমাহুস্ততঃ শচীং। বাসবো ব্রহ্মশাপেন মহাব্যাকুলচেতনঃ মার্জ্জার-রূপমাস্থায় স তিষ্ঠত্যন্ত্যজালয়ে। এতচ্ছ্রুত্বা রাজপত্নী বেপমানান্তরেষু চ॥ উবাচ কুশল-প্রশ্নং রাজার্থে কিং করোম্যহং। কুত্র যামি ক্ব তিষ্ঠামি ব্যাকুলাহং বিচেতনা॥ শৃণ্বন্তু দেবতাঃ সর্ব্বে রাজ্যরক্ষা কথং ভবেৎ। প্রত্যুচুশ্চামরাঃ সর্ব্বে যাহি ত্বং দ্বিজসন্নিধিং॥ সম্ভাব্য কুশলপ্রশ্নং দ্বিজমেবং সমাচর। দ্বিজস্য ভবনং গত্বা স্তুত্বা চ সেব্যতাং দ্বিজঃ॥ ততো হি ব্রাহ্মণোঽসৌ বৈ যথোচিতকুলোচিতং। পুরন্দরস্য শাপান্তং করিষ্যতি ন সংশয়॥ শ্রুত্বা রাজ্ঞী তু তদ্বাক্যং গত্বা বৈ দ্বিজসন্নিধিং। ভৃশঞ্চ প্রীণয়ামাস প্রিয়বাক্যেন কর্ম্মণা॥ ব্রাহ্মণোঽপ্যথ সন্তুষ্টঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ। সর্ব্বধর্ম্মসমাভ্যাসী বলিহোমপরায়ণঃ॥ জিতে-ন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো বৃদ্ধোঽসৌ ব্রাহ্মণোত্তমঃ। প্রত্যুবাচ চ সম্ভাষ্য শচি ত্বং পতিবল্লভে। কিং বাঞ্ছসি বিশালাক্ষি সত্যেন বদ পণ্ডিতে॥ শচ্যুবাচ। জানতাজানতা বাপি মদ্ভর্ত্তা দুষ্কৃতং কৃতম্। তৎ ক্ষমস্ব মহাভাগ রক্ষাং কুরু মম প্রভো। রাজা তু তব শাপেন মার্জ্জারো ভবনেঽভূৎ। লুব্ধকস্য গৃহে তিষ্ঠন্ রাজশূন্যা পুরী মম॥ ততস্ত্বামভিযাচেঽহং রাজ্য-রক্ষাং কুরুষ মে। যদ্যনুগ্রহমস্মভ্যং করোষি চ দ্বিজোত্তম। পুরন্দরস্য শাপান্তং কেনো-পায়েন সিধ্যতি॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। সত্যেন তব বাক্যেন সাহসেন সুবুদ্ধিনা। তুষ্টোঽস্মি রাজপত্নি ত্বং কালিকাব্রতমাচর॥ দারুণং যৎ কৃতং পাপং স্বামিনাসুরবৈরিণা। অয়ং দত্তো ময়া শাপস্তদযোগ্যং ব্রতমাচর॥ শচ্যুবাচ। বিধানং ব্রূহি মে বিপ্র কালিকায়া ব্রতস্য যৎ। তদা তব প্রসাদেন করোমি তদ্ব্রতং দ্বিজ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। গচ্ছ ত্বং লুব্ধকো নাম নৌকায়াং যস্য জীবনং। তস্য পত্নী সুভদ্রা চ বদিষ্যতি বিধিং তব॥ তস্যাস্তু বচনং কার্য্যং তৎপরং শ্রদ্ধয়া সতি। এতচ্ছ্রুত্বা শচী শীঘ্রং গত্বা তস্য তু মন্দিরং॥ প্রত্যুবাচ শচী তত্র কস্যেদং ভবনং শুভে। তব সম্ভাষণায়ৈব সমাগতাতিদূরতঃ॥ তাঞ্চ দৃষ্ট্বা সুভদ্রা সা অর্ঘ্যাপাত্রাদিকং দদৌ। কা ত্বং কস্য সুতা ত্বং হি কথং চাগমনং তব॥ কিং কার্য্যং কথয় ত্বঞ্চ সত্যং চাপি সুভাষিণি। ততো বাচা মধুরয়া সা শচী প্রত্যুবাচ তাম্॥ ত্বঞ্চ ভাগ্যবতী ভদ্রে ত্বমেব শুভকারিণী॥ পতিব্রতা পতিপ্রাণা পত্যুঃ প্রিয়হিতে রতা॥ সকাশং প্রেষয়ামাস ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ। শক্রস্য প্রমদা চাহং পতিমুদ্দিশ্য চাগতা॥ শক্রোঽপি ব্রহ্মশাপেন মার্জ্জারোঽভূদ্গৃহে তদা। ক্ব গতো মম ভর্ত্তা চ তন্ন জানামি সুব্রতে। এতৎকারণমুদ্দিশ্য আগতাহং তবাশ্রমং। ইত্যুক্ত্বা রাজপত্নী চ মার্জ্জার তত্র পশ্যতি॥ তং দৃষ্ট্বা তু প্রিয়ং শক্রং প্রত্যুবাচ শচী দ্রুতং। দৃষ্ট্বা মার্জ্জারতাং চাপি বিললাপ সুলক্ষণা॥ দৃষ্ট্বা সুভদ্রা তাং প্রাহ শৃণু মে পরমং বচঃ। প্রত্যক্ষা সা মহোগ্রা চ অস্মাকং কুলদেবতা॥ কালিকা সা মহাদেবী শুভসম্পত্তিকারিণী। তস্যা ব্রতপ্রভাবেণ সাফল্যং তে ভবেদ্ধ্রুবং॥ শচ্যুবাচ। বিধানং চাস্য মে ব্রূহি কালিকায়া ব্রতস্য চ। ত্বয়োপদিশ্যতাং

শীঘ্রং ত্বৎপ্রসাদাৎ করোম্যহং ॥ এতচ্ছ্রুত্বা সুভদ্রা চ বিধানং প্রত্যুবাচ তাং ॥ শুদ্ধকালং সমাসাদ্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী। তাং তিথিং কার্ত্তিকে প্রাপ্য সঙ্কল্পঞ্চ সমাচরেৎ। গুণমেকং বিশেষার্থং দ্বিগুণং পরিশোধয়েৎ ॥ রাত্রৌ চ ভোজনং কার্য্যং কালিকায়া ব্রতেষু চ। সিদ্ধং বাপ্যথবাসিদ্ধং পরকীয়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ অথাপরাহ্নকালে চ সায়ং তু সময়ে তথা। বৈণবং কদলীযুক্তং নির্ম্মায় চাঙ্গনে গৃহং ॥ তন্মধ্যে ঘটমারোপ্য কালীমাবাহ্য পূজয়েৎ। পাদ্যার্ঘ্যা-চমনীয়ৈশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা ॥ পিষ্টকং চৈব সিদ্ধান্নং ব্যঞ্জনং সিদ্ধমীনকং। নিবেদ্য সকল দেবি বলিদানং প্রদাপয়েৎ ॥ অনেন বিধিনা যা চ কুর্য্যাদ্বৈ কালিকাব্রতং। কার্য্যসিদ্ধি-র্ভবেত্তস্যা সা যাতি গতিমুত্তমাম্ ॥ এতদ্ব্রতবিধানন্তু শৃণুষ্ব সাবধানতঃ। ব্রতোদ্যাপনকালে তু দক্ষিণা শক্তিপূর্ব্বিকা ॥ তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সা শচী হর্ষমানসা। গৃহমাসাদ্য সা তত্র চাকরোদ্ব্রতমুত্তমম্ ॥ অনেন বিধিনা সা চ কৃত্বা তু ব্রতমুত্তমম্। ব্রতস্য করণাদেব বাসবস্য তদা গতিঃ ॥ দ্বাদশাব্দং তস্য কালমুক্তবান্ বৎসরাৎ পরং। মার্জ্জাররূপং সন্ত্যজ্য গত্বা চ অমরাবতীং। কালিকায়াঃ প্রসাদেন শক্রশ্চৈব প্রমুক্তবান্। দৃষ্ট্বা দেবগণাঃ সর্ব্বে মুদং প্রাপুঃ সুতাদিভিঃ ॥ এতদ্ব্রতং ময়া প্রোক্তং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। কালিকায়া ব্রতং নাম যা কুর্য্যাদ্ ভক্তিভাবতঃ। দ্রুতং তস্যাচ্চ সম্পত্তি কার্য্যাসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ইতি ভবিষ্য-পুরাণে কালিকাব্রতকথা সমাপ্তা ॥ ওম্ তৎ সদিত্যাদি।

ভীষ্মপঞ্চক ব্রত

মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই পাঁচ দিন ব্রত করিতে হয়। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, একাহার ও হবিষ্যান্ন করিবে। শেষদিন অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন, যথাশক্ত্যুপচারে বিষ্ণুর পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করিবে। ইতি।

বক-পঞ্চকব্রত

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই পাঁচ দিন, প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে, সংযত হইয়া থাকিবে, মৎস্য মাংসাহার বর্জ্জন করিতে হইবে।

প্রমাণ যথা—

একাদশ্যাদিষু তথা তাসু পঞ্চসু রাত্রিষু।
দিনে দিনে চ স্নাতব্যং শীতলাসু নদীষু চ।
বর্জ্জিতব্যা তথা হিংসা মাংসভক্ষণমেব চ ॥

বিবিধ প্রকরণ

দ্যূতপ্রতিপৎ

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথিকে দ্যূতপ্রতিপৎ বলে, ঐ তিথিতে বলিরাজের পূজা করিতে হয়। ঐদিনে বলিরাজের উৎসব করিলে মানব হৃষ্টপুষ্ট ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। উৎসব দিনে রাত্রি জাগরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথা—

বলিংপ্রতি ভগবদ্বাক্যং—"বীর প্রতিপদা নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ। অত্র ত্বাং নরশার্দ্দূল হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। পুষ্পদীপ-প্রদানেন পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ।"

পূজাবিধি—কর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বশাখোক্ত স্বস্তি বাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য কার্ত্তিকে মাসি শুক্লে পক্ষে প্রতিপদি তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রভূতার্থলাভকামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং বলিরাজপূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যে।

অনন্তর, স্বশাখোক্ত সূক্তাদি পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য আসনশুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদনান্তে গণেশাদি দেবতার পূজাপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে বলিরাজের পূজা করিবে।"

পূজামন্ত্র—"এতৎ পাদ্যং ওঁ বলিরাজায় নমঃ" ইত্যাদি।

গোষ্ঠাষ্টমীকৃত্য

কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে গোষ্ঠাষ্টমীকৃত্য করিতে হয়। এইদিনে বিষ্ণু বিগ্রহে অভিষেক পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া গোবৎসাদির অর্চ্চনাপূর্ব্বক গোগ্রাসপ্রদান ও গোপ্রদক্ষিণ করিবে।

গোগ্রাসপ্রদানমন্ত্র—ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥
গাবো মে মাতরঃ সর্ব্বা গোবৃষাঃ পিতরো মম।
ঘাসগ্রাসং ময়া দত্তং প্রতিগৃহ্নন্তু মাতরঃ॥

গোপ্রণামমন্ত্র,—ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

অতঃপর, গোবৎসদিগকে গোষ্ঠাভিমুখে পরিচালনপূর্ব্বক অনুগমন করিবে। অনন্তর যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজনাদির অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

অথ ভূতচতুর্দ্দশী

কার্ত্তিকের গৌণ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম ভূতচতুর্দ্দশী বা যমচতুর্দ্দশী। উক্ত চতুর্দ্দশীদিনে প্রাতঃস্নান, মস্তকোপরি অপামার্গ পল্লব ভ্রামণ, চতুর্দ্দশ যম-তর্পণ, চতুর্দ্দশ শাক ভক্ষণ, সন্ধ্যাকালে দেবগৃহাদিতে দীপদান প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হয়।

অপামার্গ পল্লব ভ্রামণ মন্ত্র—ওঁ শীতলোষ্ণসমাযুক্ত সকণ্টকদলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥

যমতর্পণ বিধি—সতিল জলদ্বারা প্রত্যেক নামে তিনবার করিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, ওঁ যমায় নমঃ, এই প্রণালীতে ধর্ম্মরাজায়, মৃত্যবে, অন্তকায়, বৈবস্বতায়, কালায়, সর্ব্বভূতক্ষয়ায়, ঔড়ুম্বরায়, দধ্নায়, নীলায়, পরমেষ্ঠীনে, বৃকোদরায়, চিত্রায়, চিত্রগুপ্তায়।

দীপদান—ওঁ পিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্যো নমো ধর্ম্মায় বিষ্ণবে।
নমো ধর্ম্মায় রুদ্রায় কান্তারপতয়ে নমঃ॥

চতুর্দ্দশশাক—ওল, কেঁউ, বেতো, সর্ষপ-পত্র, কালকাসন্দি, নিম্বপত্র, জয়ন্তীপত্র, শালঞ্চী, হিঞ্চা, পটোলপত্র, শুল্ফ, গুড়ুচী, ভণ্টাকী ও শুষনি চতুর্দ্দশশাক শাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন। প্রমাণ যথা—

ওলং কেমুকবাস্তুকং সরষপং কালঞ্চ নিম্বং জয়াং, শালঞ্চীং হিলমোচিকাঞ্চ পটুকং শৌলফং গুড়ুচীন্তথা। ভণ্টাকীং শুনিষন্নকং শিবদিনে খাদন্তি যে মানবাঃ প্রেতত্বং নচ যান্তি কার্ত্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিথৌ॥

গোবিন্দদ্বাদশী

ফাল্গুনমাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাদ্বাদশী তিথিকে গোবিন্দদ্বাদশী বলে। এই তিথিতে স্নান ও দানাদি অতীব পুণ্যজনক। গঙ্গাস্নানে শতজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। প্রমাণ যথা

ফাল্গুনে শুক্লপক্ষস্থ পুষ্যর্ক্ষৈর্দ্বাদশী যদি।
গোবিন্দদ্বাদশী নাম মহাপাতকনাশিনী॥

গঙ্গাস্নান-বিধি—কর্ত্তা নিত্যকর্ত্তব্য শেষ করিয়া, স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনে মাসি শুক্লে পক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্তদ্বাদশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী) শতজন্মার্জ্জিতপাপক্ষয়কামঃ (কামা বা) গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানের পাঠ্য সকল মন্ত্র পাঠ্য করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ্যপূর্ব্বক স্নান করিবে।

ওঁ মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥

হৃদ্দোলোৎসব যাত্রা

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ দিন বা তিন দিন পর্য্যন্ত হৃদ্দোলোৎসব করিতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দোলায় আরোহণ করাইয়া যথাশক্তি পূজা করত দোলায় দোলায়মান গোবিন্দকে দর্শন করিলে সাধক ভক্তগণের ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক ক্ষয় হয় এবং ভক্তি মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

তদা পশ্যন্তি যে কৃষ্ণং মুক্তিস্তেষাং ন সংশয়ঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং পঞ্চানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ ॥

পুষ্পদ্বারা বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়া মল্লিকা চম্পক প্রভৃতি কুসুম পরিশোভিত চতুরস্র দোলমণ্ডপ রচনা করিবে। মনোরম তোরণ ও পুষ্পমাল্য চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত বেদিকা নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে ভগবানের পূজা করিবে।

পূজা বিধি—কর্ত্তা প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করত আচমনান্তে পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া স্বস্তিবাচন করিবে। তৎপরে "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎ সদদ্য শ্রাবণে মাসি শুক্লে পক্ষে একাদশ্যান্তিথাবারভ্য দিবসপঞ্চকং (দিবসত্রয়ং বা) যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামো গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদ্দোলযাত্রোৎসবকর্ম্মাহং করিষ্যে। অনন্তর স্বশাখোক্তসূক্তপাঠপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপনান্তে গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করত ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ও শ্রীকৃষ্ণের ঋষ্যাদিন্যাস এবং করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক আধারশক্ত্যাদির পূজা করত পুনর্ধ্যান করিবে। তৎপরে ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যবাদন সহকারে ভগবানকে রত্নদোলায় বসাইয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ আগচ্ছন্তত্র বৈ দেবাঃ পিতামহপুরোগমাঃ।
দ্রষ্টুং ঋষিগণৈঃ সার্দ্ধং গোবিন্দস্য মহোৎসবম্ ॥

অতঃপর, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা করিয়া বসুদেবাদি আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে। আবরণ যথা—ওঁ বসুদেবায় নমঃ, এইরূপে দেবক্যৈ, রোহিণ্যৈ, বলদেবায়, দ্বাদশবালকেভ্যঃ, নন্দায়, যশোদায়ৈ, বেণবে বনমালায়ৈ, শ্রীবৎসায়, কৌস্তুভায়, গোভ্য, গোপীভ্যঃ, গোপেভ্যঃ। অনন্তর পঞ্চোপচারে ভগবানের পূজা করিয়া স্তবকবচাদি পাঠ করিবে। পরে স্বজনগণের সহিত শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি ও বাদ্যবাদন সহকারে ভগবানকে সাতবার দোলাইবে তৎপরে বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ইতি—

দেবদোলোৎসব[১]

কর্ত্তা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাতঃ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া শেষ করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহকে ঘৃত ও সুগন্ধি শীতল জলদ্বারা স্নান করাইয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। অতঃপর একবিংশতিবার প্রদক্ষিণ করাইয়া বেদির উপরে স্থাপন পূর্ব্বক স্বস্তি বচনান্তে সঙ্কল্প করিবে যথা—

১। পূর্ব্বদিন সায়ংকালে অধিবাস ও বহ্ন্যুৎসববিধি পুরোহিত দর্পণের প্রথমখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং যথোক্তবিধিনা শ্রীকৃষ্ণস্য দোলারোহণকল্পোৎসবকর্ম্মাহং করিষ্যে। অনন্তর স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ্যপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপনান্তে গণেশাদি দেবগণের পূজা করিয়া ন্যাসাদি পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ধ্যান করিবে। ওঁ রত্নামুক্তাহারভারৈঃ সদা শোভিতবক্ষসং। অনর্ঘ্যরত্নঘটিত-কুণ্ডলোদ্ভাসিতশ্রুতিং॥ যথা-স্থানং যথাশোভং দিব্যালঙ্কাররঞ্জিতং। বিকচাম্বুজমধ্যস্থং বিশ্বধাত্র্যা শ্রিয়া যুতং॥ শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম-ধারিণং বনমালিনং। সুপ্রসন্নং সুনাসঞ্চ পীনবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলং॥ পুরো ব্যোমস্থিতৈর্দ্দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈশ্চৈব কিন্নরৈঃ। কৃতাঞ্জলিপুটৈর্ভক্ত্যা জয়শব্দৈরভিষ্টুতম্॥ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ। হাহাহূহুপ্রভৃতিভিঃ সত্বরং দিব্যগায়নৈঃ। অহম্পূর্ব্বিকয়া নৃত্য-গীতবাদিত্রকাদিভিঃ। নেত্রাম্বুজসহস্রৈস্তু পূজ্যমানং মুদান্বিতৈঃ॥ বিকিরদ্ভিঃ সর্ব্বদিক্ষু গন্ধচন্দনজং রজঃ॥ উপবিশ্যাথ গোবিন্দং পূজয়েৎ ত্রিরূপায়নৈঃ॥ বল্লরীবৃন্দমধ্যস্থং কদম্ব-তরুমূলকে॥ হাবহাস্যবিলাসৈশ্চ ক্রীড়মানং বনান্তরে॥ গোপীভিশ্চৈব গোপালৈর্লীলা-ন্দোলিতযানগং॥ অথবা "ফুল্লেন্দীবর" ইত্যাদি ধ্যানে পূজা করিবে। প্রথম ধ্যানান্তে মানসিক পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক আধারশক্ত্যাদির পূজা করিতে হইবে। তৎপরে, পুনর্ধ্যান করিয়া (অপ্রতিষ্ঠিতমূর্ত্তি হইলে অবাহনাদি করিবে যথা—"ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জগন্ময়। মদনুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে কুরু সন্নিধিম্॥ ওঁ ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ, ইত্যাদি) অনন্তর আসনাদি উপচারদ্রব্য প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিবেদন করিবে, যথা—

আসনমন্ত্র – ওঁ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তদন্তঃস্থস্ত্বমেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে॥

এতৎ রজতাসনং "ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ" এই প্রণালীতে সকল দ্রব্য নিবেদন করিবে॥

স্বাগতমন্ত্র—ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে॥
ওঁ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহ স্বাগতং।

সুস্বাগতমন্ত্র,—ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ॥
ওঁ ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ ইহ সুস্বাগতং॥

পাদ্যদানমন্ত্র—ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুণাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্॥

অর্ঘ্যদানমন্ত্র—ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতৎ দদাম্যহম্॥

আচমনদানমন্ত্র— ওঁ আচান্তস্ত্রীর্থরাজো বৈ যেনাগস্ত্যস্বরূপিণা।
দেবায়াস্বুরনাশায় দদে আচমনীয়কম্ ॥
মধুপর্কদানমন্ত্র— ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণস্থুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥
পুনরাচমনীয়দানমন্ত্র—উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥
স্নানজলদানমন্ত্র— ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়াম্বুধিবিপ্লুতাম্
লীলয়োজ্জহার ধরণীং স্নাপয়ামি তমম্ভসা ॥
বস্ত্রদানমন্ত্র— ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ।
আচ্ছাদকায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে ॥
আভরণদানমন্ত্র— ওঁ স্বভাবস্থুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে ॥
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত ॥
গন্ধদানমন্ত্র— ওঁ যদঙ্গসংস্পর্শমরুৎ-সঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ।
স্থুগন্ধিরসসম্পন্নস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥
পুষ্পদানমন্ত্র— ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরং।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমূত্তমম্ ॥
তুলসীপত্রদানমন্ত্র— ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।
এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ক্লী কৃষ্ণায় নমঃ ॥
ধূপদানমন্ত্র— ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ স্থুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
দীপদানমন্ত্র— ওঁ স্থুপ্রকাশো মহাদীপং সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দ্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
নৈবেদ্যদানমন্ত্র— ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং স্থুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণম্।
নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্ ॥
পানার্থোদকদানমন্ত্র—ওঁ জলং স্থুশীতলং স্বচ্ছং কর্পূরাদি-স্থুবাসিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানার্থমিদমুত্তমম্ ॥
তাম্বুলদানমন্ত্র— ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদি-স্থুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বুলমিদমূত্তমম্ ॥

এইরূপে ষোড়শোপচারে পূজা সমাপন করিয়া "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করত নিম্নলিখিত প্রণালীতে আবরণ-দেবতাগণের পূজা করিবে। "ওঁ আবরণ দেবতাভ্যো নমঃ", এই মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া পরে গন্ধপুষ্পদ্বারা প্রত্যেকতঃ পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লী কৃষ্ণায় নমঃ, এইরূপে গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়,

ভগবতে বাসুদেবায়, চক্রায়, পদ্মায়, শ্রীবৎসায়, কালিন্দ্যৈ, নাগ্নজিতায়ৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ, চারুহাসিন্যৈ, রোহিণ্যৈ, জাম্ববত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, রাধিকায়ৈ, অষ্টমহিষীভ্যঃ, বসুদেবায়, দেবক্যৈ, নন্দায়, যশোদায়ৈ, সঙ্কর্ষণায় অনিরুদ্ধায়, শান্ত্যৈ, শ্রিয়ৈ, লক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ, সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কেশবাদি-দ্বাদশমূর্ত্তয়ে, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ"।

অতঃপর, পঞ্চোপচারে মূলের পূজা করিয়া করাঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম পূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করত জলপুষ্পদ্বারা জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ফল্গুচূর্ণায় নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানকে ফল্গু প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ ফল্গু ত্বং সর্ব্বদেবানাং শিরোধার্য্যোঽসি সর্ব্বদা।
হরেঃ প্রীতিস্ত্বয়া কার্য্যা নমস্তেঽরুণতেজসে॥
দামোদর হৃষীকেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।
গোবিন্দ দোলয়ামি ত্বাং সুপ্রীতো ভব কেশব॥
নারায়ণ মহাবিষ্ণো বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম।
লীলয়া খেলয়া দেব গোপীভিঃ পরিবারিত॥
গোপীভির্ব্বেষ্টিতো নাথঃ খেলয়েৎ পরমেশ্বরঃ।
লোকযাত্রা-হিতার্থায় ফল্গুদানং করোম্যহম্॥
ফল্গুং গৃহাণ দেবেশ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
শোভার্থং তে শরীরস্থ স্বেচ্ছয়া চাত্র দোলয়ে॥
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ স্বয়ম্।
অসুরাণাং বিনাশায় গৃহ্ণ ফল্গুং সুরোত্তম॥
কল্যাণং কুরু মে দেব গৃহাণ ফল্গুমুত্তমম্।
ত্বৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ তব পূজাং করোম্যহম্॥
জগন্নাথাচ্যুতানন্ত জগদানন্দ-বর্দ্ধক।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় চাণূরসূদন।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥
জয় গোপীমুখাম্ভোজমধুপান-মধুব্রত।
ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥
জয় দেব দিনেশান রজনীশ বিলোচন।
নিরাকার নিরাভাস নির্গুণং ত্রাহি মাং প্রভো॥

অনন্তর শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যবাদনসহকারে তিনবার প্রদক্ষিণ করত সাতবার ভগবানকে

মন্দ মন্দ দোলাইবে। দিবা তিন মুহূর্ত্ত পরে (অর্থাৎ সঙ্গবমুহূর্ত্তে) সামান্যার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক করাঙ্গন্যাসাদি করত "ফুল্লেন্দীবর" ইত্যাদি ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের ও রাধিকার যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া "কস্তুদানপুরঃসর" সাতবার দোলাইবে।

অভিষেকপ্রণালী—মধ্যাহ্নকালে বিগ্রহকে দোলমঞ্চ হইতে নামাইয়া পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করত অভিষেক করিবে, সঙ্কল্পবাক্য যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ শ্রীভগবদ্গোবিন্দাভিষেকমহং করিষ্যে। পরে সূক্তপাঠপূর্ব্বক প্রথতমঃ বিশুদ্ধজলদ্বারা "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইবে, পরে "ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে, "ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ"। এইমন্ত্রে মসূরচূর্ণ ও গন্ধদ্রব্যাদি লেপন করিবে। "ওঁ দ্রুপদাদিব" মন্ত্রে উষ্ণোদক সহ চন্দন অর্পণ করিবে। অতঃপর, চন্দন, অগুরু, তিলবাটা, আমলকীচূর্ণ ইত্যাদি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে উদ্বর্ত্তন করাইবে, যথা—

ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব তাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।
উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াং ভক্তিমুত্তমাম্॥

অনন্তর "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি বেদাদিচতুষ্টয়মন্ত্রদ্বারা স্নান করাইয়া সুগন্ধিজলদ্বারা পাবমানীসূক্তে স্নান করাইবে। তৎপরে, চন্দনযুক্তজলে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা স্নান করাইতে হইবে। যথা—"ওঁ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা, ওঁ অন্তরীক্ষং গচ্ছ স্বাহা, ওঁ সবিতারং গচ্ছ স্বাহা, ওঁ মিত্রাবরুণৌ গচ্ছ স্বাহা, ওঁ অহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহা, ওঁ ছন্দাংসি গচ্ছ স্বাহা, দ্যাবাপৃথিব্যৌ গচ্ছ স্বাহা, ওঁ সোমং গচ্ছ স্বাহা, ওঁ যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহা, ওঁ নভোদিবং গচ্ছ স্বাহা, ওঁ অগ্নিং বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহা, ওঁ মনো মে হার্দ্দ্যিং গচ্ছ স্বাহা॥" অতঃপর, শ্রীসূক্ত[১] পাঠ করিয়া পুষ্পোদকদ্বারা স্নান করাইবে। পরে মন্ত্রশোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান করাইয়া গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক শর্করা, মধু, কলা ও ইক্ষুরসদ্বারা স্নান সম্পাদন করত পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর, ধৌতবস্ত্রদ্বারা জল মুছাইয়া বিগ্রহকে বস্ত্রালঙ্কারচন্দনাদিদ্বারা সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ও রাধিকার ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক মহোৎসব সহকারে আরাত্রিক করিবে। পরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে।

স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ মন্ত্র[২]

প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা। আত্মমন্ত্রং গুরোর্ম্মন্ত্রং মন্ত্রঞ্চাজপসংজ্ঞকম্। স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্॥

১। শ্রীসূক্ত, পুরুষসূক্ত প্রভৃতি মন্ত্রগুলি এই পুস্তকে অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

২। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধমন্ত্র। প্রণবযুক্তমন্ত্র, আত্মমন্ত্র, গুরুমন্ত্র ও অজপা (হংস) মন্ত্র স্ত্রীকে ও শূদ্রকে দিবে না।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি, স্ত্রী শূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধোগচ্ছতি ॥ গোপালস্য মনুর্দ্দেয়ো মহেশস্য চ পাদজে। তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মনুস্তথা। এষাং দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ ॥

মন্ত্রের সিদ্ধাসিদ্ধ বিবেক ১

তত্রাপ্যনুকূলং মন্ত্রং দীক্ষয়েৎ—

মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

স্বতাররাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্মনূন্ ॥

নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ। স্বপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ তারাচক্রং রাশিচক্রং নামচক্রং তথৈব চ। তত্র চেৎ সগুণো মন্ত্রো নান্যচ্চক্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ধনিমন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াদকুলঞ্চ তথৈব চ। স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে। বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥

বিংশত্যর্ণাধিকামন্ত্রা মালামন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। নপুংসকস্য মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ হংসস্যাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ। একদ্বিত্র্যাদিবীজস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ একাক্ষরস্য মন্ত্রস্য মালামন্ত্রস্য পার্ব্বতি। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥ পুংমন্ত্রা হুঁফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাস্তু প্রিয়া মতাঃ। নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা ॥ অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে। দোষজালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্ব্বা হি কলৈঃ সহ ॥ কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তিকা ॥ বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥ কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী। ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেব্যঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥ সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ। তথা চৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন

স্বাহা ও প্রণবসংযুক্তমন্ত্র শূদ্রকে দিলে মন্ত্রদাতা ও শূদ্র উভয়েই অধোগামী হইবে। ব্রহ্মগায়ত্রী, প্রণব (ওঙ্কার) যজুঃ (অর্থাৎ বেদোক্তমন্ত্র) এবং শ্রীবীজ "শ্রীং" স্ত্রী-শূদ্র সম্বন্ধে ব্যবস্থিত হয় নাই, অতএব যদি ইহা স্ত্রী-শূদ্র অবগত হয়, তবে নরকগামী হইবে। গোপাল, শিব, দুর্গা, সূর্য্য ও গণেশের মন্ত্র গ্রহণের স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার আছে।

১। মন্ত্রের সিদ্ধাসিদ্ধবিবেক। যে যে জাতির যে যে দেবতার মন্ত্রগ্রহণে অধিকার আছে, মন্ত্রবিচার পূর্ব্বক সেই অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে। যাহার অর্থ পরিজ্ঞানে পবিত্র হওয়া যায়, তাহাকে মন্ত্র বলে, এইজন্য নক্ষত্র ও রাশিচক্র বিচার করিয়া অনুকূল মন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত কতকগুলি মন্ত্রের সিদ্ধাসিদ্ধ বিচারের প্রয়োজন হয় না (অর্থাৎ ঐ সকল মন্ত্র সর্ব্বদাই সুসিদ্ধ) যথা—

নৃসিংহ ও বরাহ মন্ত্র, প্রাসাদবীজ (হ্রৌঁ), প্রণব এবং ঠৌংবীজঘটিত মন্ত্র ধনিমন্ত্র ও অকুলমন্ত্র গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, অতএব ঋণীধনীচক্র ও কুলাকুলচক্র বিচারের আবশ্যকতা আছে। স্বপ্নলব্ধমন্ত্র, স্ত্রী-গুরুর নিকট হইতে গ্রহীতব্যমন্ত্র, মালামন্ত্র (অর্থাৎ বহু বীজযুক্ত দীর্ঘমন্ত্র) ত্র্যক্ষরমন্ত্র এবং সকল প্রকার বেদোক্ত মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না।

বিংশতিবর্ণের অধিকবর্ণ ঘটিত মন্ত্রের নাম মালামন্ত্র, নপুংসকমন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, দ্ব্যক্ষর ও ত্র্যক্ষরাদি মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচার করিবে না। আর একাক্ষরমন্ত্র, মালামন্ত্র ও বৈদিকমন্ত্রের শোধন করিবে না। যে মন্ত্রের অন্তে "হুঁ"ফট্ আছে, তাহাকে, পুংমন্ত্র, যে মন্ত্রের অন্তে "স্বাহা" আছে তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র এবং যাহার অন্তে "নমঃ" আছে উহাকে নপুংসক মন্ত্র বলে; সুতরাং পুং, স্ত্রী ও নপুংসক ভেদে মন্ত্র ত্রিবিধ।

কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী প্রভৃতি দেবতাগণ কলিকালে পূর্ণফলপ্রদান করেন। এই সকল দেবতার মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র। এই

বাধিতাঃ॥ কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥ বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নক্ষত্রাদিবিচারণা। কালাদিশোধনং নাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্। সিদ্ধবিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ। নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি দুঃখসাধ্যং কদাচন॥[১]

দেবতাভেদে চক্রবিচারের আবশ্যকতা[২]

তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ।
রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ॥
অকডমে রামচন্দ্রে গণেশে হরচক্রকম্।
কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য মহালক্ষ্ম্যাঃ কুলাকুলম্॥
নামাদিচক্রং সর্ব্বেষাং ভূতচক্রন্তথৈব চ।
ত্রিপুরং তারকে চক্রে শুদ্ধং মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ॥
তথা—বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতম্।
কালিকায়াশ্চ তারায়াস্তারাচক্রং শুভাবহং॥
চণ্ডিকায়াস্তারকোষ্ঠে গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ।
হরিচক্রে সর্ব্বমন্ত্রং ধনাধিক্যে নচাশ্রয়ে॥
ঋণাধিকে শুভং বিদ্যাদ্ধনাধিক্যে চ নো বিধিঃ।
দোষান্ সংশোধ্য গৃহ্লীয়ান্মাধ্যদেশোদ্ভবস্য চ॥
ঋণিমন্ত্রঃ শুভফলো ধনিমন্ত্রোঽশুভপ্রদঃ।
তুল্যং যদা শুভফলং কথিতং মুনিসত্তমৈঃ॥
শূন্যে মৃত্যুমবাপ্নোতি ধনে চ বিফলং ভবেৎ।
ঋণে চ প্রাপ্তিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিস্তু জায়তে॥

সমস্ত মহাবিদ্যাগণ কলিদোষদুষ্ট নহেন। তন্ত্রান্তরে কথিত আছে—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশটী মহাবিদ্যার মন্ত্রে সিদ্ধাদিবিচার, নক্ষত্রচক্রাদিবিচার, কালশুদ্ধি ও অরিমিত্রাদি বিচারের প্রয়োজন নাই, যেহেতু ইহারা সিদ্ধবিদ্যা। হে মহাদেবি! এই সকল দেবতাগণের উপাসনা করিলে দুঃসাধ্য কিছুই থাকে না।

১। কোন সাম্প্রদায়িকমতে সর্ব্বত্রই বিচারের আবশ্যকতা; কেননা, স্বপ্নে বৈরিমন্ত্রও লাভ হইতে পারে।

২। দেবতাভেদে চক্রবিচারের আবশ্যকতা। বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্রচক্র, শিবমন্ত্র গ্রহণে কোষ্ঠচক্র, ত্রিপুরামন্ত্রে রাশিচক্র, গোপাল ও রামচন্দ্রের মন্ত্রগ্রহণে অকডম চক্র, গণেশমন্ত্রে হরচক্র, বরাহমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র এবং মহালক্ষ্মীমন্ত্রে কুলাকুলচক্র বিচার করিবে। যে সকল চক্রে নামাদ্যবর্ণ লইয়া গণনা করিতে হয় তাহা ও ভূতচক্র সমস্তমন্ত্র গ্রহণেই বিচার করা আবশ্যক। ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্রে তারাচক্র, বিষ্ণুমন্ত্রে রাশিচক্র, শিবমন্ত্রে অকডমচক্র বিচার্য্য।

জপমালা নির্ণয়১

তর্জ্জনী মধ্যমানামা কনিষ্ঠা চেতি তাং ক্রমাৎ।
তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা।
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ॥

তত্র ক্রমমাহ—অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

তথা—অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥
এতদ্বচনন্তু অষ্টোত্তরশতাদিবিষয়ম্।

শক্তি বিষয়ে পুনঃ—অনামিকাত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়াস্ত্রিপর্ব্বিকা।
মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি।
তর্জ্জন্যগ্রে তথামধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ॥
ইতি নারদবচনাৎ॥

তথা হংসপরমেশ্বরে—পর্ব্বদ্বয়মনামায়াঃ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ।
পর্ব্বত্রয়ং মধ্যমায়াস্তর্জ্জন্যেকং সমাহরেৎ
পর্ব্বদ্বয়ঞ্চ তর্জ্জন্যা মেরুং তদ্বিদ্ধি পার্ব্বতি॥
শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রে প্রদীপিকা

তথা—অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ।
মধ্যমামূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ।
ইদমপ্যষ্টোত্তরশতাদিবিষয়ম্॥

বিচারশুদ্ধমন্ত্রই গ্রহণ করিবে। ঋণী ধনী চক্র বিচার সকলমন্ত্র গ্রহণেই আবশ্যক। ঋণী মন্ত্র শুভ এবং ধনী মন্ত্র অশুভ। মন্ত্র-গ্রহীতার নামঘটিত সমস্তবর্ণের স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্ক এবং মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্ক লইয়া আট দ্বারা হরণ করিলে যদি ভাগফল সমান হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রাহ্য, আর ভাগফল না থাকিলে সেই মন্ত্র ত্যাজ্য হইবে।

১। জপমালানির্ণয়। করমালাজপে তর্জ্জনী, অনামা ও কনিষ্ঠার তিন তিন পর্ব্ব এবং মধ্যমাঙ্গুলীর এক পর্ব্ব গ্রাহ্য। মধ্যমার অপর দুই পর্ব্ব মেরুরূপে (অর্থাৎ সীমারূপে) কল্পনা করিবে।

অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্ত দশপর্ব্বে জপ করিবে। অষ্টোত্তরশতাদি জপকালে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শতাদি সংখ্যক জপ পূর্ণ হইলে অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টপর্ব্বে অষ্টবার জপ করিবে। শক্তিমন্ত্রজপের নিয়ম এই যে অনামা কনিষ্ঠা ও মধ্যমার তিন তিন পর্ব্ব তর্জ্জনীর মাত্র মূলপর্ব্ব, এই দশপর্ব্বে জপ করিতে হইবে। তর্জ্জনীর মধ্য ও অগ্রপর্ব্বে জপ করিলে পাপ হয়।

হংসপরমেশ্বর গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার পর্ব্বত্রয় ও তর্জ্জনীর একপর্ব্ব এই দশপর্ব্বে জপ বিধেয়। তর্জ্জনীর উপরিস্থ পর্ব্বদ্বয় মেরু, ইহা তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিমালা বলিয়া কথিত। অষ্টোত্তর শতাদিসংখ্যক জপ স্থলে পূর্ব্বনিয়মে শতাদিসংখ্যক জপ করত অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টপর্ব্বে অষ্টবার জপ করিবে।

শ্রীবিদ্যাবিষয়ে পুনঃ—

অনামামধ্যমায়াশ্চ মূলাগ্রঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্।
কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব্ব সুরেশ্বরি।
অনামামধ্যমায়াশ্চ মেরুঃ স্যাদ্দ্বিতয়ং শ্রুতম্।
প্রাদক্ষিণ্যক্রমাদ্দেবি জপেত্ত্রিপুরসুন্দরীম্॥

ইতি যামলবচনাৎ

মুণ্ডমালাতন্ত্রে— অনামিকাদ্বয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু।
তর্জনীমূলপর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্ত্তিতা॥
অঙ্গুলীং ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ স্রবতে জপঃ॥

অন্যত্রাপি— অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥
গণনাবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যো জপেত্তজ্জপং যতঃ।
গৃহ্ণন্তি রাক্ষসাস্তেন গণয়েৎ সর্ব্বথা বুধঃ॥

বিশ্বসারে— জপসংখ্যা তু কর্ত্তব্যা নাসংখ্যাতং জপেৎ সুধীঃ।
ন সংখ্যাকারকস্যাস্য সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলং॥
হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীং।
আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন জপেৎ সদা॥
নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্ব্বা ন ধান্যৈর্নচ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনমৃত্তিকয়া জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ।
জপনে যাদৃশী মালা সংখ্যানেঽপি চ তাদৃশী॥

শ্রীবিদ্যামন্ত্রজপবিষয়ে অনামার ও মধ্যমার মূল এবং অগ্র এই দুই দুই চারি পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর তিনপর্ব্ব এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে। অনামা ও মধ্যমার পর্ব্বদ্বয় মেরু! শ্রীবিদ্যার অষ্টোত্তরশতাদি সংখ্যক রূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শতাদি সংখ্যক জপ করিয়া কনিষ্ঠার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টপর্ব্বে প্রদক্ষিণক্রমে অষ্টবার জপ করিতে হইবে।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে—অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশপর্ব্ব করমালা। জপকালে যাহাতে অঙ্গুলীগুলি বিযুক্ত (অর্থাৎ ফাঁক) না হয়, এই ভাবে হস্ত কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিয়া জপ করিবে। জপকালে অঙ্গুলী বিযুক্ত হইলে জপ নিষ্ফল হয়। তন্ত্রান্তরে কথিত আছে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কিংবা মেরু লঙ্ঘন করিয়া যে জপ করা হয় এবং পর্ব্বসন্ধিতে (অর্থাৎ অঙ্গুলীরেখায়) যে জপ করা হয়, উহা বিফল হইবে। এই গণনাবিধি লঙ্ঘন করিয়া জপ করিলে জপফল রাক্ষসগণ গ্রহণ করে, অতএব সর্ব্বথা পণ্ডিত সাধক বিধানানুযায়ী জপসংখ্যা গণনা করিবেন। বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে—সংখ্যা রাখিয়া জপ করিবে, অসংখ্যাত জপ করিবে না। যে ব্যক্তি জপসংখ্যা রক্ষা না করে, তার জপ নিষ্ফল হয়। হৃদয়দেশে হস্ত রাখিয়া অঙ্গুলীগুলি আকুঞ্চিত করত উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা হস্তদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে জপ করিবে। আতপচাউল বা খৈ, হস্তপর্ব্ব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন এবং মৃত্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না। যে মালা দ্বারা জপ করিবে তজ্জাতীয় মালা দ্বারাই সংখ্যা রাখিবে। এ সকল কার্য্য গুরূপদেশগম্য না হইলে হয় না।

গ্রহণপুরশ্চরণসঙ্কল্প[১]

ওমদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে (নিশাকরে বা) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং অমুকমন্ত্রজপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য জপেৎ।

ততস্তদ্দিনে মুক্তিস্নানং কৃত্বা ওমদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্রস্য কৃতৈতদ্‌গ্রহণকালীনইয়ৎসংখ্যক-জপতদ্দশাংশহোমতদ্দশাংশতর্পণতদ্দশাংশাভিষেকতদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য হোমাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা পূর্ব্ববদ্দক্ষিণাদিকং কুর্য্যাদিতি গ্রহণপুরশ্চরণপ্রয়োগঃ।

অথ বিষ্ণুদ্বাদশযাত্রাকালঃ

স্কন্দপুরাণে

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ—বৈশাখাদিষু মাসেষু যাত্রাপূজাবিধিং মুনে॥
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবস্য যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥

জৈমিনিরুবাচ—বৈশাখাদিষু মাসেষু দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
যা যা দ্বাদশযাত্রাঃ স্যুস্তাস্তা বক্ষ্যামি তে শৃণু॥
বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নাপন্যুদীরিতা।
আষাঢ়ে রথযাত্রা স্যাৎ শ্রবণে শয়নী তথা।
ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বীয়া আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা।
উত্থানী কার্ত্তিকে মাসি ছাদনী মার্গশীর্ষকে॥
পৌষে পুষ্যাভিষেকঃ স্যান্মার্গে শাল্যোদনী মতা।
বাসন্তী বা ভবেন্মাঘে দোলযাত্রা তু ফাল্গুনে।
কথিতা তু বুধৈঃ সর্ব্বৈশ্চৈত্রে মদনভঞ্জিকা।
একৈকা মুক্তিদাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মকামার্থসাধিকাঃ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি প্রতিমোবাচ—
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধচন্দনৈরতিশোভিতম্॥
জ্যৈষ্ঠ্যামহঞ্চাবতীর্ণঃ সুপুণ্যং জন্মবাসরং।
তস্যাং মে স্নপনং কুর্য্যাৎ মহাস্নানবিধানতঃ॥
প্রত্যর্চ্চায়াং মহারাজ সাধিবাসং সমৃদ্ধিমৎ।
জ্যৈষ্ঠে স্নানমিদং কৃত্বা দৃষ্ট্বা বাপি প্রমুচ্যতে॥
গুণ্ডিকাখ্যাং মহাযাত্রাং প্রকুর্ব্বীত ক্ষিতীশ্বর।
মাঘমাসস্য পঞ্চম্যামষ্টম্যাঞ্চৈব শুক্লকে॥

১। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ—ইত্যাদিরূপে মূলের লিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া জপ করিবে। অনন্তর মুক্তি স্নান করিয়া তদ্দিনে সময় থাকিলে অথবা পরদিনে—প্রাতঃস্নানাদি নিত্য কর্ত্তব্য সমাপন করত মূলের লিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিয়া হোমাদি কার্য্য শেষ করিবে। পরে, দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হইবে।

এতে কালাঃ প্রশস্তা হি গুণ্ডিকাখ্যমহোৎসবে।
বিশেষান্মোক্ষদাষাঢ়-দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা ॥
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং কুর্য্যাৎ স্বাপমহোৎসবং।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণায়নমুত্তমং ॥
পঞ্চামৃতৈস্তত্র দেবং স্নাপয়েৎ পূজয়েচ্চ বৈ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পার্শ্বস্য পরিবর্ত্তনম্ ॥
নভস্য-বিমলে পক্ষে একাদশ্যাং ক্ষিতীশ্বর।
তস্যামাবর্ত্তয়েদ্দেবং প্রসুপ্তং জগদীশ্বরম্ ॥
ঈশস্য বিমলে পক্ষে সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।
তস্মিংস্তু পুজয়েদ্দেবং যথোক্তবিধিনা নৃপ ॥
কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে একাদশ্যাং সুরেশ্বরম্।
উত্থাপয়েদ্দেবদেবং রেবত্যন্তে ক্ষিতীশ্বর।
মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠ্যাং প্রাবরণোৎসবম্।
কৃত্বা দৃষ্ট্বা নরো ভক্ত্যা বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥
পুষ্যর্ক্ষেণ চ সংযুক্তা পৌর্ণমাসী যদা ভবেৎ।
পৌষে মাসি তদা কুর্য্যাৎ পুষ্যস্নানোৎসবং হরেঃ ॥
উত্তরায়ণসংক্রান্ত্যাং কুর্য্যাৎ শস্যমহোৎসবম্।
ফাল্গুনে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহণমুত্তমম্ ॥
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ।
ফল্গূৎসবং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি দ্ব্যহানি বা ॥
চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যাং যাত্রা মদনভঞ্জিকা।
দ্বাদশৈতা মহাযাত্রা গুণ্ডিকাখ্যাস্তু পাবনাঃ ॥
একৈকা মুক্তিদা সর্ব্বা ধর্ম্মকামার্থসাধনাঃ।
তাসামেকতরাং বাপি যো ভক্ত্যা চাবলোকয়েৎ ॥
একয়াপি ভবাব্ধিং স তীর্ত্বা বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।
প্রীতয়ে সময়ে কুর্য্যুরুৎসবান্ মম শাশ্বতান্ ॥
চতুর্ব্বর্গপ্রদাস্ত্বেতে প্রত্যেকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
স্বল্পা বা মহতী যাত্রা সর্ব্বা মুক্তিপ্রদা হরেঃ।
তস্মিং-স্তস্মিন্দিনে তুষ্টো ভগবান্ মুক্তিদো ধ্রুবম্ ॥

অথ রথযাত্রা-পদ্ধতিঃ

তত্র প্রমাণম্। আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥

তত্রাদৌ সুশোভনং রথং নির্ম্মায় যাত্রাপূর্ব্বচতুর্থদিবসে যথোক্তবিধিনা অঙ্কুরারোপণং কৃত্বা মহাবেদীগমনরথ্যাং সমভূমিং নিষ্পঙ্কাং সুখচারিণীং বিধায় পার্শ্বয়োঃ পুষ্পগুল্মলতাদিভিঃ শোভয়েৎ, মাল্যকুম্ভচামরধ্বজপতাকাদিভিরন্তরান্তরা মণ্ডনং কুর্য্যাৎ। সুগন্ধিধূপপাত্রাণি চন্দনান্তঃপূর্ণবংশ্যাদিরচিতযন্ত্রপ্রকারং পুষ্পবৃষ্ট্যর্থং বিবিধপুষ্পাণি গুণ্ডিচামণ্ডপে পূজার্থং ষোড়শোপচারাদিভিশ্চতুঃপ্রস্থং স্থাপয়েৎ। নটনর্ত্তকগায়নাদিনা নানাবিধবাদ্যানি কারয়েৎ। ততো যাত্রাপূর্ব্বদিনে সায়ংসময়ে পূণ্যাহাদিকং বাচয়িত্বা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি শ্বঃপ্রভৃতিকর্ত্তব্যহরিপ্রত্যর্চ্চাগুণ্ডিকোৎসবকর্ম্মাদিভূতং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য স্বশাখোক্তসূক্তং পঠিত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় গণেশাদীন্ পূজয়িত্বা যথাশক্ত্যুপচারৈর্ব্বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য গন্ধাদিনাধিবাসয়েৎ এবং রথঞ্চাধিবাসয়েৎ।

ততঃ পরদিনে প্রাতঃস্নানসন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপ্য ব্রাহ্মণত্রয়ং গন্ধাদিনা পরিতোষ্য স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাদ্ যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো হরিপ্রত্যর্চ্চাগুণ্ডিকোৎসবযাত্রামহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)। ততঃ স্বশাখোক্তং সূক্তং পঠেৎ। ততঽস্মিন্নেবাবসরে রথদানং কুর্য্যাৎ। তত্র কাষ্ঠাদিরচিতং সুশোভনং রথং বৈদিকনিয়মেন প্রতিষ্ঠাং কৃত্বা উৎসৃজেৎ। যথা—রথং বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদনোপকরণরথায় নমঃ, ইতি ত্রিরভ্যর্চ্চ্য এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ ইতি সংপূজ্য এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানায় কৃষ্ণায় নমঃ ইতি চ সংপূজ্য সংপ্রোক্ষ্য বামহস্তেন ধৃত্বা দক্ষিণহস্তেন তিলকুশজলান্যাদায় বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি চতুর্দ্দশমন্বন্তরকালাবচ্ছিন্নবিষ্ণুলোকবাসকামো বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং সাচ্ছাদনোপকরণং রথং বিষ্ণুদৈবতং শ্রীকৃষ্ণায়াহং সম্প্রদদে। ইতি দেবস্য পাদে বামহস্তে বা জলং পুষ্পঞ্চ দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততো মহাস্নানং কারয়িত্বা পূজয়েদ্ যথা। আচম্য শ্বেতসর্ষপান্ গৃহীত্বা ওঁ অপসর্পন্ত্বিতি মন্ত্রেণ বিকিরেৎ। ততঃ ক্ষেত্রপালাদিভূতেভ্যো মাষভক্তবলিং দত্ত্বা সামান্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য গণেশাদিদেবান্ পূজয়িত্বা গুরুপংক্তিনমস্কারং কৃত্বা রমিতি জলধারয়া আত্মানং বেষ্টয়িত্বা স্বহৃদয়ে দীপকলিকাকারং জ্যোতির্ম্ময়ং দেবং বিভাব্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। ততঃ কামবীজেন প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ বিধায় বর্ণন্যাসং কৃত্বা কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা—অস্য কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাসমন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দো লক্ষ্মীনারায়ণদেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ আত্মনোঽচ্যুতায়ত্তে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণদেবতায়ৈ নমঃ। ততো ধ্যায়েৎ—ওঁ উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং। নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং, বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকী-

চক্রপাণিম্॥ ইতি ধ্যাত্বা ন্যসেৎ। (অঙ্গুলীনিয়মশ্চ মাতৃকান্যাসে দ্রষ্টব্যঃ।) ললাটে অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। মুখে আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ। দক্ষনেত্রে ইং জনার্দ্দনায় পুষ্ট্যৈ নমঃ। বামনেত্রে ঈং গোবিন্দায় তুষ্ট্যৈ নমঃ। দক্ষকর্ণে উং বিষ্ণবে ধৃত্যৈ নমঃ। বামকর্ণে ঊং মধুসূদনায় শান্ত্যৈ নমঃ। দক্ষনাসায়াং ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। বামনাসায়াং ৠং বামনায় দয়ায়ৈ নমঃ। দক্ষগণ্ডে ৯ং শ্রীধরায় মেধায়ৈ নমঃ। বামগণ্ডে ৡং হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ নমঃ। ওষ্ঠে এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ। অধরে ঐং দামোদরায় লজ্জায়ৈ নমঃ। ঊর্দ্ধদন্তে ওঁ বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। অধোদন্তে ঔং সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ নমঃ। মস্তকে অং প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ নমঃ। মুখে অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ নমঃ। দক্ষবাহুমূলে কং চক্রিণে জয়ায়ৈ নমঃ। দক্ষকূর্পরে খং গদিনে দুর্গায়ৈ নমঃ। দক্ষমণিবন্ধে গং শার্ঙ্গিণে প্রভায়ৈ নমঃ। দক্ষাঙ্গুলীমূলেষু ঘং খড়্গিনে সত্যায়ৈ নমঃ। দক্ষাঙ্গুল্যগ্রেষু ঙং শঙ্খিনে চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। বামবাহুমূলে চং হলিনে বাণ্যৈ নমঃ। বামকূর্পরে ছং মুষলিনে বিলাসিন্যৈ নমঃ। বামমণিবন্ধে জং শূলিনে বিজয়ায়ৈ নমঃ। বামাঙ্গুলীমূলেষু ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ নমঃ। বামাঙ্গুল্যগ্রেষু ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ নমঃ। দক্ষপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু টং মুকুন্দায় বিনদায়ৈ নমঃ। ঠং নন্দজায় সুনন্দায়ৈ নমঃ। ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ নমঃ। ঢং নরায় ঋদ্ধ্যৈ নমঃ। ণং নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ নমঃ। বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু তং হরয়ে শুদ্ধ্যৈ নমঃ। থং কৃষ্ণায় বুদ্ধ্যৈ নমঃ। দং সত্যায় মুক্ত্যৈ নমঃ। ধং সাত্বতায় সত্যৈ নমঃ। নং শৌরয়ে ক্ষমায়ৈ নমঃ। দক্ষপার্শ্বে পং শূরায় রমায়ৈ নমঃ। বামপার্শ্বে ফং জনার্দ্দনায় উমায়ৈ নমঃ। পৃষ্ঠে বং ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ নমঃ। নাভৌ ভং বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ নমঃ। উদরে মং বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ নমঃ। হৃদি যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ। দক্ষস্কন্ধে রং মাংসাত্মনে বলায় পরায়ৈ নমঃ। ককুদি মং মেদাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ নমঃ। বামস্কন্ধে বং অস্থ্যাত্মনে বালায় সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। হৃদাদিদক্ষহস্তে শং মজ্জাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। হৃদাদিবামহস্তে ষং শুক্রাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ। হৃদাদিদক্ষপাদে সং শোণিতাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ নমঃ। হৃদাদিবামপাদে হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ নমঃ। হৃদয়াদ্যুদরে লং জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ নমঃ। হৃদাদিমুখে ক্ষং ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ নমঃ। ইতি ন্যস্য ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ যথা—ওঁ কিরীটকেয়ূরহারমকরকুণ্ডলশঙ্খচক্রগদাম্ভোজহস্ত—-পীতাম্বরধরশ্রীবৎসাঙ্কবক্ষঃস্থলশ্রীভূমি-সহিতাত্মজজ্যোতির্ম্ময়দীপকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ। ইত্যনেন ন্যাসং কৃত্বা কূর্ম্মমুদ্রয়া পুষ্পং গৃহীত্বা ধ্যায়েৎ।

ওঁ স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥ আত্মনো বদনাম্ভোজপ্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ। মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ। স্রস্তধম্মিল্যবসনা মদস্খলিত-

ভাষণাঃ। দন্তপংক্তিপ্রভোদ্ভাসাঃ স্পন্দমানাধরাঙ্কিতাঃ। বিলোভয়ন্তীর্ব্বিবিধৈর্ব্বিভ্রমৈর্ভাব-গর্ব্বিতৈঃ। ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনংবর্হাবতংসপ্রিয়ং। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং। গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য বিশেষার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ।

যথা—স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এবং ক্রমেণ কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ। ইত্যনেন সংপূজ্য তত্রার্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ইতি পূজয়িত্বা ওঁ গঙ্গেচেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য পীঠন্যাসক্রমেণ পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য ষোড়শোপচারৈর্দ্দেবং পূজয়েৎ। তত্র ক্রমঃ। উপচারদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য সমর্চ্চ্য তেষু রজতাসনমাদায় ওঁ সর্ব্বান্তর্যামিনে দেব রজতাসনমর্চ্চিতং। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমেতত্তে কল্পয়াম্যহম্॥ ইদং রজতাসনং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। স্বাগতপ্রশ্নঃ। ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে॥ ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম। আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ॥ হে কৃষ্ণ ইহ স্বাগতং ওঁ সুস্বাগতমিতি প্রত্যুক্তিঃ। পাদ্যমাদায় ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তস্মৈ তে চরণাব্জায় পাদ্যংশুদ্ধায় কল্প্যতে॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। অর্ঘ্যমাদায় ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণং। তাপত্রয়বিনির্ম্মুক্তং তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। আচমনীয়জলমাদায় ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে॥ ইদমাচমনীয়জলং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। মধুপর্কমাদায় ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় সদানন্দস্বরূপিণে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ এষ সাধারমধুপর্কঃ ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। পুনরাচমনীয়মাদায় ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং পুনরাচমনীয়জলং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। গন্ধতৈলমাদায় ওঁ স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকনাথ মহাশয়। সর্ব্বলোকৈকনাথায় দদামি স্নেহমুত্তমম্॥ ইদং গন্ধতৈলং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। স্নানীয়জলমাদায় ওঁ পরমানন্দবোধাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে॥ ইদং স্নানীয়ং জলং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। পুনশ্চ পুনরাচমনীয়ং দদ্যাৎ॥ বস্ত্রমাদায় ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্॥ ইদং পরিধেয়বস্ত্রং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। উত্তরীয়মাদায় ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্॥ ইদং উত্তরীয়বস্ত্রং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। পূর্ব্ববৎ পুনরাচমনীয়ং দদ্যাৎ। যজ্ঞসূত্রমাদায় ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে॥ ইদং যজ্ঞসূত্রং ওঁ

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। আভরণমাদায় ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরর্চ্চিত॥ এতানি ভূষণানি ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। গন্ধমাদায় ওঁ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরং। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥ এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। পুষ্পমাদায় ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরং আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥ ইদং পুষ্পং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। মূলেন সচন্দনতুলসীপত্রং দদ্যাৎ। ধূপমাদায় ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। দীপমাদায় ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দ্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ দীপঃ ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। নৈবেদ্যমাদায় ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ॥ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা, ইত্যনেন জলং দদ্যাৎ। ততো গ্রাসমুদ্রাং দর্শয়েৎ যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা। পানার্থজলমাদায় ওঁ নমস্তে দেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরং। অখণ্ডানন্দসংপূর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমম্॥ ইদং পানার্থজলং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ততঃ ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অমৃতাপিধানমসি স্বাহা, ইতি পুনর্জ্জলং দদ্যাৎ। পূর্ব্ববৎ বারত্রয়মাচমনীয়জলং দদ্যাৎ। ততস্তাম্বূলমাদায় ওঁ তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এতৎ তাম্বূলং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ততো মূলেন পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা আবরণং পূজয়েৎ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এবং বেণবে, বনমালায়ৈ, শ্রীবৎসায়, সুদাম্নে, বাসুদেবায়, কিঙ্কিণ্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, নাগ্নজিত্যৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ, সুনন্দায়ৈ, সুলক্ষণায়ৈ, জাম্ববত্যৈ, শীলায়ৈ, দেবকৈ, যশোদায়ৈ, রোহিণ্যৈ সুভদ্রায়ৈ, বলভদ্রায়, গোপেভ্যঃ, গোপীভ্যঃ, মন্দারায়, সন্তানায়, কল্পবৃক্ষায়, পারিজাতায়, হরিচন্দনায়, কৃষ্ণায়, বসুদেবায়, দেবকৈ্য, নন্দায়, নারায়ণায়, যদুশ্রেষ্ঠায়, জিষ্ণবে, অসুরান্তকায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, লক্ষ্ম্যৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ, সরস্বতৈ ব্রহ্মণে, অনন্তায়, রাধায়ৈ, সত্যভামায়ৈ, বিনতায়ৈ, ব্যাসায়, পরাশরায়, বশিষ্ঠায়, যমুনায়ৈ, হনুমতে, গরুড়ায়, পদ্মাসনায় প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততো বন্দনং। কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ—ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমং। বাসুদেবং হৃষীকেশং নৃসিংহং দৈত্যসূদনং॥ দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজং। গোবিন্দমচ্যুতং বিষ্ণুমনন্তমপরাজিতং॥ অধোক্ষজং জগদ্বীজং স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণং। অনাদিনিধনং দেবং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমং॥ নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খ-চক্র-গদাধরং। পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতং॥ শ্রীবৎসাঙ্কং জগন্নাথং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিং। প্রপদ্যেঽহং সদা দেবং সর্ব্বকামবিশুদ্ধয়ে॥ ইতি সংস্মৃত্য তং দেবং তুষ্টাব শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। প্রীতোঽভবত্তদা তস্মৈ দেবো নারায়ণো বিভুঃ॥ ওঁ দেবদেব জগন্নাথ সহজানন্দ নির্ম্মল। সংসারসাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর॥ নানাসন্তাপ-সন্তপ্তং

শুভদৃষ্ট্যমৃতেন মাং। সন্তর্পয় তৃণং শুষ্কং কৃষ্ণমেব নমোঽস্তু তে॥ কলিকল্মষসংমূঢ়ানুদ্ধর্ত্তুং জগতীপতে। অবতারোঽয়মেতস্মিন্ নীলাচলগৃহান্তরে॥ চিরকালপ্ররূঢ়াণাং দুস্ত্যজাং মহদংহসাং। রাশিং দগ্ধুং ত্বমেবেশো দীননাথ দয়াং কুরু॥ তদ্দর্শনমহাযোগে দৃষ্টদৃষ্টাঙ্গবর্জ্জিতে। যেষাং মতিঃ সমুৎপন্না চতুর্ব্বর্গৈকসাধনে॥ ন তে শোচন্তি দুষ্পারে ভবারণ্যেঽতিদুস্তরে। কর্ম্মানপেক্ষ্য দেবেশ নান্যজ্ঞানং বিলোচন॥ ইদন্তে দর্শনং নাথ বিনা কর্ম্মাপি মোচয়েৎ। জয় কৃষ্ণ জয়েশান জয়াক্ষর জয়াব্যয়। প্রসীদানুগৃহাণৈতান্ দীনান্ মূঢ়ান্ বিচেতসঃ॥ এতৈর্ম্মন্ত্রৈর্বন্দনং কৃত্বা মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমর্পয়েৎ।

ততো বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিযতিভিঃ সহ দেবং বিজ্ঞাপয়েৎ। ওঁ ইন্দ্রদ্যুম্নং ক্ষিতিপতিং যথাজ্ঞাসীৎ ভবান্ প্রভো। বিজয়স্ব রথেনাশু গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রতি॥ তবাপাঙ্গবিলোকেন প্রকাশন্তু দিশো দশ। নিঃশ্রেয়সপদং যান্তু স্থাবরাণি চরাণি চ॥ অবতারঃ কৃতো হ্যেষ লোকানুগ্রহকাম্যয়া। তদেহি ভগবন্ প্রীত্যা চরণং ন্যস্য ভূতলে॥ ততোনৃত্যগীতপ্রবর্ত্তমানেন নানাবিধবাদ্যপুরঃসরং "ভগবন্ বিজয়স্ব বিজয়স্বে" তি ব্রাহ্মণেন জপ্যেত। ততো ভগবন্তং রথসমীপমানীয় ত্রিঃপ্রদক্ষিণীকৃত্য রথোপরি মণ্ডলে চারুচন্দ্রাতপধ্বজপতাকাদি-ভূষিতে দেবং নিবেশয়েৎ। ততো রথস্থমুত্তরামুখং ষোড়শাদ্যুপচারৈঃ পূর্ব্ববদ্দেবং সংপূজ্যাবরুহ্য রথচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ। ওঁ রথবেগেন দেবেশ যদি স্যাৎ প্রাণিহিংসনম্। গবাং বা ব্রাহ্মণানাং বাপ্যন্যেষাং পরিবারিণাম্॥ ন ভবেত্তত্র দোষায় দেবদেব তবাজ্ঞয়া। তব সন্দর্শনাদেব নষ্টং সর্ব্বমমঙ্গলম্॥ ইতি প্রার্থ্য নানাবিধবাদ্যেষু সৎসু পুষ্পচন্দনকর্পূরচূর্ণৈর্ন বিকীর্য্যমানেষু ভগবদনুভাবেন তুল্যতাং প্রাপ্তেষু বেদস্তবাদিধ্বনিষু চামরব্যজনাদিষু বীজ্যমানেষু শনৈঃ শনৈঃ রথং চালয়েৎ ততো রথস্য যদি কিঞ্চিদ্ বিঘ্নং জায়তে, তদা কুশোদকৈঃ শান্তিং কুর্য্যাৎ। ওঁ ভবতু স্বস্তি বিপ্রেভ্যঃ স্বস্তি রাষ্ট্রেঽস্তু নিত্যশঃ। গোভ্যঃ স্বস্তি প্রজাভ্যশ্চ জগতঃ শান্তিরস্তু বৈ॥ স্বস্ত্যস্তু দ্বিপদে নিত্যং শান্তিরস্তু চতুষ্পদে। শং প্রজাভ্যস্তথৈবাস্তু শন্তথাত্মনি চাস্তু নঃ॥ শান্তিরস্তু চ দেবস্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ শিবস্তথা। শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু সর্ব্বতঃ স্বস্তি চাস্তু নঃ॥ ত্বং দেব জগতঃ স্রষ্টা গোপ্তা চৈব ত্বমেব হি। প্রজাঃ পালয় দেবেশ শান্তিং কুরু জগৎপতে॥ ততো নানাবিধপুষ্পবৃষ্ট্যাদ্যুৎসবৈর্দ্দেবং প্রীণয়েৎ। ততো মধ্যবর্ত্মনি দেবমাতপক্লান্তং বিজ্ঞায় পঞ্চামৃতৈঃ কর্পূরবাসিতৈস্তোয়ৈরভিষিচ্য চন্দনকর্পূরকস্তূরী-প্রভৃতিভিঃ সর্ব্বাঙ্গমনুলিপ্য যথাসম্ভবোপচারৈর্নানাবিধফললড্ডুকক্ষীরাদিভিশ্চ সংপূজ্য সুগন্ধিতাম্বূলং দত্ত্বা চামরাদিভির্ব্বীজয়েৎ। ততো রথেন দেবং গুণ্ডিচামণ্ডপসমীপং নীত্বা অবস্থিতং দেবং ত্রিঃপ্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ স্কন্দপুরাণীয়ামিমাং স্তুতিং পঠেৎ। ওঁ নমস্তভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ। মহং ত্বং ত্বমহং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥ যদাদিকমিদং সর্ব্বং ময়া বিলসিতস্তব। অধ্যাস্তে ত্বয়ি বিশ্বাত্মংস্ত্বয়ৈব পরিণামিতং॥ যদেতদখিলাভাসমজ্ঞাত্বা জ্ঞানসম্ভবং। জ্ঞাতে ত্বয়ি বিলীয়েত রজ্জুসর্পাদিবোধবৎ॥

অনির্ব্বক্তব্যমেবেদং সত্তাসত্তবিবেকতঃ। অদ্বিতীয়জগদ্ভাস স্বপ্রকাশ নমোঽস্তু তে॥ বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণম্। অংশং তবোপজীবার যেন জীবন্তি জন্তবঃ॥ নিষ্প্রপঞ্চ নিরাকার নির্ব্বিকার নিরাশ্রয়। স্থূলসূক্ষ্মাত্মমহিমন্ স্থৌল্যসৌক্ষ্ম্যবিবর্জিত॥ গুণাতীত গুণাধার ত্রিগুণাত্মন্ নমঽস্তু তে। তন্মায়য়া মোহিতোঽহং সৃষ্টিমাত্রপরায়ণঃ॥ অদ্যাপি লভতে শর্ম্ম অন্তর্যামিন্ নমোঽস্তু তে। ত্বন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতো নিত্যং তত্রৈব সংস্তবন্॥ নাতিক্রমিতুমীশোঽস্মি মায়ান্তে কোঽন্য ঈশ্বরঃ। যথা মণ্ডলমধ্যেঽস্মিন্নচিতঃ সৃষ্টিকর্ম্মণে॥ তথানুলোমকলিতব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মকোটয়ঃ। সর্ব্বত্র কোটিসংখ্যানাং বিরিঞ্চী-নামপি প্রভো॥ নৈকোঽপি তত্ত্বতো বেত্তি যথান্তরপুরস্থিতং। নমোঽচিন্ত্যমহিম্নে তে চক্রপাণে নমোঽস্তু তে। নমো দেবাদিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ॥ দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ। জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ॥ জলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে। প্রপন্নমলনাশায় সহজানন্দরূপিণে॥ ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ। প্রণতার্ত্তিবিনাশায় নমস্তে ত্রিদশার্চ্চিত॥ নমো নমস্তে দীনানাং কৃপাসহজসিন্ধবে। পরায় পররূপায় পরাপরপরায় তে॥ অপরাপরভূতায় ব্রহ্মব্রহ্মায়তে নমঃ। পরমাত্মস্বরূপায় নমস্তে পরহেতবে॥ পুরা যৎ প্রার্থিতং স্বামিন্ সৃষ্টিভারাবতারণে তৎ কুরুষ জগন্নাথ সহজানন্দরূপধৃক্॥ ত্বয়ি প্রসন্নে কিং নাথ দুর্ল্লভং মম বিদ্যতে। ত্বমেবায়ং পৃথগ্জীনভেদভিন্নং কৃপাম্বুধে। অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন জগৎকারাগৃহান্তরে॥ নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য সুরাসুরাভ্যর্চ্চিতপাদপদ্ম। নমো নমস্তাপ-হরৈকচন্দ্র নমো নমঃ সর্ব্বসুবোধশান্ত॥ নমো নমঃ কল্পনদূরভূত দুষ্টাপকারপ্রদ কল্পবৃক্ষ॥ প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং দুঃখসাগরে। কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর॥ ওঁ দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক। ভক্তানুগ্রাহকশ্চৈব রক্ষ মাং পাপতো নরং॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন। জয়াশেষ জগদ্বন্দ্যপাদাম্ভোজ নমোঽস্তু তে। জয় ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ বেদনিশ্বাসধারক। অশেষজগদাধার পরমেশ নমোঽস্তু তে॥ জয় ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদিদেবৌঘ-প্রণতার্ত্তিহৃৎ। জয়াখিলজগদ্বন্দ্য অন্তর্যামিন্ নমোঽস্তু তে॥ জয় নির্ব্যাজকরুণ অশেষ-দীনবৎসল। দীননাথৈকশরণ বিশ্বসাক্ষিন্ নমোঽস্তু তে। ইতি স্তুত্বা দেবং দণ্ডবৎ প্রণমেৎ। ততো বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ যথাসম্ভবোপচারৈঃ সংপূজ্য স্তুতিং পঠেৎ। বলভদ্রস্তুতিঃ—ওঁ জয়াখিলজগদ্ভারধারণশ্রমবর্জ্জিত। তাপত্রয়বিকর্ষায় মহাহলবতে নমঃ॥ প্রপন্নকরুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। চরাচরময়ী যেন ধৃতা নিত্যং বসুন্ধরা॥ মামুদ্ধরস্বদুষ্পারাদম্ভোধেরেনসো বিভো॥ পরাপরাণাং পরম পরমেশ নমোঽস্তু তে॥

সুভদ্রাস্তুতিঃ—জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি। কার্য্যকারণকর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্তে নমোঽস্তু তে॥ দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্। হৃৎপদ্মাসন-সংস্থাসি বিষ্ণুভাবানুসারিণী॥ ত্বমেব লক্ষ্মীর্গৌরী চ শচী কাত্যায়নী তথা। জয়ভদ্রে সুভদ্রেয়ং সর্ব্বেষাং ভদ্রদায়িনী॥ ভদ্রাভদ্রস্বরূপে ত্বং ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥ ত্বং

মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ। স্ত্রীরূপং সর্ব্বমেব ত্বং পুরুষো জগদীশ্বরঃ॥ সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং ভক্তবল্লভে। ত্রাহি পাদাব্জানম্রং মাং কৃপাপাঙ্গবিলোকনৈঃ॥ জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ তব ভামিনী। কার্য্যাকার্য্যস্বরূপাণাং কর্ম্মণাঞ্চ বিধায়িনি॥ ধারণাং ধার্য্যমাণানাং ত্বামম্বাং প্রণমাম্যহং॥ সুভদ্রাং রুদ্ররূপাঞ্চ গুণভূতাং নমাম্যহং॥ ইতি স্তুত্বা প্রণমেৎ। ততো রথাদ্দেবমবতার্য্য গুণ্ডিচামণ্ডপে চারুচন্দ্রাতপচামরধ্বজ-পতাকারচিত-তুলিকায়াং দেবং সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ততো যাত্রাবিধ্যগ্নিং সংস্থাপ্য যত্র মূলেনাষ্টোত্তরশতসংখ্যকাভিঃ সাজ্যদূর্ব্বাভির্হোমং কুর্য্যাৎ। ততস্তাং রাত্রিং নৃত্যগীতাদ্যুৎসবৈর্নয়েৎ। অথাপরদিনে যাত্রাবিধিনা দেবং ষোড়শোপ-চারাদিনা পূজয়িত্বা নৃত্যগীতসুগন্ধিপুষ্পতোয়াদিনা দেবং তোষয়েৎ। এবমেব সপ্তাহং পূজয়েৎ। দিক্‌পালেভ্যো বলিঞ্চ দদ্যাৎ। ততোঽষ্টমেঽহ্নি রথং দক্ষিণামুখং কৃত্বা বস্ত্রমাল্যাদিভির্ভূষয়েৎ। ততো দশম্যাং প্রাতরুত্থায় কৃতনিত্যকৃত্যো যথাবিধি দেবং সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ নানাবিধবাদ্যপুরঃসরং রথং চালয়েৎ। মধ্যবর্ত্মনি ভগবন্তং পূর্ব্ববৎ অভিষিচ্য সংপূজ্য মহোৎসবপূর্ব্বকং রথং গৃহদ্বারং নীত্বা দেবমবতার্য্য মন্দিরং প্রবেশ্য পুনরপি ষোড়শাদ্যুপচারাদিনা সংপূজ্য পিষ্টকপ্রদীপাদিনা দেবং নির্ম্মঞ্ছ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাং দত্ত্বা অচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ইতি গুণ্ডিকোৎসবযাত্রা-প্রয়োগঃ॥

প্রাবরণোৎসব-যাত্রা ১

মার্গশীর্ষে শুক্লষষ্ঠ্যাং কুর্য্যাৎ প্রাবরণোৎসবম্। ইতি স্কন্দপুরাণে। তত্রাগ্রহায়ণ শুক্লষষ্ঠীপূর্ব্বদিনে সায়ং সময়ে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাদ্, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মার্গশীর্ষে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাং বা তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ স্বঃকর্ত্তব্য-শ্রীকৃষ্ণপ্রাবরণোৎসবযাত্রাকর্ম্মাঙ্গভূতং গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণপূজাপূর্ব্বকঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য স্বশাখোক্তসূক্তং পঠিত্বা সামান্যার্ঘ্যং আসনশুদ্ধ্যাদিকঞ্চ বিধায় গণপত্যাদীন্ সংপূজ্য শ্রীকৃষ্ণং যথাশক্ত্যুপচারৈরর্চ্চয়িত্বা নানাবিধবাদ্যগীতমহোৎসবৈঃ পূর্ব্ববদ্ গন্ধাদিনাধিবাসয়েৎ।

ততঃ পরদিনে কর্ত্তা কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাদ্ যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মার্গশীর্ষে মাসি শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাস্নানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকবিষ্ণুপূজাপ্রাবর-ণোৎসবযাত্রামহং করিষ্যে। ততঃ স্বশাখোক্তসূক্তং পঠিত্বা দেবং স্নানবেদ্যাং নীত্বা

১। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লষষ্ঠী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাবরণোৎসবযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে পঞ্চমী বা ষষ্ঠী যে কোন তিথিতেই হউক মূলের লিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিয়া গণেশাদি দেবগণের ও শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করত গন্ধাদিদ্রব্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শুভাধিবাস কার্য্য সম্পাদন করিবে।

তৎপরদিন কর্ত্তা নিত্যকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক মূলের লিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিবে। অনন্তর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করতঃ বিগ্রহকে স্নানবেদিতে স্থাপন পূর্ব্বক মহাস্নান করাইয়া বেদির সম্মুখে বা গৃহাভ্যন্তরে পঞ্চবর্ণদ্বারা মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া কুম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি সপ্ত বস্ত্র রাখিবে, পরে ইন্দ্রাদিলোকপালগণের

মহাস্নানং কারয়িত্বা বেদ্যাঃ সম্মুখে গৃহে বা পঞ্চবর্ণরজোভির্মণ্ডলং কৃত্বা তত্র কুম্ভং সংস্থাপ্য তদুপরি সপ্তবাসাংসি দদ্যাৎ। ততো মণ্ডলে পূর্ব্বাদিক্রমেণ ইন্দ্রাদিলোকপালান্ সংপূজ্য তেভ্যো মাষভক্তবলিং দত্ত্বা বহিশ্চতুর্দ্দিক্ষু ক্ষেত্রপালং, গণেশং, চণ্ডং, প্রচণ্ডঞ্চ পূজয়েৎ। ততঃ সামান্যার্ঘ্যাদিকং বিধায় গণেশাদীন্ সংপূজ্য যথাশক্ত্যুপচারৈর্দ্দেবং পূজয়িত্বা যথাশক্তি হোমঞ্চ কৃত্বা মূলেন সপ্তভির্ব্বাসোভিঃ সপ্তধা মুখবর্জ্জং দেবং বেষ্টয়িত্বা পুনর্দ্দেবং পূজয়িত্বা পিষ্টকপ্রদীপাদিনা নির্ম্মঞ্জ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ইতি প্রাবরণোৎসবযাত্রা-প্রয়োগঃ ॥

অথ পুষ্যাভিষেক-যাত্রা

তত্র প্রমাণং—

পুষ্যর্ক্ষেণ চ সংযুক্তা পৌর্ণমাসী যথা ভবেৎ।
পৌষে মাসি তদা কুর্য্যাৎ পুষ্যস্নানোৎসবং হরেঃ ॥
অত্র চ নক্ষত্রযোগে ফলাতিশয়ঃ,
ঋক্ষাভাবে তিথৌ—কার্য্যা ইত্যাদিদর্শনাৎ ॥

তত্র যাত্রাপূর্ব্বদিনে সায়ং সময়ে কর্ত্তা কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। যথা—অদ্যেত্যাদি শ্বঃকর্ত্তব্য-শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেকযাত্রা-কর্ম্মাঙ্গভূতং গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য স্বশাখোক্তং সূক্তং পঠিত্বা পূর্ব্ববদধিবাসয়েৎ। ততঃ পরদিনে প্রাতঃ স্নাতা কৃতনিত্যকৃত্যঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং (পুষ্যানক্ষত্রযুক্তায়াং কেবলায়াং বা পৌর্ণমাস্যাং) সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। যথা—বিষ্ণুরোম তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাস্নান-পূর্ব্বকং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকঞ্চ পুষ্যাভিষেকযাত্রোৎসবকর্ম্মাহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য দেবং মহাস্নানবেদ্যাং নীত্বা মহাস্নানং কারয়েৎ। ততো যাত্রাপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ পূজয়িত্বা বৈষ্ণবাগ্নিং সংস্থাপ্য চরুং [১] শ্রপয়িত্বা যথাবিধি হোমং কৃত্বা পুনরপি স্নানবেদ্যাং নীত্বা মহাস্নানবিধিনা স্নানং কারয়িত্বা পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা পিষ্টকপ্রদীপাদিনা নির্ম্মঞ্জ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাদিতি।

পূজা করত মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ ক্ষেত্রপাল, গণেশ, চণ্ড, প্রচণ্ড এই চারটি দ্বারদেবতাকে চতুর্দ্দিকে পূজা করিতে হইবে। অতঃপর সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন করত গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিয়া যথাশক্ত্যুপচারে মূলের পূজা সমাধান পূর্ব্বক হোম করিবে।

অনন্তর মূল মন্ত্র পাঠ করত সাতবার সপ্তবস্ত্রদ্বারা মুখ ভিন্ন বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্ঠন করিয়া পুনর্ব্বার পূজা করিতে হইবে।

পরে পিষ্টক প্রদীপাদি দ্বারা আরাত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ইতি

১। চরুহোমস্থলে বক্তব্য এই যে মূলমন্ত্রে চরুদ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম এবং চরুশেষদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের হোম ও অবশিষ্ট চরুদ্বারা দিক্‌পাল বলি সম্পাদ্য। সাধারণহোমে অষ্টোত্তরশত পলাশ সমিধ্ গ্রাহ্য।

অথ নবশস্যোৎসবযাত্রা

তত্র প্রমাণং—উত্তরায়ণসংক্রান্ত্যাং কুর্য্যাচ্ছস্যমহোৎসবং ॥

তত্র সংক্রান্ত্যাঃ পূর্ব্বদিবসে সায়ং সময়ে কর্ত্তা কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ যথা—ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্বঃকর্ত্তব্য-শ্রীকৃষ্ণনবশস্যোৎ-সবযাত্রাকর্ম্মাঙ্গভূতং গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকং শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য সূক্তং পঠিত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় গণেশাদিদেবান্ সংপূজ্য শ্রীকৃষ্ণং যথাশক্ত্যুপ-চারৈঃ পূজয়িত্বা গন্ধাদিদ্রব্যেণাধিবাসয়েৎ।

ততঃ পরদিনে কর্ত্তা প্রাতঃস্নানাদিনিত্যক্রিয়াং সমাপ্য স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাদ্ যথা—ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাস্নানপূর্ব্বকং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকঞ্চ নবশস্যোৎসবযাত্রাকর্ম্মাহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য সূক্তং পঠিত্বা দেবং স্নানবেদ্যাং নীত্বা মহাস্নানং কারয়িত্বা যাত্রাপদ্ধতিক্রমেণ পূজয়িত্বা বাসিততণ্ডুলান্ শর্করাদধিসমেতান্ নারিকেলখণ্ডশৃঙ্গবেরযুতান্ নৈবেদ্যরূপান্ ত্রিঃ পরিভ্রাম্য দেবাগ্রে সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলিরিমং মন্ত্রং পঠেৎ। ওঁ জীবনং সর্ব্বভূতানাং জনকস্ত্বং জগদ্গুরো। অন্নয়াঃ শালয়ো হেতে ত্বয়ৈব জনিতাঃ প্রভো॥ লোকা-নুগ্রহণার্থায় গৃহীত্বা চিত্রবিগ্রহং। তব প্রীত্যৈ কৃতানেতান্ গৃহাণ পরমেশ্বর॥ আপ্যায়না ভবিষ্যন্তি তৈরেবাপ্যায়িতং জগৎ। রক্ষ সর্ব্বং জগন্নাথ অন্নময়ং সচরাচরম্॥ ইতি প্রার্থ্য মূলেন তান্ নিবেদ্য পূর্ব্ববৎ হোমং কৃত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাদিতি।

পৌষমাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা করিতে হয়। পুষ্যানক্ষত্রযোগ হইলে বিশেষ ফল,—নক্ষত্রযোগ না হইলে কেবল পূর্ণিমাতেই কার্য্য করিবে। পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে কর্ত্তা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক মূলের লিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিয়া গন্ধাদি দ্রব্যদ্বারা ভগবানের শুভাধিবাস সম্পাদন করিবে। তৎপরদিন কর্ত্তা প্রাতঃস্নান ও নিত্যক্রিয়া করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক উল্লিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করত সূক্তপাঠান্তে বিগ্রহকে স্নানবেদিতে স্থাপন পূর্ব্বক মহাস্নান করাইবে, অতঃপর যাত্রাপদ্ধতি অনুসারে পূজা নির্ব্বাহ করিয়া বৈষ্ণবাগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক চরুপাক করত যথানিয়মে হোম করিবে। পরে পুনরায় বেদিতে বিগ্রহকে নিয়া মহাস্নান করাইয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। অনন্তর পিষ্টক প্রদীপাদি দ্বারা আরাত্রিক করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ও বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ইতি পুষ্যাভিষেকযাত্রা।

উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিদিনে শ্রীকৃষ্ণের নবশস্যোৎসবযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূর্ব্বদিবস সায়ংকালে কর্ত্তা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া গন্ধাদি দ্রব্যদ্বারা অধিবাস করিবে।

তৎপরদিন প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক মূলের লিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিয়া সূক্তাদি পাঠ করত বিগ্রহকে বেদিতে লইয়া গিয়া মহাস্নান করাইবে। পরে যাত্রাপদ্ধতিক্রমে পূজাদি সমাপন করিয়া সুগন্ধি তণ্ডুলে চিনি দধি নারিকেলখণ্ড ও শৃঙ্গবের মিশ্রিত করত তিনবার ভ্রমণ করাইয়া দেবতার সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর ঐ নৈবেদ্য মূলমন্ত্রে নিবেদন করিয়া হোম করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। ইতি নবশস্যোৎসবযাত্রা।

তীর্থকৃত্য প্রকরণ

গয়া-পদ্ধতি

গয়াশ্রাদ্ধের অধিকারী নিরূপণ ও তদাবশ্যকতাকথন

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারাই গয়াশ্রাদ্ধের প্রধানাধিকারী, তদ্ব্যতীত সকলেই গৌণাধিকারী। ঋণদাতা স্বজাতি না হইলেও ঋণগ্রহীতা তাহার উদ্দেশ্যে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। গয়াতীর্থে সকলেই সকলের শ্রাদ্ধ করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। জীবৎপিতৃকব্যক্তির গয়াশ্রাদ্ধে অধিকার নাই। যে ব্যক্তি মাতৃহীন, কিন্তু জীবৎপিতৃক, সে যদি অন্যকার্য্যব্যপদেশে গয়ায় গমন করে, তাহা হইলে অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধের তুল্য মাতৃ-পার্ব্বণ মাত্র করিতে পারে। মতান্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, মাতা জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি মৃত পিতামহাদির উদ্দেশে পার্ব্বণ-বিধিক শ্রাদ্ধ করিতে পারে। পুত্রবতী স্ত্রী গয়াশ্রাদ্ধ করিবে না। কোন কোন মতে এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে যে, অনুপনতি ব্যক্তি গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। অকালে, মলমাসে ও বিবাহ সম্বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে বাধা নাই। ভাদ্র মাস, পৌষ মাস ও চৈত্র মাসে গয়াশ্রাদ্ধ প্রশস্ত। সংক্রান্তি প্রভৃতিতে অপর পক্ষের চতুর্থী অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত দ্বাদশ তিথিতে, মকরস্থ সূর্য্যে এবং গ্রহণে গয়াশ্রাদ্ধ করিলে কর্ত্তা বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন। সংক্রান্তিদিনে শ্রাদ্ধ করিলে অনুজ্ঞাবাক্যে সৌরমাস ও তৎ তৎ সংক্রান্তির উল্লেখ করিতে হইবে। অপরপক্ষে গৌণচান্দ্র মাস এবং মকরস্থ রবিতে সৌরমাস ও রবিরাশিস্থিতি উল্লেখ করিবে। সূর্য্যগ্রহণকালীন মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ করিয়া "রাহুগ্রস্ত দিবাকরে" এবং চন্দ্রগ্রহণ সময়ে "রাহুগ্রস্তে নিশাকরে" উল্লেখ করিতে হইবে। যে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহার প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে নাই এবং যে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হইয়াছে, তাহারও প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ; কিন্তু যদি অন্য কোন কার্য্যব্যপদেশে গয়ায় গমন হয় এবং পুনরায় আগমনের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ভক্তিমান পুত্র হইলে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিলে দেবতা-সংস্কারক একটী পার্ব্বণ করিয়া তৎপরে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। এই পার্ব্বণই ভক্তিশ্রাদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত। ফলকথা যেমন বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে মাসিক সমূহের অপকর্ষ হয়, তদ্রূপ বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিলেও অপকর্ষ করিতে হইবে। কোনরূপ দুর্নিমিত্তবশতঃ যাহাদের মৃত্যু ঘটে, যাহারা মহাপাতকী এবং যাহারা আত্মঘাতী, সংবৎসরান্তে **নারায়ণবলি** যাগ করিয়া তাহাদের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। স্মার্ত্তমতে এইরূপ নিশ্চিত আছে যে, সামবেদীয়েরা গয়াতীর্থে ষড়্‌দৈবত পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ এবং

যজুর্ব্বেদীয়েরা নব-দৈবত পার্ব্বণবিধিক ১ শ্রাদ্ধ করিবে। দেশকুলাচারানুসারে উভয় বেদীয়ের পক্ষেই দ্বাদশ-দৈবত শ্রাদ্ধেরও প্রথা প্রচলিত আছে। পিতৃব্যাদি ও পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির প্রত্যেকের উদ্দেশে একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম, সে সকলের উদ্দেশেই কেবলমাত্র পিণ্ডদান করিবে। মুষ্টি-প্রমাণ অথবা শমীপত্র-প্রমাণ পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথম যাত্রাতে যাহাদিগের প্রেতত্ব দূরীকরণার্থে প্রেতশিলাতে পিণ্ডদান করিবে, পুনর্যাত্রাতে আর তাদের জন্য সেরূপ করিতে হয় না। কিন্তু প্রথমযাত্রার পর যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহাদিগের জন্য ঐ বিধি অনুষ্ঠেয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য সকল যাত্রাতেই একরূপ।

নারায়ণ-বলি

যে কোন মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে সাধারণ পূজাপদ্ধতি অনুসারে বিষ্ণু, যম ও বৈবস্বতের পূজা করিয়া বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক হৃদয়ে বিষ্ণুকে ধ্যান করত মৃত মহাপাপী, আত্মঘাতী প্রভৃতির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। অনন্তর কুশোপরি ঘৃত মধু তিলযুক্ত দশটি পিণ্ডদান করিতে হইবে। পরে ধূপ, দীপ, ভক্ষ্য ভোজ্যদ্বারা পূজা করিয়া নদীজলে পিণ্ডগুলি নিক্ষেপ করিবে। ঐ দিনে সদ্বংশ-জাত বিদ্বান্ তপস্যাযুক্ত নয়, সাত, কি পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে এবং স্বয়ং উপবাসী থাকিবে। তৎপরদিন মধ্যাহ্নকালে পূর্ব্বদিবসের ন্যায় বিষ্ণুর অর্চ্চনা করত, পিতৃরূপ ভাবনা করিয়া তিলযুক্ত হবিষ্যান্নদ্বারা পঞ্চপিণ্ড নির্ম্মাণ করিবে এবং ক্রমান্বয়ে, বিষ্ণু ব্রহ্মা, শিব ও যমের উদ্দেশে চারিটী পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে মনে মনে নাম গোত্র, উল্লেখ করিয়া মৃত ব্যক্তির স্মরণ পূর্ব্বক বিষ্ণু-নাম গ্রহণান্তে পূর্ব্ববৎ পঞ্চম পিণ্ড সমর্পণ করিবে। পরে আচমনান্তে দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করত সেই মৃতজনকে হৃদয় মধ্যে স্মরণ করিয়া একটী বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ২ স্বর্ণ, গো, বস্ত্র ও ভূমিদান করত তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণগণ হস্তকুশ গ্রহণ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির নাম গোত্র স্মরণ করত ঐ মৃতের উদ্দেশে তিলযুক্ত জল, ঘৃত ও গন্ধ দান করিবেন। অনন্তর মৌনভাবে মিত্র ভৃত্যাদির সহিত আহার করিবে।

গয়ার প্রথম দিনকৃত্য

প্রথমতঃ ফল্গুতীর্থে যাইয়া নিম্নলিখিতবাক্যে বৈদিক স্নান করিবে, যথা—

---

১ ষড়্ দৈবতশ্রাদ্ধ—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এই ছয়। নব-দৈবতশ্রাদ্ধ—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ। মাতা, পিতামহী প্রপিতামহী এই নয়। দ্বাদশদৈবতশ্রাদ্ধ—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। মাতামহ প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ। মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী। মাতামহী প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই দ্বাদশ।

২ মনুসংহিতায় যেরূপ-গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, সংপ্রতি তাদৃশ ব্রাহ্মণের অভাবে কুশময় ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য করাই বিধেয়।

ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সমস্তপিতৃণাং বিষ্ণুলোকাবাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তি-মুক্তি-প্রাপ্তয়ে ফল্গুতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্নান প্রকরণোক্ত সকল মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ নমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে। রুদ্রায় চাপহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ॥ ওঁ সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা গরীয়সী। সন্নিধানী ভবত্বত্র তীর্থপাপ-প্রণাশিনী॥ ওঁ সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক। জগৎস্রষ্টর্জ্জনার্দ্দিন্নমামি ত্বাং সুরেশ্বর। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায় কল্পান্তদহনোপম। ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥ ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ। পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তি-মুক্তি-প্রসিদ্ধয়ে॥ এই মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার ডুব দিবে। তীর্থস্নানের অন্যান্য মন্ত্রও পাঠ করিবে॥

স্নানান্ত-তর্পণ—"ওঁ অমুকগোত্রা অস্মৎ পিতরঃ—অমুক দেবশর্ম্মাণঃ এতৎ সতিল-ফলূদকং তৃপ্যধ্বং 'স্বধা' বা 'নমঃ' বলিয়া তৎপরে "পিতৃন্ প্রীণয়ামি" উচ্চারণ করিবে। তীর্থতত্ত্বে লিখিত আছে যে পিতৃতর্পণে 'স্বধা' বলিবার পর "পিতরং প্রীণয়ামি" এবং পিতামহ-তর্পণান্তে "স্বধা" উচ্চারণের পর "পিতামহং প্রীণয়ামি" বলিবে, প্রপিতামহাদির তর্পণেও এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়॥

অনন্তর নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে তীর্থাধিপতি বিষ্ণুর পূজা করিবে, ধ্যান যথা—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।

কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপূর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাবাক্যে, গয়াখ্যমহাতীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকফল্গুতীর্থে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে, বলিতে হয়। স্মার্ত্তমতানুসারে সামবেদীয়গণ পিত্রাদি ষড়্দৈবত ও যজুর্ব্বেদীয়েরা নব-দৈবত শ্রাদ্ধ করিবেন। পরন্তু দেশকুলাচারানুসারে উভয় বেদীয়েরাই দ্বাদশ দৈবত শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে কেবলমাত্র ঐ সকল পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। শ্রাদ্ধে অথবা কেবলমাত্র পিণ্ডদানেও 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ", ইত্যাদি পিতৃপ্রণামান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে॥ মাতামহস্তৎপিতা চ পিতা তস্যাপি তৃপ্যতু। দ্বিজানাং তর্পণাদ্ধোমাৎ পিণ্ড-দানাচ্চ মে সদা॥ গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রাহ্মণস্তথা। গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্॥ গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ। তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ॥ শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়াশিরে। উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলৈঞ্চ-কোত্তরং শতম্॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে প্রশ্ন করিবে, যথা—

ওঁ ইদং সাঙ্গং কর্ম্ম বিধিবৎ গয়াশ্রাদ্ধরূপমস্তু।

এই প্রশ্নোত্তরে পুরোহিত বলিবেন 'ওঁ অস্তু গয়াশ্রাদ্ধরূপন্' পরে কর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া—

ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রাদ্ধহীনং দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রাদ্ধং সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাদ্ ভবতাং মম্।

এই প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে পরে 'ওঁ সম্পূর্ণমস্তু' বলিয়া পুরোহিত প্রতিবাক্য করিবেন। অবশিষ্ট সকল কার্য্য যথাবিধি সম্পাদন করিতে হয়। এইরূপে শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া পিতৃব্যাদির ও পিতৃব্য-পত্ন্যাদির সম্বন্ধপদ উল্লেখ করত সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ বিধানে প্রত্যেকের উদ্দেশে একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। শ্রাদ্ধ করিতে অশক্ত হইলে সম্বন্ধ পদ উল্লেখ করত সঙ্কল্লান্তে সাধারণ তীর্থপদ্ধতির নিয়মানুসারে কেবলমাত্র পিণ্ডদান করিবে। তৎপরে ষোড়শ পিণ্ডদানান্তে স্ত্রীষোড়শীও কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য সকলই সাধারণ তীর্থপদ্ধতির সমান।

দ্বিতীয়-দিনকৃত্য

দ্বিতীয় দিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গয়ার বায়ুকোণস্থিত প্রেতপর্ব্বতে গিয়া পর্ব্বতের মূলদেশে ঈশান-কোণস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডে দেশকাল কীর্ত্তন পূর্ব্বক পিতৃগণের সম্ভাবিত প্রেতত্বনাশ পূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় সঙ্কল্প করিবে। অনন্তর স্নান ও তর্পণ করিতে হইবে। পরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানার্থ জল গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতারোহণ করিবে এবং স্বর্ণরেখাঙ্কিত শিলার নিকট গিয়া পূর্ব্বকামনাতে সঙ্কল্পকরণান্তে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি করিবে। অগ্রে স্ববেদোক্ত পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধস্থল অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর তথায় পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণমুখে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন প্রাণায়াম ও পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ এবং বিষ্ণুর পূজা করিয়া কুশজলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় সমস্ত সামগ্রী প্রোক্ষণ করিবে।

তৎপরে নিম্নলিখিতমন্ত্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে, যথা—

ওঁ কব্যবালোঽনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্যমা তথা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ।
আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভীরক্ষিতাস্ত্বিহ।
মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে যাতাঃ সনাভয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডপ্রদানায় আগতোঽস্মি গয়ামিমাম্।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীম্॥

এইরূপে আবাহন করিয়া "ওঁ পিত্রাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করত প্রথম দিবসে যাহাদের শ্রাদ্ধ উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত শ্রাদ্ধযোগ্য পিত্রাদির প্রথমদিনসদৃশ স্ব স্ব পার্ব্বণবিধানদ্বারা পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। শ্রাদ্ধ করিতে অশক্ত হইলেও শ্রাদ্ধে যেরূপ কামনা উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ কামনাতে সঙ্কল্প করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শ্রাদ্ধস্থল

অভ্যুক্ষণ হইতে পিতৃপূজা পর্য্যন্ত নিখিল কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ সম্পাদন করিবে। পরে স্ব স্ব পার্ব্বণস্থপিণ্ডদান-বিধানে 'যচাত্রস্মেতি' মন্ত্র পরিহারপূর্ব্বক স্বধা শব্দোচ্চারণ করিয়া শ্রাদ্ধোচিত পূর্ব্বকথিত তাবৎ পুরুষের পিণ্ডদানমাত্র করিবে। তদনন্তর, "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠদ্বারা পিতৃপ্রণামান্তে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে॥ তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চগব্য দ্বারা তীর্থস্থল-শোধনাদি পিতৃ-অর্চ্চনান্তে কুশাস্তরণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে—ঐ আস্তৃত কুশোপরি জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, যথা—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষি-পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥

এই মন্ত্রে সতিল জলাঞ্জলি দিয়া তিল-দধি-মধু-জল-সমন্বিত শক্তুনির্ম্মিত মুষ্টিপ্রমাণ একটী পিণ্ড, মিলিতপিত্রাদিদ্বাদশপুরুষকে অর্পণ করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী।
মাতামহস্তৎপিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তঃ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥

এই প্রকারে দ্বাদশপুরুষকে পিণ্ড দিয়া পূর্ব্বদিনবৎ পিতৃব্যাদির ও পিতৃব্যপত্ন্যাদির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করত দক্ষিণাস্যে উপবেশন করিয়া ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে এবং তদ্দক্ষিণে বসিয়া স্ত্রীষোড়শী করিতে হয়। পুত্রার্থী ব্যক্তি নিম্নলিখিত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিয়া চারিটী পিণ্ডদান করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ন্।
তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ।
প্রেতস্যোদ্ধারবিষয়ে তস্মৈ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১॥
ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ম্।
তস্য প্রেতস্য দত্তোঽত্র পিণ্ডোঽয়মুপতিষ্ঠতু॥ ২॥
ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ম্।
বিষ্ণুরূপঃ স লভতাং তাং যা পিণ্ডার্পণাহুতিঃ॥
তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ।
অয়ং পিণ্ডো ময়া দত্তো যঃ পীড়াং কুরুতে মম॥৩॥
ওঁ ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমন্বিতম্।
দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম॥৪॥

উপরি লিখিত মন্ত্রে পিণ্ডচতুষ্টয় প্রদান পূর্ব্বক পিতৃপ্রণামান্তে "ওঁ পিত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন পূর্ব্বক আচমন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাদিদেবগণকে মনে মনে চিন্তা করত নিম্নলিখিত মন্ত্র শ্রবণ করাইবে, যথা—

ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥
আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥

এই প্রেত-পর্ব্বত শ্রাদ্ধ গয়ার প্রত্যেক তীর্থেই করিতে হইবে। তদনন্তর, মাস পক্ষ ও তিথি উল্লেখ করত নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা পিত্রাদিগতপ্রেতত্ববিমুক্তিস্বগতপ্রেতত্বাভাবকামঃ—প্রেত-পর্ব্বতে তিলমিশ্রিতশক্তু-নিক্ষেপং সতিলজলাঞ্জলিদানঞ্চ করিষ্যে।

এইরূপে সঙ্কল্পান্তে দক্ষিণাস্য হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলমিশ্রিতশক্তু নিক্ষেপ করিবে, যথা—ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শক্তুভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ॥

অনন্তর নিম্নলিখিতমন্ত্রে সতিল-জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ॥

তৎপরে গয়ার উত্তরভাগে মহানদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রেতশিলাতে গমন করিবে।

প্রেতশিলাকৃত্য

প্রথমতঃ পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দেশকাল কীর্ত্তন করত সঙ্কল্প করিবে। প্রেত-পর্ব্বতশ্রাদ্ধে যে সঙ্কল্প লিখিত আছে, সেই নিয়মে সঙ্কল্প করিতে হইবে। অনন্তর, প্রেতপর্ব্বতের নিয়মে শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া আচারানুযায়ী নূতন ভাণ্ড ভঞ্জন করিবে। তৎপরে প্রেতশিলার অধোদেশস্থ প্রভাসাদ্রি-সংলগ্নমহানদীতে যে রামতীর্থাখ্য প্রখ্যাত প্রভাসহ্রদ আছে, তথায় গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি জন্মান্তরকৃতদুষ্কৃতবিনাশকামো রামতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্নানমন্ত্রাদি পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অবগাহন করিবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ জন্মান্তরশতং সাগ্রং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ॥

এই মন্ত্র পাঠান্তে স্নান ও অর্পণ করিবে। তৎপরে দেশকাল কীর্ত্তন পূর্ব্বক "স্বস্থ বিষ্ণুলোকগমনকামনয়া" ইত্যাদিরূপ সঙ্কল্প করত প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বগত পাপনাশ কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে রামকে প্রণাম করিবে।

যথা—ওঁ রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর।
ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্॥

তৎপশ্চাৎ প্রেতলোকেশ্বর ও প্রভাসেশ্বর এই উভয়কে নমস্কার করত মানসিক, বাচিক, কায়িক ও কর্ম্মজ পাপনাশ-কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রভাসেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, যথা—

ওঁ আপস্ত্বমাসি দেবেশ জ্যোতিষাম্পতিরেব চ।
পাপং নাশয় মে দেব মনোবাক্‌কায়কর্ম্মজম্॥

তৎপরে পিতৃমুক্তি কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

ওঁ যমরাজধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্গং হি সংস্থিতৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি পিতৄণাং মুক্তিহেতবে॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পাতিতদক্ষিণজানু, উত্তরাস্য ও স্বভাবোত্তরীয় হইয়া যমবলি প্রদান করিবে।

যথা—ওঁ এষ কুশ-তিল-জল মিশ্রিতো বলির্যমরাজধর্ম্মরাজাভ্যাং নমঃ।

তৎপরে প্রভাসাদ্রির দক্ষিণদিগ্‌ভাগস্থ প্রেতশিলার জঙ্ঘাদেশে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুক্কুরবলি প্রদান করিবে, যথা—

ওঁ দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বথা॥
ওঁ এষ বলির্যমরাজধর্ম্মরাজানুচরাভ্যাং শ্বভ্যাং নমঃ॥

যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় লিখিত হইল, ইহার মধ্যে বলিদান না করিলে গয়াশ্রাদ্ধ বিফল হয়।

তৃতীয়দিনকৃত্য

তৎপর দিন ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে উত্তর মানসে গমন করিবে। তথায় মস্তকে জল নিক্ষেপ করত নিম্নলিখিত প্রণালীতে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আত্মশুদ্ধি-সূর্য্যলোকাদি প্রাপ্তি-পিতৃমুক্তিকাম উত্তরমানসে স্নানমহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রকৃত মন্ত্রপাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান ও তর্পণ করিবে,

যথা—ওঁ উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যলোকাদি-সংসিদ্ধি-সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥

অনন্তর দেশকাল-কীর্ত্তন, পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিকামনায় সঙ্কল্প, প্রেতপর্ব্বতোক্ত

নিয়মে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, এই সকল সম্পাদন পূর্ব্বক পিত্রাদির সূর্যলোক প্রাপ্তিকামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ সহকারে উত্তরার্কের নমস্কার ও পূজা করিবে যথা—

ওঁ নমো ভগবতে ভর্ত্রে সোমভৌমজ্ঞরূপিণে।
জীব-ভার্গব-সৌরেয়-রাহু-কেতু-স্বরূপিণে॥

অতঃপর তথা হইতে দক্ষিণ মানসান্তর্গত উত্তরদিকৃস্থিত উদীচীতীর্থে গিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আত্মশুদ্ধি-সূর্য্যলোকাদিপ্রাপ্তি-ব্রহ্মহত্যাদি-পাপসমূহনাশ-কামঃ পিতৃমুক্তিকামো বা উদীচীতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে মজ্জনের পূর্ব্বে প্রকৃত মন্ত্রপাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিবে, যথা—

ওঁ ব্রহ্মহত্যাদিপাপৌঘ-যাতনায়া বিমুক্তয়ে।
দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণমানসে॥

তৎপরে দেশকাল কীর্ত্তন ও পিতৃমুক্তি কামনায় সঙ্কল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতোক্ত নিয়মে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। এইরূপ দক্ষিণমানসান্তর্ভুক্তকনখলতীর্থে ও তদন্তর্ভুক্ত দক্ষিণমানসে উদীচীতীর্থবৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। তদনন্তর পিতৃগত তৃপ্তি তরণ স্বগত পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ুরারোগ্যবৃদ্ধিকামনায় মৌনভাবে দক্ষিণার্কের প্রণাম ও অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৄণাং তারণায় চ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যারায়ুরারোগ্যবৃদ্ধয়ে॥

মৌনভাবে অর্চ্চনা বিধেয়, এইজন্য ইহার নাম মৌনার্ক। তৎপরে দক্ষিণমানসে দ্বিতীয়দিন-কৃত্যোক্ত "ওঁ কব্যবাল" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত গদাধরের পূর্ব্বদিকৃস্থিত সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ফল্গুতীর্থে গমন করিবে। তথায় নিম্নলিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিতে হইবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পিতৄণাং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধয়ে ফল্গুতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে ডুব দিবার পূর্ব্বে প্রকৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথমদিনকৃত্যোক্ত "ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে যথাবিধ স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। অনন্তর দেশকালকীর্ত্তন পূর্ব্বক পিতৃগণের মোক্ষপ্রাপ্তি কামনায় সঙ্কল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। ইহার নামই পঞ্চতীর্থকৃত্য। অনন্তর মধুস্রবার দক্ষিণকূলবর্ত্তী পিতামহেশ্বরের প্রণাম ও পূজা করিতে হয়, যথা—

ওঁ নমঃ শিবায় দেবায় ঈশানপুরুষায় চ।
অঘোর-বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে॥

তৎপরে পুনরায় ফল্গুতীর্থে গদাধর পূজার অঙ্গীভূত স্নান তর্পণ সম্পাদন পূর্ব্বক পিতৃগণ সহ স্বীয় বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি কামনায় গদাধরকে দর্শন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিবে, যথা—

ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে॥

পরে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি-কামনায় পুনর্ব্বার পঞ্চতীর্থে স্নান তর্পণ পূর্ব্বক গদাধর-সমীপে গমন করিয়া এবং অষ্টোত্তরশতপল পরিমিত দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা দ্বারা গদাধরকে স্নান করাইয়া পুষ্প ও বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা পূজা করিবে। পঞ্চামৃতদ্বারা স্নান করান বিশেষ প্রয়োজন।

চতুর্থদিনকৃত্য

চতুর্থ দিবসে ফল্গুতীর্থে যথাবিধি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। তথায় সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধি-কামনায় সঙ্কল্প করিয়া তথাকার মতঙ্গবাপীতে স্নান তর্পণ সম্পাদন, দেশ কাল কীর্ত্তন ও পিতৃ-উদ্ধার কামনায় প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিতে হয়। তৎপরে মতঙ্গবাপীর উত্তরদিকস্থ মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ।
ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥

তদনন্তর ব্রহ্মতীর্থাখ্য ব্রহ্মকূপে গমন পূর্ব্বক দেশ-কাল-কীর্ত্তন ও পিতৃ-উদ্ধার কামনায় সঙ্কল্প করিয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণ এবং প্রেত-পর্ব্বতোক্ত নিয়মে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। তৎপরে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে প্রণাম করত মহাবোধিতরুর অধোভাগে স্বীয় স্বর্গ কামনায় প্রেতপর্ব্বতশ্রাদ্ধ-লিখিত বিধানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অশ্বত্থবৃক্ষকে নমস্কার করিবে, যথা—

ওঁ চলদ্দলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতিহেতবে।
বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

ওঁ অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালম্।
অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং ধন্যোঽসি দুঃস্বপ্নবিনাশনোঽপি॥

পূর্ব্বে মতঙ্গবাপীর অগ্নিকোণে ব্রহ্মকূপ বিদ্যমান ছিল, সংপ্রতি তথায় বটবৃক্ষ মাত্র নিদর্শন দৃষ্ট হয়, সুতরাং তথায় স্নানাদি অসম্ভব।

পঞ্চমদিনকৃত্য

পঞ্চমদিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্থামুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ঋণত্রয়বিমুক্তিকামঃ (আত্মশুদ্ধিকামো বা) ব্রহ্মসরসি স্নানমহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করত স্নানমন্ত্রাদি পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অবগাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে।
শ্রাদ্ধায় পিণ্ডদানায় তর্পণায়াত্মশুদ্ধয়ে ॥

তৎপরে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মসরোবরে ব্রহ্মযুপ-সমীপে অথবা পিতৃপুরুষের উদ্ধার কামনায় ব্রহ্মকূপ ও ব্রহ্মযুপের মধ্যভাগে প্রেত-পর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধবিধি-অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করিবে, অতঃপর নিম্নলিখিতবাক্যে সঙ্কল্প করিতে হইবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্থামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা পিতৃমোক্ষকামো ব্রহ্মকল্পিতাম্রসেচনমহং করিষ্যে। পরে কুশাযুক্ত ব্রহ্মসরোবর-জলদ্বারা গোপ্রচরণ সমীপস্থ আম্রবৃক্ষরাজিকে সেচন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং সর্ব্বদেবময়ং তরুম্।
বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৄণাঞ্চ বিমুক্তয়ে ॥

অনন্তর বাজপেয়ফলসমফলপ্রাপ্তিকামনায় ব্রহ্মযুপ প্রদক্ষিণ করিয়া পিতৃগণের ব্রহ্মলোকগমন-কামনায় ব্রহ্মসরোবরের বায়ুকোণস্থ ব্রহ্মাকে পূজা ও প্রণাম করিবে। প্রণামমন্ত্র, যথা—

ওঁ নমো ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদিকারিণে।
ভক্তানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ তারণায় নমো নমঃ ॥

তৎপরে ফল্গুতীর্থে গমন পূর্ব্বক পিতৃমুক্তি কামনায় প্রেতশিলাকৃত্য লিখিত "যমরাজ-ধর্ম্মরাজৌ" ইত্যাদি মন্ত্রে যমবলি এবং "দ্বৌ শ্বানৌ" ইত্যাদি মন্ত্রে কুক্কুরবলি প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কাকবলি প্রদান করিবে, যথা—

ওঁ ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যা যাম্যা বৈ নৈঋর্তাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়োর্জ্জিতম্ ॥

অতঃপর কাকবলি প্রদানজন্য অশুচিতা দূরীকরণ-নিমিত্ত ফল্গুতীর্থে অমন্ত্রক স্নান করিবে।

ষষ্ঠদিনকৃত্য

তৎপরদিনে নিত্যকর্ত্তব্য প্রাতঃস্নান সন্ধ্যাদি কার্য্য সমাপনান্তে ফল্গুতীর্থে গমন পূর্ব্বক দশলক্ষ অশ্বমেধযজ্ঞফল-সম-ফলপ্রাপ্তি-কামনায় সঙ্কল্প করিয়া "ফল্গু-তীর্থে বিষ্ণুজলে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিবে। অতঃপর পদসমূহে প্রেত-পর্ব্বতোক্ত নিয়মে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধাদির আরম্ভ ও সমাপ্তি ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ অথবা কশ্যপপদের যে কোন পদে করিতে পার, কিন্তু বায়ুপুরাণের

কথনানুসারে সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুপদনিকটে যাইয়া আত্মপাপনাশ-কামনায় বিষ্ণুপদ দর্শন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ সহকারে বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ অত্র বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনম্।
স্পর্শনাৎ পুজনাচ্চৈব পিতৄণাং মুক্তিদায়কম্॥

অনন্তর পিতৃমুক্তি-কামনায় সঙ্কল্প করিয়া গয়া-প্রথমদিন-কৃত্যোক্ত "ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি রূপে ধ্যান করত পুরুষসূক্তদ্বারা অথবা "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" মন্ত্রে সাধারণ পূজাপদ্ধতি অনুসারে বিষ্ণুর পূজা করিবে। তৎপরে সম্বন্ধবিশেষ উল্লেখ না করিয়া সঙ্কল্প করত প্রেতপর্ব্বতোক্তনিয়মে বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা আত্মীয়কুলসহস্রসমুদ্ধারপূর্ব্বকবিষ্ণুলোকগমনকামো বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে।

পিণ্ডপ্রদানকালে বিষ্ণুপদে পিণ্ড পতিত হইল কিনা, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পিণ্ডোপরি পিণ্ডপ্রদান করিতে নাই। রুদ্রাদিপদ সমূহেও রুদ্রাদিদেবগণের অর্চ্চনা ও বক্ষ্যমাণ ফল প্রাপ্তিকামনায় প্রেতপর্ব্বতোক্ত নিয়মে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিবে।

রুদ্রপদে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে আত্মসহ শতকুল শিবলোকে গমন করে। ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলে শতকুল উদ্ধার পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করা যায়। দক্ষিণাগ্নিপদে শ্রাদ্ধাদি করিলে বাজপেয়ফল লাভ হয়। গার্হপত্যপদে শ্রাদ্ধাদি করিলে অশ্বমেধফল পাওয়া যায়। আহবনীয়পদে শ্রাদ্ধাদি করিলে কর্ত্তা রাজসূয় ফল লাভ করে। সত্যাগ্নিপদে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়। আবসথ্যাগ্নিপদে শ্রাদ্ধাদি করিলে সোমলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সূর্য্যপদে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পঞ্চশতকুল সূর্য্যলোকে গমন করে। কার্ত্তিকেয়পদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষের শিবলোক প্রাপ্তি হয়। ইন্দ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হন; অগস্ত্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক লাভ হয়। চন্দ্র, গণেশ, মাতঙ্গ ও কশ্যপপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকেন। এই সপ্তদশ পদে যে যে ফলের উল্লেখ হইল, সেই সেই ফল কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। ইহার মধ্যে বিষ্ণুপদ, রুদ্রপদ, কশ্যপপদ ও ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা মুক্তিলাভ করেন। তৎপরে পদশিলার উত্তরদিকস্থ গজকর্ণিকা-তীর্থে পিতৃস্বর্গ-কামনায় পবিত্রজলদ্বারা তর্পণ এবং পিতৃলোকের তরণার্থ সঙ্কল্প করিয়া যথাশক্তি পদশিলার উত্তরভাগে মার্গসন্নিহিত কনকেশ্বর, কেদারেশ্বর, নারসিংহ, বামন প্রভৃতির পূজা করিতে হয়।

সপ্তমদিনকৃত্য

সপ্তমদিবসে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সম্পাদনান্তে গদালোল তীর্থে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিতবাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা আত্মনঃ শুদ্ধয়ে অক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়ে চ গদালোল-স্নানমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে অবগাহনের পূর্ব্বে প্রকৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিতমন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ গদালোলে মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষালনাদ্ধরেঃ।
স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ অক্ষয্যপদমাপ্নুয়াম্॥

তৎপরে তর্পণ করিয়া দেশকাল-কীর্ত্তন পূর্ব্বক পিতৃগণের তৃপ্তি ও ব্রহ্মলোক গমন কামনায় সঙ্কল্প করতঃ প্রেতপর্ব্বতোক্ত নিয়মে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হয়। অনন্তর অক্ষয়বট-সমীপে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি-কামনায় অক্ষয়বটের ছায়াতলে প্রেত-পর্ব্বতোক্তনিয়মে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন পূর্ব্বক পিতৃগণের ব্রহ্মধাম প্রাপ্তি-কামনায় অক্ষয়বট-মূলে ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে; তাহাতে অশক্ত হইলে কোটিব্রাহ্মণ-ভোজনজন্যফল প্রাপ্তিকামনা করিয়া একটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইবে। অতঃপর পিতৃগণের ব্রহ্মলোক-গমন-কামনায় অক্ষয়বটেশ্বরকে দর্শন ও পূজা করিয়া নিম্নলিখিত-মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া।
বালরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে॥

তৎপরে পিতৃলোকের অক্ষয়ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনায় কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে অক্ষয়বটকে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

ওঁ সংসারবৃক্ষশস্ত্রায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয়বটায় তে॥

অনন্তর পিতৃগণের রুদ্রলোক-গমন-কামনায় প্রপিতামহরূপি-গদাধরের পূজা করিয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবে।

যথা—ওঁ কলৌ মহেশ্বরা লোকা যেন তস্মাদ্গদাধরঃ।
লিঙ্গরূপো ভবেত্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহম্॥

অনিয়তদিন-কৃত্য

পূর্ব্ব-দিবস উপবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গয়াস্থ-গায়ত্রীতীর্থে গমন পূর্ব্বক তত্তীরে ব্রাহ্মণ্যাবিচ্ছেদ-কামনায় সঙ্কল্প করতঃ প্রাতঃসন্ধ্যা ও শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিতে হয়। অপর দিবসে উদ্যন্তপর্ব্বতে সমুদ্ভতীর্থে গমন পূর্ব্বক শতকুলের স্বর্গলাভ-কামনায় মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবে। তৎপরে সন্ধ্যাকালে সরস্বতীতীর্থে গমন

পূর্ব্বক সহস্রপুরুষের মোক্ষকামনায় স্নান ও সন্ধ্যাদি করিতে হয়। অনন্তর শিলা, লেলিহান, ভরতাশ্রম, মুণ্ডপৃষ্ঠ, আকাশ-গঙ্গা এই সকল তীর্থে গদাধর সন্নিধানে ও গিরিকর্ণমুখে শতপুরুষের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানমাত্র করতঃ বৈতরণীতীর্থে একবিংশতি কুলোদ্ধার কামনায় স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। তৎপরে ঐ স্থানেই বৈতরণীর নিয়মে গোদান করিয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে বৈতরণীজলে সন্তরণ করিবে। মন্ত্রে, যথা—

ওঁ যা সা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
সা মে তীর্ণা মহাভাগা পিতৃণাং তারণায় বৈ॥

অনন্তর পিতৃলোকের স্বর্গকামনায় দেবনদী, গোপ্রচার, মৃতকুল্যা, কোটি-তীর্থ ও রুক্মিণীকুণ্ডে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা মাত্র পিণ্ডদান করিবে। পরে পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটীশ্বরকে প্রণাম করিয়া পিতামহ-সন্নিহিত পারিজাতকাননস্থ পাণ্ডু-শিলাতে পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিতে হয়। তৎপরে মধুস্রবাতে অশ্বমেধফল কামনায় স্নান ও তর্পণ করিয়া সহস্র পুরুষের নরকোদ্ধার পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক গমন কামনায় শ্রাদ্ধ করিবে।

তৎপরে দশাশ্বমেধে, হংসতীর্থে, মহানদীতে ও মথকুণ্ডে মুক্তিকামনায় স্নান করিয়া করিয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তপর্ণ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে।

সঙ্গমে তারকেশ্বরকে প্রণাম করিলে পিতৃলোকের স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অনন্তর অশ্বমেধ-ফল কামনায় গয়াকূপে শ্রাদ্ধ করিবে। পরে পিতৃগণের উদ্ধার কামনায় ভস্মকূপে ভস্মদ্বারা স্নান করিয়া গয়াধামমধ্যবর্ত্তী সুষুম্নাতীর্থে মহাকালী সন্নিধানে এক-বিংশতিকুলের স্বর্গলাভ-কামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতঃ গৃধ্রবটের উত্তরদেশস্থ বশিষ্ঠতীর্থে স্নান করিবে। অশ্বমেধফল-সমফল-প্রাপ্তিকামনায় তথায় বশিষ্ঠেশ্বর নামক মহাদেবকে প্রণতি করিতে হয়। অতঃপর ধেনুকারণ্যের জলাশয়ে অবগাহন, কামধেনুকে প্রণাম ও পিতৃগণের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি-কামনায় কামধেনুপদে যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-পূর্ব্বক পিতৃগণের স্বর্গগমন কামনায় কর্দ্দমালে, গয়ানাভিতে ও মুণ্ডপৃষ্ঠ-সন্নিধানে স্নান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। তৎপরে চণ্ডিকা, ফল্গু, চণ্ডীশাখ্যশিব ও মঙ্গলাদি-গ্রহগণকে প্রণাম করিয়া মুক্তি কামনায় গয়াগজ, গয়াদিত্যে, গায়ত্রীতীর্থে, গদাধর সন্নিধানে, গয়াতে ও গয়াশিরে পিতৃলোকের অর্চ্চনা ও শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। যে কোন সময়েই হউক গয়াতীর্থের যে কোনস্থলে একবিংশতি পুরুষের স্বর্গলাভ কামনায় বৃষোৎসর্গ এবং গয়াতে আদিগদাধরের ধ্যানান্তে পিত্রাদি শতপুরুষের নরকোদ্ধার পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা মাত্র পিণ্ডদান করিতে হয়। ভস্মকূটস্থিত জনার্দ্দনকে নমস্কার পূর্ব্বক তৎসন্নিধানে পাতিতবামজানু হইয়া স্বকীয় বিষ্ণুলোক-গমন-কামনায় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিবে এবং দধি ও তণ্ডুলের

নৈবেদ্য দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করিয়া নিজবিষ্ণুলোকলাভকামনায় উক্ত নৈবেদ্যের শেষাংশদ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিবে, (পিণ্ডে তিল দেওয়া নিষিদ্ধ জানিবে) ইহার মধ্যে একটী পিণ্ড নিম্নলিখিতমন্ত্রে জনার্দ্দনের বামহস্তে প্রদান করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
গয়াশীর্ষে ত্বয়া দেয়ো মহ্যং পিণ্ডো মৃতে ময়ি॥

অগ্নিপুরাণে তিনটী পিণ্ডদানের বিধান আছে, অতএব তদনুসারে নিম্নলিখিতমন্ত্রে তিনটী পিণ্ডদান করিতে হইবে, যথা—

ওঁ ত্রয়ঃ পিণ্ডা ময়া দত্তাস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
পরলোকগতে মহ্যমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥

এই প্রকার অন্যান্য জীবিত ব্যক্তিগণকেও উপরি লিখিত নৈবেদ্যাবশিষ্টদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিণ্ডদান করিবে, যথা—

ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
দেহি দেব গয়াশীর্ষে তস্মৈ তস্মিন্ মৃতে তু তম্॥

অনন্তর নিম্নলিখিতমন্ত্রে জনার্দ্দনকে প্রণাম করিতে হইবে, যথা—

ওঁ জনার্দ্দন নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃরূপিণে।
পিতৃপদে নমস্তুভ্যং নমস্তে মুক্তিহেতবে॥

তৎপরে ঋণত্রয়বিমুক্তি-কামনায় পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন ও স্বর্গকামনায় তাঁহার পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেঽস্তু নমস্তে পিতৃমোক্ষদ।
তং ধ্যাত্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ॥

প্রণামান্তে মহানদীর পরপারগত ভরতাশ্রম-সমীপে মহানদীতে স্নান ও রামেশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া প্রেতশিলাকৃত্যলিখিত "ওঁ রাম রাম মহাবাহো" ইত্যাদি মন্ত্রে সীতাযুক্ত-রামকে প্রণাম করতঃ পিতৃকুলশত সহ স্বীয় বিষ্ণুলোক-গমন-কামনায় রামপদে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা মাত্র পিণ্ডদান করিবে। পরে ধর্ম্মশিলার দক্ষিণস্থ কুণ্ডপর্ব্বতে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক-গমন-কামনায় এবং তত্রত্য মতঙ্গপদে পিতৃলোকের স্বর্গকামনায় শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে ধর্ম্মশিলার বামহস্ত-স্থাপিত উদ্যন্তপর্ব্বতে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক-লাভকামনায় শ্রাদ্ধ করিয়া উদ্যন্তকুণ্ডে মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নস্নান ও সন্ধ্যোপাসনা এবং নিজের কোটিজন্মাবধি ধনাঢ্যত্ব, বেদবেদাঙ্গপারদর্শিত্ব ও বিপ্রত্বকামনায় তত্রত্য সাবিত্রীদেবীর পূজা করিবে। অতঃপর অগস্ত্যপদে স্নান পূর্ব্বক পিত্রাদি সহ স্বীয় ব্রহ্মলোকলাভ-কামনায় শ্রাদ্ধ করিয়া জন্মনিরাস পূর্ব্বক ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিকামনাতে ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন করিবে। পরে ব্রাহ্মণ্যলাভার্থ গয়াকূপে নমস্কার, পিতৃগণের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তিকামনায়

সোমকূপে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে হয়। অনন্তর সপ্তজন্মকৃত পাপক্ষয় কামনায় কাকশিলাতে কাকবলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ যমোঽসি যমদূতোঽসি বায়সোঽসি মহাবল।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং বলিং ভুক্ত্বা বিনাশয়॥

অনন্তর ব্রহ্মলোক-গমন-কামনাতে স্বর্গদ্বারে শিবকে নমস্কার, পিতৃলোকের পাপক্ষয় কামনায় ব্যোমগঙ্গাতে শ্রাদ্ধ, স্বীয় স্বর্গলাভ কামনায় ভস্মকূট গিরিতে ভস্মস্নান, অক্ষয়বটসন্নিহিত বটেশ্বর, প্রপিতামহ, তৎপুরোবর্ত্তী রুক্মিণীকুণ্ড, তৎসমীপস্থা কপিলানদী ও তত্তীরবর্তী কপিলেশ্বর শিবিরে পূজা করিবে। যদি সোমবারে অমাবস্যার যোগ হয়, তবে স্বর্গপ্রাপ্তি-কামনায় কপিলতীর্থে স্নান ও যথানিয়মে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। পরে স্বর্গ-কামনায় মাহেশ্বরীকুণ্ডে ও রুক্মিণীকুণ্ডে স্নান ও শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। রমণীগণ সৌভাগ্য কামনায় মাহেশ্বরীকুণ্ডের সন্নিহিত মঙ্গলা গৌরীদেবীর পূজা করিবে। অনন্তর পিতৃগণের মুক্তি কামনায় প্রেতকূটগিরিতে ও পিতৃগণের প্রেতত্বক্ষয় কামনায় প্রেতকুণ্ডে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে ব্রহ্মলোক-গমন-কামনায় বৈকুণ্ঠস্থ হেমকূট গিরিতে শ্রাদ্ধ, শিবলোক-গমন-কামনায় গৃধ্রকূট গিরিতে গৃধ্রেশ্বর শিব দর্শন, স্বর্গলাভ কামনায় তাঁহাকে নমস্কার, পিতৃলোকপ্রাপ্তিকামনায় গৃধ্রগুহাতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃগণের স্বর্গপ্রাপ্তি-কামনায় তত্রত্য মাহেশ্বরীধারাতে শ্রাদ্ধ, ব্রহ্মলাভ-কামনায় মূলক্ষেত্রস্থ সরোবরে স্নান, নিজের শিবত্বপ্রাপ্তি কামনায় ঋণমোক্ষেশ্বর ও পাপমোক্ষেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দ্বয় দর্শন, বিঘ্ননাশ ও শিবলোক-গমন-কামনায় গজরূপী গণপতি দর্শন, স্বর্গলাভ কামনায় তথায় স্নান, সাবিত্রী ও গয়াদিত্য দর্শন, পাপক্ষয়-কামনায় মুণ্ডপৃষ্ঠে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দর্শন এবং পিতৃলোকের ব্রহ্মপুর গমন কামনায় গয়ানাভিতে ও স্বর্গলাভ কামনায় ক্রৌঞ্চপদগিরিস্থ জলাশয়ে পিতৃকুল, মাতামহকুল ও শ্বশুরকুলের উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। ইহা ভিন্ন স্বর্গদ্বার, সোমকুণ্ড, বায়ুতীর্থ, আকাশগঙ্গা কপিলা, কাদম্বিনীগয়া, কোটীতীর্থ, অগ্নিধারা সুষুম্না, পুষ্করিণী, কপিলেশ্বর মার্কণ্ডেশ্বর মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ-দেবী, ক্ষেত্রপাল, বলভদ্র, সুভদ্র, পুরুষোত্তম, মাধব মহালক্ষ্মী, দ্বাদশাদিত্য, কপর্দ্দী বিনায়ক, কার্ত্তিকেয় ও সোমনাথাদি লিঙ্গাষ্টক প্রভৃতি তীর্থ সমূহেরও তত্তৎফলকামনায় তত্তৎস্থানে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দেবদর্শন ও পূজাদি করিতে হয়। তৎপরে গয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বিভবানুরূপ গদাধরের পূজা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ গদাধরং কলিগতকল্মষাপহং,
গয়াগতং বিদিতগুণং গুণাতিগম্।
গুহাগতং গিরিবরগেহ-গোপিতম্,
সুরার্চ্চিতং বরদমহং নমামিতম্॥

প্রণামান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গদাধরকে সাক্ষী করিয়া প্রার্থনা করতঃ কর্ম্মশেষ করিবে, যথা—

ওঁ আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥

মাতৃগয়াপদ্ধতি

মাতৃগয়ায় যাইয়া প্রথমতঃ সৌভাগ্যকুণ্ডের পূর্ব্বোত্তর-কোণাস্থ হইয়া উপবেশন করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ—শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মাতৃণাং স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নানমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান, তর্পণ করিয়া স্ব স্ব বেদবিধি অনুসারে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই ছয়জনের উদ্দেশ্যে দেবপক্ষ সহ পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে কেবলমাত্র পিণ্ডদানই করিতে হয়। অনন্তর পঞ্চগব্যশোধন করিয়া তদ্দ্বারা কর্ম্মস্থান শোধন করিবে। তৎপরে দক্ষিণমুখ বিপরীতোত্তরীয় ও পাতিত-বামজানু হইয়া আচমনান্তে কুশাস্তরণ করতঃ সপ্তগোত্রের মৃত স্ত্রীগণকে একটী অক্ষয্য পিণ্ডদান করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ সপ্তগোত্রমৃতা যা মে ধাত্র্যো যা মৃতা মম।
তাসামুদ্ধরণার্থায় পিণ্ডমেতদ্দদাম্যহম্॥

যথাগোত্রনামধেয়া অস্মাকং সপ্তগোত্রা ধাত্রাশ্চ ইদমক্ষয্যং পিণ্ডং যুষ্মভ্যং নমঃ। পরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়। অনন্তর পিণ্ডোপরি মাতৃচিন্তা করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা মাতরো মে সদৈবতাঃ।
কাঙ্ক্ষিণ্যো যাশ্চ পিণ্ডং মে পিণ্ডমাগত্য তিষ্ঠত॥

এই মন্ত্র পাঠান্তে জগন্মাতা সমীপে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র ঃ—শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা মাতৃণাং নরকোদ্ধারপূর্ব্বকাক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে জগন্মাতৃদর্শন-নমস্কার-পূজনান্যহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে জগন্মাতাকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। পরে জগন্মাতৃসমীপে পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। অশক্ত হইলে কেবলমাত্র পিণ্ডদান করিবে। তৎপরে পঞ্চগব্যদ্বারা পূর্ব্ববৎ স্থান শোধন করিয়া কুশাস্তরণ করতঃ প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আচমনান্তে নিম্নলিখিত ষোলটী মন্ত্রদ্বারা ষোলটী পিণ্ডদান করিতে হইবে। মন্ত্র, যথা—

ওঁ দশমাসোদরে গর্ভো ধৃতো মাত্রা সুদুঃখিতম্।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্।১।
ওঁ মহতী বেদনা দুঃখং জননে চাপি পুষ্কলম্। তস্যেত্যাদি।২।
ওঁ সংপূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নম্। তস্যেত্যাদি।৩।
ওঁ শিথিলে গাত্রবন্ধে তু মাতুঃ স্যাৎ পরিবেদনম্। তস্যেত্যাদি।৪।
ওঁ গাত্রভঙ্গেন যন্মাতুর্মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্। তস্যেত্যাদি।৫।
ওঁ বহ্নিনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ। তস্যেত্যাদি।৬।
ওঁ মাঘে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপদুঃখিতা॥ তস্যেত্যাদি।৭।
ওঁ যৎ পিবেৎ কটুদ্রব্যাণি ক্বাথানি বিবিধানি চ। তস্যেত্যাদি।৮।
ওঁ অনেকযাতনা মাতুঃ প্রাণান্তদুঃখসম্ভবাঃ। তস্যেত্যাদি।৯।
ওঁ জাতস্য নিধনে দুঃখং পোষণাদৌ ততোঽধিকম্। তস্যেত্যাদি।১০।
ওঁ নীচোচ্চক্রমণে দুঃখং গর্ভে দূরাচ্চ সংস্থিতে। তস্যেত্যাদি।১১।
ওঁ তৃষার্ত্তায়াস্তু যদ্দুঃখং শুষ্ককণ্ঠে চ তালুনি। তস্যেত্যাদি।১২।
ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্রপীড়নম্। তস্যেত্যাদি।১৩।
ওঁ দুর্লভানি তু ভক্ষ্যাণি কৃচ্ছ্রাত্মভয়ে সতি। তস্যেত্যাদি।১৪।
ওঁ ক্রোড়স্থে ভোজনাদৌ যদ্দুঃখং মাতুশ্চ বাধিতে। তস্যেত্যাদি।১৫।
ওঁ এবং বহুবিধৈর্দ্দুঃখৈর্যন্মাতা দুঃখিতা সদা। তস্যেত্যাদি।১৬।

এই ষোড়শ মন্ত্রদ্বারা পৃথক পৃথক স্থানে ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে। পরে তদ্দক্ষিণে কুশাস্তরণ করিয়া তদুপরি নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটী অক্ষয্য পিণ্ডদান করিতে হইবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ পিতৃমাত্রাদিকে সপ্তকুলে যাশ্চ যথাযথম্।
মৃতাস্তাসাঞ্চ স্বর্গায়াক্ষয়ং পিণ্ডং সমুৎসৃজে॥

অতঃপর পিণ্ডোপরি শেষ বিকীরণ ও প্রত্যবনেজনদানাদি দক্ষিণান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক মাতার বিমল অক্ষয় স্বর্গলাভ কামনায় বিবিধদ্রব্যযুক্ত একটী ডালা ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

অনন্তর "মাতৃগয়াকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া জগন্মাতাকে ক্রোড়দান, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাদি-দেবগণকে সাক্ষী করতঃ প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ময়া গয়াং সমাগত্য মাতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥

ইতি গয়াপদ্ধতি।

বৈদ্যনাথ-পদ্ধতি

বৈদ্যনাথে যাইয়া প্রথমতঃ শিবগঙ্গাতে স্নান ও তর্পণাদি নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তৎপরে বৈদ্যনাথ সন্নিধানে গিয়া সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞজন্যফল-সমফল প্রাপ্তি-কামনায় বৈদ্যনাথকে দর্শন করতঃ করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

ওঁ ত্বদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ সদ্গতিং প্রতিপাদ্যতাম্॥

অনন্তর "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র জপ করিয়া সকল পাপ দূরীকরণার্থ হস্ত-দ্বারা স্পর্শ করতঃ বৈদ্যনাথ প্রীত্যর্থ সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে, যথা—

ওঁ অমলকমলকান্তিং নীলবর্ণং সুবেশং,
কুচধরকরমীশং পদ্মপত্রায়তেক্ষম্।
সুরচিতমতিসর্ব্বং পঞ্চচূড়ং কুমারং,
কুমতিদহনদক্ষং বৈদ্যনাথং ভজামি॥

ধ্যানান্তে সাধারণ পূজাবিধি অনুসারে পূজা করিবে। তৎপরে যথাশক্তি তত্রত্য ভগবতীহৃদয়পীঠস্থজয়দুর্গাদেবীর ও অরোগাদেবী প্রভৃতির পূজা ও দর্শনাদি করিবে।

কাশীপদ্ধতি

সাধারণ তীর্থপদ্ধতি লিখিত নিয়মগুলি কাশীতীর্থেও প্রতিপালন করিতে হয়। প্রথমদিন, বারাণসী-সন্নিহিতা বরুণাতে যাইয়া নিখিল পাপক্ষয় কামনায় স্নান ও তর্পণ করিবে। তৎপরে স্বীয় পাতকক্ষয় পূর্ব্বক সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি কামনায় অসি ও বরুণার মধ্যবর্ত্তিনী বারাণসীতে প্রবেশ করতঃ চক্রপুষ্করিণী ও মণিকর্ণিকাতে দশলক্ষ অশ্বমেধযজ্ঞ-জন্য ফল-সমফল-প্রাপ্তি কামনাতে সবস্ত্র স্নান ও তদঙ্গতর্পণ করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে পারিতোষিকাদিদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নিম্নলিখিতরূপে মণিকর্ণিকার ধ্যান করিবে যথা—

ওঁ চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী স্ফুরদ্ভানুবিলোচনা।
পশ্চিমাভিমুখী নিত্যং প্রবদ্ধকরসংপুটা॥
ইন্দীবরবতীং মালাং দধতী দক্ষিণে করে।
বরোদ্যতকরে সব্যে মাতুলিঙ্গফলং শুভম্॥
কুমারীরূপিণী নিত্যং নিত্যং দ্বাদশবার্ষিকী।
শুদ্ধস্ফটিককান্তিশ্চ সুনীলস্নিগ্ধমূর্দ্ধজা॥
জিত-প্রবাল-মাণিক্য-রমণীয়রদচ্ছদা।
প্রত্যগ্রকেতকীপুষ্পলসদ্ধম্মিল্লমস্তকা॥

সর্ব্বাঙ্গমুক্তাভরণা চন্দ্রকান্ত্যংশুকাবৃতা।
পুণ্ডরীকময়ীং মালাং সশ্রীকাং বিভ্রতী হৃদি ॥
ধ্যাতব্যানেন রূপেণ মুমুক্ষুভিরহর্নিশং।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীভবনং শ্রীমতী মণিকর্ণিকা ॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া "ওঁ মণিকর্ণিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে—যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে। পরে বহুজন্মসঞ্চিত মহাপাপক্ষয় কামনাতে উত্তর বাহিনী গঙ্গায় স্নান ও তর্পণ সমাপন পূর্ব্বক গঙ্গার পূজা করিয়া আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর ইহাদিগকে প্রণাম করিতে হয়। তৎপরে ঢুণ্ঢিরাজবিনায়কনিকটে যাইয়া সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার পূজা করিবে। অতঃপর ঘৃত ও সিন্দূর দ্বারা ঢুণ্ঢিরাজকে লেপন পূর্ব্বক মোদকপঞ্চক নিবেদন করতঃ তারকজ্ঞানলাভার্থ জ্ঞানবাপীর জল স্পর্শ করিবে। তৎপশ্চাৎ নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর ও মহাকাল দর্শন ও পূজা সমাধানান্তে পুনর্ব্বার দণ্ডপাণি-সমীপে গিয়া যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিতে হয়। পরে পূর্ব্বদিক-সংস্থিত মিত্রাবরুণ নামক শিবলিঙ্গদ্বয় দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিলাভ কামনায় বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাত্রা করিবে। অতঃপর সেস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ সর্ব্বপাপক্ষয় পূর্ব্বক সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি কামনায় বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিবে এবং তৎপ্রীতিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে, যথা—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

এইরূপ ধ্যানান্তে "ওঁ বিশ্বেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে অথবা শিবমন্ত্রদ্বারা সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিতরূপে কাশীস্থ লিঙ্গ সমূহকে বিশ্বেশ্বরাত্মক চিন্তা করিবে, যথা—

ওঁ সর্ব্বেষামেব লিঙ্গানাং মৌলিস্ত্বং কৃত্তিবাসসঃ।
ওঙ্কারেশঃ শিখা জ্ঞেয়া লোচনানি ত্রিলোচনঃ ॥
গোকর্ণভারভূতেশৌ তৎকর্ণৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।
ধর্ম্মেশমণিকর্ণীশৌ দ্বৌ করৌ দক্ষিণেতরৌ ॥
কালেশ্বরকপর্দ্দীশৌ চরণাবতি নির্ম্মলৌ।
জ্যেষ্ঠেশ্বরো নিতম্বশ্চ নাভির্বৈ মধ্যমেশ্বরঃ।
কপর্দ্দীশমহাদেবঃ শিরোভূষা শ্রুতীশ্বরঃ।
চন্দ্রেশো হৃদয়ং তস্য আত্মা বীরেশ্বরঃ পরঃ ॥

লিঙ্গং তস্য তু কেদারঃ শুক্রং শুক্রেশ্বরং বিদুঃ।
অন্যানি যানি লিঙ্গানি পরঃ-কোটি-শতানি চ॥
জ্ঞেয়ানি নখলোমানি বপুষো ভূষণান্যপি।
দ্বাবেতৌ দক্ষিণৌ হস্তৌ নিত্যনির্ব্বাণদৌ হিতৌ॥
জন্তূনামভয়ং দত্ত্বা পততাং মোহসঙ্গরে॥

অনন্তর শিবভক্তিলাভ কামনায় সহস্র বা শত বিল্বপত্র, অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিকামনাতে মূলমন্ত্রশোধিত সংবিদা (ভাঙ্গ বা সিদ্ধি) এবং অভীষ্টলাভ কামনাতে সুবর্ণময় বিল্বপত্র দান করিতে হয়। পূজান্তে নৃত্য, গীত, বাদ্য, গালবাদ্য, স্তব কবচপাঠ, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে হয়। এই প্রকার অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরে গমন পূর্ব্বক অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়া প্রণামান্তে অন্নকষ্টবিনাশ কামনায় ধ্যান করিবে, যথা—

ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥

ধ্যানান্তে "হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্ত্যুপচারে অর্চ্চনা করিয়া কুমারীপূজা প্রভৃতি সকল কার্য্য তত্তৎ লিখিতনিয়মে যথাক্রমে সম্পাদন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে বাস-সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা শিবপ্রীতিপূর্ব্বকশিবলোকপ্রাপ্তিকামো বারাণস্যাং ইয়ৎকালবসতিমহং (সময় নির্দ্দেশ করিবে) করিষ্যে।

এইরূপে বাস-সঙ্কল্প করিয়া তদ্দিনে উপবাস করিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে সৌত্রামণিযজ্ঞজন্যপুণ্য-সম-পুণ্যপ্রাপ্তিকামনায় ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া দ্বিতীয়াদি দিনে কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অথবা প্রতি চতুর্দ্দশীতে তত্তীর্থে স্নান, তত্তৎ লিঙ্গের পূজা এবং মৌনভাবে যথাক্রমে চতুর্দ্দশ আয়তনে যাত্রা করিবে।

অথ যাত্রাবিধি

তীর্থবাসীদের নিকট সকল স্থান পরিজ্ঞাত হইয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যকার্য্য সমাধানান্তে সর্ব্বপ্রথমতঃ আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, ঢুণ্ঢিরাজ, জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর ইঁহাদিগকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিয়া পুনর্ব্বার দণ্ডপাণি বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণা দর্শনাদি করিবে। ইহার নাম নিত্যযাত্রা, ইহাকে পঞ্চতীর্থিকাও বলে। তৎপরে সকল পাপক্ষয়পূর্ব্বক পুণ্যলাভ কামনাতে অন্তর্গৃহ যাত্রা করিবে। ঐ যাত্রার প্রথমে সিদ্ধিবিনায়কাদি বিনায়কপঞ্চ

ও বিশ্বেশ্বর দর্শনাদি করিবে এবং নির্ব্বাক্‌ভাবে নির্ব্বাণমণ্ডপে গিয়া নিয়মাবলম্বন করতঃ মণিকর্ণিকাতে স্নান ও তর্পণ করিবে এবং মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শনাদি করিবে। "কম্বলাশ্বতরাভ্যাং নমঃ" মন্ত্রে কম্বল ও অশ্বতরের পূজা ও প্রণাম করিবে। অতঃপর বাসুকীশ্বর, পর্ব্বতেশ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতাদেবী, জরাসন্ধেশ্বর, সোমেশ্বর, মদালসেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, বরাহেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, কশ্যপেশ্বর, হরিকেশব, বৈদ্যনাথ, ধ্রুবেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, হাটকেশ্বর, অস্থিক্ষেপতড়াগ, কীকশেশ্বর, ভারভূতেশ্বর, চিত্রগুপ্তেশ্বর, ঘণ্টাদুর্গা, পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রকূপ, বীরেশ্বর, বিঘ্নেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, চিন্তামণিবিনায়ক, সেনাবিনায়ক, সীমাবিনায়ক, করুণেশ্বর, বশিষ্ঠ, বামদেব, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষী, ধর্ম্মেশ্বর, বিশ্ববাহুক, আশা-বিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকাশেশ্বর, সাক্ষীবিনায়কেশ্বর শ্মশানেশ্বর, চণ্ডী, চণ্ডীশ্বর, ভবানী, শঙ্কর, শুক্রকূপ, অন্নপূর্ণা, ঢুণ্ঢিরাজ, রাজরাজেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, হনূমৎ, পরান্নেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, অপ্সরেশ্বর, গঙ্গেশ্বর, জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, মোক্ষেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, আধমুক্তেশ্বর, প্রমোদ, সুমুখ, দুর্মুখ, গণনাথ, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার দর্শন, প্রণতি ও অর্চ্চনা করিতে হয়। ইহার মধ্যে যে যে স্থানে স্নান ও তর্পণ করা যায় সে সে স্থানে স্নান ও তর্পণ করিবে। অতঃপর মৌন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, যথা—

ওঁ অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবৎ যা ময়া কৃতা।
ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভো॥

তৎপর কিছুকাল মুক্তিমণ্ডপে বিশ্রাম করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। অনন্তর প্রতিমাসে শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে বিশ্ববৃদ্ধিকা নবগৌরীযাত্রা, মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী ও চতুর্দ্দশীতিথিতে অথবা কেবল চতুর্থীতে সকল বিঘ্নবিনাশার্থ ষট্‌পঞ্চাশৎ বিনায়কযাত্রা, ঋষিপঞ্চমী বা কেবল পঞ্চমীতিথিতে ও বিশেষযোগে নিখিল পুণ্য-লাভার্থ সপ্তর্ষিযাত্রা, রবিবারযুক্ত ষষ্ঠী, সপ্তমী বা কেবল রবিবারে সর্ব্বব্যাধিক্ষয়ার্থ দ্বাদশাদিত্যযাত্রা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, মঙ্গলবার ও রবিবারে ক্ষেত্রার্জিতপাপনাশার্থ অষ্টমহাভৈরবযাত্রা, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, মঙ্গলবারে ও নবরাত্রে বিঘ্ননাশ ও সুবুদ্ধিপ্রাপ্ত্যর্থ নবদুর্গাযাত্রা, দুর্গাকুণ্ডে স্নান ও বলিদানাদি উপচারদ্বারা শ্রীদুর্গাদেবীর পূজা করিবে। ইহা ভিন্ন বসন্তাদি ঋতুতে সর্ব্ব-যাত্রাফলপ্রাপ্তি-কামনায় সপ্তপুরীযাত্রা, প্রতিমাসে ক্ষেত্রোচ্চাটনভয়পরিহারার্থে একাদশ মহারুদ্রযাত্রা, চতুর্দ্দশীতিথিতে শিবলোকপ্রাপ্ত্যর্থ প্রণবেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গযাত্রা, মুক্তিকামনায় অমৃতেশ্বরাদি মহালিঙ্গযাত্রা, মৎস্যোদরীতীর্থে যথাবিধি স্নান ও তর্পণ, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতিথিতে শৈলেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গযাত্রা, সহস্রাপরাধমার্জন-কামনায় চতুর্থী তিথিতে অষ্টমহালিঙ্গযাত্রা, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতিথিতে চতুঃষষ্টিযোগিনীযাত্রা ও পঞ্চতীর্থ-

যাত্রা, ক্ষেত্রার্জিতপাপনাশ ও বারাণসীবাস-ফললাভ কামনায় উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়ণে কাশী প্রদক্ষিণরূপ পঞ্চদশী যাত্রার অনুষ্ঠান করিবে।

অনন্তর কাশীধামের মাসিকযাত্রা কথিত হইতেছে। চৈত্রী কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে সম্বৎসর সুখকামনায় চতুঃষষ্টিযোগিনীযাত্রা, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপনাশার্থ কেদারযাত্রা, শুক্লা প্রতিপদে নবজন্মার্জিতপাপক্ষয়ার্থ নবদুর্গাযাত্রা ও দুর্গাকুণ্ডে স্নান, শুক্লাদ্বিতীয়ায় চিত্রঘণ্টাদেবীযাত্রা, শুক্লাতৃতীয়ায় সৌভাগ্যলাভার্থ মঙ্গলাগৌরীযাত্রা সকলাভীষ্টসিদ্ধার্থ বিশ্ববাহুক ও আশাবিনায়কযাত্রা, শুক্লাষ্টমীতে সম্বৎসর সুখলাভ-কামনায় অন্নপুর্ণাযাত্রা পৃথ্বীপ্রদক্ষিণজন্যফললাভ কামনায় অন্নপুর্ণা প্রদক্ষিণ, একবিংশতি কুলোদ্ধার কামনায় মধ্যমেশ্বর যাত্রা ও মন্দাকিনী যাত্রা, শুক্লানবমীতে ধর্ম্মলাভার্থ রাম-তীর্থযাত্রা, শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে সর্ব্বকামদাত্রী কামেশ্বরযাত্রা, শুক্লাচতুর্দ্দশীতে পশু-যোনিনাশ কামনায় পশুপতীশ্বরযাত্রা, পূর্ণিমাতে সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থ চন্দ্রকুপ ও চন্দ্রেশ্বর যাত্রা, যাতনা নিবারণার্থ কেদারযাত্রা ও কাশীবাসফলদাত্রী হংসতীর্থযাত্রা এবং কৃত্তিবাসেশ্বর যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

দ্বাদশ মাসিক যাত্রাবিধি কথিত হইতেছে। বৈশাখমাসের শুক্লাতৃতীয়াতে প্রমাদকৃত পাতকপরিহারার্থ ত্রিলোকেশ্বরযাত্রা, আয়ু ও আরোগ্যলাভার্থ পরশুরামযাত্রা, শুক্লাচতুর্দ্দশীতে সর্ব্বতীর্থফলযাত্রা, মৎস্যোদরীতীর্থযাত্রা ভুক্তিমুক্তিদায়িনী প্রণবেশ্বরযাত্রা, সংসারভয়নাশার্থ নৃসিংহযাত্রা এবং পূর্ণিমাতে সুসন্তানলাভ কামনায় বীরতীর্থযাত্রা করণীয়।

জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লাপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্যন্ত্য সর্ব্বযজ্ঞফললাভার্থ দশাশ্বমেধযাত্রা, দ্বিতীয়াতে জন্মভয়নাশার্থ রুদ্রসরোবরযাত্রা, চতুর্থী ও চতুর্দ্দশীতে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ জ্যেষ্ঠবিনায়কযাত্রা, অষ্টমীতে সৌভাগ্যলাভার্থ জ্যেষ্ঠবারুণীযাত্রা ও জ্যেষ্ঠগৌরীযাত্রা, দশমীতে দশজন্মকৃতপাপক্ষয়-কামনায় দশাশ্বমেধতীর্থ ও দশাশ্বমেধেশ্বর-যাত্রা সহস্রজন্মকৃতপাপক্ষয়ার্থ গঙ্গেশ্বরযাত্রা ও মুক্তিলাভার্থ গঙ্গাপূজা, চতুর্দ্দশীতে শতজন্মকৃত পাপক্ষয়ার্থ জ্যেষ্ঠেশ্বরযাত্রা পূর্ণিমাতে সর্ব্বতীর্থদানফল-প্রাপ্ত্যর্থ গঙ্গাসাগর-যাত্রা এবং অসিসঙ্গমে ত্রিবিক্রম, অসিমাধব ও অমরেশ্বর পূজা করিবে।

আষাঢ়মাসে পৌর্ণমাসীতে সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থ আষাঢ়ীশ্বরযাত্রা, সপ্তকুলোদ্ধারকামনায় ঘণ্টাকর্ণতীর্থযাত্রা ও ব্যাসকুণ্ডযাত্রা বিশেষ কর্ত্তব্য।

শ্রাবণমাসে শুক্লাপঞ্চমীতে নাগভয়নিবারণার্থ বাসুকীশ্বরযাত্রা এবং বাসুকীশ্বর ও কর্ক্কোটকের পূজা, চতুর্দ্দশীতে অভীষ্টলাভার্থ আদিমহাদেবযাত্রা, রবিবারে বৃদ্ধকাল-যাত্রা, সোমবারে কেদারেশ্বরযাত্রা, মঙ্গলবারে কামাখ্যাযাত্রা, কর্কটসংক্রমে শঙ্খোদ্ধার-তীর্থযাত্রা ও দ্বারাবতীতীর্থযাত্রা করিবে।

ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে কল্পকৃত পুণ্যপ্রাপ্তি কামনায় লোলার্কযাত্রা, তথায় স্নান ও

সূর্য্যপূজা পূর্ণিমাতে ভৈরবীযাতনানাশার্থ কুলস্তম্ভযাত্রা ও তথায় অন্নদান, কৃষ্ণতৃতীয়াতে কাশীবাসফললাভার্থ বিশালাক্ষীতীর্থযাত্রা, দ্বাদশীতে বিষ্ণুপাদোদকতীর্থযাত্রা ও বামনাদি কেশবপূজা করণীয়।

আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষে নবরাত্রে নবজন্মকৃতপাপক্ষয়ার্থ দুর্গাকুণ্ডযাত্রা, দুর্গাবিনায়কযাত্রা, সকলাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ বিশ্ববাহুকযাত্রা, সম্বৎসর নির্ব্বিঘ্নার্থ চতুঃষষ্টি যোগিনীযাত্রা, কৃষ্ণাদ্বিতীয়াতে সৌভাগ্যলাভার্থ ললিতাযাত্রা, নানাবিধভোগপ্রাপ্ত্যর্থ ললিতাদেবীর পূজা এবং তথায় ধনধান্যলাভার্থ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে ভোজন করাইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণজনিত-ফলপ্রাপ্তি কামনায় ললিতাদেবীকে প্রদক্ষিণ করতঃ সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থ নলকূবর দর্শন করিবে।

কার্ত্তিকমাসে শুক্লাষ্টমীতে সর্ব্বধর্ম্মলাভার্থ ধর্ম্মেশ্বরযাত্রা ও ধর্ম্মকূপযাত্রা, শতবর্ষতপস্যাকৃত-পুণ্যলাভার্থ পঞ্চগঙ্গাযাত্রা, বিন্দুমাধবপূজা, স্বর্ণদান এবং চতুর্দ্দশীতে ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধ্যর্থ বিশ্বেশ্বরযাত্রা অনুষ্ঠান করিবে।

অগ্রহায়ণমাসে শুক্লাএকাদশীতে কলিভয় ও কালভয় নিবারণার্থ কালমাধবযাত্রা, চতুর্দ্দশীতে তীর্থপ্রতিগ্রহদোষনাশার্থ পিশাচমোচনতীর্থযাত্রা, পূর্ণিমাতে সংসাররোগমুক্ত্যর্থ ভৃগুকেশবযাত্রা ও নগর প্রদক্ষিণযাত্রা, কৃষ্ণাষষ্ঠীতে ও সপ্তমীতে বর্ষকৃতপাপক্ষয়ার্থ লোলার্কযাত্রা, অষ্টমীতে যমভীতিনাশার্থ কালকূপযাত্রা ও কালভৈরবযাত্রার অনুষ্ঠান করিবে।

পৌষমাসে রবিবারে কাশীবাসফললাভার্থ উত্তরার্কযাত্রা ও নরনারায়ণতীর্থে স্নান ও বদরিকাশ্রমতীর্থযাত্রার অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।

মাঘমাসে শুক্লাচতুর্থীতে সংবৎসরসুখলাভার্থ ও কাশীবাসফললাভ-কামনায় ঢুণ্টি-বিনায়কযাত্রা করিয়া ঐ ঢুণ্টিরাজকে তিলমোদক নিবেদন করতঃ নিজেও মোদক ভোজন করিবে। সপ্তমীতে সপ্তজন্মকৃতপাপক্ষয়ার্থ কেশবাদিত্যযাত্রা, মাঘমাসনিমিত্তক-প্রয়াগস্নানজন্যফলপ্রাপ্ত্যর্থ প্রয়াগতীর্থযাত্রা, প্রয়াগমাধবযাত্রা, ও প্রয়াগেশ্বরযাত্রা, কৃষ্ণা-চতুর্থীতে সংবৎসর সুখলাভ কামনায় নবকুণ্ডযাত্রা, মোদকদান এবং চতুর্দ্দশীতে কাশীবাসফললাভার্থ অবিমুক্তেশ্বরযাত্রা করিবে।

ফাল্গুনমাসে কৃষ্ণাদ্বাদশীতে কাশীবাসফললাভার্থ কাশীদেবীযাত্রা, চতুর্দ্দশীতে স্ত্রীরত্নাদি প্রাপ্তিকামনায় রত্নেশ্বরযাত্রা, সর্ব্বধর্ম্মলাভার্থ হংসতীর্থযাত্রা ও কৃত্তিবাসেশ্বরযাত্রা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থ যথাক্রমে চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গযাত্রা, ভুক্তি-মুক্তিসিদ্ধার্থ চন্দ্রকূপযাত্রা এবং পূর্ণিমাতে সর্ব্বধর্ম্মলাভার্থ নৈমিষারণ্যতীর্থ যাত্রা করণীয়।

যোগযাত্রাবিধি

কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে বৃহস্পতিবার, পুষ্যানক্ষত্র ও ব্যতীপাতযোগ হইলে জ্ঞান-বাপীযাত্রা করিবে, উহাদ্বারা কোটিগয়াশ্রাদ্ধজনিতফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশীতে কোটিলিঙ্গার্চ্চন-ফলপ্রাপ্তিকামনায় রুদ্রাবাসযাত্রা, মঙ্গলবার-যুক্তামাবস্যাতে শতৈকপুরুষের উদ্ধারার্থ কেদারতীর্থে শ্রাদ্ধ, চতুর্দ্দশী ও ভরণীনক্ষত্রযুক্ত

কুজবারে গয়াশ্রাদ্ধজনিত-ফলসম-ফল-কামনায় যমতীর্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কুজবারযুক্তাষ্টমীতে কলিভয় ও কালভয় নিবারণার্থ ভৈরবীতীর্থে স্নান ও ভৈরবপূজা, সোমবারযুক্ত অমাবস্যায় গয়া-শ্রাদ্ধফল-সমফল-প্রাপ্ত্যর্থ কপিলধারাতে বা ঋণমোচনার্থ চন্দ্রকূপে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, সিংহস্থবৃহস্পতিতে ত্র্যম্বকেশ্বরযাত্রা ও গোদাবরীযাত্রা, প্রতি নবমীতে সেতুবন্ধযাত্রা ও রামেশ্বরযাত্রা, রবিবারে সর্ব্বব্যাধিবিনাশার্থ লোলার্কযাত্রা ও আরোগ্য-লাভার্থ অর্কবিনায়কযাত্রা, সোমবারে কাশীবাসফলপ্রাপ্ত্যর্থ বরুণেশ্বরযাত্রা, চতুর্থীযুক্ত কুজবারে গৃহবাধানিবারণার্থ অঙ্গারকেশ্বরযাত্রা, বুধবারে ও বুধাষ্টমীতে সুমতিলাভার্থ বুধেশ্বরযাত্রা, পুষ্যাযুক্ত বৃহস্পতিবারে মহাপাপক্ষয়ার্থ বৃহস্পতীশ্বরযাত্রা, শুক্রবারে সুসন্ততিলাভ-কামনায় শুক্রেশ্বরযাত্রা, শনিবারে শনিগ্রহসূচিত-দোষনাশার্থ শনৈশ্চরেশ্বরযাত্রা, শনিবারে প্রদোষকালে ইচ্ছাকৃত পাপক্ষয়ার্থ কামেশ্বরযাত্রা, বহুজন্মসঞ্চিতপাপক্ষয়ার্থ কাশীতে উত্তরদিক্ যাত্রা ও সাযুজ্যমুক্তিলাভার্থ দক্ষিণদিক্ যাত্রা করিবে। ইহা ভিন্ন অপরাপর শিবলিঙ্গ যথাসম্ভব দর্শন, তত্রস্থ যাবতীয় কূপ, বাপী ও হ্রদে স্নান তর্পণ এবং প্রয়াগেশ্বর সন্নিধানে স্নান, তথায় প্রয়াগমুণ্ডন-ফললাভার্থ মস্তকমুণ্ডন ও প্রয়াগেশ্বরদর্শনাদি করিতে হয়। পরে কাশীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কাশীকৃত্য শেষ করিতে হইবে।

কাশীমাহাত্ম্য

ব্রহ্মপুরাণে, ঈশ্বর উবাচ

বরুণাবাপ্যসিশ্চৈব দ্বে নদ্যৌ সুরবল্লভে।
অন্তরালে তয়োঃ ক্ষেত্রং ভূমাবপি বিশেন্ন তৎ ॥
দ্বিযোজনন্তু তৎক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমতঃ স্থিতম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণ দক্ষিণোত্তরতঃ স্থিতম্ ॥

যোগিনীতন্ত্রে,— পঞ্চক্রোশাত্মিকা কাশী ব্রহ্মতেজোময়ী শ্রিতা।
অর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকা দেবী দৃশ্যতে সর্ব্বজাতিভিঃ ॥
যত্র ভস্ম কৃতং দেবি জগদেতচ্চরাচরম্।
মহাশ্মশানং তদ্বিদ্ধি সর্ব্বোষাং লয়কারণম্।
মুখ্যমাত্রং সমাদৃষ্টং মহাকালস্তু তেজসি।
অতো গৌরীমুখং নাম মুনিভিঃ পরিগীয়তে ॥
দৃষ্ট্বা তু পরমেশানি আনন্দো মম জায়তে।
আনন্দকাননং তস্মাদ্ গীয়তে বেদবাদিভিঃ ॥

মৎস্যপুরাণে—বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষ্যতে ন কদাচন।
মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিদং স্মৃতম্ ॥
জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানসবুদ্ধিনা ॥

অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎক্ষণাদ্‌ভস্মসাদ্ভবেৎ ॥
প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদিদমেব মহত্তরম্‌ ॥
অল্পায়াসেন চৈবাত্র মোক্ষপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে ॥

স্কান্দে— ব্রহ্মঘ্নগোঘ্নগুরুতল্পগভিন্নবৃত্তন্যাসাপহারিকুহকাদিনিষিদ্ধবৃত্তিঃ।
সংসারভূতদৃঢ়পাশবিমুক্তদেহো বারাণসীং মম পুরীং সমুপৈতি লোকঃ।
ক্ষেত্রং মমেদং সুরসিদ্ধজুষ্টং সংপ্রাপ্য মর্ত্ত্যঃ সুকৃতিপ্রভাবাৎ ॥
খ্যাতো ভবেৎ সর্ব্বসুরাসুরাণাং মৃতশ্চ যায়াৎ পরমং পদং সঃ ॥
ক্ষেত্রেঽস্মিন্নিবসন্তি যে সুকৃতিনো ভক্তাঃ সদা মানবাঃ।
পশ্যন্ত্যহমাদরেণ শুচয়ঃ সন্তঃ সদা মৎপরাঃ।
তে মর্ত্ত্যা ভবদুঃখপাশরহিতাঃ সংশুদ্ধকর্ম্মক্রিয়াঃ।
ভিত্ত্বা ভীষণমোহজালগহনং বিন্দন্তি মোক্ষং পরম্‌ ॥

লিঙ্গপুরাণে— ব্রহ্মহা যোঽভিগচ্ছেত্তু অবিমুক্তং কদাচন।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্‌ ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে॥
সদা যজতি যজ্ঞেন সদা দানং প্রযচ্ছতি।
সদা তপস্বী ভবতি হ্যবিমুক্তে স্থিতো নরঃ ॥
ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুষ্করে।
যা গতির্ব্বিহিতা পুংসামবিমুক্তনিবাসিনাম্‌ ॥
সর্ব্বমেতত্তপঃ সত্যং প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ।
অবিমুক্তে বসেদ্‌যস্তু মম তুল্যো ভবেন্নরঃ ॥
অবিমুক্তে স্থিতো নিত্যং পাংশুভির্ভস্মনেরিতৈঃ।
স্পৃষ্ট্বা দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যান্তি পরমাং গতিম্‌ ॥
স্বর্গাপবর্গয়োর্হেতুরেবং তীর্থবরং ভুবি।
যস্তত্র পঞ্চতাং যাতি মোক্ষং যাতি ন সংশয়ঃ ॥
জন্মান্তরসহস্রেণ মুঞ্চন্‌ যোগী যদাপ্নুয়াৎ।
তস্মিন্নৈব পরে মোক্ষং মরণাদধিগচ্ছতি ॥
স্বল্পমপ্যত্র যো দদ্যাদ্‌ ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
শুভাং গতিমবাপ্নোতি অগ্নিবচ্চৈব দীপ্যতে ॥
দশসৌবর্ণকং পুষ্পং যোঽবিমুক্তে প্রযচ্ছতি।
অগ্নিহোত্রফলং ধূপগন্ধদানে শৃণু প্রিয়ে ॥
ভূমিদানেন তুল্যঞ্চ গোপ্রদানফলং স্মৃতম্‌ ॥
কিমর্থং বহুনোক্তেন যদ্দানং ক্রিয়তে নরৈঃ।
ধর্ম্মকামার্থমুদ্দিশ্য তদনন্তফলং ভবেৎ।

উপবাসন্তু যঃ কৃত্বা বিপ্রান্ সন্তর্পয়েন্নরঃ।
স সৌত্রামণিযজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

ব্রাহ্মে— একাহমুপবাসন্তু যঃ করোতি যশস্বিনি।
ফলং বর্ষশতস্যেহ লভতে তৎপরায়ণঃ॥
অবিমুক্তে মহাদেবমর্চ্চয়ন্তি স্মরন্তি যে।
সর্ব্বপাপবিমুক্তাস্তে লিঙ্গমর্চ্চয়তে নরৈঃ।
কল্পকোটিশতৈশ্চাপি নাস্তি তেষাং পুনর্ভবঃ॥

যোগিনীতন্ত্রে— দেব্যুবাচ

ভো দেব পরমানন্দ সদানন্দঃ কৃতস্ত্বয়া।
অতঃ কাশ্যাং মৃতানাং ত্বমানন্দং দেহি সর্ব্বদা॥

ঈশ্বর উবাচ

ইতি তে বচনং শ্রুত্বা মগ্নোঽহমমৃতার্ণবে।
দদামি পরমং ব্রহ্ম মুমূর্ষোঃ কর্ণগোচরে॥
বারাণস্যাং সদা দেবি স্থিত্বা ধ্যায়ন্ পরং শিবং।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বারাণস্যাং মৃতাস্তু যে॥
দদামি পরমং ব্রহ্ম তেষাং হি কর্ণগোচরে॥
হিত্বা হি সকলং কর্ম্ম সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ যৎ॥
প্রয়ান্তি ব্রহ্মনির্ব্বাণং মমোপদেশতঃ ক্ষণাৎ॥
তৎসর্ব্বং সুকৃতং কর্ম্ম দুষ্কৃতং বা মহেশ্বরি।
ভবেদ্ভস্ম মহাকাল্যাঃ প্রসাদাৎ জ্ঞানযোগতঃ।
কাশীলগ্নং হি যৎকিঞ্চিৎ কাশী ভবতি তৎক্ষণাৎ।
কাশীস্পর্শনমাত্রেণ কাশ্যাং তু মৃত্যুমেতি সঃ॥
তজ্জন্মনি মহাদেবি অথবা পরজন্মনি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুরেশ্বরি॥
বহ্নিতেজো দহেত্তূলং স্পর্শমাত্রাৎ ক্ষণাৎ যথা।
শূলী কর্ম্ম দহেৎ কাশীতেজস্পর্শাৎ ক্ষণাত্তথা॥
তূলরাশিঃ যথা বহ্নিঃ কিঞ্চিৎকালাৎ যথা শিবে।
তথা দহেৎ কর্ম্মরাশিং কাশীজন্মৈকতো নৃণাম্॥
কাশীস্থানপূণ্যচয়ং কিং বাহং কথয়ামি তে।
অপি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ॥
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি কাশ্যাং যে ভাগ্যতো মৃতাঃ॥

ইয়ং বারাণসী দেবি মহাতেজোময়ী শুভা।
যুগভেদাজ্জনৈরেব দৃশ্যতে হি চতুর্ব্বিধা॥
কৃতে রত্নময়ী কাশী ত্রেতায়াং স্বর্ণজা স্মৃতা।
দ্বাপরে সা শিলারূপা কলৌ ভূমিময়ী শুভা॥
নাতঃপরতরং ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
সত্যং সত্যং মহাদেবি শপথেন বদামি তে॥
স এব পরমো মূর্খঃ স এব কুলনাশকঃ।
বৃথৈব মর্ত্ত্যলোকেঽস্মিন্ কাশীং প্রাপ্য সমুজ্ঝিতঃ॥
বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কাশিং লভেৎ পুনঃ।
তদা নৈব ত্যজেৎ কাশীং প্রাণান্তেঽপি কদাচন॥
অনায়াসেন সংসারসাগরং যস্তিতীর্ষতি।
স গচ্ছতু মহাদেবি মম বারাণসীং পুরীম্॥
অন্নং দদ্যাদন্নপূর্ণা জ্ঞানং দদ্যাৎ সরস্বতী।
প্রাণান্তে মুক্তিদাতাঽহং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

কাশীখণ্ডে— শ্রদ্ধয়া প্রত্যহঃ যাত্রাঃ কর্ত্তব্যাঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ।
পর্বস্বপি বিশেষেণ কার্য্যা যাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ॥
ন বন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ বিনা যাত্রাং ক্বচিৎ কৃতী।
যাত্রাদ্বয়ং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং প্রতিবাসরম্॥
আদৌ স্বর্গতরঙ্গিণ্যাস্ততো বিশ্বেশিতুর্ধ্রুবম্।
যস্য বন্ধ্যং দিনং যাতং কাশ্যাং নিবসতঃ সতঃ॥
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য তস্মিন্নেব দিনে ভবেৎ।
স দষ্টঃ কালসর্পেণ স দষ্টো মৃত্যুনা স্ফুটম্॥
মণিকর্ণ্যান্তু ন স্নাতো যো বিশ্বেশং ন বীক্ষিতঃ।
অন্যত্র যৎ কৃতং পাপং কাশ্যাং তৎ পরিণশ্যতি॥
বারাণস্যাং কৃতং পাপং পৈশাচনরকাপহম্।
পৈশাচনরকপ্রাপ্তির্গচ্ছত্যেব বহির্যদি॥
ন কল্পকোটিভিঃ কাশ্যাং কৃতং কর্ম্ম প্রভুঞ্জতে।
বারাণস্যাং স্থিতো যো বৈ পাতকেষু রতঃ সদা॥
যোনিং প্রাপ্যাপি পৈশাচীং বর্ষাণামযুতত্রয়ম্॥
পুনরত্রৈব নিবসন্ জ্ঞানং প্রাপ্স্যত্যনুত্তমম্।
তেন জ্ঞানেন সংপ্রাপ্তো মোক্ষমাপ্স্যত্যনুত্তমম্॥

ইতি কাশীপদ্ধতিঃ সমাপ্তা।

প্রয়াগ-পদ্ধতি

পূর্ব্বদিবস পূর্ব্বদিকস্থ গৌতমাশ্রমের পূর্ব্বভাগে বাস করত প্রয়াগগমনদিনে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে প্রয়াগ-নিকটে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রয়াগমণ্ডলভূম্যধিকরণকমৎকর্ত্তব্যপদচারসমসংখ্যাশ্বমেধযজ্ঞ-জন্যফলপ্রাপ্তিকামঃ প্রয়াগপুরপ্রবেশপূর্ব্বক-তদ্ভূম্যধিকরণকগমনমহং করিষ্যে।

এইরূপে প্রবেশ সঙ্কল্প করিয়া প্রয়াগে প্রবেশপূর্ব্বক শুচি হইয়া প্রথমে ত্রিবেণীতে গমন করিবে। তথায় সাধারণ তীর্থ পদ্ধতির নিয়মে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। অতঃপর নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিবে, সঙ্কল্প যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা বিষ্ণুলোকগমনকামো গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।

অতঃপর সাধারণ তীর্থপদ্ধতি অনুসারে সকল কার্য্য শেষ করিয়া বেণীমাধবাদি তীর্থদেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করত গঙ্গাতীরে বসিয়া মস্তক মুণ্ডন করিবে। সঙ্কল্প বাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা গঙ্গাপতিষ্যৎযাবচ্ছেদনীয়লোমসমসংখ্যবহুবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকবাসকামো গঙ্গায়াং বাপনমহং করিষ্যে।

প্রয়াগতীর্থে সধবা স্ত্রীলোকগণ দ্বিঅঙ্গুলী-পরিমিত কেশাগ্র ছেদন করিবে, বিধবার সমগ্র মস্তক মুণ্ডন করিবে। সম্ভব হইলে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে সবৎসা ধেনু দান করিবে, সঙ্কল্প বাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা এতদ্গোবৎসোভয়রোমসমসংখ্যবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বনরকাদর্শন-পূর্ব্বকসকলপুত্রভৃত্যদারপরিত্রাণবহুবিধঘোরমহাপাতকসংক্রমপরিত্রাণ—কাম ইমাং সাচ্ছা-দনালঙ্কতাং সবৎসাং গাং রুদ্রদেবতাকাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।

অনন্তর দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে। স্বর্গলাভ বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় উপবাস করা কর্ত্তব্য। অপরাপর কার্য্য সকল সাধারণ তীর্থ পদ্ধতির নিয়মে করিতে হইবে।

দ্বিতীয়াদি দিনকৃত্য

পর দিবস প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক কম্বলাশ্বতরের পূর্ব্বদিকে যমুনার উত্তরতীরে ঋণমোচনাখ্য তীর্থে গমন করিবে। তথায় সমগ্র ঋণবিমুক্তি কামনায় স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। পূর্ব্বাপর বিংশতি পুরুষের উদ্ধার কামনায় যমুনার উত্তর তীরে কম্বলাশ্বতর সমীপে যমুনাকূলরূপ মহাদেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। ঐ স্থানে

সর্ব্বপাপক্ষয় কামনায় মহাদেব-সমীপে যমুনাতে স্নান, তর্পণ ও যমুনার জল পান করিয়া কম্বলাশ্বতর, মহাদেব ও যমুনা ইহাদের পূজা ও প্রণাম করিবে। পরে অপরাপর দিনে চতুর্ব্বেদাধ্যয়নজন্য সত্যবাদিতাজন্য ও অহিংসাজনিত ফলের তুল্যফল কামনা করিয়া বাসুকিসমীপে দশাশ্বমেধিক স্থলে যাইবে। তথায় অশ্বমেধযজ্ঞ-জন্য-ফল-সমফল, ধনাঢ্যত্ব, রূপ, দক্ষতা, দাতৃত্ব ও ধার্ম্মিকত্ব কামনায় স্নান ও তর্পণ করিবে। ঐ স্থানে অশ্বমেধযজ্ঞফলপ্রাপ্তিকামনায় ভোগবতী নদীতে স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত ও জিতক্রোধ হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বকূলে প্রতিষ্ঠান নগরস্থ সমুদ্রকূপে গমন করিবে ঐ স্থানে সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক অশ্বমেধযজ্ঞ-জন্য পুণ্যপ্রাপ্তির কামনায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া সেই নগরের উত্তরে গঙ্গার পূর্ব্বে হংসপ্রপা নামক কুণ্ড-নিকটে গমন করিবে। তথায় অশ্বমেধযজ্ঞ-জন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তি এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকে তাবৎ স্বর্গবাস কামনায় স্নান ও তর্পণ করিবে। অতঃপর অক্ষয়বট সমীপে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা প্রার্থনা করিবে, যথা—

ওঁ সংসারবৃক্ষশস্ত্রায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয়বটায় তে॥
ওঁ নমোঽব্যক্তস্বরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণ তে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমো নমঃ॥
ওঁ অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥

প্রার্থনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা ও প্রণাম করিবে। তৎপরে সপ্তকুল পবিত্রীকরণ কামনায় প্রয়াগমণ্ডলাবচ্ছিন্ন যমুনায় স্নান, তর্পণ ও জলপান করিতে হয়॥

ইতি প্রয়াগপদ্ধতি।

হরিদ্বারপদ্ধতি

হরিদ্বারে গমন করিয়া প্রথমতঃ গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইয়া সাধারণ তীর্থপদ্ধতির নিয়মানুসারে কোটীতীর্থকরণজন্যফল পুণ্ডরীকলাভ ও কুলোদ্ধার কামনায় স্নান, তর্পণ করত সাধারণ তীর্থ পদ্ধতি লিখিত নিয়মে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে।

অনন্তর তত্রস্থ বেণীমাধব ও গঙ্গাধরাদি দেবতা দর্শন, নমস্কার এবং যথা সম্ভব তাহাদিগের পূজা করিতে হইবে।

পদ্ম পুরাণে— ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ নমস্কৃত্য মহাগিরিম্।
স্বর্গদ্বারেণ তত্তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ॥

পদ্মপুরাণে হরিদ্বারের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে, এই গঙ্গাদ্বার স্বর্গদ্বারের সমান ইহাতে সন্দেহ নাই।

তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত কোটীতীর্থে সমাহিতঃ।
লভতে পুণ্ডরাকন্তু কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥

ঐ গঙ্গাদ্বারে সমাহিত হইয়া স্নান করিলে পুণ্ডরীককে (বিষ্ণুকে) লাভ করা যায় এবং বংশ উদ্ধার হইয়া থাকে, ঐ স্থানে কোটি তীর্থ সদৃশ অর্থাৎ তথায় স্নান করিলে কোটি তীর্থের ফল লাভ হয়।

সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥

গঙ্গা সর্ব্বত্রই সুলভা কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম এই তিন স্থানে দুষ্প্রাপ্য।

বাসবত্থাঃ সুরাঃ সর্ব্বে গঙ্গাদ্বারং মনোহরম্।
সমাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নানদানাদিকং মুনে॥

ইন্দ্রাদিদেবগণও এই মনোহর গঙ্গাদ্বারে আগমন পূর্ব্বক স্নানদানাদি করিয়া থাকেন।

দৈবযোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
মনুষ্যপক্ষিকীটাদ্যাস্তে লভন্তি পরং পদম্॥

ভাগ্যবশাৎ মনুষ্য, পক্ষী, কীট প্রভৃতি যে কোন জীব হরিদ্বারস্থ হইয়া দেহত্যাগ করে, সেই পরম পদ (অর্থাৎ মোক্ষলাভ) লাভ করে।

তত্রৈকরাত্রবাসেন গোসহস্রদানের ফল লাভ হয়।

ইতি হরিদ্বারপদ্ধতি।

করতোয়াপদ্ধতি

ত্রিকোটি-কুলোদ্ধার কামনায় স্কন্দ ও গোবিন্দের মধ্যবর্ত্তী শিলাদ্বীপাবচ্ছিন্ন করতোয়া তীর্থে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ করতোয়ায় শিলাদেবীর ঘাটে সাধারণ তীর্থ পদ্ধতির লিখিত নিয়মে পাপক্ষয় কামনায় সঙ্কল্প করিবে, পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগাহন করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ করতোয়ে সদানীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥

পরে তর্পণাদি সকল ক্রিয়া সাধারণ তীর্থপদ্ধতির নিয়মে সম্পাদন করিতে হইবে। অতঃপর করতোয়াতীরে ভগবতীর বামকর্ণাত্মক পীঠে অপর্ণাদেবী, বামেশভৈরব, শিলাদেবী, স্কন্দ, গোবিন্দ ইত্যাদি দেবতার দর্শন, যথাসাধ্য পূজা ও প্রণাম করিবে। অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে অরুণোদয়কালে করতোয়াতে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন-ফল-সমফল-প্রাপ্তি-কামনাতে এবং নারায়ণী যোগে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার কামনাতে স্নান ও তর্পণ করা বিধেয়। পরশুরাম-পদ্ধতিতে লিখিত আছে, সৌর পৌষমাসে সোমবারে অমাবস্যা

ও মূলানক্ষত্রের যোগ হইলে নারায়ণী যোগ হয়। ঐ সময়ে করতোয়াজলে স্নান করিলে এবং স্কন্দ গোবিন্দের মধ্যগত শিলাদ্বীপাবচ্ছিন্ন করতোয়ায় গমন করিলে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার হইয়া থাকে। করতোয়া চারিদিকে পঞ্চক্রোশ, কিন্তু ইহার মধ্যে একক্রোশ পরিমিত স্থানই বিশিষ্টফলজনক (স্কন্দ ও গোবিন্দের মধ্যবর্ত্তী শিলাদেবীর ঘাট)।

মথুরাপদ্ধতি

প্রথমতঃ যমুনাতীরে বিশ্রান্তিনামক তীর্থে উপস্থিত হইয়া তথায় সাধারণ তীর্থ পদ্ধতির নিয়মে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি কামনায় স্নান ও তর্পণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণকুলের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত পিতৃগণের প্রীতিকামনায় শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য ক্রিয়া সাধারণ তীর্থপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে। অনন্তর সর্ব্বতীর্থফললাভ-কামনায় গতশ্রমাখ্য দেবতাকে দর্শন ও পূজা করিবে। তৎপরে ধ্রুবলোক প্রাপ্তি কামনায় ধ্রুবতীর্থে স্নান ও তর্পণ কর্ত্তব্য, তথায় পিতৃলোকের উদ্ধার-কামনায় শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া মথুরানাথ-নিকটে যাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

ওঁ প্রসীদ ভগবন্ মহ্যমজ্ঞানকুণ্ঠীতাত্মনে।
তবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোরূপিণীং ভক্তিমুত্তমাম্॥

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া মথুরানাথের ও তদ্বামভাগস্থ শ্রীরাধিকার ধ্যান করিবে। মথুরানাথের ধ্যান যথা—

ওঁ কলায়কুসুমাভাসং মথুরামণ্ডলীস্থিতম্।
গোপগোপীগবাবীতং পীতবস্ত্রযুগাবৃতং॥
নানালঙ্কারসুভগং কৌস্তুভোদ্ভাসিবক্ষসম্।
সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা॥

রাধিকাধ্যান—ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং চিন্তয়ামি হরিপ্রিয়াম্॥

ধ্যানান্তে যথাশক্তি মথুরানাথের ও শ্রীরাধিকার পূজা করিবে। পরে কেশব, ভূতেশ্বর, কংসনাথ, মহাবিদ্যা, প্রভৃতি দেবতাগণের দর্শনাদি করিতে হয়। অতঃপর ফলবিশেষ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রয়াগাদি তীর্থসমূহে স্নান তর্পণাদি করিবে। কোন্ তীর্থে কি ফল হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

প্রয়াগতীর্থে স্নান তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফল, কনখলে স্বর্গপ্রাপ্তি পূর্ব্বক নানা আমোদ ভোগ, তিন্দুকে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, সূর্য্যতীর্থে সর্ব্বপাপনাশ, তীর্থরাজে বিষ্ণুলোকমহিতত্ব, ঋষিতীর্থে ঋষিলোকপ্রাপ্তি, মোক্ষতীর্থে মোক্ষলাভ, কোটিতীর্থে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও তথায় দানে বিষ্ণুলোকমহিতত্ব এবং বায়ুতীর্থে স্নান তর্পণাদি ও পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসে পিণ্ডদান করিলে গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য ফল লাভ হয়। যমুনাদি দ্বাদশ তীর্থে যথাসাধ্য কার্য্যানুষ্ঠান করিবে।

পরে কংসরাজভবন, দেবকী ও বসুদেবের কারাগৃহ এবং কৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করিয়া অন্যান্য স্থান দর্শন করিতে হয়। অনন্তর মথুরামাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

মথুরামাহাত্ম্য

বিষ্ণুপুরাণে—যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যেষ্ঠামূলামলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ॥
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্॥

জ্যেষ্ঠা বা মূলা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে যমুনাতে স্নান পূর্ব্বক উপবাস করিয়া বিষ্ণুর পূজা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞজন্য ফল অবিকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যো জ্যৈষ্ঠশুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরাং গতিম্॥

জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে যমুনাস্নানপুরঃসর হরি দর্শন করিলে পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে।

বরাহপুরাণে— বরাহ উবাচ

ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
মোক্ষদং মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে॥

বরাহরূপী ভগবান্ বলিয়াছেন—হে বসুন্ধরে! পাতালে, অন্তরীক্ষে (স্বর্গে) ও মানুষলোকে মথুরা সদৃশ মোক্ষদ ও মৎপ্রিয় স্থান আর নাই।

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য প্রণম্য শিরসা তদা।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পৃথ্বী বচনমব্রবীৎ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া পৃথিবী আনত-মস্তকে প্রণতি পূর্ব্বক পবিত্র হইতেও পবিত্র কথা কহিতে লাগিলেন।

পৃথ্ব্যুবাচ

পুষ্করং নৈমিষঞ্চৈব পুরী বারাণসী তথা।
এতা হিত্বা মহাভাগ মথুরাং কিং প্রশংসসি॥

পৃথিবী কহিলেন, হে মহাভাগ! পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, বারাণসী প্রভৃতি স্থান হইতেও কি মথুরা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছ?

বরাহ উবাচ

শৃণু কার্ৎস্নেন বসুধে কথ্যমানং ময়ানঘে।
মথুরেতি চ বিখ্যাতং নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম॥

বরাহ কহিলেন, হে নিষ্পাপে বসুন্ধরে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সবিস্তার বলিতেছি শ্রবণ কর, মথুরার সদৃশ আমার উত্তম স্থান আর নাই।

সা রম্যা সুপ্রশস্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম।
শৃণু দেবি! যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিণীম্।
তন্নিবাসী নরো যাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

হে দেবি! মদীয় জন্মভূমি মথুরা অতীব রমণীয় সুপ্রশস্তা ও আমার প্রিয়, আমি যেরূপে ঐ মথুরার স্তব করি তাহা শ্রবণ কর। এই স্থানে যে ব্যক্তি বাস করে তাহার নিঃসন্দেহে মোক্ষ লাভ হয়।

মহামাঘ্যাং প্রয়াগে তু যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে॥

হে দেবি! সমগ্র মাঘমাস প্রয়াগবাসে যে ফল হয় মথুরায় প্রত্যহ সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কার্ত্তিক্যাঞ্চৈব যৎ পুণ্যং পুষ্করে চ বসুন্ধরে।
তৎ পুণ্যং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে॥

হে বসুন্ধরে! কার্ত্তিমাসে পুষ্করতীর্থবাসে যে পুণ্য লাভ হয়, মথুরায় প্রত্যহ সেই পুণ্য লাভ করা যায়।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাণস্যান্তু যৎ ফলং।
তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং ক্ষণেন হি॥

হে দেবি! সহস্রবর্ষ কাশীবাসে যে পুণ্য হয়, মথুরায় ক্ষণকাল মাত্র বাসে সে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মায়য়া মম॥

যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে বাস করিতে ভালবাসে সেই মূঢ় মদীয় বৈষ্ণবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে।

যঃ শৃণোতি বরারোহে মাথুরং মম মণ্ডলম্।
অন্যেনোচ্চারিতং শংসন্ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

হে বরারোহে! অন্য কর্ত্তৃক উচ্চারিত মথুরামণ্ডলের নাম শ্রবণ করিলেও সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
মথুরায়াং গমিষ্যন্তি সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে॥

সসাগরা ধরায় যে সকল তীর্থ বর্ত্তমান আছে, হরিশয়নের মধ্যে সেই সকল তীর্থ মথুরায় অবস্থান করে।

মথুরাং সমনুপ্রাপ্য শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি।
তৃপ্তিং যান্তীহ পিতরো যাবৎ স্থিত্যগ্রজন্মনঃ॥

মথুরাতে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ জাতির স্থিতিকাল পর্য্যন্ত পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন।

যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ॥

হে মহাভাগে! যদি নিকৃষ্ট জাতিও মথুরাতে বাস করে, আমার অনুগ্রহে সেও উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

বৈবস্বতস্বসা রম্যা যমুনা লোকপূজিতা।
তত্র স্নানপরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

হে দেবি! যমভগিনী রমণীয়া যমুনাতে যে ব্যক্তি স্নান করে, সে বিষ্ণুলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়।

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ন জায়তে স মর্ত্ত্যেষু জায়তে চ চতুর্ভুজঃ॥

মৎকর্ম্মতৎপর হইয়া যে ব্যক্তি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, সে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ না করিয়া চতুর্ভুজ হইয়া আমার সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

হে দেবি! অত্রত্য বিশ্রান্তি নামক তীর্থ ত্রিলোক-বিখ্যাত, ইহাতে যে মানব স্নান করে, সে আমার বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারে।

সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্॥

হে দেবি! সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, গতশ্রম দেবকে মথুরায় দর্শন করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

ন চ যজ্ঞৈর্ন তপসা ন ধ্যানৈর্নচ সংযমৈঃ।
তৎ ফলং লভতে দেবি স্নাতো বিশ্রান্তিসজ্ঞকে॥

হে দেবি! বিশ্রান্তিনামক তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ করা যায়, যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান সংযম প্রভৃতি দ্বারাও সে ফল লাভ হয় না।

কালত্রয়ন্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণে দ্বে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

হে বসুন্ধরে! প্রতিদিন প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ং এই—কালত্রয়ে যে ব্যক্তি গতশ্রম-দেবকে দর্শন ও দুইবার প্রদক্ষিণ করে সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করে।

সন্তি দ্বাদশতীর্থানি বসুধে দুর্লভানীহ।
স্নানং দানং জপো হোমঃ সহস্রগুণিতং ভবেৎ॥

হে বসুধে! এই মাথুরমণ্ডলে দ্বাদশটী দুর্লভতীর্থ বর্ত্তমান, অতএব এস্থানে স্নান, দান জপ ও হোম করিলে সহস্রগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।

তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
শ্রুত্বা তীর্থস্য মহাত্ম্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

ঐ দ্বাদশটী তীর্থের স্মরণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে সকল অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

বৃন্দাবন-পদ্ধতি

বৃন্দাবনে যাইয়া প্রথমতঃ যমুনায় কেশিতীর্থে শতকোটী গঙ্গাস্নান-জন্যফল-সমফল-প্রাপ্তি কামনাতে সাধারণ তীর্থপদ্ধতি অনুসারে স্নান ও তদঙ্গ তর্পণ করিবে। তৎপরে দান, শ্রাদ্ধ, উপবাস, মুণ্ডন প্রভৃতি কার্য্য সকল শেষ করিয়া গোবিন্দ, ভ্রমর, চিড় প্রভৃতি চতুর্ব্বিশ সংখ্যকতীর্থে যথাসম্ভব স্নান তর্পণানুষ্ঠান করিবে।

অতঃপর বৃন্দাবনপদ্মের কর্ণিকা-স্বরূপ গোবিন্দপদে গিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোবিন্দকে ও শ্রীরাধাকে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
ওঁ বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদনমোহিনী।
প্রসন্না ভব মে দেবি শ্রীরাধে ত্বাং নমাম্যহম্॥

পরে "ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং" ইত্যাদি এবং "তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া গোবিন্দ ও শ্রীরাধিকার যথাসম্ভব পূজা পূর্ব্বক প্রণাম করিবে, মন্ত্র যথা—

গোবিন্দপ্রণাম—ওঁ নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মধুসূদন।
অপ্রমেয় প্রসীদাস্মদ্দুঃখহন্ পুরুষোত্তম॥
রাধিকাপ্রণাম—ওঁ বৃষভানুসুতাং বন্দে জীবানন্দপ্রদায়িনীম্।
কৃষ্ণপ্রিয়তমাং দেবীং বৃন্দাবনবিলাসিনীম্॥

এইরূপে গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন, রাধাদামোদর ও শ্যামসুন্দরকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিতে হইবে। তৎপরে কেশবাখ্য মহাদেব, গোকর্ণেশ্বর শিব, বৃন্দাদেবী প্রভৃতির দর্শন পূজাদি করিবে। অপরাপর দিনে গোবর্দ্ধন গিরিতে আরোহন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোবর্দ্ধনের নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

ওঁ গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুলত্রাণকারক।
বহুবাহুকৃতোচ্ছায় গবাং কোটিপ্রদো ভব॥

অনন্তর তত্রস্থ মানসগঙ্গা, কৃষ্ণসরোবর, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডাদি চতুরশীতি সংখ্যক কুণ্ডে যথাশক্তি স্নান তর্পণ করিয়া হরদেবদর্শনাদি করিবে। পরে ব্রহ্মকুণ্ড, দাবানলকুণ্ড

ও গোবিন্দকুণ্ড প্রভৃতিতেও স্নান-তর্পণ করিতে হয়। অতঃপর যমুনার অপর পারে গোকুলে গমন করিয়া যমুনাতেও স্নান তর্পণ শেষ করত গোপেশ্বর, নন্দ, উপানন্দ, যশোদা, রোহিণী, কৃষ্ণ, বলরাম, রাধিকা ও শ্রীদাম প্রভৃতিকে দর্শন ও প্রণাম করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিল্ববনস্থ মহালক্ষ্মীর নিকটে প্রার্থনা করিয়া দর্শন করিবে। প্রার্থনা মন্ত্র যথা,—

ওঁ বিল্বাত্মিকা বিশ্বপূর্ব্বী বিল্ববৃক্ষনিবাসিনী।
বিল্ববৃক্ষপ্রিয়া কৃষ্ণা মহালক্ষ্মীঃ প্রসীদ মে॥

অতঃপর বৃন্দাবনপঙ্কজের কর্ণিকা-স্বরূপ শ্রীগোবিন্দপদ হইতে চতুর্দ্দিকে নানা স্থানে ভ্রমণ ও দর্শনাদি করিতে হইবে, যথা—দক্ষিণে প্রথমদলে গোকুল, অগ্নিকোণে দ্বিতীয়দলে নিকুঞ্জকুটীর ও বীরকুটীর, পূর্ব্বে তৃতীয়দলে গোপীগণের বসন-ভূষণ হরণস্থান ও তাহাদের কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ, উত্তরে পঞ্চমদলে দ্বাদশাদিত্য বায়ুকোণে ষষ্ঠদলে কালীয়হ্রদ, তত্তটে কদম্বতরু, পশ্চিমে সপ্তমদলে অঘাসুর মোক্ষণ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার মোহ উৎপাদন, নৈঋর্তে অষ্টম দলে শঙ্খচূড়নিপাত, কৃষ্ণের কেলিরস স্থান ও ব্যোমঘাতন। উহার বহির্দ্দেশে, তাহার প্রথম দলে কৃষ্ণের জন্মস্থান, মধুবন ও চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুর অবস্থান, দ্বিতীয়দলে খদিরবন দর্শনাদি, ষোড়শদলস্থ মহাবন দামোদর দর্শন প্রভৃতি এবং বৃষভাণুদর্শনাদি, যথাশক্তি সমাধা করিয়া পুরুষোত্তম পদ্ধতি অনুসারে বলরামের পূজাদি করিবে। পরে বৃন্দাবনবাসীদের নিকট জ্ঞাত হইয়া গরুড় গোবিন্দাদি অন্যান্য স্থান সকল যথাসম্ভব দর্শনাদি করিতে হয়। বন ভ্রমণ ভাদ্রমাসেই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। অনন্তর বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিবে।

বৃন্দাবনমাহাত্ম্য

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে— শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মম প্রভো॥

ঈশ্বর উবাচ

কথিতং তে প্রিয়তমে গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমোত্তমম্।
রহস্যানাং রহস্যং যদ্ দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভম্॥
ত্রৈলোক্যগোপিতং দেবি দেবেশ্বরসুরপূজিতম্।
ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিতং স্থানং সুরসিদ্ধাদিসেবিতম্॥
যোগীন্দ্রাদিমুনীন্দ্রাদি সদা তদ্ধ্যানতৎপরম্।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্য-গীত-নিরন্তরম্॥

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্ ॥
বৃক্ষাঃ সুরদ্রুমাস্তত্র সুরভিবৃন্দসেবিতাঃ।
স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুস্তদংশাংশসমুদ্ভবঃ ॥
তত্র কৈশোরবয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্।
গতির্নাট্যং কথা গানং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরম্ ॥
শুদ্ধসত্ত্বৈঃ প্রেমপূর্ণৈর্বৈষ্ণবৈস্তদ্বনাশ্রয়ম্।
পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্নং স্ফুরত্তন্মূর্ত্তিতন্ময়ম্ ॥
প্রমত্তকোটিভৃঙ্গাদ্যৈঃ কূজৎকলমনোহরম্।
কপোতকসুসংগীতমুন্মত্তানি সহস্রকম্ ॥
নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্রেণুপরিপূরিতম্।
সুস্নিগ্ধসৌরভশ্রান্তমুগ্ধীকৃতজগত্রয়ম্ ॥
মন্দমারুতসংসিক্তবসন্তঋতু-সেবিতম্।
পূর্ণেন্দুনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্ ॥
অদুঃখ-সুখ-বিচ্ছেদ-জরামরণবর্জিতম্।
অক্রোধগতমাৎসর্য্যমভিন্নমনহঙ্কৃতম্ ॥
যত্র বৃক্ষাদিপুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রুবর্জিতম্।
কিং পুনশ্চেতনাযুক্তৈর্বিষ্ণুভক্তৈঃ কিমুচ্যতে ॥
গোবিন্দাঙ্ঘ্রিরজঃ স্পর্শান্নিত্যং বৃন্দাবনং শুচি।
যস্য স্পর্শনমাত্রেণ পৃথ্বী ধন্যা জগত্রয়ে ॥
গোবিন্দদেহতোঽভিন্নং পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রয়ম্।
মুক্তিস্তত্র যতঃ স্পর্শাত্তন্মাহাত্ম্যং কিমুচ্যতে ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা দেবি হৃদিস্থং কুরু তদবনম্।
গোলোকৈশ্বর্য্যং যৎকিঞ্চিৎ গোলোকে তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
বৈকুণ্ঠাদি বৈভবং যৎ দ্বারকায়াং প্রকাশয়েৎ।
যদ্ ব্রহ্মপরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ম্ ॥
তস্মাত্রৈলোক্যমধ্যে তু পৃথ্বী ধন্যেতি বিশ্রুতা।
দ্বাদশারণ্যমত্রৈব প্রধানং কথিতং ক্রমাৎ ॥
ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীর-মহাতালখদিরকাঃ।
বহুলং কুমুদং কাম্যং মধুবৃন্দাবনন্তথা ॥
দ্বাদশৈতা বনে সংখ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তমন্তচ্চোপবনন্ততঃ ॥

কদম্বখণ্ডীকং নন্দ-বনং নন্দীশ্বরং তথা।
নন্দনানন্দখণ্ডঞ্চ পালাশাশোককেতকম্॥
সুগন্ধিমাদনং কৈলমমৃতং ভোজনস্থলম্।
সুখপ্রসাধনং বৎসহরণং শেষশায়নম্॥
শ্যামপুচ্ছদধিগ্রামং চক্রভানুপুরন্তথা।
শঙ্কিতং বিপদঞ্চৈব বালক্রীড়ঞ্চ ধূসরম্॥
কেমুদ্রুমং খরোবীরমুৎসুকঞ্চাপি নন্দনম্।
বৃন্দাবনবিহারেষু কৃষ্ণং কৈশোরবিগ্রহম্॥
অন্যারণ্যেষু স্থানেষু বালপৌগণ্ডযৌবনম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে—

তথান্যঞ্চেতিহাসঞ্চ বক্ষ্যামি শৃণু পুণ্যদম্।
যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে॥
রাধা ষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥
গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা।
ক্রীড়ার্থং ভুবি তন্নাম্না বনং বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥
ইতি বৃন্দাবনপদ্ধতিঃ।

গঙ্গাসাগরপদ্ধতি

গঙ্গাসাগর যাইয়া প্রথমতঃ অধৌতপদেই সঙ্কেতমাধবের সমীপে গমনপূর্ব্বক সপ্তকুলোদ্ধার ও মুক্তি কামনায় সঙ্কেতমাধবকে দর্শন ও তাহার পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ সঙ্কেতমাধবং দেবং নমামি পুরুষোত্তমম্।
শ্বেতদ্বীপপতে শ্রীমন্ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো॥

তৎপরে উদ্ধৃত জলদ্বারা পদ ধৌত করিয়া নিত্যকার্য্য সমাধানান্তে বরুণকুণ্ডে উপস্থিত হইবে। তথায় পঞ্চমহাপাতকনাশকামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক অবগাহন করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ প্রপদ্যে বরুণং দেবমম্ভসাং পতিমূর্জ্জিতম্।
যাচিতং দেহি মে তীর্থং সর্ব্বাপাপোপশান্তয়ে॥
ওঁ বরুণ ত্বং প্রজাপাল লোকনাথ সুরেশ্বর।
ত্বৎসকাশমহং প্রাপ্তস্তেন ত্বঞ্চ পুনীহি মাম্॥

পরে স্নান ও তর্পন করিয়া গঙ্গায় গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা শতজন্মার্জিতপাপক্ষয়কামনয়া তারগঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ তারগঙ্গে নমস্তভ্যং সংসারার্ণবতারিণি।
ত্বয়ি স্নাত্বা বিমুঞ্চামি শতজন্মার্জিতাশুভন্॥
ওঁ তারগঙ্গে মহাভাগে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ত্বয়ি স্নানং করোম্যদ্য পাপং হর নমোঽস্তু তে॥
ওঁ তারগঙ্গে নমস্তভ্যং সংসারার্ণবতারিণি।
সাগরেণ সমাযুক্তা মুঞ্চ মাং পাপসাগরাৎ॥

অনন্তর দুস্তর সংসার-সাগর তরণ কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কপিলদেবকে অবলোকন করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ হরে ত্রাহি জগন্নাথ দুস্তরাদ্ ভবসাগরাৎ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং মুঞ্চামি তব দর্শনাৎ॥

প্রণামমন্ত্র যথা—

ওঁ যোগমূর্ত্তেস্তহুর্বিষ্ণোস্ত্বং দেব জগতাং পতিঃ।
কপিলায় নমস্তভ্যং বিশুদ্ধায় পরায় চ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া যথাশক্তি পূজা করিতে হইবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ত্তারং বিশ্বরূপিণমব্যয়ম্।
কপিলংপূজয়িষ্যামি সংসারান্মাং বিমোচয়॥

অতঃপর তারগঙ্গার বায়ুকোণস্থিত ভগীরথের পূজা করিয়া পূর্ব্বাপর বিংশতি পুরুষের উদ্ধার কামনায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবে। তৎপরে ত্রিমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন করিবে। তথায় কোটিজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয়কামনায় সঙ্কল্প করত নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অবগাহন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাম্বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥
ওঁ সগরাৎ সাগরঃ কীর্ত্তির্গঙ্গাকীর্ত্তির্ভগীরথাৎ।
উভয়োরম্ভসি স্নাত্বা ভবিষ্যাম্যনঘো হ্যহম্॥

স্নানান্তে তর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভৈরবকে প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ অতিভীম মহাকায় কল্পান্তদহনোপম।
ভৈরবায় নমস্তভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥

প্রণামান্তে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাগরে গমন করিয়া সকল পাপ নাশকামনায় সঙ্কল্প করিবে স্নানাদি যাবতীয় সাগরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক সাধারণতীর্থ পদ্ধতির নিয়মে

সকল কার্য্য শেষ করিতে হয়। তৎপরে ক্ষীরবর্ণ হরিকে অবলোকন ও পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ পুরাণপুরুষোত্তম।
শঙ্খচক্রধর শ্রীমন্ ক্ষীরবর্ণায় তে নমঃ॥

অনন্তর মাধবকে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ নমো দেবাদিদেবায় নীলজীমূতবর্চ্চসে।
মাধবায় নমস্তুভ্যং মহাকায় প্রসীদ মে॥

পরে পাপক্ষয় পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাধিকরণককালাবচ্ছিন্ন স্বর্গ কামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিবকুণ্ডে স্নান করিবে, যথা—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্॥

স্নান ও তর্পণ করিয়া পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিকামনায় অমরেশ্বরকে অবলোকন পূর্ব্বক নিম্ন-লিখিতমন্ত্রে প্রণাম করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় রুদ্রায় পরমাত্মনে।
মহাদেবায় ভীমায় ঈশানায় নমো নমঃ॥

অতঃপর অমরেশ্বরকে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ডম্বুর বৃক্ষের নিকটে প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ ডম্বুরস্ত্বং হরেঃ সাক্ষী রুদ্রস্য পরমপ্রিয়ঃ।
ক্ষেত্রী ত্বং শিবরূপেণ দেহি যাত্রাফলং মম॥

অনন্তর বৃষকে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

ওঁ ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ জগন্নিস্তারকারকঃ।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানং মাং ত্বং পাহি সনাতন॥

তৎপরে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয়কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ কোটিতীর্থমিতি খ্যাতং হরেণ নির্ম্মিত পুরা।
ত্বয়ি স্নাত্বা বিমুঞ্চামি অঘকোটিসমুদ্ভবম্॥
ওঁ কোটিপুণ্যপ্রদে দেবি কোটিকোট্যঘনাশিনি।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং হর ত্বং মে নমোঽস্তু তে॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান ও তর্পণ করিয়া কার্ত্তিকেয় দেবকে দর্শন ও পূজা এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

ওঁ অগ্নিগর্ভসমদ্ভূতকৃত্তিকাকীর্ত্তিনন্দন।
উমাপশুপতেঃ পুত্র কার্ত্তিকেয়ায় তে নমঃ॥

অতঃপর গরুড়কে দর্শন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হয়, যথা—

ওঁ নমস্তুভ্যং খগেন্দ্রায় নমো মারুতসংজ্ঞিনে।
কামরূপায় দিব্যায় কাশ্যপেয়ায় তে নমঃ ॥

তৎপরে সাগরাদিত্যকে দর্শন ও পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ মহাদেব নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভং সাগরাদিত্য বৈ নমঃ ॥

পরে খতেশ্বরকে দর্শন ও পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ শ্বেতদ্বীপে পুরা লিঙ্গং স্থাপিতং দেবনির্ম্মিতম্।
ত্বং দেব দেহি নির্ব্বাণং খতেশ্বর নমোঽস্তু তে ॥

তৎপরে ষষ্ঠিদেবীকে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ ত্বং দেবি সর্ব্বতীর্থনাং বনে রক্ষসি সর্ব্বদা।
দেহিং মে পরমং শ্রেয়ো মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে ॥

এইরূপে ষষ্ঠিদেবীকে প্রণাম করিয়া ভাস্করকুণ্ডে স্নানাদি করিবে। ভবিষ্যপুরাণে গঙ্গাসাগরস্নানে ফল বিশেষ লিখিত আছে, যথা—

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
স্নাত্বৈব ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শিবস্য চ পুরং ব্রজেৎ ॥

সঙ্গমচিহ্নন্তু যথা—

যাবত্তু জাহ্নবীতোয়ং সাগরান্তঃ-পরিপ্লুতম্
সাগরং গচ্ছ কৌন্তেয় তাবদ্ভবতি সঙ্গমঃ ॥

অপিচ—

প্রয়াগে মাঘমাসে তু যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
সাগরস্নানমাত্রেণ দিনেনৈকেন লভ্যতে ॥

যে স্থানে গঙ্গাজল সাগরজলে মিলিত হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত স্থানই সঙ্গম নামে কথিত। সংপূর্ণ মাঘমাস প্রয়াগ তীর্থে স্নান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাগরসঙ্গমে স্নান করিলে একদিনেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

যা গতির্যোগযুক্তস্য বারাণস্যাং মৃতস্য চ।
সা গতিঃ স্নানমাত্রেণ সাগরে হরিবাসরে ॥

যোগযুক্তব্যক্তি কাশীতে দেহত্যাগ করিলে যে গতি প্রাপ্ত হয়, একাদশী তিথিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে অবগাহন করিলে সেই গতি লাভ হয়।

অন্তরীক্ষে তথা তোয়ে পাপীয়ানপি যো মৃতঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্দ্ধং পদমক্ষয্যমশ্নুতে ॥

গঙ্গাসাগরে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যে কোন স্থানে অতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি দেহত্যাগ করে, তবে সে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সঙ্গে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়।

গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষো বারাণস্যাং জলে স্থলে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥

গঙ্গার জলে, কাশীধামে জলে ও স্থলে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে জলে, স্থলে ও শূন্যোপরি যে কোন স্থানে দেহত্যাগ করিলেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কামাখ্যা পদ্ধতি

কামাখ্যাতীর্থে গমন পূর্ব্বক প্রথমে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া নীলপর্ব্বতের পূজা করত পুনর্জন্মনিবৃত্তি কামনায় গৌরীশিখরপর্ব্বতে আরোহণ করিবে এবং দেবীর পূর্ব্বদ্বারস্থ সৌভাগ্যকুণ্ডে যাইয়া তথায় সাধারণতীর্থ পদ্ধতি অনুসারে সকল কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। ঐ স্থানে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে, বাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা পাপতো দশপূর্ব্বদশাপরবংশোদ্ধরণপূর্ব্বকপৃথিব্যধিকরণকসর্ব্বতীর্থক্ষেত্রফলপ্রাপ্তি-কামঃ, অস্মিন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকনীলশৈলস্থশ্রীমৎকামাখ্যাচরণসন্নিধৌ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান-মহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে—নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
তস্মাৎ পুনীহি মাং কুণ্ড দেবদানবপূজিত॥
ওঁ সর্ব্বতীর্থময়স্ত্বং হি সর্ব্বক্ষেত্রময়ো হ্যসৌ।
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরান্ বংশানুদ্ধর পাপতঃ॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠান্তে স্নান তর্পণ করিয়া সিদ্ধগণেশ ও কমলাখ্য বিষ্ণুকে দর্শন ও পূজা করিতে হয়। পরে ব্রহ্মকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, কামকুণ্ড, ঋণাদিমোচনকুণ্ড, বরাহকুণ্ড, গুপ্তকুণ্ড, অপুনর্ভবকুণ্ড, উর্ব্বশীকুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড এই সকল স্থানে যথাসম্ভব স্নান ও তর্পণ করিবে। তৎপরে কামদেবগুহাতে কুব্জিকাপীঠস্থিত সতীর যোনিমণ্ডলস্থ কামাখ্যাদেবীর নিকটে যাইয়া ঐহিক ও জন্মান্তরীণ বহুতর পাপক্ষয়ার্থ নিম্নলিখিতমন্ত্রে কামাখ্যা দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবে, যথা—

ওঁ যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণং পদে পদে॥

অতঃপর সর্ব্বকামার্থসিদ্ধি কামনায় নিম্নলিখিতমন্ত্রে দেবীকে দর্শন করিবে, যথা—

ওঁ কামদে কামরূপস্থে সুভগে সুরসেবিতে।
করোমি দর্শনং দেব্যাঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥

দর্শনান্তে অভীষ্ট ফল লাভ কামনায় নিম্নলিখিতমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ কামাখ্যে বরদে দেবি নীলপর্ব্বতবাসিনি।
ত্বং দেবি জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তু তে॥
ওঁ কামাখ্যা কামদা নিত্যং ভবমঙ্গলদায়িনী।
মনসোঽভীষ্টসংদাত্রী ভূয়ো দেবি নমোঽস্তু তে॥

অনন্তর পুনর্জন্মনিবৃত্তি কামনায় নিম্নলিখিতমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কামাখ্যাদেবীরূপ যোনিমণ্ডল স্পর্শ করিবে, যথা—

ওঁ মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

পরে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে, যথা—

ওঁ প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশাং নীলস্নিগ্ধশিরোরুহাম্।
ষড়্‌বক্ত্রাং দ্বাদশভুজাং অষ্টাদশবিলোচনাং॥
প্রত্যেকং ষট্‌স্বু শীর্ষেস্বু চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাং।
মণিমুক্তাদিমাণিক্য-কৃতাং মালামুরঃস্থলে॥
কণ্ঠে চ বিভ্রতীং নিত্যং সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতাম্।
পুস্তকং সিদ্ধপত্রঞ্চ, পঞ্চবাণবরং তথা॥
খড়্গাং শক্তিঞ্চ শূলঞ্চ, বিভ্রতীং বামপাণিভিঃ।
শুক্লং রক্তঞ্চ পীতঞ্চ, হরিতং কৃষ্ণমেব চ॥
বিচিত্রং ক্রমতঃ শীর্ষমৈশান্যাং পূর্ব্বমেব চ।
দক্ষিণং পশ্চিমঞ্চৈব তথৈবোত্তরশীর্ষকম্॥
মধ্যঞ্চেতি মহাভাগক্রমাৎ শীর্ষাণি বর্ণতঃ।
শুক্লং মাহেশ্বরীবক্ত্রং কামাখ্যারক্তমূষতে॥
ত্রিপুরা পীতসঙ্কাশং সারদা হরিতং তথা।
কৃষ্ণং কামেশ্বরীবক্ত্রং চণ্ডায়াশ্চিত্রমিষ্যতে॥
ধম্মিল্লসংযতকচং প্রতিশীর্ষং প্রকীর্ত্তিতং।
সিংহোপরিস্থিতপ্রেতং তস্মিন্ লোহিতপঙ্কজম্॥
কামেশ্বরী স্থিতা তত্র ঈষৎপ্রহসিতাননা।
বিচিত্রাংশুকসংপ্রীত্যা ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরা তথা॥
এবং কামেশ্বরীং ধ্যায়েৎ, ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥
ওঁ রবিশশিযুতবর্ণা কুঙ্কুমা পীতবর্ণা,
মণিকনকবিচিত্রা লোলজিহ্বা ত্রিনেত্রা।

অভয়বরদহস্তা সাক্ষসূত্রা প্রশস্তা,
সুরগুরুনরসেব্যা সিদ্ধিকামেশ্বরী সা ॥

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং কামাখ্যায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি কামাখ্যা-দেবীর অর্চ্চনা করিয়া সিন্দুরকুঙ্কুমদ্বারা যোনিপীঠ লেপন পূর্ব্বক বহির্ভাগে কালী, তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বগলামুখী এই সকল দেবী দর্শন করত পুনরায় যোনিপীঠ দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিবে। পরে পূর্ব্বদিকে কামেশ্বর, ঈশানকোণে ঈশান-সন্নিধানে তৎপুরুষ, বায়ুকোণে অঘোর, ত্রিকোণের অধোভাগে সদ্যোজাত ও বামদেব, মধ্যে সদাশিব, উপরিভাগে ষষ্টি সংখ্যক শক্তি এবং কামিন্যাদি পঞ্চশক্তি ও গুপ্তকামাদি অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। পূজান্তে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। এইস্থানে যোগিনীপীঠে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক দশবার জপ করিলে সকল মন্ত্রই সিদ্ধ হয়। বিশিষ্ট ফলকামী ব্যক্তি পুরশ্চরণ ও কুমারী পূজা করিবে। অনন্তর, টোকরেশ্বরী, দীর্ঘেশ্বরী, প্রচণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সিদ্ধকামেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী, ললিতা, কামধেনু, মাধব, পাণ্ডুনাথ, কেদারেশ্বর, দুগ্ধনাথ, ধারেশ্বর, টোকরেশ্বর, মহাভৈরব, ভুবনেশ্বর, কোটিলিঙ্গেশ্বর সিদ্ধেশ্বরাদি লিঙ্গ, ব্রহ্মা, হয়গ্রীব, নৃসিংহ, পাদদুর্গা, স্কন্দমাতা, বিন্ধ্যবাসিনী, বনবাসিনী, চণ্ডঘণ্টা ইহাদিগকে দর্শনাদি করিবে এবং ধর্ম্মদ্বারে প্রবেশ ও নির্গম, স্বর্গদ্বার দর্শন, ভৈরবগুহাতে ও সিদ্ধগঙ্গাতে স্নানাদি, কল্পতরুতুল্য আম্রাতক ও তিন্তিড়ীবৃক্ষ, কল্পলতা তুল্য অপরাজিতা, নীলপর্ব্বতের নৈঋতকোণে পাষাণরূপী নন্দী, পশ্চিমদ্বারে হনুমান্ এবং উমানন্দ ভৈরবের দর্শন ও পূজা করিবে। অম্বুবাচীতে কামাখ্যাদর্শন প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।

ব্রহ্মপুত্র-পদ্ধতি

ব্রহ্মপুত্রতীর্থে গমন করত নিত্যকার্য্য সমাপনান্তে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রতীরে গমন করিবে। সংসারের ঘোরদুঃখহরণ পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিকামনায় ব্রহ্মপুত্রকে অবলোকন করিয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা,—

ওঁ হ্রং ব্রহ্মপুত্র ভুবনতারক তীর্থরাজ
গম্ভীরনীরপরিপূরিত-সর্ব্বদেহ।
তদ্দর্শনাদ্ধরতু মে ভবঘোরদুঃখং
সংযোগতঃ কলিযুগে ভগবন্নমস্তে ॥

পরে, জন্মত্রয়ার্জিত পাপক্ষয় কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

ওঁ নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ শান্তনুসূনবে।
ত্রিজন্মজঞ্চ যৎ পাপং তৎ সর্ব্ব হর মে প্রভো ॥

প্রণামান্তে মোক্ষ কামনায় স্পর্শ করিয়া "তীর্থরাজ" শব্দকীর্ত্তন পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা পাপসমপাপক্ষয় কামনায় মস্তকে ব্রহ্মপুত্রের জলদ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ করিবে।

তৎপরে সাধারণ তীর্থ পদ্ধতির নিয়মানুসারে স্নানাদি সকল কার্য্য শেষ করিতে হইবে। তন্মধ্যে স্নানসঙ্কল্পে বিশেষ এই যে "পূর্ব্বাপরসপ্তপুরুষোদ্ধারপূর্ব্বকমুক্তিলাভকামঃ" বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রে ব্রহ্মপুত্রে আবাহন করিবে, যথা—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র নদশ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যাবতারিত।
পরশুদত্তমার্গেণ আগচ্ছ বরদো ভব॥

পরে নিম্নলিখিতমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগাহন করিতে হয়, যথা—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

অতঃপর যথাবিধি স্নান তর্পণ সমাধানান্তে ভববন্ধনবিমুক্তিকামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, যথা—

ওঁ কিরীটী নীলবাসাশ্চ রত্নমালা-বিভূষিত।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভববন্ধনবিমুক্তয়ে॥

কৈবল্যমুক্তিলাভকামনায় সমগ্র চৈত্রমাস ব্রহ্মপুত্র স্নান করিতে হয়। সর্ব্ব তীর্থ স্নানজন্যফলসমফল-কামনায় চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে স্নান। বাজপেয় যজ্ঞজন্য ফলসমফল লাভ কামনায় বুধবার ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমীতে স্নান করিবে। তৎপরে দানাদি কর্ম্ম শেষ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে, যথা—

ওঁ লৌহিত্যং রক্তগৌরাঙ্গং নীলবস্ত্রবিভূষিতম্।
রত্নমালাসমাযুক্তং চতুর্ব্বাহুসমন্বিতম্॥
পুস্তকং শ্বেতপদ্মঞ্চ বিধৃতং দক্ষিণে করে।
বামে শক্তিধরঞ্চৈব শিশুমারশিরঃস্থিতম্॥

ধ্যানান্তে "ওঁ ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পরে সর্ব্বপাপ-বিমোচন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে বাস কামনায় ব্রহ্মপুত্র নিকটে গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত স্তব পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ নমো বিধ্যঙ্গভূতায় ব্রহ্মপুত্রায় তে নমঃ।
নমঃ সাগরপুত্রায় গঙ্গাপুত্রায় বৈ নমঃ॥
নমস্তে পাপসংহন্ত্রে রুদ্ররূপায় বৈ নমঃ।
নমঃ শান্তনুপুত্রায় অমোঘানন্দায় চ॥
নমস্তে তীর্থরাজায় সর্ব্বতীর্থাত্মনে নমঃ।
সদা জনাঘনাশায় নদীনাং পতয়ে নমঃ॥
সদা চঞ্চলরূপায় ঘোরাবর্ত্তায় তে নমঃ।
নমঃ সাগরপুত্রায় ব্রহ্মপুত্রায় তে নমঃ॥

অতঃপর ব্রহ্মপুত্র-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

ব্রহ্মপুত্র-মাহাত্ম্য

ব্রহ্মপুরাণে—

নারদ উবাচ

মাহাত্ম্যঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শ্রুতং বিস্তরতো ময়া ;
গঙ্গাদিসরিতং সম্যক্ তীর্থরাজস্য ন শ্রুতম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ

তীর্থরাজস্য মাহাত্ম্যং শৃণুষ্বৈকমনাঃ সুত ।
কথয়ামি মহাভাগ লৌহিত্যস্য চ কীর্ত্তনম্ ॥
কীর্ত্তনাৎ যস্য সর্ব্বেষাং পাপরাশিঃ পলায়তে ।
দর্শনাৎ যস্য লোকানাং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
স্পর্শনান্মুক্তিমাপ্নোতি স্নানান্মোক্ষঃ প্রজায়তে ।
দূরতঃ পিবতো বারি যশোলক্ষ্মীঃ প্রজায়তে ॥
সপ্ত পরান্ সপ্তপূর্ব্বান্ পুরুষানুদ্ধরেন্নরঃ ।
লৌহিত্যস্য জলে স্নাত্বা সত্যং পুত্র বদাম্যহম্ ॥
উদ্যোঽভিজ্যস্তথাস্বাদ্যঃ শোণো ঘর্ঘর এব চ ।
লৌহিত্যশ্চত্রকশ্চৈব সপ্তৈতে মৎসুতা মনে ॥
তেষাং মধ্যে তু লৌহিত্যঃ সর্ব্বেষাং পাবনোত্তমঃ ।
কামরূপাদ্বিনিঃসৃত্য যাবদ্দক্ষিণসাগরম্ ।
স লৌহিত্য ইতি খ্যাতঃ পাদোনো জাহ্নবীজলাৎ ।
গঙ্গা তু পশ্চিমে ভাগে সদা তিষ্ঠতি মুক্তিদা ।
আত্রেয়ী মধ্যভাগে চ তথা জাম্ববতী নদী ॥
সরস্বত্যাদয়ো নদ্যো নদাঃ শোনাদয়স্তথা ।
বহন্তি পূর্ব্বে তে সর্ব্বে পাপানাং ক্ষয়হেতবে ॥
লৌহিত্যস্পর্শকো বায়ুর্গাত্রং সংস্পর্শতে যদি ।
স্বর্গপ্রাপ্তিস্তদাপি স্যাৎ স্নানপানেন কিং পুনঃ ।
লৌহিত্যে মৌষলং স্নাত্বাপ্যশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
সকৃৎ স্নাত্বা নরো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ।
মুক্তিং ব্রজন্তি মনুজাঃ সদৈব স্নানতৎপরাঃ ॥
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্নায়াৎ লৌহিত্যতোয়েষু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥
পুনর্ব্বসৌ বুধে লগ্নে চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীং ।
লৌহিত্যস্য জলে স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

পুনর্ব্বসুবুধোপেতাং চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীং।
স্রোতঃসু বিধিবৎ স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ॥
মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে হ্যশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।
পিবেদশোককলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্যবারিণি॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্॥
চৈত্রন্তু সকলং মাসং যো নরো বিজেতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নায়াল্লৌহিত্যতোয়েষু স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ॥
স্নানং দানং তথা জপং যজ্ঞশ্চ সুরপূজনম্।
লৌহিত্যে হি কৃতং সর্ব্বং কোটি-কোটি-গুণং ভবেৎ॥
শিবলিঙ্গানি কোটীনি গঙ্গায়াং যদি পূজয়েৎ।
ততোঽধিকফলং পুত্র ব্রহ্মপুত্রে লভেন্নরঃ॥
কাশীবাসেন যৎ-পুণ্যং লভতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তদেব সমবাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে বসেত্ত যঃ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সাগরাশ্চোত্তরাদয়ঃ।
প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ।
এতেষাং ফলমাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে চ বাসকে॥
যা গতির্যোগযুক্তানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রেষু সপ্তসু॥
ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলং।
তাবদ্ গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে॥
তীরাদ্ গব্যূতিমাত্রস্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমীরিতম।
সার্দ্ধত্রিকোটিত্রিদশাস্তন্মধ্যে নিবসন্তি হি॥
তত্রস্থাস্ত্রিদিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥
লৌহিত্যস্য জলে যো হি মৃত্যুমাপ্নোতি মানবঃ।
নপুনর্জায়তে সোঽপি গর্ভবাসে সুদুস্তরে॥

নারদ উবাচ

কথং বা ক্রিয়তে স্নানং কেন মন্ত্রেণ পূজ্যতে।
তদ্ বদস্ব ময়ি ব্রহ্মন্ পূজাধ্যানাদিসাধনম্॥

ব্রহ্মোবাচ

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কৃতশৌচাদিকো নরঃ।
মনসা ভক্তিভাবেন স্নানার্থং স ব্রজেদ্ গৃহাৎ॥

গচ্ছেত্তু কৃতমৌনেন যাবত্তীরং ন লভ্যতে।
লব্ধ্বা তীরং ততস্তত্র প্রণমেদ্ ব্রহ্মপুত্রকম্ ॥
তীর্থরাজেতি সংকীর্ত্ত শিরঃসিঞ্চেজ্জলৈস্ত্রিভিঃ।
এবং সিক্তস্তদা পুত্র ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥
এবং সিক্তঃ পরশুরামো মাতৃহাপি বিমুক্তবান্।
পর্শত্যুক্তক্রমেণৈব ততঃ স্নানাদিকঞ্চরেৎ ॥

কালিকাপুরাণে—

সাগর উবাচ

অমোঘায়াং কথং জজ্ঞে লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
কথং শান্তনুভার্য্যায়াং রতঃ স কমলাসনঃ ॥
পারস্ত্রৈণেন পুত্রো বা কথং জজ্ঞে পিতামহাৎ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দ্বিজোত্তম ॥

ঔর্ব্ব উবাচ

শৃণু ত্বং নৃপশার্দ্দূল কথয়ামি মহত্তরম্।
আখ্যানং ব্রহ্মপুত্রস্য লৌহিত্যস্য মহাত্মনঃ ॥
মুনিরাসীন্মহাভাগঃ শান্তনুর্নামনামতঃ।
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা অমোঘাখ্যা মহাসতী ॥
হিরণ্যগর্ভস্য মুনেস্তৃণবৃন্দাশ্রমোদ্ভবা।
তয়া সার্দ্ধং স কৈলাসমর্য্যাদাপর্ব্বতেঽবসৎ।
লৌহিত্যাখ্যস্য সরসস্তীরে বৈ গন্ধমাদনে।
একদা স তপোনিষ্ঠো নিজপুষ্পাদিগোচরে।
জগাম বনমধ্যস্তু চিন্বন্ বহুফলানি চ ॥
তস্মিন্নবসরে ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
তত্রাজগাম যত্রাস্তি অমোঘা শান্তনোঃ প্রিয়া ॥
ত্বাং দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং যুবতীমতিসুন্দরীম্।
মোহিতো মদনেনাশু তদাভূদ্দ্রবিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
উদীরিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা জিঘৃক্ষুস্তাং মহাসতীম্।
অথাধাবত্তথা ব্রহ্মা সম্মুখং মদনার্দ্দিতঃ।
ধাবমানং বিধাতারং দৃষ্ট্বামোঘা মহাসতী।
মৈবং মৈবমিতি প্রোক্ত্বা পর্ণশালাং বালীয়ত ॥
ইদঞ্চোবাচ ধাতারমমোঘা কুপিতা তদা।
পর্ণশালান্তরগতা দ্বারমাবৃত্য তৎক্ষণাৎ ॥

অকার্য্যং ন ময়া কার্য্যং মুনিপত্ন্যা বিগর্হিতম্ ।
বলাৎ প্রমথ্যে চাহং তৎ ত্বয়া ত্বাঞ্চ শপাম্যহম্ ।
অমোঘয়া চৈবমুক্তে বিধাতুশ্চ তদা নৃপ ।
রেতশ্চস্কন্দ চ তদৈবাশ্রমে শান্তনোর্ম্মুনেঃ ॥
চ্যুতে রেতসি ধাতাপি হংসযানসমাস্থিতঃ ।
লজ্জয়াতিপরীতাত্মা দ্রুতং বৈ স্বাশ্রমং যযৌ ॥
গতে বেধস্যরণ্যাত্তু শান্তনুঃ স্বাশ্রমাগতঃ ।
আগত্য দৃষ্ট্বা হংসানাং পদক্ষোভং তদা ভুবি ॥
তেজশ্চ পতিতং ভূমৌ বিধাতুর্জ্বলনোপমম্ ।
অমোঘাং পরিপপ্রচ্ছ পর্ণশালান্তরস্থিতাম্ ॥
কিমেতদত্র সুভগে প্রবৃত্তং দৃশ্যতে তু যৎ ।
পক্ষিণাঞ্চ পদক্ষোভং তেজশ্চেদঞ্চ কীদৃশম্ ॥
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা শান্তনুং মুনিসত্তমম্ !
অমর্ষিতেব স্বগদদাকুলা বিকলাননা ॥
হংসযুক্তস্যন্দনেন কোপ্যাগতা চতুর্ম্মুখঃ ।
কমণ্ডলুকরো ভীরুরতিং মাং সমযাচত ॥
ততো ময়া ভর্ৎসিতশ্চ তেজস্ত্যক্ত্বা ভয়ার্দ্দিতঃ ।
স গতো যদি শক্নোষি কুরু তৎ প্রতিকারকম্ ॥
নহি মাং ধর্ষিণীং সোঢ়ুং কশ্চিৎ শক্নোতি জীবভৃৎ ।
স তস্যা বচনং শ্রুত্বা স্বয়ং ব্রহ্মা সমাগতঃ ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা তত্র ধ্যানপরোঽভবৎ ॥
দিব্যধ্যানেন তজ্জ্ঞাত্বা দেবকার্য্যমুপস্থিতম্ ।
তীর্থাবতরণঞ্চাপি হিতায় জগতাং মুনিঃ ।
শান্তনুঃ সুকৃতং মত্বা স্বভার্য্যামিদমব্রবীৎ ।
ইদং তেজো ব্রহ্মণস্ত্বং পিবামোঘে মমাজ্ঞয়া ॥
হিতায় সর্ব্বজগতাং দেবকার্য্যার্থ সিদ্ধয়ে ।
ভবত্যা নিকটং ব্রহ্মা স্বয়মেব সমাগতঃ ॥
ত্বামপ্রাপ্য মহাকৃত্যমাবয়োঃ স সমর্প্য চ ।
গতো নিজাস্পদং তত্তু কর্ত্তুমর্হসি তদ্বচঃ ॥
তৎ শ্রুত্বা শান্তনোর্ব্বাক্যমমোঘাতীব লজ্জিতা ।
নান্যস্য তেজো ধাস্যামি ন চ তে বিমনস্কতা ॥
অবশ্যং যদি কর্ত্তব্যং ত্বং পীত্বা ময়ি চোৎসৃজ ॥

ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা যুক্তং তথ্যঞ্চ শান্তনুঃ।
স্বয়ং পীত্বাচ তত্তেজস্তস্যা গর্ভে ব্যসেচয়ৎ॥
সংক্রামিতৈঃ শান্তনুনা তেজোভির্ব্রহ্মণঃ সতী।
গর্ভং দধানামোঘাখ্যা হিতায় জগতাং ততঃ॥
তস্যাং কালে তু সংপ্রাপ্তে সঞ্জাতো জলসঞ্চয়ঃ।
তন্মধ্যে তনয়শ্চাপি নীলবাসাঃ কিরীটধৃক্॥
চতুর্ণাং পর্ব্বতানান্তু মধ্যে তং সংন্যসেত্ততঃ।
কৈলাসশ্চোত্তরে পার্শ্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ॥
জারুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ পূর্ব্বে সংবর্ত্তকাহ্বয়ঃ।
তেষাং মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডঃ পর্ব্বতানাং বিধেঃ সুতঃ॥
স্থিত্বাতিববৃধে নিত্যং শরদীব নিশাকরঃ॥
তং তোয়মধ্যগং পুত্রমাসাদ্য দ্রুহিণঃ স্বয়ং।
ক্রমতস্তস্য সংস্কারানকরোদ্দেহশুদ্ধয়ে॥
অথ কালে ব্যতীতে তু লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
তোয়রাশিস্বরূপেণ ববৃধে পঞ্চযোজনান্॥
তস্মিন্ দেবগণাঃ সর্ব্বে স্নানং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
শীতামলজলে হ্রদে দেব্যশ্চাপ্সরসোঽঙ্গনাঃ॥
তস্মিন্নবসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
চক্রে মাতৃবধং ঘোরমত্যুগ্রং পিতুরাজ্ঞয়া॥
তস্য পাপস্য মোক্ষায় স্বপিতুশ্চোপদেশতঃ।
স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যং স্নাতুমিচ্ছয়া॥
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মাতৃহত্যাং ব্যপানয়ৎ।
জাতসম্প্রত্যয়ঃ সোঽথ তীর্থমাসাদ্য তং বরম্॥
বীথীং পরশুনা কৃত্বা তঞ্চ সমবতারয়ৎ॥
ব্রহ্মকুণ্ডাত্ততঃ সোঽপি কাসারে লোহিতাহ্বয়ে।
কৈলাসোপত্যকায়ান্তু ন্যপতদ্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥
তস্যাপি সরসস্তীরং সমুত্থায় মহাবলঃ।
কুঠারেণ দিশং পূর্ব্বমনয়দ্ ব্রহ্মপুত্রকম্॥
ততোঽপরত্রাপি গিরিং হেমশৃঙ্গং বিভিদ্য চ।
কামরূপান্তরং পীঠমাবাহয়দমুং হরিম্॥
তস্য নাম বিধিশ্চক্রে স্বয়ং লোহিতসংজ্ঞকম্॥
লোহিত্যাৎ সরসো জাতো লোহিতাখ্যস্ততোঽভবৎ॥

স কামরূপমখিলং পীঠমাপ্লাব্য বারিণা।
গোপয়ন সর্ব্বতীর্থানি দক্ষিণং যাতি সাগরম্।
প্রাগেব দিব্যযমুনাং সংত্যজ্য ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশযোজনম্॥

ইতি ব্রহ্মপুত্রপদ্ধতি।

পুরুষোত্তম-পদ্ধতি

তীর্থমাত্রেই সাধারণ তীর্থপদ্ধতির নিয়মে দেশ কাল কীর্ত্তন পূর্ব্বক কামনানুরূপ সঙ্কল্প করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। প্রথমতঃ পথিমধ্যে বিরজাতীর্থে গিয়া নিত্যকার্য্য সমাধানান্তে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা স্বকুলোদ্ধারণপূর্ব্বকবিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামো বিরজায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে বিরজানদীতে স্নান, তর্পণ এবং সপ্তজন্মপবিত্রীকরণ ও বিষ্ণুলোক লাভ-কামনায় বিরজাদেবীকে দর্শন, এবং স্ববংশোদ্ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকগমন-কামনায় প্রণাম ও পূজা করিয়া পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তিকামনায় বিরজাতীর্থে শ্রাদ্ধ বা কেবলমাত্র পিণ্ডদান করিবে। তৎপরে তথায় একরাত্রি বা ত্রিরাত্রি বাস করত পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যকার্য্য শেষ করিয়া পুরুষোত্তম দর্শনার্থ গমন করিবে। পথে বৈতরণীতে সর্ব্বপাপক্ষয় কামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগাহন করিতে হয়, যথা—

ওঁ আয়াতভাগং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্ রুদ্রস্য শাশ্বতীম্॥
ইমাং গাথাং সমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি।
দেবায়নং তস্য পন্থাঃ শক্রস্যেব বিরাজতে॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান, তর্পণ ও বৈতরণীবিহিত ধেনুদান করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বৈতরণীজলে অবগাহন করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ যা সা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
সা মে তীর্থা মহাভাগা পিতৃণাং তারণায় বৈ॥

অতঃপর বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি কামনায় ক্রোড়রূপী স্বয়ম্ভু হরিকে দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া বৈতরণীতীর্থে ও নাভিগয়াতে শ্রাদ্ধ করিবে। বিন্ধ্যপর্ব্বতনির্গত মহানদী চিত্রোৎপলাতে সর্ব্বপাপক্ষয় কামনায় স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিয়া ভুবনেশ্বর ও সাক্ষীগোপালদর্শন, প্রণাম ও অর্চ্চনা করত সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দিরের উপরিস্থ চক্রদর্শন করিবে এবং মার্কণ্ডেয় হ্রদে যাইয়া সর্ব্বপাপক্ষয়

কামনায় স্নানের সঙ্কল্প করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগাহন করিবে, যথা—

ওঁ সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনম্।
পাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তু তে॥
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়, সর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্॥

এই মন্ত্র পাঠান্তে স্নান পূর্ব্বক তর্পণ করিতে হয়। পরে শিবমন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিবকে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ।
পাপি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তু তে॥

মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান, তর্পণ করিয়া শিবদর্শন করিলে দশাশ্বমেধ ফল লাভ সর্ব্ব-পাপক্ষয়, শিবলোকপ্রাপ্তি, প্রলয় পর্য্যন্ত অপরিমিত সুখসম্ভোগ ও দেহান্তে মুক্তি লাভ হয়। অনন্তর সাধারণ তীর্থপদ্ধতির নিয়মে দান ও শ্রাদ্ধাদি সকল ক্রিয়া করিবে। পরে অক্ষয়বট সমীপে গমন করিয়া রাজসূয়াশ্বমেধিক ফললাভপূর্ব্বক স্বকুলোদ্ধারণানন্তর বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি কামনায় অক্ষয়বটকে দর্শন ও বারত্রয় প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত প্রণাম করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ অমরত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥
ওঁ নমোঽব্যক্তস্বরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণ তে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমো নমঃ॥

অতঃপর সর্ব্বপাপ বিমুক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুলোক গমন কামনায় দেবের সম্মুখস্থ গরুড়কে অবলোকন করত আনন্দপুরীতে প্রবেশ করিবে।

আনন্দপুরীকৃত্য

প্রথমতঃ প্রাতস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাধানান্তে বিষ্ণুর মন্দিরায়তনটী তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করত উত্তমগতিলাভ কামনায় বলরামকে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ নমস্তে হলধৃগ্ রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল॥

পরে বলরামপ্রীতি-কামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে বলরামের ধ্যান করিতে হইবে যথা—

ওঁ বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্।
কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্॥

নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকলমস্তকম্।
মহাবলং হলধরং কুণ্ডলৈকবিভূষণম্।
রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা ধ্যায়েন্মুষলধারিণম্ ॥

ধ্যানান্তে "ওঁ বলরামায় নম" মন্ত্রে যথাশক্তি উপাচার দ্বারা পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তেঽস্তু পাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ ॥

অনন্তর সহস্র অশ্বমেধফলপ্রাপ্তি ও সর্ব্বতীর্থস্নানদানফলপ্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয়, যথা—

ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥

পরে মোক্ষপ্রাপ্তি কামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করত "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

ওঁ পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্ ॥
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষোবিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং সদা দারু-কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্।
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥

এইরূপে ধ্যানান্তে পূজা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে জয়স্তুতিপাঠ করিতে হয়, যথা—

ওঁ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন।
জয় চানূরকেশিঘ্ন জয় কংসনিসূদন ॥
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর।
জয় নীলাম্বুজশ্যাম জয় সর্ব্বসুখপ্রদ ॥
জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন।
জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ ॥
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দুঃখফেনিলে।
ক্রোধগ্রাহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে ॥
নানারোগোর্ম্মিকলিলে মোহাবর্ত্তসুদুস্তরে।
নিমগ্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥

তৎপরে পরমগতিলাভ কামনায় সুভদ্রাকে দর্শন ও প্রণাম করত বিষ্ণুলোকগমন-কামনায় সংকল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে সুভদ্রার ধ্যান করত "ওঁ সুভদ্রায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

ওঁ সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিচিত্রবস্ত্রসংছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাম্॥
বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাম্।
পীনোন্নতকুচাং রম্যামাদ্যাং প্রকৃতিরূপিণীম্॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাম্॥

পূজান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সুভদ্রাদেবীকে প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে সুখমোক্ষদে।
পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥

অনন্তর পুরুষোত্তম সমীপে সুভদ্রার দক্ষিণে অক্ষয়ফলকামনায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণভোজনান্তে আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করত কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে।

তৎপরে দেবালয় হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্বপাপক্ষয়-কামনায় নবকেশরী দর্শন, প্রণাম, ও পূজান্তে সর্ব্বপাপ-বিমোচন পূর্ব্বক পরমপদলাভ কামনায় অনন্তাখ্য বাসুদেব দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। পরে শ্বেতগঙ্গাতে যাইয়া স্বর্গলাভ কামনায় কুশদ্বারা শ্বেতগঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া তাহাতে স্নান ও তর্পণ সমাধানান্তে সর্ব্বপাপক্ষয় পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকগমন কামনায় শ্বেতমাধব দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিয়া পুনর্ব্বার অক্ষয়বট সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক "ওঁ নমোঽব্যক্তস্বরূপায়" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিতে হয়। অতঃপর অক্ষয়বটকে পূজা করিয়া তিন শত ধনুঃ (১২০ হাত) দূরে যাইয়া উগ্রসেনকে দর্শনাদি করত সাগরে গমন করিবে।

সাগর-কৃত্য

প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক নারায়ণ চিন্তা করত অষ্টাক্ষরমন্ত্র-দ্বারা ন্যাস করিবে, যথা—

"ওঁ নমঃ" মন্ত্র দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে শিখাতে ও মস্তকে যথাক্রমে ন্যাস করিয়া "না" এইটি দ্বারা হস্তদ্বয়ের তর্জ্জনিতে, "রা" মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয়ে, "য়" অনামিকা-দ্বয়ে, "ণা" কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়ে, "য়" দুই করতলে ন্যাস করত পুনর্ব্বার "ওঁ" বামপাদে, "ন" দক্ষিণপাদে, "মো" বামকটিতে, "না" দক্ষিণ কটিতে, "রা" নাভিতে, "য়" বামবাহুতে, "ণা" দক্ষিণ বাহুতে, "য়" মস্তকে ন্যাস করিবে। পুনরায় "ওঁ" নিম্নে, "ন" ঊর্দ্ধে, "মো" হৃদি, "না" বামপার্শ্বে, "রা" দক্ষিণপার্শ্বে, "য়" বামপৃষ্ঠে, "ণা" দক্ষিণপৃষ্ঠে এবং "য়" অগ্রে ন্যাস করিয়া নারায়ণের ধ্যান পূর্ব্বক নিম্নলিখিত কবচ পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ পূর্ব্বে মাং পাতু গোবিন্দো দক্ষিণে মধুসূদনঃ।
ভূতলে পাতু বরাহস্তথোর্দ্ধে চ ত্রিবিক্রমঃ ॥

পরে আত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া অবগাহন স্নান করিবে। প্রথমতঃ সর্ব্ব-পাপক্ষয় কামনায় সঙ্কল্প করত নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিতে হয়, যথা—

ওঁ বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ বিশ্বযোনে বিশাম্পতে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥
নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্ণো অপাংপতে।
নমো জলধিরূপায় নদীনাং পতয়ে নমঃ ॥
নমস্তে জগদাধার শঙ্খচক্রগদাধর।
দেব দেহি মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবনে ॥
ত্রিতত্ত্বাত্মকমীশানং নমো বিষ্ণুমুমাপতিম্।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠান্তে অবগাহন স্নান করিবে, যথা—

ওঁ ত্বমগ্নির্দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কামদীপনঃ।
প্রধানং সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥
অমৃতস্যারণিস্ত্বং হি দেবযোনিরপাং পতিঃ।
বৃজিনং হর মে সর্ব্বং তীর্থরাজ নমোহস্তু তে ॥

পরে যথাবিধি তর্পণ করিয়া পিপ্পলাদ, বিকৃত, কৃতান্ত, জীবিতেশ্বর, বশিষ্ঠ, বামদেব, পরাশর উমাপতি, বাল্মীকি, নারদ, বালখিল্য, নল, নীল, গবয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, হনুমান, জাম্বুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, ঋষভ, শরভ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জলদ্বারা তর্পণ করিবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা সাগরকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, যথা—

ওঁ সর্ব্বরত্নো ভবান্ শ্রীমান্ সর্ব্বরত্নাকরো যতঃ।
সর্ব্বরত্নপ্রধানস্ত্বং গৃহাণার্ঘ্যং মহোদধে ॥

পরে সমুদ্রতীরে হস্তমিত সুশোভন চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বারযুক্ত মণ্ডল আঁকিয়া তন্মধ্যে সকর্ণিকাষ্টদলসমন্বিত পদ্ম অঙ্কন করতে তাহাতে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর পূজা করিবে। অতঃপর সমুদ্রের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাষাণখণ্ড প্রক্ষেপ করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ পিঙ্গলাদসমুদ্ভূতে কৃতে লোকভয়ঙ্করি।
পাষাণন্তে ময়া দত্তমাহারং পরিকল্পয় ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে, যথা—

ওঁ প্রাণাস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে।
তীর্থরাজ নমস্তুভ্যং ত্রাহি মামচ্যুতপ্রিয় ॥

অতঃপর পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া তথায় শ্রাদ্ধ করিবে।

অপর কর্ত্তব্য

অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরসীতে যাইয়া আচমনান্তে বিষ্ণুকে ধ্যান করতঃ সর্ব্বপাপক্ষয় কামনায় সঙ্কল্প করিতে হয়। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান ও তর্পণ করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ অশ্বমেধসমুদ্ভূত-তীর্থ সর্ব্বাঘনাশন।
স্নানং ত্বয়ি করোম্যদ্য পাপং হর নমোঽস্তু তে ॥

তৎপরে দশাশ্বমেধফলপ্রাপ্তিকামনায় পুরুষোত্তম পূজা, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ বা কেবল পিণ্ডদান করিতে হয়। উৎকলদেশস্থিত কোটিলিঙ্গাবৃত কৃত্তিবাসেশ্বর শিবদর্শন, পূজা ও প্রণাম করিবে। পরে অষ্টতীর্থযুক্ত একাম্রকাননে ও বিন্দুসরোবরে গমন পূর্ব্বক অশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলসমফল কামনায় স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। অতঃপর অক্ষয়তৃপ্তি কামনায় বিন্দুসরোবরতীরে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক শম্ভুগৃহে গমন করত শম্ভুদর্শন ও প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বপাপক্ষয়রূপযৌবনপ্রাপ্ত্যেকবিংশতিকুলোদ্ধারপূর্ব্বক-শিবলোকগমনকামঃ শম্ভুপূজনমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে শম্ভুর পূজা করিয়া শিবলোকলাভার্থ বিরূপাক্ষ, সারদা, শিবা, গণচণ্ড, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, বৃষভ, কল্পদ্রুম ও সাবিত্রীকে দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিবে। তৎপরে সূর্য্যদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দশাশ্বমেধফললাভার্থ সূর্য্যের পূজা ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অতঃপর সর্ব্বকামপ্রাপ্ত্যর্থ সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হইবে। তৎপরে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য

বরাহপুরাণে— যস্তিষ্ঠেদেকপাদেন কুরুক্ষেত্রে নরাধিপ।
বর্ষাণামযুতং সপ্ত বায়ুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
পুরুষোত্তমমাসাদ্য ততোঽধিকফলং লভেৎ ॥
নানানদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ সপ্তাহং পুরুষোত্তমে।
জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যাদি প্রত্যক্ষং যান্তি সর্ব্বদা ॥
স্নানদানাদিকং তস্মাৎ দেবতাপ্রেক্ষণাদিকম্।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তাত তস্মিন্ কালেঽক্ষয়ং ভবেৎ ॥

এবং কৃত্বা পঞ্চতীর্থমেকাদশ্যামুপোষিতঃ।
জ্যৈষ্ঠে শুক্লদশম্যান্তু পশ্যেৎ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥
স পূর্ব্বোক্তং ফলং প্রাপ্য ক্রীড়িত্বা চাচ্যুতালয়ে।
প্রয়াতি পরমং স্থানং যস্মান্ন বিনিবর্ত্ততে ॥

ব্রহ্মপুরাণে— মার্কণ্ডেয়বটঃ কৃষ্ণো রৌহিণেয়ো মহোদধিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থবিধিঃ স্মৃতঃ ॥

অগ্নিপুরাণে— বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ॥
জ্যৈষ্ঠ্যামহঞ্চাবতীর্ণ-স্তৎপুণ্যং জন্মবাসরম্।
তস্যাং মে স্নপনং কুর্য্যাৎ মহাস্নানবিধানতঃ ॥
জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতস্তনে কালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাং।
রামং সুভদ্রাং সংস্নাপ্য মম লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং ভদ্রয়া সহ ॥
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্ত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন।
ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম ॥

স্কন্দপুরাণে— ফাল্গুন্যাং ক্রীড়নং কুর্য্যাৎ দোলায়াং মম ভূমিপ
দোলাগতং নরো দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্
প্রণম্য সংযতো ভূত্বা গোবিন্দস্য পুরং ব্রজেৎ ॥

ব্রহ্মপুরাণে— উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রা স্বয়নে পুরুষোত্তমে।
দৃষ্ট্বা রাময়ং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥
বিষুবদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থবিধানতঃ।
কৃত্বা মঞ্চগতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তত্রাথ ভো দ্বিজাঃ ॥
নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রাপ্নোতি দুর্লভম্।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি।
যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনভূষিতম্।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্।
মাসি জ্যৈষ্ঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে।
পৌর্ণমাস্যাং তথা স্নানং সর্ব্বকালহরৈর্দ্বিজাঃ ॥
তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্।
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পদমব্যয়ম্ ॥

স্নাতং পশ্যতি যঃ কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্।
গুণ্ডিচামণ্ডপে যান্তং যে পশ্যন্তি রথস্থিতম্॥
কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ।
যে পশ্যন্তি সদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্॥
হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে।
সম্বৎসরমুপোষিতা মাসত্রয়মথাপি বা॥
তেন যষ্টং হুতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ।
দৃষ্ট্বা রামং মহাজ্যেষ্ঠাং কৃষ্ণং সহ সুভদ্রয়া।
বিষ্ণুলোকং নরো যাতি সমুদ্ধৃত্য শতং কুলম্॥
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যাবৎ স পুরুষোত্তমে।
কাশীবাসযুগান্যষ্টৌ দিনেনৈকেন লভ্যতে॥

মৎস্যপুরাণে— কোটিজন্মকৃতং পাপং পুরুষোত্তমসন্নিধৌ।
কৃত্বা সূর্য্যগ্রহে স্নানং বিমুঞ্চতি মহোদধৌ॥
পুরুষাখ্যং সকৃদ্দৃষ্ট্বা সাগরান্তঃ সকৃন্মৃতঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাং সকৃজ্জপ্ত্বা গর্ভবাসো ন বিদ্যতি॥

ব্রহ্মপুরাণে— পথি শ্মশানে গৃহমণ্ডপে বা রথ্যাপ্রদেশেঽপি চ যত্র তত্র।
ইচ্ছন্ননিচ্ছন্নপি যত্র তত্র, সন্ত্যজ্য দেহং লভতে চ মোক্ষম।
দেহং ত্যজন্তি পুরুষা যে তত্র পুরুষোত্তমে।
কল্পবৃক্ষং সমাসাদ্য মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
বটসাগরয়োর্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
তে দুর্লভং পরং মোক্ষমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ।

পদ্মপুরাণে— লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকম্।
ক্ষেত্রং তদ্দুর্লভং বিপ্র সমন্তাদ্দশযোজনম্॥
তত্রস্থা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ॥
প্রবিশন্তস্তু তৎ ক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্ব্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তস্মাদ্ বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা বিচক্ষণৈঃ।
চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ॥
সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যতস্তত্র চাণ্ডালোঽপি দ্বিজোঽপি চ।
তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাত্তদন্নং বিপ্রর্ষে দৈবতৈরপি দুর্লভম্।
হরিভুক্তাবশিষ্টন্তৎ পবিত্রং ভুবিদুর্লভম্॥

অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্নদুর্লভা।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে তদন্নমতিদুর্লভম্॥
ভুঞ্জতে আগতা নিত্যং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা।
ন যস্য রমতে চিত্তং তস্মিন্নন্নে সুদুর্লভে॥
তমেব বিষ্ণুহন্তারং প্রাহুঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
পবিত্রং ভুবি সর্ব্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ॥
তথা পবিত্রং সর্ব্বত্র তদন্নং পাপনাশনম্।
তত্র বেত্র প্রহারেণ শরীরং যস্য লোহিতম্॥
তং ববন্দুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠ দেবাঃ শক্রাদয়োঽখিলাঃ।
সিংহদ্বারান্তরীক্ষে চ শক্রাদ্যা অমরা দ্বিজ।
বিমানচারিণোঽন্যোন্যং বদন্ত্যত্যতিহর্ষিতঃ।
কদা দাস্যসি মানুষ্যমস্মভ্যং কমলাপতিঃ॥
নরা ইব কদা দ্রষ্টুং যামঃ শ্রীপুরুষোত্তমম।
কদা বেত্রপ্রহারেণ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ভবিষ্যন্ত্যস্মদীয়ানি লোহিতানি বপূংষি চ।
বাসবাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরপ্রদে॥
সদা বেত্রপ্রহারঞ্চ বাঞ্ছন্তি দ্বিজসত্তম।
গুণ্ডিচামণ্ডপে যান্তমাষাঢ়ে কমলাপতিম্॥
বলভদ্রঞ্চ যঃ পশ্যেৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
যে পশ্যন্তি জগন্নাথং রথস্থং কমলাসনম্॥
তেষাং নাস্তি পুনর্জন্ম সংসারে সর্ব্বদুঃখদে।
রথারূঢ়ং জগন্নাথং ভক্ত্যা পশ্যতি যো নরঃ॥
ছিনত্তি ভগবাংস্তস্য নিশ্চিতং ভববন্ধনম্।
অপুত্রা চ মৃতাপত্যা কাকবন্ধ্যা চ দুর্ভগা।
ভদ্রাং বিলোক্য সহসা সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ॥

ইতি পুরুষোত্তমপদ্ধতি।

চন্দ্রশেখর-পদ্ধতি

প্রথমতঃ প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে ব্যাসকুণ্ডে গমন পূর্ব্বক দশসহস্রাশ্বমেধযজ্ঞফলকামনায় স্নান, পিতৃপুরুষের অক্ষয় স্বর্গলাভ কামনায় তর্পণ ও ব্যাসদেবের পূজা করিতে হইবে। পরে গঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফল-কামনায় শিবতীর্থে স্নান ও তর্পণ করিয়া সাধারণ পদ্ধতির নিয়মে সকল কার্য্য শেষ করিতে হইবে। অনন্তর চন্দ্রশেখর

পর্ব্বতের পশ্চিমপাদে দ্বারদেশে বটুক, মতিদক্ষ ও নন্দিকেশ্বরের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক্ একটি লোষ্ট্র প্রদান করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ বটুকো মতিদক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্রপালকঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু মে দেব পঞ্চলোষ্ট্রপ্রিয়ঃ সদা ॥

অতঃপর পুনর্জন্মনিবৃত্তি কামনায় চন্দ্রশেখর-পর্ব্বতারোহণের পূর্ব্বে পাতাল-গঙ্গাতে গমন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থ পাতালগঙ্গার জল স্পর্শ করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ পাতালাদুত্থিতা দেবী সর্ব্বপাপভয়াপহা।
তত্তোয়স্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

পরে গঙ্গাস্নানজন্যপুণ্যপ্রাপ্ত্যর্থ পাতাল গঙ্গার জলে স্নান ও তর্পণ করিয়া অক্ষয় ফললাভ কামনায় উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান, তর্পণ, দান ও শ্রাদ্ধ করিবে। তদনন্তর অক্ষয় পুণ্যলাভ কামনায় ধর্ম্মাগ্নিদর্শন ও গন্ধবস্ত্রাদি দ্বারা ধর্ম্মেশ্বরের পূজা করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা মদীয়দ্রব্যস্য শতগুণী-ভবনপূর্ব্বক শিবমুখাধিকরণকামো বহুরসান্বিতদ্রব্যেণ ইয়ৎসংখ্যকহোমমহং করিষ্যে।

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া বহু রসালদ্রব্য ও ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র দ্বারা শক্ত্যনুসারে অষ্টোত্তরশত, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টসংখ্যক হোম করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥

তৎপরে যথাসম্ভব কাঞ্চন দক্ষিণা করিতে হইবে। অতঃপর ধর্ম্মাগ্নির দক্ষিণ দিক্স্থিত মন্মথনদে গমনপূর্ব্বক মহাফললাভকামনায় তথায় দেহমার্জ্জন ও শতজন্মার্জিত পাপক্ষয় কামনায় সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে। অবগাহনের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ হরপুত্র নদশ্রেষ্ঠ গৌরীহৃদয়-নন্দন।
মজ্জতো মে কৃতং পাপং হর জন্মশতার্জিতম্ ॥

এই মন্ত্র পাঠান্তে স্নান ও তর্পণ করিবে।

এইস্থানে ছিন্নকেশসমসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গবাস কামনায় মস্তক মুণ্ডন করিবে, অনন্তর মন্মথনদের উত্তরদিগ্বর্ত্তী সুভগাসঙ্গমে গমন করিয়া সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থ তাহার জল স্পর্শ, প্রয়াগস্নানজন্যফললাভ কামনায় সঙ্কল্প করত পূর্ব্ব লিখিত "হরপুত্র" ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠান্তে স্নান, তর্পণ এবং অক্ষয় ফল প্রাপ্ত্যর্থ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। এইস্থানে কপর্দ্দকদানে তাম্রদান-ফল, তাম্রে রজতদানফল, রজতে কাঞ্চনদান-ফল এবং বস্ত্রদানে রত্নদানফললাভ হইয়া থাকে। পরে অক্ষয় ফললাভ কামনায় সমুদ্র দর্শন, দশ সহস্র যাগফল প্রাপ্তি পূর্ব্বক সর্ব্বপাপক্ষয়কামনায় সাগরে স্নান ও তর্পণ এবং অমাবস্যাতে

বিভূতি ও গয়াশ্রাদ্ধজন্যফললাভার্থ স্নান ও সাগর তীরে ষোড়শ পিণ্ডদান করিতে হয়। অনন্তর রুদ্রলোকমহিতত্ব কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে বৃষ স্পর্শ করিবে, যথা—

ওঁ বৃষোঽসি ত্বং যথা নাথ পৃষ্ঠতস্তে শিবঃ স্বয়ম্।
তজ্জলস্পর্শমাত্রেণ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥

অতঃপর পরম ফললাভার্থ গঙ্গা-যমুনার জল স্পর্শ করিয়া ভয়নাশ কামনায় নাভিকুণ্ডে স্নান করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠান্তে ডুব দিতে হয়, যথা—

ওঁ নাভিপদ্মসমুদ্ভূতমমৃতাধারপ্রীতিদম্।
ভয়নাশকরো দেবো রুদ্ররূপী শিবঃ স্বয়ম্ ॥

এই মন্ত্র পাঠান্তে স্নান ও তর্পণ করিবে। তৎপরে ছেদনীয়কেশসমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাসার্থ মুণ্ডন করত যমদ্বারনিবৃত্তিজন্য সরস্বতী শিলাতে নিজ নাম লিখিয়া রুদ্রলোকমহিতত্ব কামনায় মহর্ষি-গন্ধর্ব্ব সেবিত মহেশ-ধনুরাকার গুপ্ত বারাণসী নামক পুরী স্পর্শ করিবে। তৎপরে দশাশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ভববন্ধনমোচন কামনায় শম্ভুনাথ দর্শন ও স্পর্শ করত "ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশম্" ইত্যাদি ধ্যানে শম্ভুনাথের পূজা করিবে। অনন্তর লিঙ্গের উত্তরদিক্স্থিত ছত্রাকৃতি শিলাতে একোনকোটি লিঙ্গদর্শন, তাঁহাদিগের পূজা ও নমস্কার করিবে। অতঃপর বিংশতিকুল সহ মোক্ষলাভ ও পুনর্জন্মনিবৃত্তি কামনায় লবণ সমুদ্র ও অনল দর্শন, শিব সমীপে বাস কামনায় পূজা এই সকল করিয়া অনলকুণ্ডে যথাসাধ্য হোম করিতে হইবে। পরে চন্দ্রনাথ দর্শন, প্রণাম, স্পর্শ ও পূজা করিয়া পর্ব্বতের পশ্চিমে সিদ্ধিলাভ কামনায় বিরূপাক্ষাদি শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে হয়। তৎপরে সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থ বিরূপাক্ষের পাদোদক স্পর্শ ও বিমুক্তি পূর্ব্বক পুনর্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় উহা পান করিবে। অনন্তর অযুতাযুত অশ্বমেধ ফললাভ কামনায় শক্তিযুক্ত মহাদেব দর্শনাদি, মহাপাপ-নাশার্থ পর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ সহস্র-ধারাতে স্নান, তর্পণ, তদুত্তরে পুনর্জন্ম নিবৃত্ত্যর্থ সহস্রবদন কেশব শালগ্রামশিলা দর্শনাদি করত রুদ্রলোকমহিতত্ব কামনায় শ্রীপাদোদক স্পর্শ, বাড়বকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ এবং মহাফললাভার্থ ত্রিপুরসুন্দরী ও জগদ্ধাত্রী দর্শনাদি করিয়া প্রয়াগ-মুণ্ডন-জন্যফল লাভ কামনায় অশোকধারাতীর্থে মুণ্ডন করিবে। তৎপরে পিতৃগণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া সিন্ধুতীর্থে গমন পূর্ব্বক শিবলোক প্রাপ্তি কামনায় আদিনাথ শিবলিঙ্গ দর্শনাদি করত নিম্নলিখিত স্তব পাঠ করিতে হয়। যথা—

স্তোত্র— নমো হরায় দেবায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে।
তাপসায় মহেশায় তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনে ॥
নমস্তজায় শুভ্রায় নমঃ কারুণ্যমূর্ত্তয়ে।
নমো দেবাদিদেবায় নমো বেদান্তবাদিনে ॥
নমঃ পরায় রুদ্রায় সুপরায় নমো নমঃ ॥

বিশ্বমূর্ত্তিমহেশায় বিশ্বাধারায় তে নমঃ ॥
নমো ভক্তভবচ্ছেদ-কারণায়ামলাত্মনে।
কালায় কালকালায় কালাতীতায় তে নমঃ।
জিতেন্দ্রিয়ায় নিত্যায় জিতক্রোধায় তে নমঃ ॥
নমঃ পাষণ্ডভঙ্গায় নমঃ পাপহরায় তে ॥
নমঃ পর্ব্বতরাজেন্দ্রকন্যকাপতয়ে নমঃ।
মূলাধারপ্রবিষ্টায় মূলদীপায় তে নমঃ ॥
নাভিকন্দপ্রবিষ্টায় নমো হৃদ্দেশবর্ত্তিনে।
সচ্চিদানন্দপূর্ণায় নমঃ সাক্ষাৎ পরাত্মনে ॥
নমঃ শিবায়াদ্ভুততেজসে নমঃ,
নমঃ শিবায়াদ্ভুতবিক্রমায় তে।
নমঃ শিবায়াখিলনাথকায় তে,
নমঃ শিবায়ামৃতহেতবে নমঃ ॥
য ইদং পঠতে নিত্যং স্তোত্রং ভক্ত্যা সুসংযতঃ।
তস্য মুক্তিঃ করস্থা স্যাচ্ছঙ্করপ্রিয়কারণাৎ ॥
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং-বিবাহার্থী গৃহী ভবেৎ।
বৈরাগ্যকামো লভতে বৈরাগ্যং ভবতারকম্ ॥
তস্মাদ্দিনে দিনে যূয়মিদং স্তোত্রং সমাহিতাঃ।
পঠন্তু ভবনাশার্থমিদং হি ভবনাশনম্ ॥

ইতি সূতসংহিতায়াং জ্ঞানযোগখণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পরমশিবস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ

এই তীর্থ তীর্থসমূহ ও সকল পুণ্যক্ষেত্র অপেক্ষা উত্তম। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি উহা বর্ত্তমান আছে। মানবগণ এই মূর্ত্তি দর্শন ও অর্চ্চনা করিলে সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এইস্থানে গন্ধমাদনপর্ব্বত বিদ্যমান আছে। এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—

"অস্তি রামেশ্বরং নাম রামসেতৌ পবিত্রিতম্।
ক্ষেত্রাণামপি সর্ব্বেষাং তীর্থানামপি চোত্তমম্ ॥
দৃষ্টমাত্রে রামসেতৌ মুক্তিঃ সংসারসাগরাৎ।
সেতুং রামেশ্বরং লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥
চিন্তয়ন্ মনুজঃ সত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
সমস্তদেবতারূপঃ সেতুবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ এই তীর্থে আগমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া সাগর স্নান করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা (স্ত্রী ও শূদ্র পক্ষে দেবী ও দাসঃ বলিতে হয়) ঐহিক—ব্রহ্মহত্যাদিপাপক্ষয়কামঃ সেতুবন্ধে সাগরে স্নানমহং করিষ্যে।"

বিষ্ণুরোম্ স্থলে দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য বর্ণগণ "বিষ্ণুর্নমোঽস্য" বলিবেন। পরে, স্নানাদি শেষ করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের পূজা ও প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ ক্ষমাধার মহাপুণ্য সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
বিষ্ণ্বাদয়োঽপি যং দেবাঃ সেবন্তে শ্রদ্ধয়া সহ॥
তৎ ভবন্তমহং পদ্ভ্যামাক্রমামি নগোত্তমম্।
ক্ষমস্ব পাদঘাতং মে দয়য়া পাপচেতসঃ।
তন্মূর্দ্ধনি কৃতাবাসং শঙ্করং দর্শয়স্ব মে॥

উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পিণ্ডদান করিবে; ইহাতে পিতৃলোকগণ মুক্ত হইয়া থাকেন। এইস্থানে পাপবিনাশন নামক এক তীর্থ আছে, তথায় স্নানাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। পরে সীতা সরোবরে স্নান ও তর্পণ করিবে।

সেতুবন্ধে বহুতীর্থ বিদ্যমান আছে, যথাক্রমে এই তীর্থসমূহে স্নান-দান করিলে মানব সর্ব্ববিধ দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই তীর্থ সমুদায়ের নাম ও কার্য্যবিধি নিরূপিত হইতেছে; যথা—মঙ্গলাতীর্থে স্নান, রামনাথ তীর্থে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর মূর্ত্তি দর্শন ও পূজা; অমৃতবাপীতে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ; গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, হনুমৎকুণ্ডে স্নান; অগস্ত্যতীর্থে স্নান করিয়া পরে রামকুণ্ডে ও লক্ষ্মণতীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। এইস্থানে লক্ষ্মণের স্থাপিত লক্ষ্মণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান, তথায় তাঁহার দর্শন ও যথোপচারে পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরে যথাক্রমে জটাতীর্থ, লক্ষ্মীতীর্থ, অগ্নিতীর্থ, চক্রতীর্থ ও শঙ্খতীর্থে স্নান, দান ও তর্পণ করিবে।

ইহার পর সাধ্যানুসারে অন্যান্য তীর্থে স্নানাদি শেষ করিয়া ধনুষ্কোটি তীর্থে গমন-পূর্ব্বক তথায় স্নান, দান ও তর্পণ করিবে। মাঘ মাসে এই স্থানে নিয়মপূর্ব্বক বাস করিলে বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। এইস্থানে কন্যাতীর্থ, ক্ষীরকুণ্ড, কপিতীর্থ, গায়ত্রী ও সরস্বতী প্রভৃতি বহুতীর্থ বিদ্যমান, সাধ্যানুসারে তত্তৎস্থলে যথাবিধি স্নান-দানাদি অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরে যথাবিধি তীর্থকৃত্য শেষ করিয়া বিপ্রগণকে সন্তুষ্ট করিবে।

কুরুক্ষেত্রতীর্থ

এই তীর্থ অতীব পুণ্যপ্রদ। এইস্থানে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে বাস করিলে মানবগণ পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলাভ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা "আমি কুরুক্ষেত্রতীর্থে গমন করিব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব" এই কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—

"কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
এবং সততং ব্রূয়াদ্ যঃ সোঽমলঃ প্রাপ্নুয়াদ্দিবম্॥
তত্র বিষ্ণ্বাদয়ো দেবস্তত্র বাসাদ্ধরিং ব্রজেৎ।
সরস্বত্যাং সন্নিহিতঃ স্নানকৃদ্ব্রহ্মলোকভাক্॥

এইস্থানে ৩৬৫টী তীর্থ আছে, তন্মধ্যে সাধ্য অনুসারে স্নান ও তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধ্যানুসারে কুরুক্ষেত্র সমীপস্থ অগ্নিতীর্থে স্নান; অমরহ্রদে স্নান ও ইন্দ্রপূজা করিবে। পরে অরুণা তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিয়া আদিতীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। অনন্তর "ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্ত্যুপচারে সূর্য্যের পূজা করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিবে। তৎপরে মানুষতীর্থ, আপগাতীর্থ, রুদ্রকোটি, রুদ্রকূপ রুদ্রহ্রদ, দধীচিতীর্থ, সোমতীর্থ, দশাশ্বমেধতীর্থ, দৃষদ্বতীনদী, পুষ্করতীর্থ, পঞ্চনদতীর্থ এবং বৈতরণী প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিবে, ইহাতে মহাপুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

এই স্থানেই মহাভারত-প্রসিদ্ধ কাম্যক বন, এখানে পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের কৌশলে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন এবং দ্বৈপায়ন হ্রদ এই স্থানেই বিরাজিত। ইহা মহাভারতে বর্ণিত আছে; এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে পাঠকগণ মহাভারত দেখিবেন।

এইস্থানে সতীর দক্ষিণ পদের গুল্ফ পতিত হইয়াছিল; অতএব ইহা পীঠস্থান মধ্যে পরিগণিত; এখানে সাবিত্রী দেবী ও ভৈরব স্থানু অধিষ্ঠিত আছেন, ইঁহাদের অর্চ্চনা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভদ্রকালী কুরুক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার দর্শন ও পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর সাধ্যানুসারে যথাবিধি তীর্থকৃত্য সম্পাদন করিয়া বিপ্রগণকে সন্তুষ্ট করিবে। শক্ত্যনুসারে দরিদ্র ভোজনেও বিশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

নর্ম্মদা তীর্থ

এই স্থানে সতীর নিতম্ব পতিত হইয়াছিল। দেবী শোণাখ্যা, ভদ্রসেন ভৈরব বিরাজমান; ইঁহাদের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা অন্যতম পীঠস্থান। এই তীর্থ গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী তীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ গঙ্গাদিতীর্থ পুণ্যপ্রদ হইলেও স্থল বিশেষে ইঁহারা অতিশয় পুণ্য প্রদান করেন, যেমন কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী ইঁহারা তত্তৎস্থলে অধিক পুণ্যদায়িনী, কিন্তু নর্ম্মদা সর্ব্বত্রই পুণ্যপ্রদা, এইজন্য এই তীর্থ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা ॥
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ঃ দর্শনাদেব নার্ম্মদম্ ॥

নর্ম্মদা তীর্থের এতাদৃশ মহিমা যে, এই তীর্থের দর্শনমাত্রেই লোক পাপমুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকে। এইস্থানে বহুতীর্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জলেশ্বর নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় সামান্য তীর্থপদ্ধতি ক্রমে স্নান ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে পিতৃপুরুষগণ তৃপ্তিলাভ করেন। যথোক্তবিধানে নর্ম্মদায় স্নান করিবে। পরে নিম্নলিখিত স্তব পাঠ করিবে।

ওঁ নমঃ পুণ্যজলে আদ্যে নমঃ সাগরগামিনি।
নমোঽস্তু তে ঋষিগণৈঃ শঙ্করদেহনিস্থতে ॥
নমোঽস্তু তে ধর্ম্মভৃতে বরাননে,
নমোঽস্তু তে দেবগণৈকবন্দিতে।
নমোঽস্তু তে সর্ব্বপবিত্রপাবনে,
নমোঽস্তু তে সর্ব্বজগৎসুপূজিতে ॥

উক্ত স্তব পাঠ করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিবে। দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য বর্ণের পক্ষে "ওঁ" উচ্চারণ নিষিদ্ধ ; এতৎস্থলে তাঁহারা "নমঃ" বলিবেন।

নর্ম্মদার উত্তর কুলে পত্রেশ্বর ও ইন্দ্রজিত তীর্থ, অগ্রে পত্রেশ্বর তীর্থে স্নানাদি শেষ করিয়া ইন্দ্রজিৎ তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। অনন্তর যথাক্রমে মেঘরাবতীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, অঙ্গারেশ্বর, কপিলতীর্থ, কাঞ্চীতীর্থ, কুণ্ডলেশ্বর, পিপ্পলেশ্বর তীর্থ ও বিমলেশ্বরে যথোক্ত বিধানে যথোক্ত ফল কামনায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান ও তর্পণ করিয়া দেবশিখা পুষ্করিণী তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। উক্ত তীর্থসমূহে স্নানাদি করিলে মানবগণ অশেষ ফল লাভ করিয়া থাকেন।

নর্ম্মদা তীরস্থ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বহু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন ; তথায় গমন পূর্ব্বক শিবপ্রীতি কামনায় পঞ্চামৃতাদি উপচারে যথাবিধি শিবপূজা করা উচিত। পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে মহাদেব সমীপে পিতৃতর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য ; ইহাতে পিতৃপুরুষগণ অতিশয় প্রীত হন।

উক্ত তীর্থে বহুতীর্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে মাস ও তিথি বিশেষে যে যে তীর্থে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা এতৎস্থলে লিখিত হইতেছে ; মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যমতীর্থে স্নানাদি সমাপন করিয়া অহল্যাতীর্থে স্নান ও তর্পণ করিবে। এইস্থানে অহল্যাদেবী আছেন ; যথোপচারে তাঁহার পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে অহোমক তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে ; উক্ত তীর্থের জলে গজাকৃতি শিলা বর্ত্তমান আছে ; বৈশাখ মাসে তদুপরি পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন।

কাবেরী ও নর্ম্মদার সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া মহাদেবের যথোপচারে অর্চ্চনা করিতে হয়; এস্থান অতীব রমণীয় ও পবিত্র।

নৈমিষারণ্যতীর্থ

ইহা অতীব পবিত্র তীর্থ। এইস্থানে মুনিগণ সূতমুখে মহাভারত, পুরাণ ও উপপুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে ঋষি-দর্শন তথা সূত প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মাব্যক্তির মুখ হইতে পুরাণাদি শ্রবণ দুর্লভ হইলেও বিপ্রমুখে এইস্থানে পুরাণাদি শ্রবণ করিলে অতিশয় পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। এইস্থানে তপস্যা, জপ ও হোম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে কূর্ম্ম পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে।

"ততো মুমোচ তচ্চক্রং তে চ তৎ সমনুব্রজন্।
তস্য বৈ ব্রজতঃ ক্ষিপ্রং যত্র নিমিরশীর্য্যত।
নৈমিষং তৎ স্মৃতং নাম্না পুণ্যং সর্ব্বত্র পূজিতম্॥"

এইস্থানে মুনিবর দধীচি ও মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল।

অযোধ্যাতীর্থ

এই তীর্থ অতীব পবিত্রতম; এই পুণ্যতম ক্ষেত্রই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি। ইহার দর্শনমাত্রেই মানবের সর্ব্ববিধ দুষ্কৃতিরাশি দূর হইয়া যায়; এখানে দেহত্যাগ করিলে মানবকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। পুণ্যতিথি শ্রীরামনবমী দিনে এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিলে মানব পাপমুক্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণপ্রান্তে স্থানলাভ করিতে পারে। স্কন্দপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে—

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহজম্।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন কলৌ দাশরথীং পুরীম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ষষ্টিসহস্র বৎসর ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে মানবগণ যে ফল প্রাপ্ত হন; শ্রীরামপুরী অযোধ্যা দর্শনে অর্দ্ধনিমিষেই সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অযোধ্যাকৃত্য

প্রথমতঃ অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক সরযূতীর্থে সামান্য তীর্থ-পদ্ধতির নিয়মানুসারে সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গ্রামাভ্যন্তরস্থ হনুমৎ-সমীপে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি হনুমানের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্॥
লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্।
জ্বলদগ্নিসমং নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্॥

উক্তরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ হনুমতে নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি ষোড়শোপচারে বা

দশোপচারে হনুমানের পূজা করিবে। অনন্তর শ্রীরামসমীপে গমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে।
অধমানাং কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতিঃ॥"

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষ-মিন্দ্রনীলসমপ্রভম্।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেষ্টনতৎপরম্॥
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভম্।
পার্শ্বে ভরত-শত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনূমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্॥"

এই মন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিয়া "ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা—

"ওঁ রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।"

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে রামজননী কৌশল্যার নিকট প্রার্থনা করিয়া যথাশক্তি তাঁহার পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ রামস্য জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তু তে॥"

পরে "ওঁ দশরথায় নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি দশরথের অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত রূপে সীতাদেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ নীলাম্ভোজ-দলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাম্,
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মের-বিম্বাধরাম্।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং,
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ সীতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি সীতাদেবীর অর্চ্চনা করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। যথা—

"ওঁ দ্বিভুজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকনতৎপরাম্।
শ্রীরামবনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥"

অনন্তর যথাশক্তি সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, অঙ্গদ, জাম্ববান্, ধূম্র, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, ধূম্রপাল, সুমন্ত্র, অকোপ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন ও লোকপালগণের দর্শন ও অর্চ্চনা করিবে।

অযোধ্যার বহুতীর্থ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড, ঋণমোচনতীর্থ, (ইহা সরযূনদীর তীরে ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত) পাপমোচন তীর্থ, সহস্রধারা তীর্থ; (এইস্থানেই লক্ষ্মণ শ্রীরামকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন; ইহা সরযূতীরে অবস্থিত) ও স্বর্গদ্বারতীর্থে স্নান, দান, পিতৃতর্পণ এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানও অবশ্য কর্ত্তব্য।

অযোধ্যায় সীতাকুণ্ড প্রধান তীর্থ, এই স্থানে স্নান, দান, জপ, হোম প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে। এস্থানে শ্রীরাম ও সীতাদেবীর পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্রহায়ণ মাসে এস্থানে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিলে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। রুক্মিণীকুণ্ড বশিষ্ঠকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থে স্নান দানাদি শেষ করিয়া যথাশক্তি বিপ্র ও দরিদ্রজনকে সন্তুষ্ট করিবে।

বৈদ্যনাথ তীর্থ

বৈদ্যনাথ সতীর হৃদয়-পীঠ, অরোগাদেবী এবং বৈদ্যনাথ ভৈরব। জয়দুর্গা ধামের অধীশ্বরী। মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তরে দক্ষিণাকালিকা অবস্থিত। যে স্থানে বৈদ্যনাথের মন্দির সে স্থলে স্বর্ণবৃক্ষ নামে বিল্ববৃক্ষ অবস্থিত ছিল।

প্রমাণ—হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নেপালে জাহ্নবী মম॥
হরিদ্রানগরে যত্র বৈদ্যনাথো মহেশ্বরঃ।
তত্রাঙ্কুরো বিল্ববৃক্ষঃ স্বর্ণবৃক্ষ উদাহৃতঃ॥

বৈদ্যনাথ অনাদিলিঙ্গ, সুতরাং অকালে প্রথম দর্শন নিষিদ্ধ।

বৈদ্যনাথকৃত্য

প্রথমতঃ বৈদ্যনাথ ধামে গমন পূর্ব্বক শিবগঙ্গায় স্নান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলসমফলপ্রাপ্তি কামনায় বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ ত্বদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ সদ্গতিঃ প্রতিপাদ্যতাম্॥

অনন্তর "ওঁ নমঃ শিবায়" ব্রাহ্মণেতর পক্ষে "নমঃ শিবায়" মন্ত্র জপ করিতে করিতে বাবার মস্তক স্পর্শ করিবে। পরে বৈদ্যনাথের প্রীতিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া ধ্যায়েন্নিত্য-মিত্যাদি ধ্যান করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। মতান্তরে বৈদ্যনাথের স্বতন্ত্র ধ্যান আছে, যথা—

ওঁ অমলকমলকান্তিং নীলবর্ণং সুবেশং, কুচধরকরমীশং পদ্মপত্রায়তাক্ষং।
স্বরচিতমতিসর্ব্বং পঞ্চচূড়ং কুমারং, কুমতিদহনদক্ষং বৈদ্যনাথং ভজামি॥

অনন্তর "ওঁ নমস্ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ" মন্ত্রে অরোগা দেবীর, "ওঁ হ্রীঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ"

মন্ত্রে জয়দুর্গার এবং "ক্রীং শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণাকালিকার যথাশক্তি পূজা, কুমারী সধবার পূজা ও ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টি প্রভৃতি সম্পাদন করিবে।

বিন্ধ্যাচলতীর্থ

বিন্ধ্যাচলে দেবী দুর্গা, তথায় যাইয়া গঙ্গায় স্নান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ সমাধা করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা দর্শন, দুর্গার পূজা এবং শিবের পূজা করিতে হয়। তথা হইতে কিয়দ্দূরে পর্ব্বতমস্তকোপরি কালিকা দর্শন ও তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য।

প্রভাসতীর্থ

প্রভাস তীর্থে দান অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ প্রভাস তীর্থে যাইয়া সমুদ্রস্নান করিবে। স্নানে বিশেষ মন্ত্র যথা—

ওঁ নমো বিষ্ণুগুপ্তায় বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥

"অগ্নিশ্চ রেতো মৃড়য়া চ দেহো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ।"[১] অনন্তর ওঁ রত্নগর্ভায় নমঃ" মন্ত্রে সমুদ্রে একটী কঙ্কণ নিক্ষেপ করিবে। স্নানান্তে বড়বানল স্পর্শ করিতে হয়; পরে শ্রাদ্ধ তর্পণ শেষ করিয়া কপর্দ্দী গণেশের নিকট গমন করিয়া "ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে" ইত্যাদি গণপতি সূক্ত দ্বারা গণেশের পূজা করিবে, পরে সোমেশ্বর শিবকে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইবে, পরে কুন্‌কুন্, কর্পূর, উশীর, মৃগনাভিযুক্ত সুগন্ধ চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া যথাশক্তি পূজা ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা কর্ত্তব্য। পরে প্রাচীসরস্বতী তীর্থে স্নান করিয়া তথায় ত্রিরাত্র বাস করিবে।

এইস্থানে সতীর উদর পতিত হইয়াছিল; অতএব ইহা পীঠস্থান মধ্যে পরিগণিত। চন্দ্রভাগা ও বক্রতুণ্ড ভৈরব বিদ্যমান আছেন। যথাশক্তি ইঁহাদের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পুষ্করতীর্থ

এই তীর্থ সকল তীর্থের রাজা, ইহার স্মরণেও পুণ্যোপার্জ্জন হয়, এইজন্য প্রত্যেক কার্য্যের আদিতে এই তীর্থের নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। এই তীর্থের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে লিখিত আছে।—

জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য চ।
পুষ্করে গতমাত্রস্য সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি ॥
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ।
তথৈব পুষ্করং রাজংস্তীর্থানামাদিরুচ্যতে ॥
দুষ্করং পুষ্করং গন্তুং দুষ্করং পুষ্করে তপঃ।
দুষ্করং পুষ্করে দানং বস্তুং চৈব সুদুষ্করম্ ॥

শ্লোকগুলি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলিয়া ইহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। এই

১। কলিযুগে শেষোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে প্রণাম করিবার বিশেষ বিধি ভাগবতে আছে।

তীর্থে সাবিত্রী দেবী বিরাজমান আছেন। ভক্তগণ যথাশক্ত্যুপচারে এই দেবীর পূজা করিবেন। রমণীগণ ইঁহার মস্তকে সিন্দুর প্রদান করিলে পতিহীনা হইবে না। কার্ত্তিক-মাসে এই তীর্থে বাস করিলে অতিশয় পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। ইহার নিকটেই গায়ত্রীতীর্থ অধিষ্ঠিত, তথায় স্নানাদি অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বারকাতীর্থ

এই তীর্থ শত-যোজন বিস্তৃত বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। এই স্থানে দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন। এখানে দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে গঙ্গাদিতীর্থে কৃত দানাদির অপেক্ষাও বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বাসুদেব মুখে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"অতীব দ্বারকাং রম্যাং শতযোজনবিস্তৃতাম্।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ নগরং বিজিত্য চ বিরাজিতাম্॥
তেজসাচ্ছাদিতাং সূর্য্যরশ্মীনাঞ্চ পরিস্কৃতাম্॥"

বাসুদেব উবাচ

"পৈতৃকী তীর্থতুল্যা সা দ্বারকা তীর্থসত্তমা।
সর্ব্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা॥
যস্যাং প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মখণ্ডনম্।
দানঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনম্।
চতুর্গুণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ॥" ইত্যাদি—

প্রথমতঃ এইস্থানে আগমন করিয়া দ্বারকানাথ দর্শন করিবে। পরে গোমতী ও সাগরসঙ্গমস্থলে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে। যথা—

"ভক্ত্যা চার্ঘ্যং প্রদাস্যামি দেবায় পরমাত্মনে।
ত্রাহি মাং পাপিনং ঘোরং নমস্তে সুররূপিণে।
তীর্থরাজ নমস্তুভ্যং রত্নাকর মহার্ণব।
গোমত্যা সহ গোবিন্দ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে।"

এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া শিখাবন্ধন এবং পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া স্নান ও তর্পণ করিবে। পরে পশ্চিমাভিমুখে পুনরায় স্নান ও পিতৃ-তর্পণ করিয়া বিশ্বেদেবাদির পূজাপূর্ব্বক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকগণ পরমসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তর "ওঁ বিষ্ণুর্মেপ্রীয়তাম্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিপ্রকে দক্ষিণা দিবে। পরে "ওঁ লক্ষ্ম্যা সহ জগন্নাথো বিষ্ণুর্মেপ্রীয়তাম্" এই মন্ত্রে তীর্থবাসী স্ত্রী-পুরুষকে বস্ত্রদ্বয়, কঞ্চুক (জামা) ও উষ্ণীষ দান করা কর্ত্তব্য।

দ্বারকাতীর্থে বহুতীর্থ বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড, চন্দ্রসরোবর, সাবিত্রীদেবী, বরুণপদ, পঞ্চনদী, গৌরসর ইন্দ্রেশ্বরলিঙ্গ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থে স্নান দান ও পিতৃতর্পণ

পিতৃগণের প্রীতিদায়ক হইয়া থাকে ; অতএব ইহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়। অনন্তর কৃষ্ণপূজার বিধানে যথাশক্তি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া বিপ্র ও দরিদ্রগণকে সন্তুষ্ট করিবে।

হরিদ্বারতীর্থ

এই তীর্থ সপ্তধামান্তর্গত ধাম বিশেষ ; এইস্থানে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে কেহ দেহত্যাগ করিবে, তাহারা পরমপদ (কৈবল্য) লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ; যেহেতু ইহা অন্যতম মুক্তিক্ষেত্র। পদ্মপুরাণে হরিদ্বারের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে,—

"দৈবযোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরম্ ॥
মনুষ্য পক্ষি-কীটাদ্যাস্তে লভন্তে পরং পদম্ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—হরিদ্বারে মনুষ্য, পক্ষী, কীট প্রভৃতি যে কোন জীব দৈবাৎ দেহত্যাগ করে, তাহারাই পরমপদ লাভ করিয়া থাকে।

ইহা গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। শিয়ালিক পর্ব্বত হইতে গঙ্গা এইস্থানে সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কপিলমুনি এইস্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার অপর নাম কপিল-স্থান। শৈব-সম্প্রদায় ইহাকে "হরদ্বার" বলিয়া থাকেন।

হরিদ্বার তীর্থকৃত্য

প্রথমতঃ এইস্থানে আগমন করিয়া সামান্য তীর্থপদ্ধত্যুক্ত ক্রমানুসারে ব্রহ্মকুণ্ডে (গঙ্গাদ্বার ঘাটে) স্নান ও তর্পণ করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। অনন্তর তত্রত্য বেণীমাধব ও গঙ্গাধরাদি দেবতার দর্শন ও যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিবে। ব্রহ্মকুণ্ড (গঙ্গাদ্বার) স্বর্গসদৃশ, এইস্থানে স্নান করিলে বংশের উদ্ধার হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—

"ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ নমস্কৃত মহাগিরিম্।
স্বর্গদ্বারেণ তত্তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত কোটিতীর্থে সমাহিতঃ।
লভতে পুণ্ডরীকঞ্চ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥"

অনন্তর ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিতৃলোকের প্রীতিকামনায় পিণ্ডদান করিয়া বিপ্রকে দক্ষিণা দিবে। সম্ভব হইলে কুশাবর্ত্তঘাটে গোদান করা কর্ত্তব্য ; ইহাতে অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে। এইস্থানে সর্ব্বনাথ শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছে ; শিবপূজার বিধানে ইঁহার যথাশক্তি অর্চ্চনা করিতে হয়। গঙ্গাদ্বার ঘাটের উপর মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুচরণ-চিহ্ন আছে ; এখানে বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। এই ঘাটে কুম্ভযোগের সময় স্নান করিলে আর জন্মলাভ করিতে হয় না। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা ও ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভ মেলা হইয়া থাকে এখানে নারায়ণশিলা, মায়াদেবী ও ভৈরবের মন্দির আছে। মায়াদেবীর মন্দিরে চতুর্ভুজা দুর্গার করালমূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত আছেন। যথাশক্তি ইঁহাদের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মন্দিরের সম্মুখে সর্ব্বনাথ শিবের মূর্ত্তি ও নন্দীর মূর্ত্তি বিরাজমান। সর্ব্বনাথ শিবের মন্দিরের বহির্ভাগে মহাবোধি বৃক্ষতলে বুদ্ধদেবের একটি মূর্তি আছে। ইহার প্রায় ১।।০ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ কন্‌খল; এই কন্‌খলে প্রজাপতি দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই স্থানেই পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দক্ষনন্দিনী সতী দেহত্যাগ করেন। এই স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বড়ই রমণীয়। ইহার দক্ষিণ সীমায় দক্ষ-প্রতিষ্ঠিত দক্ষেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার পূজাদি কর্ত্তব্য। সতীকুণ্ডে সতীর পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। সঙ্গমস্থানে স্নান করিলে মানবগণ পাপমুক্ত হইয়া থাকেন।

হরিদ্বারে সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, মনসার পাহাড়, চণ্ডীর পাহাড়, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য; পাহাড়ের উপর চণ্ডিকাদেবীর মূর্ত্তি ও বিশ্বেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান; তথায় যাইয়া যাত্রীগণ যথাশক্তি ইঁহাদের পূজা করিবে। হরিদ্বারের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সূর্য্যকুণ্ড; তথায় স্নানদান ও পিতৃতর্পণ করিবে। উক্তরূপ তীর্থকৃত্য শেষ করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণাদান, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দরিদ্রগণকে সন্তুষ্ট করিবে।

হৃষীকেশতীর্থ

প্রসিদ্ধ তীর্থ হরিদ্বারের ১৪ মাইল উত্তরে এই তীর্থ বিরাজমান; এখানে গঙ্গা কলকলরবে তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করিয়া পাহাড় হইতে নামিতেছেন; সে শোভা অতীব রমণীয়; যাঁহারা সেই শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা যথার্থই ভাগ্যবান্। যাঁহারা হৃষীকেশতীর্থে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা তত্রত্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; এজন্য ইহাকে 'ভূস্বর্গ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ৩ মাইল উত্তরে লছমন ঝোলা, এখানে স্নান ও পিতৃতর্পণাদি অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখানে হৃষীকেশ হরি বিরাজমান আছেন। যথাবিধি হৃষীকেশে গঙ্গায় স্নান ও তর্পণাদি শেষ করিয়া হৃষীকেশ হরির দর্শন ও যথাশক্ত্যুপচারে অর্চ্চনা করিতে হয়; ইহাতে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিলে যে ফল লাভ হয়, এই হৃষীকেশ দর্শনেই সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিয়া হৃষীকেশ দেবকে অর্চ্চনা করিলে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশীতে হৃষীকেশ সমীপে দীপদান করিতে হয়। যথাশক্তি পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া ইঁহার অর্চ্চনা করিবে।

কেদারতীর্থ

এই তীর্থ অতীব পবিত্রতম। এই স্থানে কেদারনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শিবরাত্রি দিনে শিবপূজাপদ্ধতি অনুসারে কেদারনাথ শিবের অর্চ্চনা করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কেদারতীর্থকৃত্য

প্রথমতঃ কেদারতীর্থে গমন করিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করিবে। পরে কেদার কুণ্ডে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া শিবপূজাপদ্ধতি অনুসারে কেদারনাথ শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর মন্দাকিনী, গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গম স্থলে স্নান ও পিতৃতর্পণ সম্পাদন পূর্ব্বক যথাশক্তি বিপ্র ও দরিদ্রগণকে সন্তুষ্ট করিবে।

বদরিকাশ্রমতীর্থ

এই তীর্থ পবিত্রতম তীর্থ এবং মুক্তিদ্বার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। তথায় কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দুঃসহ শীত ও তুষার রাশির প্রভাবে যাওয়া যায় না। বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও যাত্রিগণের যাতায়াত আরম্ভ হয়। পথে লছমন ঝোলা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই স্থান অতীব রমণীয়, তপস্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া তপস্বিগণের আবাস ভূমি। অত্রত্য নারায়ণ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলে মানব সর্ব্ববিধ দুষ্কৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। এস্থানে বহুতীর্থ বিদ্যমান। এই তীর্থের মাহাত্ম্য মহাভারতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে—তন্মধ্য হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে যথা—

"উষ্ণতোয়বহা গঙ্গা শীততোয়বহা পুরা।
সুবর্ণসিকতা রাজন্ বিশালাং বদরীমনু॥
ঋষয়ো যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহৌজসঃ।
প্রাপ্য নিত্যং নমস্যন্তি নারায়ণমজং বিভুম্॥
যত্র নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
তত্র কৃৎস্নং জগৎ পার্থ তীর্থান্যায়তননানি চ"

প্রথমতঃ গঙ্গায় ভক্তিপূর্ব্বক সামান্যতীর্থ পদ্ধত্যানুসারে স্নান ও পিতৃতর্পণ সম্পাদন করিয়া বিষ্ণু মন্দিরে গমন পূর্ব্বক "ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির যথাশক্তি পূজা করিবে। (দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য বর্ণের ব্যক্তিগণ 'ওঁ' স্থলে 'নমঃ' উচ্চারণ করিবেন; কারণ 'নমঃ'ই শূদ্রের প্রণব) অনন্তর প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। প্রার্থনা মন্ত্র যথা—

'পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অশেষক্লেশনাশায় লক্ষীকান্ত নমোঽস্তু তে॥ ২
হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥৩

প্রণাম মন্ত্র যথা—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ইত্যাদি ॥১
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥২
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং,
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগা-দরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্,
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৩॥*

অনন্তর লক্ষ্মীর ধ্যান পূর্ব্বক "ওঁ লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি লক্ষ্মীর পূজা করিবে। পরে যথাশক্তি বিপ্র ও দরিদ্রগণকে সন্তুষ্ট করিবে। এইতীর্থে দান বিশেষ পুণ্যজনক; এজন্য বিত্তশাঠ্য না করিয়া যথাশক্তি দান অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহার কিঞ্চিন্নিম্নে পাণ্ডুকেশ্বর নামক কাঞ্চন-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। এস্থান পাণ্ডুকেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, অর্জ্জুন স্বর্গলোক হইতে এই মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। যাত্রিগণ এস্থানে গমন করিয়া যথাবিধি যথাশক্তি বিষ্ণুর আর্চ্চনা করিবেন।

গঙ্গা-তীর্থ

যাঁহার দর্শনে পাপ ক্ষয়, স্পর্শনে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, সেই পতিতপাবনী গঙ্গায় প্রসঙ্গ-ক্রমেও ভক্তিপূর্ব্বক স্নানাদি করিলে মানবগণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। পুরাণাদি নানাশাস্ত্রে ইঁহার মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে; স্থানান্তরে ইহা প্রদত্ত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া গঙ্গা-মাহাত্ম্যের স্বরূপ অবধারণ করিলে চরিতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

পুরাণে বর্ণিত আছে—

দৃষ্টা তু হরতে পাপং স্পৃষ্টা তু ত্রিদিবং নয়েৎ।
প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা হ্যবগাহিতা ॥"
"গঙ্গায়াং মৌষলং স্নান মহাপাতকনাশনম্ ॥"

গঙ্গায় যাত্রা করিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ গঙ্গে গন্তুং প্রতীরন্তে যাত্রেয়ং বিহিতা ময়া।
নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু তৎপ্রসাদাৎ সরিদ্বরে ॥"

উক্ত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া সামান্যতীর্থ পদ্ধতির নিয়মে যথাক্রমে কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিবে। বিশেষ কার্য্যগুলি এস্থলে লিখিত হইল।

প্রথমতঃ, গঙ্গাদর্শন মাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ গঙ্গে ত্বদ্দর্শনাদেব মহাপাতকিনো মম।
প্রণষ্টমভবৎ পাপং জন্মকোটিসমুদ্ভবম্।
ওঁ স্বর্গারোহণসোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥
ওঁ গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব।
স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং
সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপাং ত্বাং পশ্যামি নিজচক্ষুষা॥

বৈধস্নানে অগ্রে একবার অমন্ত্রক স্নান করিয়া পরে সমন্ত্রক স্নান করিতে হয়। নাভির নিম্নজলে দাঁড়াইয়া স্নানাদি কোনও কার্য্য করিতে নাই; এজন্য নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া স্নানাদি করিতে হয়।

অনন্তর নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া অগ্রে একবার অমন্ত্রক স্নান করিবে। পরে যথাবিধি আচমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্॥১॥
ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরং শুচিঃ॥২॥"

স্ত্রী ও শূদ্রগণ প্রথম মন্ত্রটি পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রটী উচ্চারণ করিবেন, কারণ শূদ্র এবং সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীলোক ও অনুপনীত দ্বিজের প্রণব (ওঁ), স্বাহা, স্বধা, বষট্ ও লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং) উচ্চারণে, বৈদিক মন্ত্রপাঠে, স্নানে ও শ্রাদ্ধে পৌরাণিক মন্ত্র পাঠে এবং হোমে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাঁহারা "নমঃ" বলিয়া উহা শ্রবণ করিবেন। দ্বিজাতিদিগের মন্ত্রপাঠে যে ফল, স্ত্রী-শূদ্রাদির "নমঃ" শব্দ উচ্চারণেও সেই ফল হইয়া থাকে। শিবপুরাণে উক্ত আছে "স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। নমস্কারেণ মন্ত্রেণ তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ॥" অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তিহ॥"

পরে এক অঞ্জলি জল লইয়া পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া সঙ্কল্প করিবে যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য (স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীশ্রীগঙ্গাপ্রীতিকামঃ (সর্ব্বপাপক্ষয়কামো বা) অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে একহস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, অঙ্কুশমুদ্রাযোগে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তীর্থাবাহন করিবে, যথা—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥১॥
ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তিহ ॥২॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নাস্তেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তু জাহ্নবি ॥
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা ॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে চ যঃ পঠেৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥
ওঁ ভাগীরথি ভোগবতি জাহ্নবি ত্রিদশেশ্বরি।
ত্বয়ি স্নানং করোম্যদ্য মম পাপক্ষয়ং কুরু ॥
ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্ ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবে, যথা—

"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে ॥"

পুনরায় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গাত্রে গঙ্গার কর্দ্দম লেপন করিবে, যথা—

ওঁ ত্বৎকর্দ্দমৈরতিস্নিগ্ধৈঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনৈঃ।
ময়া সংলিপ্যতে গাত্রং মাতর্মে পাতকং হর ॥"

এইরূপে মন্ত্রসমূহ পাঠপূর্ব্বক গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া অঙ্গুলীদ্বারা চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদন করিয়া স্রোতের অভিমুখে তিনবার ডুব দিবে। স্নানান্তে গঙ্গা-মাহাত্ম্য ও স্তব পাঠ এবং প্রণাম অবশ্য কর্ত্তব্য।

গঙ্গা-মাহাত্ম্য

ওঁ যৎকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাভিষেচনম্।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তূলরাশিমিবানলঃ॥
ক্ষেত্রস্থমুদ্ধৃতং বাপি শীতমুষ্ণমথাপি বা।
গাঙ্গেয়ং হরতে তোয়ং পাপমামরণান্তিকম্॥
কপটেনাপি গঙ্গায়াং স্নানদানাদি কর্ম্ম যৎ।
যো লাভ-খ্যাতি-পূজার্থং কুর্য্যাৎ সোঽপি দিবং ব্রজেৎ॥
ওঁ গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ধ্যায়ন্ জাগ্রদ্ ভুঞ্জন্ শ্বসন্ বদন্।
যঃ স্মরেৎ সততং গঙ্গাং স চ মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
ভবনানি বিচিত্রাণি বিচিত্রাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আরোগ্যং বিত্ত-সম্পত্তির্গঙ্গাস্মরণজং ফলম্।
যৈঃ পুণ্যবাহিনী গঙ্গা সকৃদ্ ভক্ত্যাবগাহিতা।
তেষাং কুলানাং লক্ষস্তু ভবাত্তারয়তে শিবা॥
অন্ধাঃ ক্লীবা জড়া ব্যঙ্গাঃ পতিতা রোগিণোঽন্ত্যজাঃ।
গঙ্গাং সংসেব্য পুরুষা দেবৈর্গচ্ছন্তি তুল্যতাম্॥
স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্।
দুরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েদ্ যো বদেদপি॥
তস্যাহং প্রদদে পাপং কোটিব্রহ্মবধোদ্ভবম্।
স্তুতিবাদমিমং মত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে॥
আকল্পং নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দ্দভঃ।
যে গচ্ছন্তি স্বতো গঙ্গাং পরাংশ্চ প্রেরয়ন্তি যে।
ইহ তে সর্ব্বভোগানামন্তে জ্ঞানস্য ভাজনম্॥
তীর্থযাত্রাদিকং কৃৎস্নমকুর্ব্বাণোঽপি মানবঃ।
গঙ্গাতোয়স্য মাহাত্ম্যাৎ সোঽপ্যত্র ফলভাগ্ ভবেৎ॥
গঙ্গাস্নান-সমাযুক্তো বিধিনা স্বগৃহাত্ততঃ।
নির্গত্য মধ্যে চ নরঃ কুদেশে ম্রিয়তে যদি।
গঙ্গাস্নানফলং সোঽপি নিয়তাত্মা লভেৎ সদা॥

এইরূপে গঙ্গামাহাত্ম্য ও স্তব পাঠ শেষ করিয়া "গাম্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিবে। পরে—

ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্ ।
চামরৈর্বীজ্যমানাস্তু শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্ ॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র-নিজান্তরাম্ ।
সুধাপ্লাবিত-ভূপৃষ্ঠা-মার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্ ॥
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্ ।’

এইরূপে গঙ্গার ধ্যান করিয়া “ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি গঙ্গার পূজা করিবে। শক্ত হইলে “ওঁ গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে।

গোবিন্দ-দ্বাদশীস্নান

ফাল্গুনমাসের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে যদি পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে গোবিন্দদ্বাদশী হয় ; ঐদিনে গঙ্গাস্নান করিলে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। প্রমাণ যথা—

ফাল্গুনে শুক্লপক্ষস্য পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি ।
গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম মহাপাতক নাশিনী ॥

ইহাতে গঙ্গা-তীর্থের পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মৃত্তিকালেপন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে ।
গোবিন্দ-দ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি ॥

অবশিষ্ট কর্ম্ম, সমস্তই গঙ্গা-তীর্থের পদ্ধতির ন্যায় জানিবে।

তীর্থ-যাত্রাবিধি

তীর্থ-গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ প্রথম দিনে একাহারী হইয়া তৎপরদিনে মুণ্ডিত হইয়া উপবাস করিবে। তৎপরদিনে যথাকালে স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক ইষ্ট দেবতা, গণেশাদি দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের পূজা করিয়া প্রণাম করত নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর-যথাশক্তি দরিদ্রকে অর্থদান করিয়া, ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া সন্তুষ্ট করিবে পরে গুরু এবং পিতা মাতার বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া শুভলগ্নে যাত্রা করিবে। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—সূর্য্য উত্তরদিকে অবস্থিতি করিলে অর্থাৎ উত্তরায়ণ তীর্থ যাত্রার প্রশস্ত কাল।

যোগিনীতন্ত্রে কথিত আছে—

নিত্যং নির্ব্বর্ত্ত্য স্বগৃহে পিতৄন্ নান্দীমুখানপি ।
অভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্ ভক্ত্যা পশ্চাদ্ যাত্রাং সমাচরেৎ ॥
উত্তরাশাগতে ভানৌ সানুকূলে শুভগ্রহে ।
গুরোঃ পিত্রোরনুজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সপ্ত ততো যাত্রাং সমাচরেৎ ॥”

তীর্থ প্রাপ্তি হইলে পার্ব্বণবিধিতে শ্রাদ্ধ করিবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাদি বাক্যে "তীর্থযাত্রাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং" ইহা উল্লেখ করিবে।

তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবে। অনুজ্ঞাদি বাক্যে "তীর্থ প্রত্যাগমনোত্তরস্বগৃহ প্রবেশকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং" এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে।

তীর্থযাত্রার পূর্ব্বকৃত্য

তীর্থে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ বা গঙ্গা বিদ্যমানে বিধিবৎ গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে প্রথমদিন দিবাভাগে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, পরদিন সশিখ মুণ্ডন ও উপবাস করিবে। স্ত্রীজাতির মধ্যে কেবল বিধবারই মুণ্ডন ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিহিত আছে। সধবার কেশরাশি ধরিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমাণ অগ্রভাগ ছেদন করিবে। তৎপরদিন কৃত নিত্যক্রিয় হইয়া পূর্ব্বাহ্ণে প্রাঙ্‌মুখে উপবেশন পূর্ব্বক সামান্য পূজাবিধানে গুরু প্রভৃতির পূজা করিয়া "কুরুক্ষেত্র" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

চান্দ্রায়ণ

প্রথমতঃ নিম্নলিখিত বাকে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ এতচ্চান্দ্রায়ণ-ব্রতনাশ্যৈহিক-জন্মান্তরীয়-জ্ঞানাজ্ঞানকৃতসর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ চান্দ্রায়ণব্রতাশক্তৌ সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিধেনুমূল্যসবস্ত্রসার্দ্ধ-দ্বাবিংশতি-কার্যাপণ-কপর্দ্দক-দানরূপ চান্দ্রায়ণমহং করিষ্যে।"

কড়ি এবং তাম্র, এই উভয় দানের ব্যবস্থা আছে। তাম্রদান করিতে হইলে /৪॥০ সাড়ে চারি সের পরিমিত তাম্রদান কর্ত্তব্য; এতদুভয়ের অভাবে ইহার মূল্য স্বরূপ রজত বা কাঞ্চনাদি দান করিবে। রজতাদি স্থলে "...সার্দ্ধদ্বাবিংশতি-কার্যাপণ-বরাটকলভ্য-রজতখণ্ডাদিদানরূপ"—এইরূপ বাক্য হইবে।

অনন্তর দানীয় সার্দ্ধ-দ্বাবিংশতি কাহন কড়ি (অথবা তন্মূল্য রজতাদি) বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দানবিধির নিয়মে অর্চ্চনা পূর্ব্বক তিল-কুশ ও জল গ্রহণ করত মুখ্যচান্দ্রমাসোল্লেখ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ এতচ্চান্দ্রায়ণ-ব্রত-নাশ্যৈহিক-জন্মান্তরীয়-জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-সর্ব্বপাপক্ষয়-কামশ্চান্দ্রায়ণ-ব্রতাশক্তৌ সার্দ্ধ-সপ্তপয়স্বিধেনুমূল্য-সবস্ত্র-সার্দ্ধ-দ্বাবিংশতিকার্যাপণ-কপর্দ্দকান্ (সার্দ্ধদ্বাবিংশতি-কার্যাপণ বরাটকলভ্য-রজতখণ্ডানি বা) যথাসম্ভব-গোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে।"

এই প্রকারে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণার্থ কাঞ্চনাদির অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্তবাক্যে দক্ষিণা দান করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি·········অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ এতচ্চান্দ্রায়ণব্রতনাশ্যৈহিকজন্মান্তরীয়-জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-সর্ব্বপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎসার্দ্ধসপ্ত-পয়স্বিধেনু-মূল্য-সবস্ত্র-সার্দ্ধ-দ্বাবিংশতিকার্ষাপণকপর্দ্দকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (তন্মূল্যং বা) যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে। পরে গো-সমীপে গমন করিয়া তাহার পদ ধৌত করিয়া শৃঙ্গে ও ললাটে সিন্দুর দিবে। পরে "ওঁ গবে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া স্বীয় মস্তকে পরিষ্কৃত ও অর্চ্চিত ঘাস লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রদক্ষিণান্তে ঘাস দিবে, যথা—

ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ ॥১॥
ওঁ গাবো মে মাতরঃ সর্ব্বা গোবৃষাঃ পিতরো মম।
ঘাসগ্রাসং ময়া দত্তং প্রতিগৃহ্ণন্তু মাতরঃ ॥২॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ সহকারে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥

গরু যদি আগ্রহসহকারে ঘাস ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ সিদ্ধ হয় নাই বুঝিতে হইবে, অতএব পুনরায় চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। তৎপরে পার্ব্বণ বিধানে মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে।

শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ প্রতিপদমশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ তীর্থগমনায় যাত্রামহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গমিষ্যমাণ তীর্থ ও ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ এবং প্রণাম করিয়া শ্রাদ্ধ-শেষাদি গ্রহণ করিয়া শুভলগ্নে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া এক ক্রোশ দূরে গ্রামান্তরে সেইদিন অতিবাহিত করিবে। গমনকালেই শুদ্ধ বেশ ধারণের বিধি, ভোজন বা শয়নকালে তাদৃশ বেশ ধারণ করিতে নাই। অনন্তর দ্বিতীয়দিনে নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সেই গ্রাম বা বাসস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া ইষ্টদেবতাদির স্মরণপূর্ব্বক তীর্থ অভিমুখে গমন করিবে। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত গমনবিধি বিহিত, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিয়া একবার মাত্র নিরামিষ ভোজন করত সেই দিন তথায় অতিবাহিত করিবে। এই নিয়ম তীর্থ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিবে।

তীর্থে কর্ত্তব্য

লুব্ধ, খলপ্রকৃতি, ক্রূরস্বভাবসম্পন্ন, নাস্তিক (পরলোকে অবিশ্বাসী), ও বিষয়াকৃষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিগণ তীর্থে স্নান করিলেও তাহাদের পাপ দূরীভূত হয় না। তাহাদের তীর্থে

পিণ্ডদান, তপস্যা, শৌচ, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রশ্রবণ প্রভৃতি সকলই ব্যর্থ হয় ; অতএব এই সকল দোষ পরিত্যাগ করিলে তীর্থযাত্রায় ও তীর্থফল প্রাপ্তিতে অধিকার জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত আছে।—

যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বিষয়াত্মকঃ ॥—
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপ-মলিন এব চ ॥
পিণ্ডদানং তপঃ শৌচং তীর্থসেবা শ্রুতন্তথা।
সর্ব্বাণ্যেতান্যতীর্থানি যদি ভাবো ন বিদ্যতে ॥

যে ব্যক্তি তীর্থে প্রতিগ্রহ না করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে এবং অহঙ্কারশূন্য চিত্তে দিন যাপন করে, সেই ব্যক্তিরই তীর্থফল লাভ হইয়া থাকে।

প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারবিযুক্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

যাঁহাদের হস্ত, পদ ও মন সুসংযত, যাঁহারা বিদ্যা, তপ ও কীর্ত্তিবিশিষ্ট, তাঁহারাই তীর্থের ফল লাভ করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে।—

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥

গয়া, গঙ্গা, বিশালা ও বিরজা, এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সকল তীর্থেই মুণ্ডন ও উপবাস করিবে। যে ব্যক্তি তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করে নাই, তীর্থেও গমন করে নাই এবং সুবর্ণ ও গোদান করে নাই, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরজন্মে দরিদ্র হয়। স্কন্দ-পুরাণে লিখিত আছে—

"মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা ॥
অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে ॥"

যে ব্যক্তি পরের অর্থে তীর্থে গমন করে, সে ব্যক্তি ষোড়শভাগের একভাগ ফল পাইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তির প্রসঙ্গতঃ তীর্থপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক ফল লাভ হয়।

"ষোড়শাংশং স লভতে যঃ পরার্থেন গচ্ছতি।
অর্দ্ধং তীর্থফলং তস্য যঃ প্রসঙ্গেন গচ্ছতি ॥"

অতএব যথাশক্তি শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে শ্রদ্ধা সহকারে তীর্থে গমন করা কর্ত্তব্য।

তীর্থে বর্জ্জনীয়

যোগিনীতন্ত্রে

যানেনার্দ্ধফলং হন্তি তথা চ ছত্রপাদুকে।
তীর্থযাত্রাফলং হন্তি ব্যবায়ে মাংসভক্ষণে ॥
তীর্থে চাচমনং বর্জ্জ্যং পাদপ্রক্ষালনং তথা।
শৌচমভ্যঙ্গকঞ্চৈব অন্যতীর্থপ্রশংসনম্ ॥
অন্যতীর্থরতিশ্চৈব সদা তীর্থেষু দূষণম্।
ন মলং নির্ব্বপেৎ তীর্থে ন কেশান্ নির্ব্বপেৎ ক্বচিৎ ॥
ন তীর্থতীরে নিবসেদ্ দক্ষিণে তু বিশেষতঃ।
দক্ষিণে চৈব তীর্থস্য ন স্নায়াদ্ধি কদাচন ॥
যৎ তীর্থং যস্য দেবস্য তৎ তীর্থস্য দ্বিজস্য চ।
বন্দনীয়স্য পূজাস্য তেষাং বাক্যেন পূততা ॥

যান দ্বারা তীর্থে গমন করিলে, ছত্র ও পাদুকা ব্যবহার করিলে তীর্থের অর্দ্ধেক ফল নষ্ট হয়। মৈথুনে এবং মাংস ভক্ষণে তীর্থের সম্পূর্ণ ফল নষ্ট হইয়া থাকে। তীর্থে আচমন, পাদপ্রক্ষালন, শৌচ ও অন্য তীর্থের প্রশংসা করিবে না। এক তীর্থে যাইয়া অন্য তীর্থের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে না। তীর্থে মলত্যাগ, কেশকর্ত্তন দক্ষিণতীরে বাস ও দক্ষিণে যাইয়া কদাচ স্নান করিবে না। তীর্থপুরোহিতের নিন্দা বা পরীক্ষা বর্জ্জনীয়। যে তীর্থের যে দেবতা ও যে ব্রাহ্মণ তাহাই পূজ্য ও বন্দনীয় এবং তাঁহাদের বাক্যই পবিত্র।

তীর্থযাত্রা অবধি প্রত্যাগমন পর্যন্ত প্রতিগ্রহ, পরপীড়া, পরনিন্দা, আমিষ-ভোজন, দুইবার ভোজন, পরান্ন ভোজন, হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যালাপ, লোভ, ক্রোধ, খলতা, নাস্তিকতা ক্রূরতা, মৈথুন, কুচিন্তা, চাপল্য প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

তীর্থশ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ

স্মার্ত্তমতে তীর্থশ্রাদ্ধে ভূস্বামীকে মূল্য বা অন্নদান করিবে না ; পরন্তু তাঁহার পূজাও বর্জ্জনীয়। ঐ শ্রাদ্ধে আবাহন, অর্ঘ্যদান, অগ্নৌকরণ, বিসর্জ্জন বর্জ্জনীয়। তীর্থে কাক কুক্কুরাদির দৃষ্টি দোষও বিচার করিতে নাই। মতান্তরে "পৃথিবী তে পাত্রং" মন্ত্রজপ, অন্নে অঙ্গুষ্ঠান, পিণ্ডশেষ বিকিরণ, তৃপ্তিপ্রশ্ন, ব্রাহ্মণগণের ভোজনের পর "দেবতাভ্য" ইত্যাদি মন্ত্রজপ এবং দিগ্‌বন্ধন এ সমস্তও পরিত্যাজ্য।

সাধারণ তীর্থকৃত্য

তীর্থে উপস্থিত হইবামাত্র তীর্থ দর্শন ও তীর্থভূমি স্পর্শ করিয়া তীর্থে ও তীর্থদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবে। অনন্তর তীর্থস্থ নদীতে নিম্নলিখিত নিয়মে স্নান করিয়া পিতৃ-তর্পণ করিবে। তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, অসামর্থ্যে পিণ্ডদান মাত্র করিয়া

তীর্থদেবতার দর্শন ও যথাশক্তি অর্চ্চনাদি করিবে। তীর্থপ্রাপ্তি মাত্র পিতৃতর্পণ ও তীর্থশ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

অকালেঽপ্যথবাকালে তীর্থশ্রাদ্ধং তথা নরৈঃ।
প্রাপ্তৈরেব সদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং পিতৃতর্পণম্॥
পিণ্ডদানন্তু তচ্ছস্তং পিতৃণাঞ্চাতিদুর্লভম্।
বিলম্বো নৈব কর্ত্তব্যো নৈব বিঘ্নং সমাচরেৎ॥

শ্রাদ্ধবিধি

যজমান কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া যথাক্রমে শিখাবন্ধন, তিলকধারণ দুই হস্তের অনামিকায় কুশাঙ্গুরীয় ধারণ, পূর্ব্বমুখে বসিয়া দুইবার আচমন-"শঙ্খচক্রধরং দেবং" ইত্যাদি ও "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ, "কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও যথাবিধি গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া বামহস্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে, যথা—"ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ" ওঁ এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ। এইরূপে পূজা করিয়া দানবাক্য করিবে, যথা—

শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকস্য তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অক্ষয়স্বর্গকামঃ ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং দদানি।"

এইরূপে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। অনন্তর স্বস্ববেদোক্ত পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধি অনুসারে অন্যান্য কর্ম্মসম্পাদন করিবে। কেবল অনুজ্ঞা বাক্যে বিশেষ এই,—

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এ পিতামহস্য ইত্যাদি তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে॥

পুরোহিত "ওঁ কুরুস্ব" এইরূপ প্রতিবচন বলিবেন। অন্ন ও পিণ্ডদানে আমান্ন ব্যবহার করিবে। তীর্থে গৃধ্র, কুক্কুর, শূদ্র প্রভৃতির দৃষ্ট অন্ন পরিত্যাজ্য নহে। অগ্নিকোণাভিমুখে বসিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। পিণ্ডদানান্তর ঐ পিণ্ড তীর্থেই নিক্ষেপ করিবে। জলে বা গোগ্রাসে দেওয়ার বিধি নাই।

পার্ব্বণপদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে নিম্নলিখিত বিধানে পিণ্ডদান অবশ্য কর্ত্তব্য, যথা—সর্ব্ববেদোক্ত পিণ্ডদান বিধানে রেখা করণ, রেখাভ্যুক্ষণ, দর্ভাস্তরণ

ও অবনেজন দান করিবে। পরে স্ব স্ব বেদানুগত পিণ্ডপ্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে, যথা—

ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী॥
মাতামহস্তৎপিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তঃ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পিণ্ডশেষদান, লেপদান, ও প্রত্যবনেজনদানপূর্ব্বক "অত্র পিতরো মাদয়ধ্বম্" ইত্যাদি স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রজপ পূর্ব্বক ষড়ঞ্জলি মন্ত্র পাঠান্তে বাসঃসূত্র দান করিবে। অন্যান্য কর্ম্ম স্ব স্ব বেদোক্ত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—"ওঁ কৃতৈতৎ পিণ্ডদানমিদং পরিপূর্ণমস্তু। পুরোহিত "ওঁ অস্তু", বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন।

স্নানবিধি

তীর্থে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে নাই। প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া কুশহস্ত হইয়া আচমন করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থস্থ নদ্যাদিতে তীর্থাবাহন করিবে। যথা—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।
কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তিহ॥

অনন্তর সঙ্কল্প করিবে, যথা—

শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্র উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকঃ অমুকতীর্থস্নানফলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) অমুকনদ্যাং স্নানমহং করিষ্যে।

অমুকস্থলে নদ্যাদির নাম উল্লেখ করিবে। অনন্তর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে জলে হস্তপ্রমাণ চতুষ্কোণ স্থান মাপিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে গঙ্গার আবাহন করিবে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে স্নানমন্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য। তাঁহারা মন্ত্র স্থলে "নমঃ" শব্দ উচ্চারণ করিবেন, ইহাতে মন্ত্র পাঠের ফল হইয়া থাকে। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি॥

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা ॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥

অনন্তর "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সপ্তবার পাঠ করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তিনবার মস্তকে দিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বপাপং প্রমোচয় ॥
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে ॥

অনন্তর চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকার ছিদ্রসমূহ অঙ্গুলিদ্বারা রুদ্ধ করিয়া তিনবার ডুব দিবে। যে কোনও তীর্থে স্নানকালীন উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিশেষ মন্ত্র পাঠানন্তর স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নানানন্তর স্ব স্ব বেদোক্ত তর্পণ বিধির নিয়মে পিতৃগণের প্রীতি-কামনায় তর্পণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। তীর্থে তিলতর্পণে বারদোষ নাই। অনন্তর যথাবিধি যথাশক্তি তীর্থ দেবতাগণের দর্শন ও অর্চ্চনাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

সামান্যতীর্থ পদ্ধতি

ছত্র-পাদুকাদি গ্রহণ করিয়া যানারোহণে তীর্থে গমন করা নিষিদ্ধ, ইহাতে তীর্থ প্রাপ্তিনিবন্ধন ফলের অল্পতা ঘটিয়া থাকে শাস্ত্রে উক্ত আছে, "যানাদর্দ্ধফলং হন্তি তথৈব ছত্রপাদুকে"; অতএব যতদূর সম্ভব যানাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থে গমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এবম্বিধ নিয়ম প্রায়শঃই রক্ষিত হয় না। যাঁহারা যানারোহণে ছত্রপাদুকাদি ধারণ করিয়া তীর্থে যাইবেন, তীর্থপ্রাপ্তিদিনে যতদূর হইতে পদব্রজে যাওয়া সম্ভবপর হয়; ততদূর হইতে তাঁহারা ছত্রপাদুকাদি পরিহার করিয়া তীর্থে প্রবেশ করিবেন। তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইলেই তদুদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া "ওমদ্যেত্যাদি যথোক্তফলপ্রাপ্তিকামোঽমুকতীর্থে প্রবেশমহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তীর্থে প্রবেশ করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব বেদবিধি অনুসারে সঙ্কল্প পূর্ব্বক বৈদিক স্নান, তান্ত্রিক স্নান ও পিতৃতর্পণ করিবে। স্নানান্তে যথাশক্তি দান ও ঘটোৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর তীর্থপদ্ধত্যুক্ত তীর্থদেবগণকে দর্শন, প্রণাম ও যথাশক্তি পূজা করিবে। পূজার আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই। সমর্থ হইলে কুমারীকে ও সধবাকে পূজা করিয়া ভোজন করাইবে।

তীর্থে শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে অসমর্থ হইলে পিণ্ডদান অতি অবশ্যই করিতে হয়, ইহা না করিলে তীর্থ কৃত্যের অঙ্গহানি হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে, "গত্বৈব তীর্থং

কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপ্রাপ্তিহেতুকম্। পূর্ব্বাহ্ণেঽপ্যথবা প্রাতর্দেশে স্যাৎ পূর্ব্বদক্ষিণে॥” শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা বাক্য প্রভৃতি পূর্ব্বে (সাধারণ তীর্থকৃত্যে) উক্ত হইয়াছে॥ পিণ্ডদানের নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা স্নান-শোধন করিবে। পরে দক্ষিণ মুখে আসনোপরি উপবেশন করিয়া যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্র পাঠ, পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ প্রাণায়াম ও পূজাদি করিয়া কুশোদকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকস্য অমুকগোত্রস্য পিতামহস্যামুকস্য অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্যামুকস্য অমুকগোত্রস্য মাতামহস্যামুকস্য অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্যমুকস্য অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকস্য অক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ অমুকতীর্থ-প্রাপ্তিনিমিত্তকপিণ্ডদানমহং করিষ্যে।”

অনন্তর পিতা-পিতামহ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত পার্ব্বণবিধি-অনুসারে ষট্ পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে।

পিণ্ডদানে স্বধামাত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিবে; মন্ত্রপাঠ বিহিত নাই। অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া “পিতা স্বর্গ” “পিতৄন্ নমস্যে” ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃগণের উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। তীর্থে তণ্ডুল, গোধূম বা গুড়াদি দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। জীবৎপিতৃক বা স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। তৎপরে ব্রাহ্মণ, দণ্ডী প্রভৃতি সাধুব্যক্তিগণকে আহারাদিদ্বারা পরিতুষ্ট করিবে।

দণ্ডিভোজনের অগ্রে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দণ্ডীর দক্ষিণ হস্তে জল প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

সমর্থ হইলে দণ্ডীকে কমণ্ডলু, বস্ত্র ও আসন প্রদান করিবে। তীর্থে ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয়; ইহাতে তীর্থবাসের ফললাভ হইয়া থাকে। তীর্থকার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তীর্থ প্রত্যাগমন নিমিত্ত কর্ত্তব্যাদি অনুষ্ঠান করিবে।

তীর্থপ্রত্যাগমন কর্ত্তব্য

তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজগ্রামের সমীপবর্ত্তী কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তৎপরে তীর্থযাত্রার বিধিতে শ্রাদ্ধ ও পূজাদি করিবে। শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা বাক্যে পিত্রাদির নাম উল্লেখ করিয়া “তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তরস্বগৃহপ্রবেশনিমিত্তকং” ইহা উল্লেখ করিতে হইবে। অন্যান্য সমস্ত কর্ম্ম তীর্থযাত্রা-বিধির ন্যায় সমাপন করিবে। যথাবিধি-শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া শ্রাদ্ধশেষ গ্রহণ করত স্বগৃহে গমন করিবে। পরে জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রাদ্ধশেষ দ্বারা ভোজনাদি করিবে।

ইতি তীর্থকৃত্য সমাপ্ত॥

প্রতিষ্ঠা-প্রকরণ

ব্রতপ্রতিষ্ঠা-ব্যবস্থা

কোনও ব্রতগ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা না করিলে ব্রত-গ্রহণ সফল হয় না, পরন্তু ব্রত-গ্রহণকারী জীবিতাবস্থায় চণ্ডালতুল্য ও জীবনান্তে কুক্কুর যোনি লাভ করেন। প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে উক্ত হইয়াছে।

"পূর্ব্বং গৃহীত্বা সঙ্কল্পং প্রমাদান্নাচরেদ্ যদি।
জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥"

ব্রতকালবিবেক বলেন,—

সর্ব্বেষুক্তেষু কর্ত্তব্যা প্রতিষ্ঠা বিধিনা বুধৈঃ।
ফলার্থিভিস্ত্বপ্রতিষ্ঠং যস্মান্নিষ্ফলমুচ্যতে॥

উক্ত বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ব্রতান্তে প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্ত্তব্য; অন্যথা অপ্রতিষ্ঠিত ব্রত নিস্ফল হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাকাল অশুদ্ধ হইলেও তাহাতে ব্রতপ্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রতসমাপ্তি দিবসে যদি অশৌচ হয় তাহা হইলে শুদ্ধকালে ব্রতপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা—

সমাপ্তে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠা তদনন্তরম্।
ন কালনিয়মস্তত্র তত্র বিঘ্নে পরাহ্নিকে॥

অশৌচাদি বাধায় ব্রতসমাপ্তি দিবসে ব্রত-প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে পরবৎসরের ব্রতদিনেই ব্রত-প্রতিষ্ঠা করিবে।

"অতিপাতে তু কুর্ব্বীত প্রশস্তে মাসি পুণ্যদে।
অস্তং গতে গুরৌ শুক্রে বালে বৃদ্ধে মলিম্লুচে।
উপায়নমুপারম্ভং ব্রতানাং নৈব কারয়েৎ।

ইত্যাদিবচনে প্রতিপাদিত হইল যে ব্রত-সমাপ্তি দিবসে অশৌচ হইলে উক্ত সময়ে ব্রত-প্রতিষ্ঠা না করিয়া কালান্তে শুদ্ধকালে করিতে হইবে। পরন্তু অধিকাংশস্থলে এই মতই অবিলম্বিত হইয়া থাকে। করণীয়ব্রতে সূতকাদি প্রতিবন্ধক হয় না, প্রমাণ যথা—

তস্মাৎ প্রমাদাদ্ দুঃখে বা সূতকে মৃতকেঽপি বা।
স্নাত্বা রাম ব্রতং কুর্য্যাৎ দানার্চ্চনবিবর্জ্জিতম্॥

মৎস্যপুরাণে বলেন,—

ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদানারব্ধে তু সূতকম্॥

উক্ত বচনদ্বয়ে প্রতিপাদিত হইল যে, আরব্ধব্রতে অশৌচ প্রতিবন্ধক নহে, পরন্তু প্রমাদাদি যে কোন অবস্থায় স্নানাদি করিয়া দান ও পূজা পরিত্যাগ করিয়া কেবল

মাত্র ব্রত করিবে। এই জন্যই গর্ভিণী, রজস্বলা, কুমারী প্রভৃতির পক্ষে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজাদির ব্যবস্থা বিহিত আছে।• উপবাসাদি ব্রতকর্ত্রীর দ্বারা অনুষ্ঠেয়, প্রমাণ যথা—

গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদাঽশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥

উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির নক্ত ভোজনের ব্যবস্থা আছে। যথা—

উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।

লোভ, মোহ বা প্রমাদবশতঃ ব্রতভঙ্গ হইলে ব্রতী কেশমুণ্ডন পূর্ব্বক উপবাসত্রয়রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় ব্রত গ্রহণ করিবে। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে। যথা—

লোভান্মোহাৎ প্রমাদাদ্বা ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ।
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা কেশমুণ্ডনম্।
প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ॥

স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ মুণ্ডনের ব্যবস্থা নাই; কেশগুচ্ছ ধরিয়া অগ্রভাগের দুই অঙ্গুলি পরিমিত কেশ ছেদন করিলেই তাঁহাদের মুণ্ডন সম্পন্ন হয়। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে,

সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্;
এবমেব তু নারীণাং মুণ্ডমুণ্ডনমাদিশেৎ॥

সমস্ত ব্রত প্রতিষ্ঠারই পূর্ব্বদিবসে উপবাস বিহিত আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ উপবাসে অসমর্থ হইলে জল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, ঔষধ, এমন কি রাত্রিতে হবিষ্যান্ন পর্য্যন্ত ভোজন করিতে পারে। প্রমাণ যথা—

অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥
সর্ব্বভূতভয়ং ব্যাধিঃ প্রমাদো গুরুশাসনম্।
অব্রতঘ্নানি কথ্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ॥
নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা তিল-ক্ষীরমথাম্বুচর্য্যম্।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ॥

প্রতিনিধি নিয়ম

কাম্যকর্ম্মসমূহ স্বয়ং করিতে হয়। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম প্রতিনিধি দ্বারা করা যাইতে পারে। পরন্তু শ্রৌতকর্ম্ম নিত্য বা নৈমিত্তিক হইলেও তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠেয়।

কেহ কেহ বলেন—কাম্য কর্ম্ম আরম্ভ হইলে তৎপরে প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে পারা যায়। প্রমাণ যথা—

"কাম্যে প্রতিনিধির্নাস্তি নিত্যনৈমিত্তিকে হি সঃ।
কাম্যেষ্বুপক্রমাদূর্দ্ধমন্যে প্রতিনিধিং বিদুঃ॥
শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।"

উপবাসে প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইলে পিতা মাতা পুত্রকে, পতি স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, ভগিনীভ্রাতাকে, গুরু বা গুরুপত্নী শিষ্যকে গ্রহণ করিতে পারিবেন। যথা—

পিতৃ-মাতৃ-পতি-ভ্রাতৃ-স্বসৃ-গুর্ব্বাদিভূভুজাম্।
অদৃষ্টার্থমুপোষিত্বা স্বয়ঞ্চ ফলভাগ ভবেৎ ॥

অধিকারি-নির্ণয়

শাস্ত্রবিশ্বাসী, ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন; কিন্তু সধবা স্ত্রীগণের স্বতন্ত্রভাবে ব্রতোপবাসের বিধান নাই।

সধবা স্ত্রীগণ ব্রতাদি করিতে ইচ্ছা করিলে পতির সহিত করিতে পারিবেন। অথবা স্বামীর অনুমতি লইয়া স্বতন্ত্রভাবেও সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রত করিতে পারেন। স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীগণ ব্রতোপবাস করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় এবং অনুষ্ঠাত্রীর নরকে গতি হইয়া থাকে। অসংস্কৃত অনুপনীত দ্বিজাতির, অবিবাহিত শূদ্রের এবং অদীক্ষিত স্ত্রীলোকের ব্রতাদিতে অধিকার নাই। এসম্বন্ধে বহুতর প্রমাণ আছে। গ্রন্থগৌরব ভয়ে এ স্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা-পূর্ব্ব কৃত্য

ব্রতপ্রতিষ্ঠার সময়েও ব্রতোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি সমস্ত নিয়ম আনুপূর্ব্বিক প্রতিপালন করিতে হয়। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিবসের পূর্ব্বদিন যথাবিধি স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমুদায় সম্পন্ন করিয়া যথাবিধি হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক স্থণ্ডিলাদিতে (তৃণশয্যায়) শয়ন করিবে। তৎপরদিবস অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিবস কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া নিয়মাবলম্বনে উপবাসী থাকিতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠার দিন মাত্র দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিয়া তৈলবিহীন প্রাতঃস্নানাদি কার্য্য সমাপনান্তে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

ব্রত-উদ্‌যাপন

ব্রত উদ্‌যাপনে প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে স্বস্তিবাচন হইতে বিষ্ণুপূজা পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিয়া চরুহোম বর্জ্জিত তিলযুক্ত আজ্যদ্বারা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে লক্ষ্মীপ্রীত্যর্থ অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। যথা—

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ ॥

তৎপরে উদীচ্য কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তহোম, বামদেব্যগান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া প্রতিষ্ঠা পদ্ধত্যুক্ত ক্রমে ডল্লকাদি দান করিয়া দক্ষিণান্ত, বৈগুণ্য সমাধান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

সামবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বদিনে ব্রতী উপবাস করিয়া থাকিবে। প্রতিষ্ঠা দিবস প্রাতঃ স্নানাদি নিত্যকার্য্য শেষ করিয়া করণীয় ব্রত সমাপনান্তে ভোজ্যোৎসর্গ করতঃ ব্রতকথা শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রত সংপূর্ণের দক্ষিণা করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ", । এইরূপে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নম", । এইমন্ত্রে বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় নমো ব্রাহ্মনায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে, নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিতে হইবে, যথা—"বিষ্ণুর্নমোঽস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতসংপূর্ণফললাভকামনয়া কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।" এইরূপে দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিদ্রাধারণ করিতে হইবে। অতঃপর যথাশক্তি দানাদি উৎসর্গ করিয়া গুরুকে বরণ দিয়া প্রণাম করত তদাজ্ঞানুসারে প্রতিষ্ঠামণ্ডপে যাইয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দুইবার আচমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

নমঃ, অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

পরে, "এতে গন্ধপুষ্পে নমো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা তিনবার অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে,—নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রত-প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি নমঃ পুণ্যাহং ভবোন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার উচ্চারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং"। পুনরায় ব্রতী বলিবে "নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি নমঃ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার বলিবে। পরে ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্"। পুনশ্চ ব্রতী বলিবে "নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি নমঃ স্বস্তি ভবোন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার বলিবে। পরে ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি"। অনন্তর ব্রতী ব্রাহ্মণগণ সহকারে দক্ষিণহস্তে আতপ তণ্ডুল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ সোমং রাজানং বরুণ-মগ্নি-মন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করত তাম্রাদিপাত্রে তণ্ডুল বিকিরণ করিবে। তৎপরে ব্রতী কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—নমঃ, সূর্য্যঃ সোমোযমঃ কালঃ সন্ধ্যে

ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতিভূর্মিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥ নমস্তৎসৎ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে ; যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে নমো গণেশায় নমঃ" এই প্রকারে "নমঃ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, নমঃ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, ইন্দ্রাদিলোকপালগণেভ্যো নমঃ, মৎস্যাদি-দশাবতারগণেভ্যো নমঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ, নমঃ শ্রীনারায়ণায় নমঃ, নমঃ শ্রীনাথগুরবে নমঃ, নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ," (এই স্থানে যে ব্রতের যে প্রধান দেবতা তাহাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হইবে) পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

নমো দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারা ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥

ইহার পর তিল হরীতকী কুশ পুষ্পযুক্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র (কোশা) লইয়া উত্তরাস্য হইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী যথোক্তফললাভকামা (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা) ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাহং করিষ্যে। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ঈশান কোণে ভূমিতে জল ঢালিয়া দিয়া কোশাখানা মাটিতে উপুড় করিয়া রাখিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা নিম্নলিখিত সূক্ত পাঠ করাইবে, সূক্ত যথা—

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচং।
উদ্‌বা সিঞ্চধ্বমুপবা পৃণধ্ব মাদিদ্ বো দেব ওহতে॥

পরে ব্রতী আতপতণ্ডুল লইয়া "অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধয়ঃ সন্তু" এই মন্ত্র পাঠান্তে কোশার উপর তণ্ডুলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—

নমঃ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিধ্যন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
শত্রূণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণামুদয়ায় চ॥

অতঃপর, ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার, সদস্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিতে হইবে, যথা—ব্রতী করযোড়ে ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া বলিবে "নমঃ সাধু ভবানাস্তাম্", ব্রহ্মা বলিবেন "ওঁ সাধ্বহমাসে" ব্রতী বলিবে "নমোঽর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্" ব্রহ্মা বলিবে "ওঁ অর্চ্চয়"। তৎপরে ব্রতী গন্ধ-পুষ্প-যজ্ঞসূত্র-রজতাঙ্গুরীয়কবস্ত্রাদি হাতে লইয়া "এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞসূত্ররজতাঙ্গুরীয়কবাসাংসি নমো ব্রহ্মণায় নমঃ" এই বলিয়া ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ

করিবে, ব্রহ্মা "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া যুগ্মহস্তে গ্রহণ করিবেন। অনন্তর ব্রতী দক্ষিণ হস্তে দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল লইয়া ব্রহ্মার দক্ষিণ জানু (হাঁটু) স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য করিবে, যথা—

"বিষ্ণুর্নমোঽস্থ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী মৎসঙ্কল্পিত-ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুক-গোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে"। ব্রহ্মা বলিলেন "ওঁ বৃতোঽস্মি"। পরে ব্রতী হাত উঠাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে "নমো যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু"। ব্রহ্মা বলিবেন "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। অতঃপর ব্রতী হোতৃবরণ করিবে, যথা—"সাধুভবানাস্তাং" হইতে আরম্ভ করিয়া হোতার দক্ষিণজানু স্পর্শ করত নিম্নলিখিত বাক্য করিবে। যথা—"বিষ্ণুর্নমোঽস্থ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী মৎসঙ্কল্পিত-ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি হোতৃকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে"। হোতা বলিবেন, "ওঁ বৃতোঽস্মি"। পরে ব্রতী কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে "নমো যথাবিহিতং হোতৃকর্ম্ম কুরু", হোতা বলিবেন "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। এইরূপে তন্ত্রধার ও সদস্যকে বরণ করিবে, বিশেষ এই যে "তন্ত্রধারককর্ম্মকরণায়" ও "সদস্যকর্ম্মকরণায়"। "যথাবিহিতং তন্ত্রধারককর্ম্ম কুরু" ও "যথাবিহিতং সদস্যকর্ম্ম কুরু" এইমাত্র। তৎপরে ব্রতী "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" এইরূপে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে করযোড়ে বলিবেন, আপনারা আমার কার্য্য সম্পাদন করুন। অনন্তর হোতা বরণবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিবেন, মন্ত্র যথা—গোমূত্রের মন্ত্র—"গায়ত্রী"। গোময়ের মন্ত্র—"ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। ককুভোরিহতে মিথঃ"। দুগ্ধের মন্ত্র—"ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরোশ্বয়োহত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্"। দধির মন্ত্র—"ওঁ দধি ক্রাবে্ণাঽকারিষং" ইত্যাদি। ঘৃতের মন্ত্র—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামিত্যাদি। কুশোদকের মন্ত্র—"ওঁ ত্যোরাপঃ কলিকৃদাৎ সিন্ধোরাবো মরুতো মাদয়ন্তাং ধর্ম্মজ্যোতিঃ॥" একত্রীকরণ মন্ত্র—"গায়ত্রী"। পরে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোতা বেদি শোধন করিবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্।
যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা॥

অতঃপর স্বর্ণ শলাকা দ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অশক্তপক্ষে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি স্বর্ণ-রজত প্রতিমা অথবা নারায়ণচক্র সংস্থাপন করিবে। তৎপরে "ওঁ আজিঘ্রকলসং মহাত্মা" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥
পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিতে হইবে, যথা—

ভূমিমন্ত্র— ওঁ মহিত্রীণা-মবরস্তু, দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ১ ॥

ধান্যমন্ত্র— ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ, মপূপবন্ত মুক্থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥ ২ ॥

ঘটমন্ত্র— ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ, ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ॥ ৩ ॥

জলমন্ত্র— ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ; ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ ॥ ৪ ॥

পল্লবমন্ত্র—ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ, উর্জ্জীব ফলিনী ভব, পর্ণং বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ ॥ ৫ ॥

ফলমন্ত্র— ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকান, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ ॥ ৬ ॥

বস্ত্রমন্ত্র— ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীৎ আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ ॥
তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে।

পুষ্পমন্ত্র— ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব ॥ ৭ ॥

সিন্দূরমন্ত্র—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্ সুগৃভ্ণতে ॥ ৮ ॥

স্থিরীকরণমন্ত্র—ওঁ স্থাবতঃ পুরূবসো বয় মিন্দ্রপ্রণেতঃ স্মসি স্থাতর্হরীনাং॥ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব ॥ ৯ ॥

অতঃপর "ফট্" এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তণ্ডুল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥

পরে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস করত প্রথমঘটে, গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, তৃতীয় ঘটে শিব, দুর্গা ও বাস্তুদেব, চতুর্থ ঘটে সূর্য্য এবং অগ্নি, পঞ্চম ঘটে আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারগণের পূজা করিবে।

তৎপরে তিলকল্কাদিদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্বর্ণ বা রজত-প্রতিমার উদ্বর্ত্তন কার্য্য করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব[১] ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।
উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াং শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥

অনন্তর, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, নারিকেলোদক ও নীহার জল প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইয়া পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত, পাবমানী সূক্ত, শুদ্ধবতী সূক্ত, গায়ত্রী, বেদাদি চতুষ্টয় মন্ত্র ও

১ স্ত্রী দেবতা হইলে "ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেবি ত্বাং বলিতে হইবে।

"স্থরাস্বামভিবিচন্ত" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অষ্টকলস স্নান করাইবে। তৎপরে—ধৌতবস্ত্রদ্বারা প্রতিমার জল মুছাইয়া তামার টাটে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত নিম্নলিখিতরূপে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে, (অর্থাৎ যে ব্রতের যে প্রধান দেবতা তাঁহার ধ্যান করিবে)। যথা—

ওঁ বিষ্ণুং শারদকোটিচন্দ্রসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥

ধ্যানান্তে পুষ্প নিজমস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত গন্ধপুষ্পদ্বারা আধারশক্ত্যাদি পীঠ দেবতাগণের পূজা করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ"। এইরূপে কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, রত্নসিংহাসনায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়," (পূর্ব্বাদিদলে পীঠশক্তির পূজা) "বামায়ৈ" জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্রায়ৈ, কাল্যৈ ভদ্রকাল্যৈ বলবিকিরিণ্যৈ বলপ্রমাথিন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ" (চতুর্দ্দিকে) "বাস্থদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, শান্ত্যৈ সরস্বত্যৈ, শ্রিয়ৈ, রত্যৈ, কেশবায়, নারায়ণায়, মাধবায়, গোবিন্দায়, বিষ্ণবে, মধুসূদনায়, ত্রিবিক্রমায়, বামনায়, শ্রীধরায়, হৃষীকেশায়, পদ্মনাভায় দামোদরায়, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ, (পদ্মমধ্যে) ওঁ নমো ভগবতে বাস্থদেবায় সর্ব্বভূতাত্মযোগপীঠাত্মনে নমঃ॥

পুনরায় অঙ্গন্যাসাদি পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া লেলিহানমুদ্রায় দূর্ব্বাযুক্ত আতপতণ্ডুলদ্বারা প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, যথা—

আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ—বিষ্ণোঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীমিত্যাদি বিষ্ণোর্জ্জীব ইহ স্থিতঃ। আং হ্রীমিত্যাদি বিষ্ণোঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আং হ্রীমিত্যাদি বিষ্ণোর্ব্বাঙ্ মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ এইরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আসনাদি ষোড়শোপচার দ্রব্যদ্বারা পূজা করিতে হয়। প্রথমতঃ—(ওঁ) এতস্মৈ "ওঁ রজতাসনায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত অধিদেবতা ও সম্প্রদানের অর্চ্চনা করিবে, পরে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আসন নিবেদন করিবে; এই প্রণালীতে সকল উপচার দিতে হইবে।

ষোড়শোপচার দান প্রণালী

কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে

আসন—ওঁ চরাচরমিদং বিশ্বঃ যত্র পূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম।
তদন্তঃস্থস্ত্বমেবেশ আসনং কল্পয়াম্যহম্।

ইদং রজতাসনং "ওঁ নমো ভগবতে বাস্থদেবায় নমঃ" অথবা "ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিতে হইবে।

স্বাগতপ্রশ্ন— ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে ॥
ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ ॥
ওঁ শ্রীবিষ্ণো ইহ সুস্বাগতম্ ॥

পাদ্য— ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্ ॥
এতৎ পাদ্যং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"

এই মন্ত্রে দুইবার পাদ্যার্থ জল দিবে

অর্ঘ্য— ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতদ্দদাম্যহম্ ॥
ইদমর্ঘ্যং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"

আচমনীয়— ওঁ আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগস্ত্যস্বরূপিণা।
দেবায়াসুরনাশায় দদ্যাদাচমনীয়কম্ ॥
ইদমাচনীয়জলং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"।

মধুপর্ক— ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥
এষ মধুপর্কঃ—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

পুনরাচমনীয়—উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥
ইদং পুনরাচমনীয়ং জলং—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ॥

স্নানীয়— ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়াম্বুধিবিপ্লুতাম্।
লীলয়োজ্জহার ধরণীং স্নাপয়ামি তমম্ভসা ॥
ইদং স্নানীয়ং জলং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"

বস্ত্র— ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ।
আচ্ছাদকায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে ॥
ইদং বস্ত্রযুগ্মং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" ॥

আভরণ— ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত ॥
ইদমাভরণম্—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"।

গন্ধ— ওঁ যদঙ্গস্পর্শমরুতঃ সঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ।
সুগন্ধিরসসম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥
এষ গন্ধঃ—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ॥

পুষ্প— ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্ ॥
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥
ইদং—"সগন্ধপুষ্পং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" ॥

তুলসীপত্র— ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার সচন্দন তুলসীপত্র দিতে হইবে।

ধূপ— ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
এষ ধূপঃ—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"

দীপ— ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।
এষ দীপঃ—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"।

নৈবেদ্য— ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণম্।
নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্ ॥
ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" ॥

পানার্থ জল— ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি-পরিপূরিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
ইদং পানার্থজলং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"।

পুনরাচমনীয়—ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥
ইদং পুনরাচমনীয়কং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" ॥

এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার পুনরাচমনীয় দিতে হয়

তাম্বূল— ওঁ দোষত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বূলমিদমুত্তমম্ ॥
ইদং সোপকরণতাম্বূলং—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"।

তৎপরে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক লক্ষ্মীর ধ্যান করত স্বর্ণ-প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

অনন্তর, ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়া ত্বদর্চ্চনাৎ ॥

এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং নিত্যং মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥

অতঃপর আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে। আবরণ যথা—ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, এইরূপে প্রণবাদি যুক্ত মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে, দেবকৈ্য, নন্দায়, যশোদায়ৈ

রোহিণ্যৈ, বলরামায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, বনমালায়ৈ, বেণবে, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায়, আচক্রাদি দ্বাদশ-চক্রেভ্যঃ, গরুড়ায়, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ। এইরূপে আবরণ পূজা সমাপনান্তে বিষ্ণুকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলিদান করত অঙ্গন্যাস করন্যাস ও প্রাণায়াম পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন"। এই মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে।

তৎপরে যথাশক্তি স্তবাদি পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত স্থণ্ডিল আঁকিয়া হোম করিবে।

কুশণ্ডিকা—হোতা পূর্ব্বমুখ হইয়া কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক হস্ত প্রমাণ স্থণ্ডিল প্রস্তত করত অগ্নি স্থাপন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভূমিতে কতিপয় কুশ পাতিয়া তদুপরি বামহস্ত চিৎ করিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ জানু ভূমিতে সংলগ্ন ও বামজানু উত্থিত করিয়া উপবেশন করত রেখা করিবে।

রেখা-করণ প্রণালী

দ্বাদশাঙ্গুল, একবিংশত্যঙ্গুল, ও প্রাদেশ প্রমাণ এই কয়েকটী কুশচ্ছেদন পূর্ব্বক বালুকা বিছাইয়া হস্ত প্রমাণ চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবে। তৎপরে গোময় যুক্ত জলদ্বারা প্রোক্ষণ করত রেখা অঙ্কিত করিবে, যথা—

প্রথমতঃ স্থণ্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র ও পশ্চিমপ্রান্তে দুই অঙ্গুলীস্থান পরিত্যাগ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বাভিমুখী দ্বাদশাঙ্গুলী রেখা অঙ্কিত করিবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা। ১।

অতঃপর ঐ দ্বাদশাঙ্গুল রেখার গোড়া হইতে একবিংশত্যঙ্গুল পরিমিত উত্তরাভিমুখী রেখা নিম্নলিখিত মন্ত্রে অঙ্কিত করিবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা। ২।

পরে দ্বাদশাঙ্গুল রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল পরিমিত কুশখণ্ডদ্বারা মাপিয়া সপ্তাঙ্গুল ত্যাগ করিয়া একবিংশতি অঙ্গুল রেখার মধ্যদেশ হইতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বাভিমুখী প্রাদেশ পরিমিত রেখা অঙ্কিত করিবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা। ৩॥

তৎপরে এই রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল উত্তরে নিম্নস্থ একবিংশত্যঙ্গুল রেখা হইতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখী প্রাদেশ প্রমাণ রেখা অঙ্কিত করিবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা। ৪।

অনন্তর এই রেখা হইতে উত্তরে সপ্তাঙ্গুল বাদ দিয়া নিম্নরেখা হইতে নিম্নলিখিত পূর্ব্বাভিমুখী প্রাদেশ প্রমাণ রেখা পুনশ্চ অঙ্কিত করিবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা। ৫।

উৎকর ত্যাগ প্রণালী

অতঃপর দক্ষিণ-হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রেখাজনিত যে মৃত্তিকা উত্থিত হইয়াছে, উহা তুলিয়া লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঈশান কোণে প্রক্ষেপ করিবে।

মন্ত্র যথা—প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ ওঁ নিরস্তঃ পরাবসু ॥

অগ্নিস্থাপন নিয়ম

কাংস্য কিম্বা নবশরাবস্থিত সন্নিহিত প্রজ্বলিত কাষ্ঠ হইতে একগাছা জলৎ কাষ্ঠ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তুলিয়া লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে ক্ষেপন করিবেন, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ॥

পরে প্রজ্বলিত কাষ্ঠগুলি দক্ষিণহস্ত-দ্বারা উঠাইয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করাইয়া আত্মসম্মুখে তৃতীয় রেখোপরি (অর্থাৎ স্থণ্ডিলমধ্যভাবে) নিম্নলিখিত মন্ত্রে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ॥

ওঁ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। তৎপরে পূর্ব্বস্থাপিত বামহস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে, মন্ত্র যথা—ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

অনন্তর অগ্নির ধ্যান করিবে, যথা—

ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ। ধ্যানান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া নামকরণ করিবে, যথা—

"অগ্নে ত্বং বিশ্বরূপনামাসি" নিম্নলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবে, যথা—ওঁ বিশ্বরূপনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ। তৎপরে পূজা করিবে, যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিশ্বরূপনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যং ওঁ বিশ্বরূপনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ ॥

পূজান্তে ঘৃতযুক্ত একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে অর্পণ করিবে।

ব্রহ্মস্থাপন

হোতা কিঞ্চিদুত্থিত হইয়া স্থণ্ডিলের উত্তরদিক্ ও পূর্ব্বদিক্ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-দিকের অরত্নিমাত্র দূর প্রদেশে জলধারা প্রদান করত কতিপয় কুশাস্তরণ করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মা বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা আস্তৃতকুশ হইতে একগাছা কুশ লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে প্রক্ষেপ করিবেন, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋ র্ষিরগ্নির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে-বিনিয়োগঃ ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ। পরে দক্ষিণহস্তদ্বারা জলস্পর্শপূর্ব্বক বামপাদাঙ্গুষ্ঠোপরি দক্ষিণপাদাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করত নিম্নলিখিত মন্ত্র-পাঠান্তে কুশাসনোপরি উপবেশন করিবেন, মন্ত্র যথা—প্রজাপতিঋ র্ষিরগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ।

অনন্তর হোতা ব্রহ্মার হস্তে অমন্ত্রক কতিপয় কুশ অর্পণ করত জলাভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বপথাবলম্বনে আগমন করত স্বীয় আসনে উপবেশন করিবেন।

অতঃপর ব্রহ্মা যজ্ঞসাধকাতিরিক্ত অসংস্কৃত্যবাক্য-প্রয়োগ-জনিত দোষ নাশের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঋষিচ্ছন্দ ও মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—প্রজাপতিঋ র্ষির্গায়ত্রীর্চ্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা অযজ্ঞীয়বাগ্বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুলে।

ব্রহ্মকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, হোতা কুশময় ব্রহ্ম স্থাপন পূর্ব্বক নিজেই এই সকল মন্ত্রাদি পাঠ করিবেন।

চরুপাক প্রণালী

স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে কুশাস্তরণ পূর্ব্বক হোতা চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব, মেক্ষণ, সমিধ্ আজ্যস্থালী, গব্যঘৃত, তণ্ডুল, ধুচনী, উদূখল, মূষল, বৈণবশূর্প প্রভৃতি দ্রব্য সকল সংস্থাপন করিয়া শূর্পস্থ তণ্ডুলমুষ্টি লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক এক মুষ্টি তণ্ডুল উদূখলে গ্রহণ করিবেন, মন্ত্র যথা—ওঁ বিষ্ণবে ত্বাং যুষ্টং নির্ব্বপামি, (এই প্রণালীতে) ওঁ অগ্নয়ে ত্বা যুষ্টং নির্ব্বপামি. বায়বে, সূর্য্যায়, বিষ্ণবে, অগ্নয়ে, বায়বে, অগ্নয়ে, বরুণায় ভূরগ্নয়ে, সূর্য্যায় প্রজাপতয়ে, অন্তরীক্ষায়, দিবে, পৃথিব্যৈ, ব্রহ্মণে, মহারাজায়, সোমায়, ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋ র্তায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়, আদিত্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ।

এই প্রকারে মুষ্টি গ্রহণ করিয়া অমন্ত্রক দুই মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক উদূখলে স্থাপন করত তিনবার অবঘাত করিবে, পরে, শূর্পদ্বারা তিনবার ঝাড়িয়া ধূচনীতে লইয়া প্রক্ষালন করিবে; তৎপরে চরুস্থালীতে উত্তরাগ্র পবিত্র ও দুগ্ধ দিয়া প্রক্ষালিত তণ্ডুল নিক্ষেপ পূর্ব্বক মেক্ষণদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অবঘট্টন ও জলৎকাষ্ঠ দ্বারা স্থালীমধ্য অবলোকন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ এবং চরুমধ্যে ঘৃতধারা দান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা চরুপাক করিবে, মন্ত্র যথা—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥

এইরূপে পাক সুসম্পন্ন হইলে উত্তরদিকে কুশোপরি স্থালী নামাইয়া জলৎকাষ্ঠদ্বারা পুনরায় স্থালীমধ্য দর্শন করত ঘৃত প্রক্ষেপ করিবে।

ভূমিজপ-ক্রম

দক্ষিণজানু ভূমিতে স্থাপন ও বাম জানু উত্তোলন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া অধোমুখ দক্ষিণহস্তোপরি বামহস্ত স্থাপন ও ভূমি স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—পরমেষ্ঠি ঋষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ—ওঁ ইদং ভূমে র্ভজামহ, ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং। পরা সপত্নান্ বাধয়, স্বান্বেষাং বিন্দতে ধনম্। (রাত্রিতে কার্য্য করিতে হইলে ধনং শব্দ স্থলে বসু শব্দ প্রয়োগ করিবে)

স্থণ্ডিলের চতুর্দ্দিকের তৃণাদিপরিষ্করণ-নিয়ম

হোতা দক্ষিণহস্ত দ্বারা কতিপয় কুশ লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তৃণাদি দূরকরত স্থান শোধন করিবেন, মন্ত্র যথা—

কুৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা পৃষ্ঠ্যস্থ যড়হস্থ যষ্ঠেঽহন্যাগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে, রথমিব সন্মহেমা মনীষয়া॥ ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ (১)॥ কুৎস ঋষি ইত্যাদি। ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে, চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ম্॥ জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ (২)॥ কুৎস ঋষি ইত্যাদি, ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্। ত্বমাদিত্যা নাবহ তান্ হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ (৩)॥ এই মন্ত্রত্রয় পাঠান্তে হস্তস্থিত কুশগুলি ঈশানকোণে প্রক্ষেপ করিবে। পরে স্থণ্ডিলের চতুর্দ্দিকে অগ্রদ্বারা মূলাচ্ছাদিত ছত্রিশগাছা কুশদ্বারা আস্তরণ করিয়া দশদিকে স্বস্তিক (আতপতণ্ডুল) নিক্ষেপ করিতে হইবে। তৎপরে অরত্নিপ্রমাণ যজ্ঞকাষ্ঠসম্ভূত বিংশতি কাষ্ঠিকারূপ সমিধ্ ঘৃতাভিঘারিত (ঘৃতদ্বারা সিক্ত) করিয়া প্রজাপতি দেবকে মনে মনে চিন্তা করত অমন্ত্রক এককালীন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

আজ্যসংস্কার প্রণালী

প্রথমতঃ দুগাছা কুশাগ্র একত্রিত করিয়া বন্ধন করত—প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ—ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্রে অগ্রদেশের প্রাদেশমাত্র রাখিয়া ছেদন করিতে হইবে।

পরে ঐ পবিত্র বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা ধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তে গৃহীত জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে, মন্ত্র যথা—প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ, "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ"।

তৎপরে ঐ পবিত্রগাছি আজ্যস্থালীযোগ্য তাম্রাদি পাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ঐ পাত্রে গব্যঘৃত হোমার্থ সংস্থাপন করিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত পবিত্রটীর মূলে বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা এবং অগ্রদেশ দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক অধোমুখ বামহস্তোপরি দক্ষিণহস্ত অধোমুখে স্থাপন

করত পবিত্রমধ্যভাগ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘৃত উত্তোলন পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিবে, মন্ত্র যথা—প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎ-পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ॥ স্বাহা। অতঃপর পূর্ব্বের প্রণালীতে ঘৃতোত্তোলন পূর্ব্বক দুইবার স্বমন্ত্রক হোম করিবে। তৎপশ্চাৎ পূর্ব্বের মত পবিত্রটী বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে গৃহীত জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে আজ্যস্থলীর তলদেশ জলদ্বারা মার্জ্জন করত অগ্নিস্পর্শ করাইয়া স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে ভূমিতে অবতারণ করিবে, এইরূপ তিনবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তৎপরে চরুস্থলীর পশ্চিমে কুশোপরি আজ্যস্থালী স্থাপন করিবে।

উদকাঞ্জলিসেক

দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিত ও বামজানু উন্নত রাখিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলের দক্ষিণভাগে নৈঋর্ত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবে। পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। "ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব।" এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলের পশ্চিমে নৈঋর্ত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবে। পুনশ্চ জলাঞ্জলি লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত জলসেক করিবে। পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া "প্রজাপতির্ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং, প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু, বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ সদতু॥" এই মন্ত্রে জলদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে।

বিরূপাক্ষজপ

হোতা ফলপুষ্পযুক্ত কতিপয় কুশের মধ্যভাগে উপরে দক্ষিণহস্ত নিম্নে বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া বিরূপাক্ষজপ করিবেন। প্রথমতঃ দক্ষিণজানু উত্তোলন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, মন্ত্র যথা—"পরমেষ্ঠী ঋষী রুদ্ররূপোঽগ্নির্দ্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ, ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে তানি মামবন্তু॥ পরমেষ্ঠি ঋষী রুদ্ররূপোঽগ্নির্দ্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যা পর্ণে, গৃহান্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং, তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি, তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমনী অনিমিষৎ তৎ সত্যং যত্তে দ্বাদশ পুত্রাস্তে ত্বা সম্বৎসরে সম্বৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্যমুপয়ন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যাহং মনুষ্যেষু, ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপ ধাবত্যুপ ধাবামি। জপন্তং মা মা প্রতিজাপীর্জ্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ,

কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীস্ত্বাং প্রপদ্যে ; ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং তন্মে উপপদ্যতাং সমূদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽনুজানাতু, তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে শ্বাত্রায় প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ ॥" এই মন্ত্র পাঠান্তে গৃহীত কুশ ঈশানকোণে প্রক্ষেপ করিবে এবং ফলপুষ্প ব্রহ্মাকে অর্পণ করিবে। (এই পর্য্যন্তকে সাধারণ কুশণ্ডিকা বলে)।

প্রকৃতকর্ম্ম

হোতা কৃতাঞ্জলি হইয়া "অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি" এইরূপ নামকরণ পূর্ব্বক "ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রু" ইত্যাদিরূপে ধ্যান, আবাহন ও পূজা করিয়া ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া চরুহোম করিবে। যথা—সর্ব্বত্র স্রবদ্বারা মেক্ষণ মধ্যে এবং চরুমধ্যে ঘৃত দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরু লইয়া ঐ চরুর উপর ঘৃত দিয়া পুনর্ব্বার চরুপাত্রমধ্যে ঘৃত প্রক্ষেপ করিতে হইবে। (প্রথমতঃ মেক্ষণ বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তস্থিত স্রুব দ্বারা ঘৃত লইয়া প্রক্ষেপ করিবে। পরে মেক্ষণে চরু গ্রহণ করিয়া মেক্ষণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধারণ করত হোম করিবে)।

চরুহোমমন্ত্র যথা—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ স্বাহা। পূর্ব্ববৎ চরু লইয়া—ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ স্বাহা। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং ॥ স্বাহা। ১। ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ স্বাহা। ২। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ স্বাহা। ৩। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ স্বাহা। ৪। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণনো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ স্বাহা। ৫। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা। ৬। ওঁ ভূরগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা। ওঁ দ্যৌঃ স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণ স্বাহা। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা। ওঁ মহারাজায় স্বাহা। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিতং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মণঞ্চ বৃহস্পতিং ॥ স্বাহা। ৭।

দিক্‌পালহোম

মন্ত্র যথা—ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং, হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্, হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রমিদং হবির্ম্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ ॥ স্বাহা। ১। ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ স্বাহা। ২। ওঁ নাকে সুপর্ণ মুপ যৎ পতন্তং, হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং, যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুং ॥

স্বাহা। ৩। ওঁ বেথা হি নির্ঋতীনাং, বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব॥ স্বাহা। ৪। ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিকভিতে অজরে ভূরি রেতসা॥ স্বাহা। ৫। ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ স্বাহা। ৬। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং॥ স্বাহা। ৭। ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুমোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্রতস্থুষঃ॥ স্বাহা। ৮। ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাৎ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিব॥ স্বাহা। ৯। ওঁ চর্ষণীধৃতং মঘবানমুকথ্যমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্ত্যং জরমানং দিবে দিবে॥ স্বাহা। ১০।

নবগ্রহহোম

ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ স্বাহা। ১। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সংগথে॥ স্বাহা। ২। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি॥ স্বাহা। ৩। ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আ দাশুষে জাতবেদো বহাত্বমদ্যা দেবাং উষর্বুধঃ॥ স্বাহা। ৪। ওঁ বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাং অপ বাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং॥ স্বাহা। ৫। ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যৎ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পুষন্নিহ রাতিরস্তু॥ স্বাহা। ৬। ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ স্বাহা। ৭। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ স্বাহা। ৮। ওঁ কেতুং কৃন্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ॥ স্বাহা। ৯।

এই সকল মন্ত্র দ্বারা চরুহোম শেষ করিয়া অবশিষ্ট চরুদ্বারা প্রাচ্যাদি দশদিকে পায়সবলি দিতে হইবে মন্ত্র যথা—এষ পায়সবলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ। (এইরূপে) ওঁ আগ্নেয়্যৈ, অবাচ্যৈ, নৈঋৈত্যৈ, প্রতীচ্যৈ, বায়ব্যৈ, উদীচ্যৈ, ঐশান্যৈ, ঊর্দ্ধায়ৈ, ওঁ অধোদিশে নমঃ॥

তৎপরে অষ্টোত্তরশত, অষ্টাবিংশতি অথবা অষ্টসংখ্যক যথাশক্তি পলাশ বা যজ্ঞডুমুর সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে, সঙ্কল্পবাক্য যথা— বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যা সঙ্কল্পিতইষ্টদ্রব্যনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহেতিমন্ত্রকরণকাষ্টোত্তরশতসংখ্যকসাজ্যোডুম্বরসমিদ্ভির্হোমমহং করিষ্যামি। এই সঙ্কল্পকরণানন্তর হোম করিবে।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত চরুহোমমন্ত্রদ্বারা এবং পুরুষসূক্তীয় মন্ত্রদ্বারা আজ্যহোম করিতে হইবে। পুরুষসূক্তীয় মন্ত্র যথা—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। ১। ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি ॥ ২। ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ৩। ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪। ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫। ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬। ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭। ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ যজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৮। ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯। ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমূরূ পাদা উচ্যেতে। । ১০। ওঁ ব্রহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ১১। ওঁ চন্দ্রমা মনসোজতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২। ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথালোকাঁঅকল্পয়ন্ ॥ ১৩। ওঁ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ। ১৪। ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবাযদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুন্ ॥ ১৫। ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥ ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণ সমবর্ত্ততাগ্রে। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজাতমগ্রে ॥ ১৭। ওঁ বেদহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥ ১৮ ॥ ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজয়তে। তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধারাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥ ১৯। ওঁ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ। পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ২০। ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্ত দেবা অগ্রে তদব্রুবন্। যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাত্তস্য দেবা আসন্‌বশে ॥ ২১। ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্ ॥ ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ ॥

এই পুরুষসূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রান্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া হোম করিবে। অতঃপর তিলমিশ্রিত ঘৃতদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূয়বসিনী মনবে দশস্যা। ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণবেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো

ময়ৈঃ॥ স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মানুযায়িভ্যঃ স্বাহা। ওঁ বিষ্ণ্বনুযায়িভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ঈশানানুযায়িভ্যঃ স্বাহা॥ পরে নবগ্রহমন্ত্র এবং দিক্‌পাল মন্ত্রদ্বারা আজ্য হোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। যথা—ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সমুদ্রেভ্য স্বাহা॥

মহাব্যাহৃতিহোম

ঘৃতাক্ত একটি সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আজ্যহোম করিবে, যথা—প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

উত্তরকুশণ্ডিকা

হোতা প্রথমতঃ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তিল-কুশ-যুক্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র লইয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে সঙ্কল্প করিবেন, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ ইয়দ্বর্ষ-নিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি।' এইরূপ সঙ্কল্প করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি, "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি প্রকারে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া অমন্ত্রক একটি সমিধ্ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করত পূর্ব্বলিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোমকরণান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রয়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ পুনশ্চ সমিধ্ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া স্ব স্ব মন্ত্রে নবগ্রহহোম ও নিম্নলিখিত নিয়মে দিকপালহোম করিবে যথা—ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা (এই প্রকারে) অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋর্তায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়। পরে নিম্নলিখিত নিয়মে প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবে, যথা—ওঁ নারায়ণায় স্বাহা (এই ক্রমে) লক্ষ্ম্যৈ, স্বরস্বত্যৈ, দুর্গায়ৈ, গঙ্গায়ৈ, শীতলায়ৈ, কাল্যৈ, প্রত্যক্ষদেবতাভ্যঃ। তৎপরে জানুদ্বয় তুলিয়া উপবেশন পূর্ব্বক জলাঞ্জলি লইয়া—"প্রজাপতিঋর্ষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসূব যজ্ঞং প্রসূব যজ্ঞপতিং ভগায়, দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্ন পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ সদতু॥" এই মন্ত্রে জলদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে। পুনশ্চ জলাঞ্জলি লইয়া—"প্রজাপতিঋর্ষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে

অন্বমংস্থা” এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলের দক্ষিণে নৈর্ঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবে। পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া—“প্রজাপতিঋর্ষিরনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অন্বমংস্থাঃ” এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলের পশ্চিমে নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবে। পুনরপি জলাঞ্জলি লইয়া—“প্রজাপতিঋর্ষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থাঃ” এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবে।

দর্ভজুটিকা হোম

প্রদেশ প্রমাণ কতিপয় আস্তরণ কুশ লইয়া উপর্য্যধঃ দক্ষিণবামহস্তমুষ্টিদ্বারা ধরিয়া —“প্রজাপতিঋর্ষির্ব্বয়ো দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহাণা ব্যন্তু বয়ঃ” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ পূর্ব্বক কুশের অগ্র, মধ্য ও মূল ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিবে॥ পরে বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা জলাভ্যুক্ষণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রোদেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু হুতং তব॥ স্বাহা।

পূর্ণাহুতি

কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে “ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।” এইরূপে অগ্নির নামকরণ পূর্ব্বক আবাহন ও পূজা করিয়া ফল-তাম্বুলযুক্ত প্রচুর ঘৃত লইয়া যজমানের সহিত দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আহুতি দিবে। মন্ত্র যথা—প্রজাপতিঋর্ষির্ব্বিরাড্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি। বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে॥ স্বাহা।

তৎপরে যজমান ব্রহ্ম দক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবেন, যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” এইরূপে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” বিষ্ণুকে পূজা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করত হস্তদ্বারা ধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে যথা—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবত-মর্চ্চিতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদে। পরে হোতা “ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব” এই মন্ত্রে জলদ্বারা ব্রহ্মাকে (কুশময় ব্রহ্মা করিয়া থাকিলে তাহাকে খুলিয়া) বিসর্জ্জন করিবে। “ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।” এই মন্ত্রে জলদ্বারা অগ্নি বিসর্জ্জন করিয়া “ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব” মন্ত্রে স্থণ্ডিলের ঈশানকোণে দুগ্ধ বা দধি নিক্ষেপ করিবে॥ তৎপরে স্রুব দ্বারা ভস্ম আনিয়া হুতশেষ ঘৃত মিশাইয়া যজমানের ললাটাদি দেশে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলক দিবে, যথা—“ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং” ইতি

হৃদয়ে। "ওঁ তত্তেহস্ত ত্র্যায়ুষং" ইতি বাহুমূলদ্বয়ে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে শান্তিকুম্ভস্থ জলদ্বারা শান্তি করিবে, যথা—কয়ানশ্চিত্র ইতি ঋকৃত্রয়স্য বামদেবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ১। ওঁ কস্তা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ২। ওঁ অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে॥ ৩। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ॥ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

(ওঁ সুরাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা শান্তি করাও দেশ বিশেষে প্রথা আছে) তৎপরে ব্রতী দ্বাদশভোজ্য অথবা ব্রতবর্ষ সংখ্যানুযায়ী ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া ডল্লক চতুষ্টয় উৎসর্গ করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সবস্ত্রোপকরণডল্লকায় নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" এইমন্ত্রে বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যদ্বারা বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে, যথা—অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিতইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইমং সবস্ত্রোপকরণ-ডল্লকং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে॥ এই বাক্যদ্বারা উৎসর্গ করিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

নমো, দেবস্বরূপী ভগবান্ দেবার্থে হি ব্রতং যতঃ।
তস্মাত্ত্বয়ি প্রসন্নে তু ব্রতং সম্পূর্ণতাং নয়॥

অতঃপর বিষ্ণুর উদ্দেশে দক্ষিণা করিয়া—"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রণাম করিবে। পরে পূর্ব্বোক্তনিয়মে লক্ষ্মীকে ডল্লক দান করিয়া দক্ষিণা করিবে, পরে প্রণাম করিবে। তৎপরে গুরুকে এইরূপে ডল্লকদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

নমো, ধর্ম্মরূপ মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক।
লোকানামুপকারার্থমুপদিষ্টং ব্রতং ত্বয়া॥
সেতুস্ত্বং ধর্ম্মরূপেণ নির্ম্মিতো ভবসাগরে।
ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন তীর্ণাহহং ভবসাগরম্॥

অনন্তর "অখণ্ডমণ্ডলাকারং" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে পূর্ব্বনিয়মে স্বামীকে ডল্লকদান করিয়া প্রার্থনা মন্ত্রপাঠ করিবে যথা—

নমঃ, অকালে যৎ ব্রতং তীর্ণং যত্তু মন্ত্রবিবর্জিতম্।
ধূপগন্ধাদিবিহীনং তৎসর্ব্বং পূর্ণতাং নয়॥

অতঃপর স্বামীকে প্রণাম করিবে। পরে যথাক্রমে বরণদক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া প্রতিষ্ঠার দক্ষিণা করিবে, যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী যথোক্তফল-

লাভকামনয়া (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া বা) কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (তন্মূল্যং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণহস্তে জল লইয়া—কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষ-নিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" এই বলিয়া হস্তস্থিত জল ফেলিয়া পুনরায় জল লইয়া নিম্নলিখিত বাক্য করত বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। এইবাক্য করিয়া যজমান দশবার বিষ্ণুনাম জপ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

নমঃ, অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতি॥
প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

ময়া যদেতৎ কর্ম্ম কৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীভগবন্নারায়ণ-চরণে সমর্পিতমস্তু, "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে। তদনন্তর, ব্রতী ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ পুষ্পদ্বারা যজমানকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। পরে যজমান ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইয়া কার্য্য শেষ করিবেন। ইতি—

যজুর্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বদিনে ব্রতী উপবাস করিয়া থাকিবে। প্রতিষ্ঠাদিবস প্রাতঃ স্নানাদি নিত্যকর্ত্তব্য শেষ করিয়া করণীয়ব্রতপূজান্তে ভোজ্য উৎসর্গ করত ব্রতকথা শ্রবণপূর্ব্বক দক্ষিণা করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতাদিখণ্ডায়) নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত "শ্রীবিষ্ণু পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু" বলিয়া প্রোক্ষণপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী (দাসী বা) ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রত-সম্পূর্ণফললাভকামনয়া কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতমুকব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতাদিখণ্ডং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। এইরূপে দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অতঃপর যথাশক্তি দানাদি উৎসর্গ করিয়া গুরুকে বরণ দিয়া ও প্রণাম করত তদনু-মতি ক্রমে প্রতিষ্ঠামণ্ডপে যাইয়া শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দুইবার আচমনান্তে কৃতাঞ্জলি-পুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, মন্ত্র যথা—

নমো, দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হূং ফট্ চ তে নমঃ॥
নমঃ, অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥
নমঃ, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে নমো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর পুণ্যাহাদি বাচন করিবে। যথা—ব্রতী "নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি, পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার বলিলে, পরে ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্"। "নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি"। পুনরায় ব্রতী "নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মনি ঋদ্ধিং ভবন্তোব্রুবন্তু" ইহা তিনবার উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ ঋদ্ধ্যতাং, ওঁ ঋদ্ধ্যতাং, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্। অতঃপর ব্রতী ব্রাহ্মণগণ সহকারে দক্ষিণহস্তে আতপতণ্ডুল লইয়া নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে। বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, স্বস্তি॥

ব্রাহ্মণদ্বারা এই মন্ত্র পাঠ করাইয়া "নমো নমঃ" বলিয়া তণ্ডুল তাম্রাদি পাত্রে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—নমঃ, সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥ নমস্তৎ সদয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে নমো গণেশায় নমঃ" এই নিয়মে "শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যঃ, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ, মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, নারায়ণায়, শ্রীনাথগুরবে, নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ, (এইস্থানে যে ব্রতের যে প্রধান দেবতা তাঁহাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হইবে) পরে নিম্নলিখিতমন্ত্রে প্রণাম করিবে যথা—

নমো, দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥

অতঃপর তিল হরীতকী কুশ পুষ্পযুক্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র (কোশা) লইয়া উত্তরাস্য হইয়া নিম্নলিখিতবাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী (দাসী বা) যথোক্তফল লাভকামা (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামা বা) ইয়দ্দ্রব্যনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঈশানকোণে জল ঢালিয়া দিয়া কোশা মাটিতে উপর করিয়া রাখিয়া পুরোহিতদ্বারা নিম্নলিখিত সূক্ত পাঠ করাইবে, যথা—"যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবেতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু"॥ পরে ব্রতী আতপতণ্ডুল লইয়া "অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধয় সন্তু বলিয়া কোশার উপর তণ্ডুলগুলি নিক্ষেপ করত কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে।

নমঃ, সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধ্যন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
শত্রূণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণামুদয়ায় চ॥

অনন্তর, ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধারক, সদস্যপ্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিবে। যথা—ব্রতী করজোড়ে ব্রাহ্মণগণকে অবলোকন করিয়া বলিবেন—"নমঃ সাধু ভবানাস্তাম্"॥ ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে"। ব্রতী "নমোঽর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্", ব্রাহ্মণ বলিলেন ওঁ অর্চ্চয় পরে ব্রতী গন্ধপুষ্প, যজ্ঞসূত্র, রজতাঙ্গুরীয় ও বস্ত্রাদি হাতে লইয়া "এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞসূত্ররজতাঙ্গুরীয়কবাসাংসি নমো ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে অর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণ "স্বস্তি" বলিয়া যুগ্মহস্তে গ্রহণ করিলে পর ব্রতী দক্ষিণহস্তে দুর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল লইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণ জানু (হাঁটু) স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য বলিবেন, যথা—"বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী (দাসী বা) মৎসঙ্কল্পিত ইয়দ্দ্রব্যনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি"। ব্রতী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবেন, "নমো যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু"। ব্রাহ্মণ "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। অতঃপর হোতৃবরণ করিবে। যথা—ব্রতী হোতাকে অবলোকন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবেন—"নমঃ সাধু ভবানাস্তাং"। হোতা বলিবেন "ওঁ সাধ্বহমাসে।" ব্রতী বলিবেন "নমোঽর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্"। হোতা বলিবেন "ওঁ অর্চ্চয়"। পরে ব্রতী গন্ধপুষ্প যজ্ঞসূত্ররজতাঙ্গুরীয়বস্ত্রাদি লইয়া "এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞসূত্ররজতাঙ্গুরীয়কবাসাংসি নমো ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া হোতার হস্তে অর্পণ করিবেন। হোতা "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া যুগ্মহস্তে গ্রহণ করিলে পর ব্রতী দক্ষিণহস্তে দূর্ব্বা ও তণ্ডুল লইয়া হোতার দক্ষিণ জানু (হাঁটু) স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য করিবেন। যথা—"বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী

(দাসী বা) মৎসঙ্কল্পিত ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি হোতৃকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। হোতা বলিলেন "ওঁ বৃতোঽস্মি"। ব্রতী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবেন—"নমো যথাবিহিতং হোতৃকর্ম্ম কুরু"। হোতা বলিবেন—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।" এইরূপে তন্ত্রধারক ও সদস্যকে বরণ করিতে হইবে। তত্তৎস্থলে "তন্ত্রধারকর্ম্মকরণায়, ও সদস্যকর্ম্মকরণায়, যথাবিহিতং তন্ত্রধারককর্ম্ম কুরু ও যথাবিহিতং সদস্যকর্ম্ম কুরু" এই মাত্র বিশেষ। তৎপরে ব্রতী "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" এই মন্ত্রে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া বৃত ব্রাহ্মণগণকে বলিবেন "আপনারা আমার কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।" অনন্তর, হোতা বরণবস্ত্রপরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠাসূক্ত পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ তদস্ত মিত্রাবরুণা তদগ্নে শং যোরস্মভ্যামিদমস্তু শস্তম্॥ অশীমহি গাধমূত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায়॥ ওঁ গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাসূক্তং তৎ প্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যম্। তস্মাদধ্যভিদূরৈঃ পশূনালভতে গৃহা মে বৈ নানাজিঘাওঁ সতি গৃহা হি পশূনাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা॥" তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিবেন। যথা—গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, "ওঁ গন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গোময়, "ওঁ আপ্যায়স্বেতি" মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ, "ওঁ দধিক্রাবে্ণ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দধি, "ওঁ তেজোঽসী" তি মন্ত্র দ্বারা ঘৃত, "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা কুশোদক শোধন করিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে একত্রীকরণ করিবেন। অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা বেদি শোধন করিবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্।
যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা॥

পরে স্বর্ণশলাকাদ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (অশক্তপক্ষে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি স্বর্ণ রজত প্রতিমা অথবা নারায়ণচক্র সংস্থাপন করিবেন। তৎপরে শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবেন, মন্ত্র যথা "ওঁ আজিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্তিন্দবঃ। পুনর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্ম্মাবিশতাদ্রয়িঃ"॥ এই মন্ত্রে স্থাপন করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিবেন, মন্ত্র যথা—ভূমি স্পর্শ করিয়া "ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃওঁহ, পৃথিবীং মা হিওঁসীঃ"॥

ধান্যস্পর্শ করিয়া—"ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥

ঘটস্পর্শ করিয়া—ওঁ আজিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ ॥

জল স্পর্শ করিয়া—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ"।

পল্লব স্পর্শ করিয়া—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃশত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥

ফল স্পর্শ করিয়া—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বগুঁ হসঃ ॥

বস্ত্রস্পর্শ করিয়া—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥"

সিন্দুর স্পর্শ করিয়া—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।"

পুষ্প স্পর্শ করিয়া—"ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম ইষাণ সর্ব্বালোকম ইষাণঃ ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহণঃ ॥ ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরোভব। ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ ॥

অতঃপর, "ফট্" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তণ্ডুল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥

পরে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি করত প্রথমঘটে—গণেশ, দ্বিতীয়ঘটে—বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, তৃতীয়ঘটে—শিব, দুর্গা ও বাস্তুদেব, চতুর্থঘটে—সূর্য্য ও অগ্নি, পঞ্চমঘটে—আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারগণের আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। তৎপরে তিলকল্কাদিদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্বর্ণ ও রজত প্রতিমার উদ্বর্ত্তন করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং[১] যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।
উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াং শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥

অনন্তর পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, নারিকেলোদক ও নীহারোদক প্রভৃতিদ্বারা স্নান করাইয়া পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত, শুদ্ধবতীসূক্ত, গায়ত্রী, বেদাদিমন্ত্র চতুষ্টয় ও ও"সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অষ্টকলসে স্নান করাইবে। তৎপরে ধৌতবস্ত্রদ্বারা

১। স্ত্রীদেবতাস্থলে "দেবি ত্বাং" এইরূপ পাঠ করিবে।

প্রতিমার জল মুছাইয়া তাম্র টাটে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত নিম্নলিখিতরূপে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। (অর্থাৎ যে ব্রতের যে প্রধান দেবতা তাহার ধ্যান করিতে হইবে)।

ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদাং
মম্ভোজং দধত সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণম্,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥

ধ্যানান্তে নিজ মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত গন্ধপুষ্পদ্বারা আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাগণের পূজা করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" এইরূপে কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, রত্নসিংহাসনায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় (পূর্ব্বাদিদলে পীঠশক্তির পূজা করিবে, যথা) বামায়ৈ, জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্রায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, বলবিকিরণ্যৈ, বলপ্রমাথিন্যৈ, সর্ব্বভূতদমিন্যৈ, (চতুর্দ্দিকে) বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, শান্ত্যৈ, সরস্বত্যৈ, শ্রিয়ৈ, রত্যৈ, কেশবায়, নারায়ণায়, মাধবায়, গোবিন্দায়, বিষ্ণবে, মধুসূদনায়, ত্রিবিক্রমায়, বামনায়, শ্রীধরায়, হৃষীকেশায়, পদ্মনাভায়, দামোদরায়, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ, (পদ্মমধ্যে) ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাত্মযোগপীঠাত্মনে নমঃ॥ পুনরায় অঙ্গন্যাসাদি পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া লেলিহান মুদ্রায় দূর্ব্বাযুক্ত আতপতণ্ডুলদ্বারা রজতপ্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, যথা—১

আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ অস্য বিষ্ণোঃ—প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীমিত্যাদি অস্য বিষ্ণোর্জ্জীব ইহ স্থিতঃ। আং হ্রীমিত্যাদি অস্য বিষ্ণোঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আং হ্রীমিত্যাদি অস্য বিষ্ণোর্ব্বাঙ্‌মনশ্চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।" পরে "ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং।২ যজ্ঞগুঁ সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোঁ প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপে স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, বিশেষ এই যে লক্ষ্ম্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণা ইত্যাদি। পরে নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে, যথা "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রজতাসনায় নমঃ" বলিয়া আসন অর্চ্চনা করত প্রার্থনা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। এই প্রণালীতে সকল উপচার দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া নিবেদন করিবে।

১। অসক্ত পক্ষে শালগ্রামের উপরে পূজাদি করিলে তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিতে হয় না।
২। কাণ্ব শাখীয়গণ "তনোতু। অরিষ্টং" এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিবেন।

ষোড়শোপচার মন্ত্র

আসন—ওঁ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তদন্তস্থঃস্বমেবেশ আসনং কল্পয়াম্যহম্॥

ইদং রজতাসনং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।" এই মন্ত্রে সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিবে। "(শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রেও কেহ কেহ পূজা করিয়া থাকেন।"

স্বাগতপ্রশ্ন— ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে॥
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে॥
কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ॥
"ওঁ শ্রীবিষ্ণো ইহ স্বাগতং সুস্বাগতম্।"

পাদ্য— ঔ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্॥
"এতৎ পাদ্যং" পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে দুইবার দিবে।

অর্ঘ্য— ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতং দদাম্যহম্॥ "এষোঽর্ঘ্যঃ" ইত্যাদি।

আচমনীয়— ওঁ আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ. যেনাগস্ত্যস্বরূপিণা।
দেবায়াসুরনাশায় দদাম্যাচমনীয়কম্॥ "ইদমাচমনীয়ং" ইত্যাদি।

মধুপর্ক — ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ "এষ মধুপর্ক" ইত্যাদি।

পুনরাচমনীয়—ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধি মাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥ "ইদম্ পুনরাচমনীয়ম্"

স্নানীয়— ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়াম্বুধিবিপ্লুতাম্।
লীলয়োজ্জহার ধরণীং স্নাপয়ামি তমম্ভসা॥ "ইদং স্নানীয়ং জলং"

বস্ত্র— ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ।
আচ্ছাদকায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে॥ "ইদং বস্ত্রযুগ্মম্"...

আভরণ— ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত। "ইদমাভরণং" ইত্যাদি।

গন্ধ— ওঁ যদঙ্গসংস্পর্শমরুৎ-সঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ।
সুগন্ধিরসসম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্॥ "এষ গন্ধ..."

পুষ্প— ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥ "ইদং সগন্ধপুষ্পম্"

তুলসীপত্র— "এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" এই মন্ত্রে তিনবার তুলসীপত্র দিবে।

ধূপ— ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ "এষ ধূপঃ" ইত্যাদি।

দীপ— ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দ্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ "এষ দীপঃ" ইত্যাদি।

নৈবেদ্য— ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণম্।
নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্ ॥
"ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং" ইত্যাদি।

পানার্থজল— ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধিপরিপূরিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
"ইদং পানার্থজলং" পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে দিবে।

পুনরাচমনায়—ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥
"ইদং পুনরাচমনীয়ং জলং" পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে তিনবার দিবে।

তাম্বূল— ওঁ দোষত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বূলমিদমুত্তমম্ ॥
"ইদং সোপকরণতাম্বূলং" ইত্যাদি।

এইরূপে পূজা শেষ করিয়া "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে, করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক লক্ষ্মীর ধ্যান করত স্বর্ণপ্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ ॥

"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিম্নস্থ মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং নিত্যং মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে।

অনন্তর, ওঁ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা দশোপচারে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা প্রত্যেকের পূজা করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বসুদেবায় নমঃ, এই প্রণালীতে—দেবক্যৈ, নন্দায়, যশোদায়ৈ, রোহিণ্যৈ বলরামায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, বনমালায়ৈ, বেণবে, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, আচক্রাদি-দ্বাদশচক্রেভ্য, গরুড়ায়, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ। এইরূপে আবরণ

পূজা করিয়া বিষ্ণুকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়ামত্রয় করিয়া অষ্টোত্তরশতবার মূলমন্ত্র জপ করত "ওঁ" গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রাসাজ্জনার্দ্দন॥" বলিয়া জলপুষ্পদ্বারা জপবিসর্জন করিবে। তৎপরে যথাশক্তি স্তব কবচাদি পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্থণ্ডিল আঁকিয়া হোম করিবেন।[১]

হোম

প্রথমে হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল কুশদ্বারা তিনবার মার্জ্জনা করিয়া গোময়দ্বারা লেপন করিবেন। পরে কুশদ্বারা পূর্ব্বমুখে প্রাদেশপ্রমাণ তিনটী রেখা করিবেন। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা রেখামৃত্তিকা তিনবার উত্তোলন করিবেন। অনন্তর কাংস্য-পাত্রস্থিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নিম্নস্থ মন্ত্রে জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে একখানি কাষ্ঠ দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্থণ্ডিলের উপর অগ্নিস্থাপন করিবেন, মন্ত্র যথা-- ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" ॥ পরে নিম্নমন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। ধ্যান যথা—

"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

পরে আস্তৃত কুশে "ব্রহ্মন্ ইহোপবিশ্যতাম্" বলিয়া কুশময় ব্রাহ্মণকে বসাইয়া কুশ ও পুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। পরে অগ্নির উত্তরভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপনকরিয়া অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা অগ্নির ঈশান কোন হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি আস্তৃত করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণ দিক্ হইতে যথাক্রমে আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল আসাদন করিবেন। যথা— পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী, ছয়গাছা সম্মার্জন কুশ, তেরগাছি উপযমন কুশ, প্রাদেশ প্রমাণ তিনটী সমিধ্, স্রুব, দর্ব্বী, বৈণব শূর্প, উদূখল ও মুষল, আতপতণ্ডুল, গব্যঘৃত, দুগ্ধ, পূর্ণপাত্রভোজ্য, ফল-তাম্বূল ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য আসাদন করিয়া পবিত্রচ্ছেদনার্থ পূর্ব্বস্থাপিত তিনটী কুশদ্বারা "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ দুইটী পবিত্রচ্ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে ছিন্ন পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করত তন্মধ্যে প্রণীতাপাত্রের কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহস্তের উপরিভাগে প্রোক্ষণী-পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী-জলদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্যপাত্রকে অভ্যুক্ষিত করিয়া প্রণীতাপাত্রের নিকটে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন। অতঃপর আত্মসম্মুখে আজ্যস্থলী আনয়ন করিয়া পূর্ব্বাসাদিত ঘৃত স্থাপন করিবেন।

১। এই স্থানে ইহাও বলা আবশ্যক যে এই স্থলে কেবলমাত্র বৈষ্ণবব্রতের পূজাই লিখিত হইল, শৈবব্রতে শিবের ও দৌর্গব্রতে দুর্গার পূজা ও তত্তদ্দেবতার অঙ্গদেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থে শিব ও দুর্গার পূজা ভিন্ন স্থানে লিখিত আছে, পুরোহিতগণ তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবেন।

চরুপাক-প্রণালী

প্রথমতঃ—শূর্পস্থ তণ্ডুলমুষ্টি লইয়া "ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি" এই মন্ত্রে তণ্ডুল গ্রহণ "ও বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বাপামি" মন্ত্রে উদূখলে স্থানপূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি" মন্ত্রে প্রোক্ষণীজলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। এই নিয়মে নিম্নলিখিত দেবতাগণের উদ্দেশে প্রত্যেকতঃ মুষ্টিগ্রহণ, উদূখলে স্থাপন, ও প্রোক্ষণ করিবে। পরে মুষলদ্বারা অবঘাত করিবে।

ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি, নির্ব্বপামি, প্রোক্ষামি" ইত্যাদি প্রকারে—বায়বে, সূর্য্যায়, বিষ্ণবে, অগ্নয়ে, বায়বে, অগ্নয়ে বরুণায়, ভূরগ্নয়ে, সূর্য্যায়, প্রজাপতয়ে, অন্তরীক্ষায়, দ্যৌঃ, পৃথিব্যৈ, ব্রহ্মণে মহারাজায়, সোমায়, ইন্দ্রায় অগ্নয়ে, যমায়, নৈর্ঋতায়, বরুণায়, বায়বে, সোমায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়, আদিত্যায়, সোমায় মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায় রাহবে, কেতুভ্যঃ॥ এই প্রকারে মুষ্টিগ্রহণ, নির্ব্বাপণ ও প্রোক্ষণ করিয়া শূর্পদ্বারা তিনবার ঝাড়িয়া ধুচনীতে লইয়া প্রক্ষালন করিবেন। তৎপরে চরুস্থালীতে পবিত্র ও দুগ্ধ দিয়া প্রক্ষালিত তণ্ডুল নিক্ষেপপূর্ব্বক মেক্ষণদ্বারা অবঘট্টন করিয়া জলৎ-কাষ্ঠদ্বারা স্থালীমধ্যে অবলোকন করত নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ এবং চরুমধ্যে ঘৃতধারাদানপ্রভৃতি দ্বারা চরুপাক করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদগুঁ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্"॥ এইরূপে পাক সুসম্পন্ন হইলে উত্তরদিকে কুশোপরি স্থালী নামাইয়া জলৎকাষ্ঠদ্বারা পুনরায় স্থালীমধ্য দর্শন করত ঘৃত প্রক্ষেপ করিবেন॥ পরে স্থণ্ডিল হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার আজ্যস্থালী বেষ্টন করিয়া এই অগ্নি স্থণ্ডিলে নিক্ষেপ করিবেন। পরে পূর্ব্বাসাদিত স্রুব গ্রহণ করিয়া উহা বহ্নিতে অধোমুখে প্রতপ্ত করিয়া সম্মার্জন কুশদ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র ও অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন করিয়া এই কুশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণীতাপাত্রস্থ জলদ্বারা স্রুবকে অভ্যুক্ষিত ও পূর্ব্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবেন॥ প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র গ্রহণ করিয়া নিম্নমন্ত্রে আজ্যস্থালী হইতে পবিত্রদ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃত উঠাইয়া আজ্য ও প্রোক্ষণীজল দর্শন করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রে (বসোঃ) সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।" পরে হোতা এই পবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া হোম সমাপ্তি পর্যন্ত বামহস্তদ্বারা উপযমন কুশ গ্রহণ করত দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিতে পূর্ব্বাসাদিত তিনটী সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া উপবেশন করিবেন। পরে পবিত্রের সহিত প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল লইয়া উহাদ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিকে, বেষ্টন করিবেন। পরে নিম্নমন্ত্রে অগ্নির সম্মুখীকরণ করিবেন, যথা—"এষো হি দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বোঽহজাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ॥ স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ্জনস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥" পরে প্রণীতাপাত্রে পবিত্রস্থাপন-পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরে আহুতিশেষ প্রদানার্থ প্রণীতাপাত্র স্থাপন করিবেন।

তৎপরে হোতা দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া স্রুবদ্বারা ঘৃত লইয়া প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করত "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।" মন্ত্রে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত ঘৃত দিয়া "ইদং প্রজাপতয়ে" বলিয়া প্রণীতাপাত্রে প্রত্যাহুতি দিবেন। পরে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদং—অগ্নয়ে" এইরূপে প্রত্যেক আহুতিতেই প্রত্যাহুতি দিতে হইবে। ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি ও প্রত্যাহুতি দিবেন। অতঃপর নিম্নস্থ প্রণালীতে চরুহোম করিতে হইবে, যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি" কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ নামকরণ পূর্ব্বক আবাহন ও পূজা করিয়া চরুহোম করিবেন, যথা—সর্ব্বত্র স্রুবদ্বারা মেক্ষণমধ্যে এবং চরুমধ্যে ঘৃত দিয়া মেক্ষণদ্বারা চরু লইয়া ঐ চরুর উপর ঘৃত দিয়া পুনর্ব্বার চরুস্থালীমধ্যে ঘৃতপ্রক্ষেপ করিতে হইবে। (প্রথমতঃ—মেক্ষণ বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তস্থিত স্রুবদ্বারা ঘৃত লইয়া প্রক্ষেপ করিবেন। পরে মেক্ষণে চরু গ্রহণ করিয়া মেক্ষণ দক্ষিণহস্তদ্বারা ধারণ করত হোম করিতে হইবে) মন্ত্র যথা—চরু লইয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদগুঁ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।"

পূর্ব্ববৎ চরু লইয়া "ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাগুঁসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদগুঁ। স্বাহা॥ ইদং বিষ্ণবে। ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ ইষেত্বোর্জেত্বা বায়বঃ স্থঃ। দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ স্বাহা। ইদং বায়বে। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ স্বাহা। ইদং বরুণায়। ওঁ ভূরগ্নয়ে স্বাহা, ইদং ভূরগ্নয়ে। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ইদমন্তরীক্ষায়। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ইদং, ব্রহ্মণে। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা, ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ মহারাজায় স্বাহা, ইদং মহারাজায়। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বার-ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণু সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা, ইদং সোমায়।

দিক্‌পাল-হোম

পূর্ব্ববৎ চরু লইয়া "ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতার মিন্দ্রগুঁ হবে সুহবগুঁ শূরমিন্দ্রম্ হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রগুঁ স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ॥ স্বাহা ইদমিন্দ্রায়॥১॥ ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবত। অগ্নিরুক্থেন বাহসা উপয়াম গৃহীতোঽসি বৈশ্বনরায় ত্বৈষ তে যোনির্ব্বৈশ্বানরায় ত্বা॥ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥২॥ (মতান্তরে "ওঁ অগ্নিং দূতং পুরোদধে হব্যবাহমুপব্রুবে। দেবা আসাদয়াদিহ॥ স্বাহা। এই মন্ত্রে হোম হইয়া থাকে) ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্ব্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত

আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি ॥ স্বাহা। ইদং যমায় ॥৩॥ ওঁ যস্তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ পাশং গ্রীবাস্ববিচৃত্যম্। তস্তে বিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূতো নমো ভূত্যৈ য়েদঞ্চকার ॥ স্বাহা। ইদং নির্ঋতয়ে ॥৪॥ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি ইত্যাদি স্বাহা। ইদং বরুণায় ॥৫॥ ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্ব্বাং সপ্তবিংশতিঃ। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জংস্তে অস্মিন্ জবমাদধুঃ ॥ স্বাহা। ইদং বায়বে ॥৬॥ ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্ যথা দান্ত্যনুপূর্ব্বং বিয়ূয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি ॥ স্বাহা। ইদং কুবেরায় ॥৭॥ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ংজিন্বমবসে হুমহে বয়ং। পুষা নো যথা বেদসামসদ্‌বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥ স্বাহা। ইদমীশানায় ॥৮॥ ওঁ আব্রহ্মন্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী জায়তামারাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ঈষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাম্ ॥ স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে ॥৯॥ ওঁ নমো অস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ স্বাহা। ইদমনন্তায় ॥১০॥

নবগ্রহ-হোম

পূর্ব্ববৎ চরু লইয়া "ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা ইত্যাদি স্বাহা। ইদং আদিত্যায় ॥১॥ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে ইত্যাদি, স্বাহা। ইদং সোমায় ॥২॥ (মতান্তরে ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠায়, মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ, এষবোঽমী রাজা, সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা ॥১) ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ স্বাহা। ইদং মঙ্গলায় ॥৩॥ ওঁ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন স্বধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত ॥ স্বাহা ইদং বুধায় ॥৪॥ ওঁ বৃহস্পতে অতি য়দর্য্যো অর্হাদ্ দ্যুমদ্‌বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋত প্রজাত, তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং ॥ স্বাহা। ইদং বৃহস্পতয়ে ॥৫॥ ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানগুঁ শুক্রমন্ধস, ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু ॥ স্বাহা। ইদং শুক্রায় ॥৬॥ ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে ইত্যাদি স্বাহা। ইদং শনৈশ্চরায় ॥৭॥ ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ ইত্যাদি স্বাহা। ইদং রাহবে ॥৮॥ ওঁ কেতুং কৃন্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ স্বাহা। ইদং কেতুভ্যঃ ॥৯॥ এই সকল মন্ত্র দ্বারা চরুহোম শেষ করিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করত অবশিষ্ট চরুদ্বারা পূর্ব্বাদি দশদিকে পায়সবলি দিতে হইবে, যথা—"এষ পায়সবলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ" (এইরূপে) আগ্নেয্যৈ, অবাচৈ, নৈঋত্যৈ, প্রতীচ্যৈ, বায়ব্যৈ, উদীচ্যৈ, ঐশান্যৈ, ঊর্দ্ধায়ৈ, ওঁ অধোদিশে নমঃ। তৎপরে অষ্টোত্তরশত, অষ্টাবিংশতি, অথবা অষ্টসংখ্যক যথাশক্তি যজ্ঞোডুম্বর সমিধ্‌দ্বারা হোম করিতে হইবে। সঙ্কল্প বাক্য, যথা—

১। কণ্বশাখীয়গণ "ইমং দেবা…মস্যৈ বিশে। এষ বঃ কুরবো রাজৈষ বঃ পঞ্চালা রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা, এইরূপ পাঠ করিবেন।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যা ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পরমং পদগুঁ সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং স্বাহেতিমন্ত্রকরণকাষ্টোত্তরশতসংখ্যক-সাজ্যোডুম্বরসমিদ্ভিরেকৈকশো হোমমহং করিষ্যামি। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া হোম করিবেন। প্রত্যেক বারে "ইদং বিষ্ণবে" বলিয়া প্রত্যাহুতি প্রণীতাপাত্রে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত চরুহোম ও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা নবগ্রহ এবং দিকপাল মন্ত্রদ্বারা এবং পুরুষসূক্তীয় মন্ত্রদ্বারা আজ্য হোম করিবেন। পরে নিম্নস্থ মন্ত্রে তিলাজ্য হোম করিবে, যথা—"ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা, ইদং পর্ব্বতেভ্যঃ। ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা, ইদং নদীভ্যঃ। ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা, ইদং সমুদ্রেভ্যঃ। তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে, যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ইদমগ্নি-বায়ু-সূর্য্যেভ্যঃ। অনন্তর প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। সঙ্কল্পবাক্যে যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ (দাস্যা বা) সঙ্কল্পিত-ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি॥ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এইরূপ নামকরণ পূর্ব্বক আবাহন করিয়া "ওঁ বিধুনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ" বলিয়া পূজা করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে, মন্ত্র যথা—"ত্বন্নোঽগ্ন ইত্যস্য বামদেব ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌-ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্, দেবস্য হেড়ো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাগুঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ॥ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্। সত্বন্নোঽগ্নেইতি মন্ত্রস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌-ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অবযক্ষ্ব নো বরুণগুঁ ররাণো, বীহি মৃড়ীকগুঁ সহবো ন এধি॥ স্বাহা॥ ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্। অয়াশ্চাগ্নে ইতি মন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ত্ব-ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজগুঁ॥ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে যে তে শতমিতি মন্ত্রস্য শুনঃশেপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণাদয়ো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং, যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নোঽদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্ব্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ॥ স্বাহা ইদং বরুণায়, সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো, মরুদ্ভ্যঃ, স্বর্কেভ্যঃ। উদুত্তমমিতি মন্ত্রস্য শুনঃশেকঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণাদয়ো দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমগুঁ শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে, তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম॥ স্বাহা। ইদং বরুণায়।

তৎপরে ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে। অতঃপর পূর্ণহোম করিবে, যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" এই নামকরণ পূর্ব্বক আবাহন করত পূজা করিয়া, যজমান-সহকারে ফল-তাম্বুলযুক্ত ঘৃত লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া "ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর-মৃত আজাতমগ্নিম্। কবিগুঁ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নাপাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ॥ স্বাহা"। এই মন্ত্রে যজমান সহিত পূর্ণাহুতি দিবে। তৎপরে ব্রতী স্বয়ং ব্রহ্মদক্ষিণা করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতদধিপতয়ে নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় নমো ব্রহ্মণে নমঃ" বলিয়া ব্রহ্মাকে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া "নমঃ শ্রীবিষ্ণু পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ ভোজ্যে স্পর্শ করাইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽস্থামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী মৎসঙ্কল্পিত-ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং দদে।" এই বাক্যে করিয়া ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিবে। ব্রহ্মা "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে হোতা "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" বলিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন॥ "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" বলিয়া ঈশানকোণে দুগ্ধাদি নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে স্রুবলগ্নভস্ম আনিয়া নিম্নলিখিত নিয়মে ব্রতীকে তিলক দিতে হইবে, যথা—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" মন্ত্রে ললাটে "ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং" মন্ত্রে কণ্ঠে, "ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং" মন্ত্রে বাহুমূলদ্বয়ে, "ওঁ তন্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং" মন্ত্রে হৃদয়দেশে তিলক দিবে। অতঃপর ব্রতী দ্বাদশ ভোজ্য অথবা ব্রতবর্ষসংখ্যানুযায়ী ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া ডল্লকচতুষ্টয় উৎসর্গ করিবেন, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সবস্ত্রোপকরণডল্লকায় নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধপুষ্পে নম এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধেপুষ্পে নম এতৎসম্প্রদানায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া পুনরায় বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প দিয়া বাক্য করিবে, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽস্থামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইমং সবস্ত্রোপকরণডল্লকং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া উৎসর্গ করত বিষ্ণুসন্নিধানে স্থাপনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

নমো, দেবস্বরূপী ভগবান্ দেবার্থে হি ব্রতং যতঃ।
তস্মাত্ত্বয়ি প্রসন্নে তু ব্রতং সংপূর্ণতাং নয়॥

অতঃপর "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ইত্যাদি" মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে পুর্ব্বোক্ত-নিয়মে লক্ষ্মীকে ডল্লক দান করিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে গুরুকে ডল্লক দান করিয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

নমো, ধর্ম্মরূপ মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক।
লোকানামুপকারর্থমুপদিষ্টং ব্রতং ত্বয়া॥
সেতুস্ত্বং ধর্ম্মরূপেণ নির্ম্মিতো ভবসাগরে।
ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন তীর্ণোঽহং ভবসাগরম্॥

অনন্তর "অখণ্ডমণ্ডলাকারং" ইত্যাদি মন্ত্রে গুরুকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্বামীকে ডল্লক দান করত নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

নমঃ, অকালে যৎ ব্রতং তীর্ণং যত্র মন্ত্রবিবর্জিতম্।
ধূপগন্ধাদিভির্হীনং তৎ সর্ব্বং পূর্ণতাং নয়॥

অতঃপর স্বামীকে প্রণাম করিয়া বরণদক্ষিণা করত প্রতিষ্ঠার দক্ষিণা করিবে, যথা— বিষ্ণুর্নমোঽস্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী যথোক্তফললাভকামনয়া কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (তন্মূল্যং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণহস্তে জল লইয়া "নমোঽস্য কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাচ্ছিদমস্তু" বলিয়া জল ত্যাগ করত পুনরায় জল লইয়া "বিষ্ণুর্নমোঽস্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" এই বাক্য করিয়া বিষ্ণু নাম দশবার জপ করত নিম্নমন্ত্রগুলি কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে, যথা—

নমঃ, অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

"ময়া যদেতৎ কর্ম্ম কৃতং তৎসর্ব্বং ভগবন্নারায়ণচরণে সমর্পিতমস্তু।" বলিয়া ভূমিতে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিবে। পরে—"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।" বলিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে হোতা "সুরাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু ইত্যাদি" মন্ত্রে শান্তিকুম্ভজল দ্বারা শান্তি করিয়া ঘটবিসর্জ্জন পূর্ব্বক নির্ম্মাল্যপুষ্পদ্বারা ব্রতীকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। অনন্তর ব্রতী বৃত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবপ্রভৃতিকে যথাসাধ্য ভোজন করাইয়া কার্য্য শেষ করিবে॥ ইতি॥

ঋগ্বেদীয় ব্রত-প্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বদিনে ব্রতী উপবাস করিবে। প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রাতঃস্নানাদি নিত্য কার্য্য শেষ করিয়া করণীয় ব্রত পূজান্তে ভোজ্যোৎসর্গ করত ব্রতকথা শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রতসম্পূর্ণের দক্ষিণা করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ কাঞ্চন-মূল্যায় (রজতাদিখণ্ডায়) নমঃ এইরূপে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া

বিষ্ণুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় নমো ব্রহ্মণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে "শ্রীবিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু" বলিয়া প্রোক্ষণ পূর্ব্বক দক্ষিণ-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুক-ব্রতসম্পূর্ণফললাভকামনয়া কৃতৈতৎ ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতাদিখণ্ডং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। এইরূপে দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অতঃপর যথাশক্তি দানাদি উৎসর্গ করিয়া গুরুকে বরণ দিয়া ও প্রণাম করিয়া তদাজ্ঞানুসারে প্রতিষ্ঠামণ্ডপে যাইয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দুইবার আচমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে,—

নমো, দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুঁফট্ চ তে নমঃ॥
নমঃ, অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
নমঃ, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে নমো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে, যথা—নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মণি "নমঃ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার উচ্চারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্"। পুনরায় ব্রতী বলিবে, নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্দর্ব-নিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি "নমঃ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার বলিবে। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি"। পুনশ্চ ব্রতী বলিবে, নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি "নমঃ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার উচ্চারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—"ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্"। অনন্তর, ব্রতী ব্রাহ্মণগণ সহকারে দক্ষিণহস্তে আতপ তণ্ডুল লইয়া নিম্ন মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিবেন, যথা—

ওঁ স্বস্তিনো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা॥ ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়। দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ॥ ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তি নো আদিতে কৃধি॥ ওঁ স্বস্তিপন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব॥ পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি॥ ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্।

অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু, বৃহদ্ যশো নাবমিবা রুহেম ॥ ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ। তার্ক্ষ্যং। প্রয়তঃ পাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষভয়ং নো অস্তু ॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাম্রাদিপাত্রে তিনবার তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে। পরে ব্রতী কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

নমঃ, "সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনো দিক্পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥"

"নমস্তৎসদয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ॥" তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে নমো গণেশায় নমঃ" এই নিয়মে "শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যঃ, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ, মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, নারায়ণায়, শ্রীনাথগুরবে, নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ (এইস্থানে যে ব্রতের যে প্রধান দেবতা তাঁহাকে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে) পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে যথা—

নমো, দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তুহেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ ॥
নমো, অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নমঃ, পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব ॥

অতঃপর তিল হরীতকী কুশপুষ্পযুক্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র (কোশা) লইয়া উত্তরমুখী হইয়া নিম্নলিখিতবাক্যে সঙ্কল্প করিবে, বাক্য যথা—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী যথোক্তফললাভকামা (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা) ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাহং করিষ্যে। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ঈশান-কোণে জল ঢালিয়া দিয়া কোশাখানা উপুড় করিয়া রাখিয়া পুরোহিত দ্বারা নিম্নলিখিত সূক্ত পাঠ করাইবে, সূক্ত যথা—

ওঁ যাগুং গূর্ব্বা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী।
ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥

পরে ব্রতী আতপতণ্ডুল লইয়া "অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধয়ঃ সন্তু" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া কোশার উপর তণ্ডুলগুলি নিক্ষেপ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে, মন্ত্র যথা—

নমঃ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিধ্যন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
শত্রূণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণামুদয়ায় চ ॥

অনন্তর, ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধারক, সদস্যপ্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিবে—ব্রতী করযোড়ে ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া বলিবে, "নমঃ সাধুভবানাস্তাম্" ব্রহ্মা বলিবেন "ওঁ সাধ্বহমাসে"। ব্রতী বলিবে—"নমোঽর্চ্চয়িষ্যামোভবন্তম্"। ব্রহ্মা বলিবে—"ওঁ অর্চ্চয়"। পরে ব্রতী গন্ধপুষ্পপৈতারজতাঙ্গুরীবস্ত্রাদি হাতে লইয়া "এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞ-সূত্ররজতাঙ্গুরীয়ক-বাসাংসি নমো ব্রাহ্মণায় নমঃ" এই বলিয়া ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিবে। ব্রহ্মা "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তৎপরে ব্রতী দক্ষিণহস্তে দূর্ব্বা ও আতপচাউল লইয়া ব্রহ্মার দক্ষিণজানু (হাঁটু) স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য করিবে, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মৎ-সঙ্কল্পিত-ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। ব্রহ্মা বলিবেন "ওঁ বৃতোঽস্মি"। ব্রতী কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন "নমো যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু। ব্রহ্মা বলিবেন—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। অতঃপর হোতৃবরণ করিবে, যথা—ব্রতী হোতাকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—"নমঃ সাধু ভবানাস্তাম্"। হোতা বলিবেন "ওঁ সাধ্বহমাসে"। ব্রতী বলিবে "নমোঽর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্"। হোতা বলিবেন "ওঁ অর্চ্চয়"। পরে ব্রতী গন্ধপুষ্পযজ্ঞসূত্ররজতাঙ্গুরীয়বস্ত্রাদি হাতে লইয়া "এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞসূত্ররজতা-ঙ্গুরীয়কবাসাংসি নমো ব্রাহ্মণায় নমঃ" ইহা বলিয়া হোতার হস্তে অর্পণ করিবে। হোতা "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া যুগ্মহস্তে গ্রহণ করিলে পর ব্রতী দূর্ব্বা ও তণ্ডুল দক্ষিণ হস্তে লইয়া হোতার দক্ষিণজানু (হাঁটু) স্পর্শপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য করিবে, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মৎসঙ্কল্পিত-ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি হোতৃকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণ-মেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। হোতা বলিবেন "ওঁ বৃতোঽস্মি"। ব্রতী কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে "নমো যথাবিহিতং হোতৃকর্ম্ম কুরু"। হোতা বলিবেন "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। এইরূপে তন্ত্রধারক ও সদস্যকে বরণ করিতে হইবে। তৎস্থলে "তন্ত্রধারক কর্ম্মকরণায় ও সদস্যকর্ম্মকরণায়, যথাবিহিতং তন্ত্রধারককর্ম্ম কুরু ও যথাবিহিতং সদস্যকর্ম্ম কুরু" এইমাত্র বিশেষ। তৎপরে ব্রতী "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" এই মন্ত্রে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বলিবে—আপনারা আমার কার্য্য সম্পাদন করুন।

অনন্তর, হোতা বরণবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিবেন, মন্ত্র যথা—গোমূত্রমন্ত্র—গায়ত্রী। গোময়মন্ত্র —"ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ" ॥ দুগ্ধের মন্ত্র—"ওঁ আপো অস্মান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি, তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা" ॥ দধির মন্ত্র—"ওঁ উদ্বু ধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ং সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ

দেবীমিন্দ্রাবতোঽ বসে নিহ্বয়ে বঃ ॥" ঘৃতের মন্ত্র—"ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃত আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মি নাম"। কুশোদকের মন্ত্র—ওঁ "যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে। আয়ুষে প্রজায়ৈ" ॥ মিশ্রকরণমন্ত্র—ওঁ "গায়ত্রেণ ত্বা চ্ছন্দসা মথামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মথামি আনষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মথামি জাগতেন ত্বা চন্দসা মথামি ভূর্ভুবঃস্বস্থেষ তে ॥" পরে শোধিতপঞ্চগব্যদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোতা বেদি শোধন করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা ॥"

অতঃপর স্বর্ণশলাকাদ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (অশক্তপক্ষে অষ্টদল পদ্ম) অঙ্কিত করিয়া তদুপরি স্বর্ণরজত প্রতিমা অথবা নারায়ণচক্র সংস্থাপন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ আজিঘ্রকলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ ॥" এই মন্ত্রে স্থাপন করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—"ওঁ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ, সরাংসি জলদা নদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ ॥" পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিবে, মন্ত্র যথা—ভূমিস্পর্শ করিয়া—"ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবারক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ১। ধান্যস্পর্শ করিয়া—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্ত-মুক্থিনং। ইন্দ্রপাতর্জ্জুষস্ব নঃ ॥" ২। ঘটে হাত দিয়া—"ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি" ॥ ৩। জল স্পর্শ করিয়া—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ" ॥ ৪। পল্লব স্পর্শ করিয়া—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম" ॥ ফল স্পর্শ করিয়া—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বং হসঃ" ॥ ৫। বস্ত্র স্পর্শ করিয়া—"ওঁ যুবা সুবাসা" ইত্যাদি। সিন্দুর স্পর্শ করিয়া—সিন্ধোরিব ইত্যাদি। পুষ্প স্পর্শ করিয়া—"শ্রীশ্চতে" ইত্যাদি। স্থিরীকরণ মন্ত্র—"ওঁ স্থিরো ভব বিড্‌ঙ্গ আশুর্ভাব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহণঃ। পরে "সর্ব্বতার্থোদ্ভবং বারি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। অতঃপর "ফট্" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তণ্ডুল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিবে মন্ত্র যথা—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥

পরে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকন্যাসাদি করত প্রথমঘটে গণেশ, দ্বিতীয়ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, তৃতীয়ঘটে শিব, দুর্গা ও বাস্তুদেব, চতুর্থঘটে সূর্য্য ও অগ্নি, পঞ্চমঘটে আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারগণের

পূজা করিবে। তৎপরে তিলকল্কাদিদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্বর্ণ ও রজতপ্রতিমার উদ্বর্ত্তন কার্য্য করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং [১] যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।
উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াম্ শ্রিয়মুত্তমাম্॥

অতঃপর পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, নারিকেলোদক ও নীহারোদক প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইয়া পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত, শুদ্ধবতীসূক্ত, গায়ত্রী, বেদাদি চতুষ্টয় মন্ত্র ও "সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অষ্ট কলসে স্নান করাইবে। তৎপরে ধৌতবস্ত্রদ্বারা প্রতিমার জল মুছাইয়া তামার টাটে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত নিম্নলিখিতরূপে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। (অর্থাৎ যে ব্রতের যে প্রধান দেবতা তাহার ধ্যান করিতে হইবে) যথা—

ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণম্।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্।

ধ্যানান্তে নিজমস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত গন্ধপুষ্পদ্বারা আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাগণের পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" এইরূপে কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, রত্নসিংহাসনায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, (পূর্ব্বাদি দলে পীঠশক্তির পূজা) বামায়ৈ, জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্রায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, বলবিকিরিণ্যৈ, বলপ্রমাথিন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, (চতুর্দ্দিকে) বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, শান্ত্যৈ, সরস্বত্যৈ, শ্রিয়ৈ, রত্যৈ, কেশবায়, নারায়ণায়, মাধবায়, গোবিন্দায়, বিষ্ণবে, মধুসূদনায়, ত্রিবিক্রমায়, বামনায়, শ্রীধরায়, হৃষীকেশায়, পদ্মনাভায়, দামোদরায়, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্য, (পদ্মমধ্যে) ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাত্মযোগপীঠাত্মনে নমঃ। পুনরায় অঙ্গন্যাসাদি পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া লেলিহা মুদ্রায় দূর্ব্বাযুক্ত আতপতণ্ডুলদ্বারা প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, যথা—

"আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ—বিষ্ণোঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীমিত্যাদি বিষ্ণোর্জ্জীব ইহ স্থিতঃ আং হ্রীমিত্যাদি বিষ্ণোঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আং হ্রীমিত্যাদি বিষ্ণোর্ব্বাঙ্ মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।" অনন্তর লেলিহামুদ্রাযোগে দেবতার হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে "ওঁ নমো জুতির্জুতামাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বেদেবাস ইহ

[১] স্ত্রীদেবতাস্থলে "দেবি ত্বাং" হইবে।

মাদয়ন্তামেঁ। প্রতিষ্ঠা।" "ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥" এইরূপে স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, বিশেষ এই যে লক্ষ্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণা ইত্যাদি। [১] পরে নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রজতাসনায় নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে অর্চ্চনাদি করত প্রার্থনামন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আসন নিবেদন করিতে হইবে, এই প্রণালীতে সকল উপচার অর্চ্চনাদি করিয়া দিবে।

ষোড়শোপচার দান-প্রণালী

আসন— ওঁ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তদন্তঃস্থস্বমেবেশ আসনং কল্পয়াম্যহম্॥

ইদং রজতাসনং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ"—অথবা "ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিতে হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র।

স্বাগত প্রশ্ন— যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতং প্রভো॥
কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেবদেবেশ সু-স্বাগতমিদং বপুঃ॥

ওঁ শ্রীবিষ্ণো ইহ সুস্বাগতম্॥

পাদ্য— ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎপাদ্যং দদাম্যহম্॥

এতৎ পাদ্যং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে দুইবার পাদ্যার্থ জল দিতে হইবে।

অর্ঘ্য— ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতদ্দদাম্যহম্॥

আচমনীয়— ওঁ আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগস্তস্বরূপিণা।
দেবায়াসুরনাশায় দদ্যাদাচমনীয়কম্॥

মধুপর্ক— ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥

পুনরাচমনীয়— ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥

স্নানীয়— ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়াম্বুধিবিপ্লুতাম্।
লীলয়োজ্জহার ধরণীং স্নাপয়ামি তমম্ভসা।

---

১ দেবীপক্ষে "অস্মৈ" স্থলে "অস্যৈ" এবং "হংসঃ শুচিষদ্" ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র জপ করিবে।

বস্ত্র—	ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ। আচ্ছাদকায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে॥
আভরণ—	ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত॥
গন্ধ—	ওঁ যদঙ্গসংস্পর্শমরুৎসঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ। সুগন্ধিরসসম্পন্নাস্তৈতে গন্ধানুলেপনম্॥
পুষ্প—	ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরহম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥
তুলসীপত্র—	এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।

এই মন্ত্রে তিনবার তুলসীপত্র দিতে হইবে।

ধূপ—	ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
দীপ—	ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপং সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দ্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
নৈবেদ্য—	ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্॥
পানার্থ জল—	ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধিপরিপূরিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
পুনরাচমনীয়—	ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীকম্॥

ইদং পুনরাচমনীয়ং জলং "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার পুনরাচমনীয় জল দিতে হয়।

তাম্বূল—	ওঁ দোষত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্॥ ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বূলমিদমুত্তমম্॥

তৎপরে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে করন্যাস পূর্ব্বক লক্ষ্মীর ধ্যান করত স্বর্ণপ্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিদান করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥

এষ সগন্ধপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং নিত্যং মহালক্ষ্মৌ নমোঽস্তু তে ॥

অনন্তর, "ওঁ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা দশোপচারে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদানে প্রত্যেকের পূজা করিবে। যথা—ওঁ বসুদেবায় নমঃ, এইরূপে—দেবক্যৈ, নন্দায়, যশোদায়ৈ, রোহিণ্যৈ বলরামায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, বনমালায়ৈ, বেণবে, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, আচক্রাদিদ্বাদশ-চক্রেভ্যঃ, গরুড়ায়, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ। এইরূপে আবরণপূজা সমাপনান্তে বিষ্ণুকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়ামত্রয় পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিয়া "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদার্জ্জনার্দ্দন" ॥ এই মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে যথাশক্তি স্তব কবচাদি পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গাদি প্রণিপাত পূর্ব্বক স্থণ্ডিল আঁকিয়া হোম করিবে।

হোম

হোতা পূর্ব্বমুখ হইয়া হস্তমাত্র স্থণ্ডিল গোময় দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে কুশ কিংবা যজ্ঞীয় কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা প্রাদেশ পরিমিত ছয়টী রেখা অঙ্কিত করিবেন। স্থণ্ডিলের মধ্য ভাগে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে একটী রেখা উত্তরাগ্র, তাহার উভয় প্রান্তে পূর্ব্ব রেখার সহিত অসংলগ্ন ভাবে দুইটি পূর্ব্বাগ্র এবং তাহার মধ্যে তিনটি পূর্ব্বাগ্র রেখা অঙ্কিত করিবেন। সকল রেখাই পরস্পর অসংলগ্ন ও জলসিক্ত করিবেন। ঐ রেখা সকল অভ্যুক্ষণ করত সকল রেখা পরিষ্কৃত করিয়া নিম্ন মন্ত্রে অগ্নি আনয়ন করিবেন। মন্ত্র যথা—

অয়ন্তে যোনিরিত্যস্য বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দ্দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যারোপণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আসীদাথানো বর্দ্ধয়া গিরঃ ॥"

তৎপরে নিম্নমন্ত্রে অগ্নি হইতে একখণ্ড প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে নিক্ষেপ করিবেন, মন্ত্র যথা—"ক্রব্যাদমগ্নিমিত্যর্দ্ধর্চ্চস্য দমন ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পূর্ব্বার্দ্ধেন ক্রব্যাদংশপরিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" পরে—"ইহৈবায়মিত্যর্দ্ধর্চ্চস্য দমন ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উত্তরার্দ্ধেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্"। এই মন্ত্রে প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া—"জুষ্টোদমুনা ইত্যস্য বসুশ্রুত ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। জুষ্টো দমুনা অতিথির্দ্দুরোণ, ইমং নো যজ্ঞমুপয়াহি বিদ্বান্। বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা, শত্রূয়তা-মাভরা ভোজনানি। প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দোঽগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" বলিয়া তৃতীয় রেখার উপর আত্মাভিমুখে অগ্নি সংস্থাপন করত প্রচুর কাষ্ঠাদি দ্বারা অগ্নিকে বিশেষরূপে প্রজ্বালিত করিবে। তৎপরে অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া

"রং" এই বহ্নি বীজ দ্বারা প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি ও করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করত পূজা করিবে। ধ্যান যথা—"চত্বারি শৃঙ্গা ইত্যস্য বামদেবঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা, দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি, মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ॥" এই ধ্যান করিয়া আবাহন করিবেন, যথা—এহ্যগ্ন ইত্যস্য রাহুগণো গোতম ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিষীদা, দব্ধঃ, সুপুর এতা ভবা নঃ॥ অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজামহে সৌমনসায় দেবান্॥ "ওঁ অগ্নে ত্বং বিশ্বরূপনামাসি" এই মন্ত্রে নাম করণ পূর্ব্বক "বিশ্বরূপনামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া "ওঁ বিশ্বরূপনায়ে অগ্নয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবেন।

অনন্তর হোতা কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নমন্ত্রে অগ্নি উপস্থান করিবেন। যথা—"গোপায়না সৌপত্যানা বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুর্ব্বিপ্রবন্ধুর্ঋষয়ো দ্বিপদাবিরাট্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ত্বন্নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবাবরূথ্যে। বসুরগ্নি বসুশ্রবা অচ্ছানক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িন্দাঃ॥ ওঁ সনোবোধি শ্রুধীহবমুরুষ্যাণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ। ওঁ তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূণমীমহে সখিভ্যঃ॥

অনন্তর ঘৃতযুক্ত দুইটী সমিধ্ অমন্ত্রক পূর্ব্বাগ্র করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। পরে বক্ষ্যমান মন্ত্রে অগ্নির পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত জলধারা দ্বারা তিনবার অগ্নিবেষ্টন করিবেন। ইহা দ্বারা হোমীয় দ্রব্যাদিরও প্রোক্ষণ সম্পন্ন করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ, সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে ভূয়াঃ, সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ, অক্ষতমসি মামেক্ষেষ্ঠাঃ। পূর্ব্বদিকে অত্রামুষ্মিন্ লোকে[১] দেবা ঋত্বিজো মার্জয়ন্তাম্" দক্ষিণদিকে "ওঁ মাসাঃ পিতরো মার্জয়ন্তাম্", পশ্চিমদিকে "গৃহাঃ পশবো মার্জয়ন্তাম্"; উত্তরদিকে ওষধয়ো বনস্পতয়ো মার্জয়ন্তাম্", ঊর্দ্ধদিকে "যজ্ঞঃ সম্বৎসরঃ প্রজাপতির্মার্জ্জয়তাম্॥

তৎপরে অগ্নির পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণদিকে, তিনগাছি কুশদ্বারা নৈঋর্তকোণ পর্য্যন্ত মূলদ্বারা মূল আচ্ছাদন করিয়া এবং পশ্চিমদিক্ হইতে উত্তরাদিক্রমে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত তিন তিন গাছি কুশাগ্র দ্বারা অগ্র আচ্ছাদন করিয়া দিবে, কিন্তু সকল কুশেরই অগ্র পূর্ব্বদিকে রাখিতে হইবে।

তৎপরে ব্রহ্মা, অনুষ্ঠানের সকল দ্রব্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি করত মৌনব্রতী হইয়া বিস্মরণবশতঃ যে সকল যজ্ঞীয়দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় নাই বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তৎসংশোধনার্থ সংস্কৃত ভাষায় যথাসম্ভব বাক্য প্রয়োগ করিবেন। অনন্তর হোতা ব্রহ্মার আসন হইতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা একটী কুশপত্র গ্রহণ করিয়া নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবেন, মন্ত্র যথা—

১। এই মন্ত্রটী প্রত্যেক মার্জনের পূর্ব্বে পাঠ্য।

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ, ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।” পরে হোতা “প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমর্ব্বা বসোঃ সদনে সীদ” বলিলে ব্রহ্মা “ওঁ সীদামি” বলিয়া উত্তরমুখে উপবেশন করিবেন। তৎপরে হোতা “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ” বলিয়া ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিবেন। অতঃপর হোতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বৃহস্পতির্দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মসদন আশিষ্যতে। বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায় স যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহি”। তৎপরে ব্রহ্মা “ওঁ গোপায়ামি” বলিবেন। তৎপরে উত্তরাগ্রকুশের উপরে হোমের দ্রব্যাদি সকল স্থাপন করিবেন। দ্রব্যাদি যথা—প্রোক্ষণী, প্রণীতা, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী, দর্ব্বী, আজ্য, আতপতণ্ডুল, শূর্প, ধূচনী, উদূখল, মুষল, স্রুক, বর্হি,[১] ইধ্ম[২] সম্মার্জনকুশ ছয়, উপযমনকুশ ত্রয়োদশ এবং যথাসম্ভব অন্যান্য দ্রব্য। অসংশ্লিষ্ট হস্তদ্বয়দ্বারা প্রণীতা ও প্রোক্ষণীপাত্রদ্বয় ধারণ করিয়া অধোমুখে স্থাপন করিবেন। অতঃপর অনামিকা অঙ্গুলীতে কুশবন্ধন করত প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য সমস্ত পাত্র উঠাইবেন। প্রোক্ষণীপাত্র জলপূর্ণ করিয়া পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ হেলাইয়া রাখিবেন, যেন উহা হইতে একটু জল গড়াইয়া পড়িতে পারে। তৎপরে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া পাত্র সকল অভ্যুক্ষণ করিবেন। তৎপরে প্রণীতাপাত্রে পবিত্র ও সযবপুষ্প প্রদান করিয়া বারত্রয় তাহা উঠাইয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যথা—

“প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা অপ্‌প্রণয়নার্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি অনন্তর ব্রহ্মা “ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্বৃহস্পতে প্রসূত”। এই মন্ত্রে পাঠ করিয়া “ওঁ প্রণয়” এইরূপে বলিবেন।

তৎপরে আটগাছা কুশদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া প্রণীতাপাত্রকে ব্রহ্মার সম্মুখে অগ্নির নিকট স্থাপন করিবেন। পরে আজ্যস্থালীতে ঘৃত লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর স্থাপন করত ঘৃত দ্রব করিয়া জ্বলিত কুশদ্বারা বেষ্টন করিয়া কুশদ্বয় ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্যসংস্কার করিবেন। পুনর্ব্বার জ্বলিত কুশদ্বারা ঘৃত বেষ্টন পূর্ব্বক অগ্নিসম্মুখে স্থাপন করিবেন। পূর্ব্ব আনীত অঙ্গার অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া আজ্যোৎপবন করিবেন। যথা—সাগ্রগর্ভশূন্য প্রাদেশপরিমিত কুশপত্রদ্বয় হস্তে লইয়া—“প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ—ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ” বলিয়া নখভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক বামহস্তে লইয়া প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ”। এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন। অনন্তর পরস্পর অসংশ্লিষ্ট পবিত্র দ্বয়ের অগ্রে বামহস্তের অনামিকা ও

১। কুশমুষ্টির নাম বর্হি।

২। পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত, অথবা অন্য যজ্ঞকাষ্ঠনির্ম্মিত অরত্নিমাত্র পরিমাণ পঞ্চদশ কাষ্ঠকে ইধ্ম বলে।

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা এবং মূলে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা উত্তানরূপে ধারণ করিয়া কুশমধ্যভাগ আজ্য মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ঘৃত লইয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবেন। মন্ত্র যথা—

"হিরণ্যস্তূপর্ষির্ষিরুষ্ণিক্‌ছন্দঃ সবিতা দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ॥ স্বাহা"। পরে সেই পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অগ্নিতে ক্ষেপণ করিয়া গায়ত্রীপাঠ করত ওঁ সবিতুস্ত্বা" ইত্যাদি উল্লিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। পরে স্রুক্ স্রুব প্রক্ষালন করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত কুশদ্বারা মার্জ্জন করিবেন এবং পুনর্ব্বার ধৌত করিয়া কতিপয় কুশোপরি স্থাপন করিবেন। তৎপরে চরুপাক করিতে হইবে, যথা—শূর্পস্থ তণ্ডুলমুষ্টি লইয়া "ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" এই মন্ত্রে উদূখলে স্থাপনপূর্ব্বক "ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি মন্ত্রে প্রোক্ষণী জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। এই নিয়মে নিম্নলিখিত দেবতাগণের উদ্দেশে প্রত্যেকতঃ মুষ্টিগ্রহণ, উদূখলে স্থাপন ও প্রোক্ষণ করিতে হইবে। ওঁ অগ্নয়ে ত্বা যুষ্টং নির্ব্বপামি, প্রোক্ষয়ামি ইত্যাদি প্রকারে, বায়বে, সূর্য্যায় ২, বিষ্ণবে ২, অগ্নয়ে, বায়বে, অগ্নয়ে বরুণায়, ভূরগ্নয়ে, সূর্য্যায়, প্রজাপতয়ে, অন্তরীক্ষায়, দ্যৌঃ, পৃথিব্যৈ, ব্রহ্মণে, মহারাজায়, সোমায়, ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈর্ঋতায়, বরুণায়, বায়বে, সোমায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়, আদিত্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ এই প্রকারে উনচল্লিশ মুষ্টি গ্রহণ, নির্ব্বপণ ও প্রোক্ষণ করিয়া মুষল দ্বারা অবঘাত করিয়া শূর্পদ্বারা তিনবার ঝাড়িয়া ধূচনীতে লইয়া প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে চরুস্থালীতে পবিত্র ও দুগ্ধ দিয়া প্রক্ষালিত তণ্ডুল নিক্ষেপ পূর্ব্বক মেক্ষণদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অবঘট্টন ও জলৎ কাষ্ঠদ্বারা স্থালীমধ্য অবলোকন করত নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ এবং চরুমধ্যে ঘৃতধারাদান প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা চরুপাক করিতে হইবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্" এইরূপে পাক সুসম্পন্ন হইলে উত্তরদিকে কুশোপরি স্থালী নামাইয়া জলৎ কাষ্ঠদ্বারা পুনরায় স্থালীমধ্য দর্শন করত ঘৃত প্রক্ষেপ করিবে।

তৎপরে "বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্ন্যর্চ্চনে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ, সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্নমসা গৃণানো অস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্॥ ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোঽমর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু দেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতমশ্যাম্। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্। অশ্বিনং সুপুত্রিণং, বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং ন শতে স্বস্তি॥" এই মন্ত্রে অর্ঘ্য, গন্ধ ও তাম্বুলদ্বারা অগ্নিকে অলঙ্কৃত করিবেন। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ইধ্মপ্রতাপনাদি করিতে হইবে, যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ইধ্মপ্রতপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রত্যুষ্টং রক্ষ প্রত্যুষ্টমরাতয়ঃ ওঁ নিষ্টপ্তং রক্ষ নিষ্টপ্তমরাতয়ঃ"। এই মন্ত্রে অগ্নিতে ইধ্ম প্রতপ্ত করিয়া "ওঁ বিশ্বানিনো দুর্গহা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রসাধন পূর্ব্বক ইধ্মরজ্জু বামহস্তে বেষ্টন করত তাহার মূলমধ্যে ও অগ্রে ঘৃত দিয়া "বামদেবর্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ইধ্মাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদশ্চেনেধ্যস্ব বৰ্দ্ধস্ব চেদ্ধ বৰ্দ্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা"॥ এই মন্ত্রে ইধ্ম অগ্নিতে প্রদান করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইদম্ নমম" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন। তৎপরে স্রুবদ্বারা স্রুচে চারিবার ঘৃতধারা দিয়া মনে মনে প্রজাপতিকে চিন্তা করত অগ্নির বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অচ্ছিন্নভাবে অমন্ত্রক ঘৃতধারা দিবেন। পুনরায় স্রুচে চারিবার ঘৃত দিয়া ইন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করত অগ্নির নৈর্ঋত কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত অচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবেন। পরে অগ্নির উত্তরদিকে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এবং দক্ষিণে "ওঁ সোমায় স্বাহা" বলিয়া আজ্যাহুতি দিবেন। অতঃপর নিম্নস্থ প্রণালীতে চরুহোম করিবেন। যথা—

"ওঁ অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি" এইরূপ নামকরণপূর্ব্বক আবাহন ও পূজা করিয়া ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া চরুহোম করিবেন, যথা—সর্ব্বত্র স্রুবদ্বারা মেক্ষণমধ্যে এবং চরুমধ্যে ঘৃত দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরু লইয়া ঐ চরুর উপর ঘৃত দিয়া পুনর্ব্বার চরুস্থালীমধ্যে ঘৃত প্রক্ষেপ করিতে হইবে। (প্রথমতঃ মেক্ষণ বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত স্রুবদ্বারা ঘৃত লইয়া প্রক্ষেপ করিবে। পরে মেক্ষণে চরু গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা মেক্ষণ ধারণ করত হোম করিতে হইবে।) মন্ত্র যথা—চরু লইয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিয়া "বিষ্ণবে ইদম্ নমম" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে।

পূর্ব্ববৎ চরু লইয়া "ওঁ ভূঃ স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিয়া "অগ্নয়ে ইদং নমম" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে। এইরূপে "ওঁ ভুবঃ স্বাহা, বায়বে ইদং নমম", ওঁ স্বঃ স্বাহা, সূর্য্যায় ইদং নমম", "ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ স্বাহা, সবিত্রে ইদং নমম", ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥ স্বাহা, বিষ্ণবে ইদং নমম", ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥ স্বাহা, বিষ্ণবে ইদং নমম"। "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং॥ স্বাহা, অগ্নয়ে ইদং নমম।" "ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ স্বাহা, বায়বে ইদং নমম", "ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ স্বাহা, অগ্নয়ে ইদং নমম"। ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্ত নঃ॥ স্বাহা, বরুণায় ইদং নমম।" ওঁ ভূরগ্নয়ে স্বাহা, ভূরগ্নয়ে ইদং নমম" ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা, সূর্য্যায় ইদং নমম, ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা,

প্রজাপতয় ইদং নমম। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা, অন্তরীক্ষায় ইদং নমম॥ ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ব্রহ্মণে ইদং নমম। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা, পৃথিব্যৈ ইদং নমম। ওঁ মহারাজায় স্বাহা, মহারাজায় ইদং নমম। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং॥ স্বাহা, সোমায় ইদং নমম।

দিক্‌পালহোম

পূর্ব্ববৎ চরু লইয়া "ওঁ যত ইন্দ্র হবয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি মঘবঞ্ছগ্ধি তবতন্ন উতিভির্ব্বিদ্বিষো বিমৃধো জহি॥ স্বাহা, ইন্দ্রায় ইদং নমম।" "ওঁ অগ্নিং দূতং পুরোদধে হোতারং বিশ্ববেদসং, অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং॥ স্বাহা, অগ্নয়ে ইদং নমম। "ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ॥ স্বাহা, যমায় ইদং নমম। "ওঁ মোষুণঃ পরাপরানির্ঋতি দুর্হণাবধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ॥ স্বাহা, নির্ঋতয়ে ইদং নমম। ওঁ ত্বন্নোহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অবয়াসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠোবহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ॥ স্বাহা, বরুণায় ইদং নমম। ওঁ তববায় বৃহস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভূত অবাংস্যা বৃণীমহে॥ স্বাহা, বায়বে ইদং নমম। "ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্ব্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিতথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ॥ স্বাহা, কুবেরায় ইদং নমম। "ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হুমহে বয়ং। পূষা নো যথাবেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে॥ স্বাহা, ঈশানায় ইদং নমম। "ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি-সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ॥ স্বাহা, ব্রহ্মণে ইদং নমম। "ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমি-বিনিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ॥ স্বাহা, অনন্তায় ইদং নমম॥ তৎপরে নবগ্রহ-হোম করিবে, যথা—

"ওঁ আকৃষ্ণেন ইত্যাদি স্বাহা, সূর্য্যায় ইদং নমম। ১। "ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি স্বাহা, সোমায় ইদং নমম। ২। "ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা ইত্যাদি স্বাহা, মঙ্গলায় ইদং নমম। ৩। "ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে ইত্যাদি স্বাহা, বুধায় ইদং নমম। ৪। "ওঁ বৃহস্পতে ইত্যাদি স্বাহা, বৃহস্পতয়ে ইদং নমম। ৫। "ওঁ শুক্রঃ সুশুক্বাং উষো ন জারঃ পপ্রাসমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ। পরিপ্রজাতঃ ক্রত্বা বভূত ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্॥ স্বাহা, শুক্রায় ইদং নমম। ৬। "ওঁ শমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছন্নস্তপতু সূর্য্যঃ। শং বাতো বাত্বরপা অপ স্রিধঃ॥ স্বাহা, শনৈশ্চরায় ইদং নমম। ৭। "ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভূব দূতী সদা বৃধঃ সখা॥ কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ স্বাহা, রাহবে ইদং নমম। ৮। "ওঁ কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে ইত্যাদি স্বাহা, কেতুভ্য ইদং নমম। ৯। এই সকল মন্ত্রদ্বারা চরুহোম শেষ করিয়া অবশিষ্ট চরুদ্বারা প্রাচ্যাদি দশদিকে পায়সবলি দিতে হইবে, মন্ত্র যথা—

"এষঃ পায়সবলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ" (এইরূপে) আগ্নেয্যৈ, অবাচ্যৈ, নৈর্ঋত্যৈ, প্রতীচ্যৈ, বায়ব্যৈ, উদীচ্যৈ, ঐশান্যৈ, ঊর্দ্ধায়ৈ, ওঁ অধোদিশে নমঃ ॥ তৎপরে অষ্টোত্তরশত, অষ্টাবিংশতি, অথবা অষ্টসংখ্যক যথাশক্তি পলাশ বা যজ্ঞডুম্বুর সমিধ দ্বারা হোম করিতে হইবে। সঙ্কল্পবাক্য. যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যা ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুকব্রত-প্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূত-হোমকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহেতি মন্ত্রকরণকাষ্টোত্তরশতসংখ্যকসাজ্যপলাশসমিদ্ভি-রেকৈকশো হোমমহং করিষ্যামি। এইরূপ সংকল্প করণান্তর হোম করিবে। প্রত্যেক-বারে "বিষ্ণবে ইদং নমম" বলিয়া প্রত্যাহুতি প্রণীতাপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত চরুহোম মন্ত্রদ্বারা এবং পুরুষসূক্তীয় মন্ত্রদ্বারা আজ্যহোম করিতে হইবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলাজ্যহোম করিবে, যথা—"ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বত্র প্রত্যাহুতি দিবে ॥

অনন্তর—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, অগ্নয়ে ইদং নমম। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, বায়বে ইদং নমম। ওঁ স্ব স্বাহা, সূর্য্যায় ইদং নমম। এই সকল মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে আহুতি ও প্রত্যাহুতি দিয়া উত্তর কুশণ্ডিকা করিবে।

উত্তর কুশণ্ডিকা

প্রথমতঃ সংকল্প করিতে হইবে, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ সঙ্কল্পিত-ইয়দ্দর্বনিষ্পাদিতামুক-ব্রতপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মঙ্গভূত-হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় অয়াশ্চাগ্নে ইত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এইরূপ নামকরণপূর্ব্বক আবাহন করিয়া "ওঁ বিধুনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে, যথা—"অয়াশ্চেতি মন্ত্রস্য বিমদঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোম বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তীশ্চ সত্যমিত্ত্ব ময়া অসি। অয়সা বয়সা কৃতোঽয়াসন হব্যমুহিষে অয়ানোধেহী ভেষজং স্বাহা অয়স অগ্নয়ে ইদং নমম।" অতো দেবা ইতিমন্ত্রস্য মেধাতিথিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো যতোবিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ ॥ স্বাহা, দেবেভ্য ইদং নমম।" "ইদং বিষ্ণুরিতিমন্ত্রস্য মেধাতিথিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে ॥ স্বাহা, বিষ্ণবে ইদং নমম।" "ভূরাদিব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্রজমদগ্নি-ভরদ্বাজ-ঋষয়োঽগ্নিবায়ু সূর্য্যা দেবতা গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভশ্ছন্দাংসি প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা, ভূরগ্নয়ে ইদং নমম। "ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ দিব্যায় চ মহতে

চ স্বাহা, ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ ইদং নমম।" "ওঁ স্বঃ সূর্য্যায় চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা, স্বঃ সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে ইদং নমম।" সমস্তানাং ব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষি-বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিচন্দ্রমোনক্ষত্রদিশো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রজাপতয়ে চ চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগভ্যশ্চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা প্রজাপতি-চন্দ্রমো-নক্ষত্র-দিগভ্য ইদং নমম। যৎ পাকত্রা ইত্যস্য "ত্রিতঋষিস্ত্রিষ্টুপ্-চ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ যৎপাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্ত্ত্যাসঃ। অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবির্দ্বিজানন্ যজিষ্ঠো দেবা ঋতুশো যজাতি স্বাহা, অগ্নয়ে ইদং নমম।" যদ্বো দেবা ইতি মন্ত্রস্য সৌর্য্যোঽভিতপাঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্-ছন্দো, দ্রব্যবিপর্য্যাস-কালবিপর্য্যাসমন্ত্র-বিপর্য্যাস-তন্ত্রবিপর্য্যাসার্থপ্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়গঃ। যদ্বো দেবাশ্চক্রম জিহ্বয়া গুরুমনসো বা প্রযুতী দেবহেলনং। অরাম্নো অস্মাঁ অভিদুচ্ছু-নায়তে, তস্মিন্তদেনো বসবো নিধেতন স্বাহা, সূর্য্যায় ইদং নমম।" পুরুষসম্মিত ইতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভঋষিরগ্নির্দেবতাঽনুষ্টুপ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুরুষসম্মিতো যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুষসম্মিতঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাযথং। স্বাহা অগ্নয়ে ইদং নমম।" ওঁ "অনাজ্ঞাতমিতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভঋষিরগ্নির্দেবতা অনুষ্টুপ্ছন্দো জ্ঞাতাজ্ঞা-তদোষনির্হরণার্থং প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ অনাজ্ঞাতং যদাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাতথং। স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম। অতঃপরঃ স্বিষ্টকৃৎ হোম করিতে হইবে, যথা যদস্যেতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ স্বিষ্টকৃদগ্নির্দেবতা অতিধৃতিচ্ছন্দঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ যদস্য কর্ম্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরং। অগ্নিষ্টং স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা" ইহা বলিয়া আহুতি দিয়া "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ইদং ন মম।" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন। তৎপরে "ওঁ রুদ্রায় স্বাহা" বলিয়া ইধ্মরজ্জু ঘৃতযুক্ত করিয়া অগ্নিতে দিবেন।

পূর্ণাহুতি

হোতা কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ পূর্ব্বক আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া ফল ও তাম্বুল ঘৃতসংযুক্ত করত অগ্নিতে নিক্ষেপান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবেন, মন্ত্র যথা—"মূর্দ্ধানমিত্যস্য ভরদ্বাজ ঋষিরাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মূর্দ্ধানন্দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিং। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং ন মম।" "সপ্ততি ইত্যস্য বামদেব ঋষিরাপো দেবত্য জগতীচ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ সপ্তঋষয়ঃ সপ্তধাম প্রিয়াণি। সপ্তহোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্তযোনীরাপৃণস্ব ঘৃতেন স্বাহা। অগ্নয় ইদং ন মম।" ধামন্ত ইতস্য বামদেব ঋষিরাপো দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ধামন্তে বিশ্বং ভুবন-

মধিশ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃন্তং তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমস্থাম মধুমন্তং ত ঊর্ম্মিং স্বাহা, অন্ত্য ইদং ন মম।" এই তিন মন্ত্রে পূর্ণাহুতি শেষ করিয়া অগ্ন্যুপস্থান করিবেন, যথা।

"অগ্নে ত্বন্ন ইত্যাদি চতুর্ঋচস্য গোপায়না বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুঃ প্রিয়বন্ধুঃ ক্রমেণ ঋষয়োঽগ্নির্দেবতা দ্বিপদা বিরাট্‌ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ত্বন্নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছানক্ষিদ্যুমত্তমং রয়িন্দাঃ॥ ওঁ সনো বোধি শ্রুধী হবমরুষ্যা নো অঘায়তঃ সমস্মাৎ। ত্বং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ। ওঁ চম ইত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সারস্বতোঽগ্নির্দেবতা উপরিষ্টাদ্‌বৃহতী-চ্ছন্দঃ সংস্থাজপে বিনিয়োগঃ ওঁ চমে স্বরশ্চ মে যজ্ঞোপ চ তে নমঃ। যত্তে ন্যূনং তস্মৈ ত উপযত্তেঽতিরিক্তং তস্মৈ তে নমঃ। ওঁ যজ্ঞঃ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিমভি গচ্ছ স্বাহা॥ এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহ সূক্তবাক স্বধীরং জুষস্ব স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠে অগ্ন্যুপস্থান করিয়া নিম্নমন্ত্রে নমস্কার করিবেন, যথা—

"ওঁ শ্রদ্ধাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলম্।
আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন॥"

তৎপরে আজ্যস্থালীর ঘৃতদ্বারা পরিস্তরণ কুশ সকল অভিষিক্ত করিয়া "ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। পরে অগ্নি সমীপস্থ ভস্ম স্রুবাগ্রে লইয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা ভস্ম গ্রহণ করিয়া "মানস্তোকে ইত্যস্য কুৎস ঋষির্জগতী-চ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা বিভূতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ মানো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে॥" এই সূক্তে দক্ষিণাবর্ত্তে অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" বলিয়া ললাটে, "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া হৃদয়ে, "ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া নাভিতে, "ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং" বলিয়া দক্ষিণস্কন্ধে, "ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া বামস্কন্ধে, "ওঁ সর্ব্বমস্তু শতায়ুষম্ বলিয়া মস্তকে তিলক দিবেন। তৎপরে ব্রতী ব্রহ্মদক্ষিণা পূর্ণপাত্র-ভোজ্যদান করিবেন, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" এইরূপে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽস্যা-মুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মৎসঙ্কল্পিত ইয়দ্বর্ষ-নিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি কৃতৈতদ্‌ব্রহ্মকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চ্চিতং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং দদে॥ ব্রহ্মা "ওঁ স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন। অতঃপর হোতা অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন, যথা—"ত্রিত ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিবিসর্জ্জনে

বিনিয়োগঃ। ওঁ অভ্যারমিদদ্রয়েঃ নিষিক্তং পুষ্করে মধু। অব ভস্ম বিসর্জ্জনে॥" "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" বলিয়া কাষ্ঠদ্বারা পরিচালন করিয়া "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" বলিয়া ঈশানকোণে দুগ্ধাদি নিক্ষেপ করিবেন।

তৎপরে ব্রতী দ্বাদশ ভোজ্য অথবা ব্রতবর্ষসংখ্যানুযায়ি ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া ডল্লক চতুষ্টয় উৎসর্গ করিবেন, যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সবস্ত্রোপকরণডল্লকায় নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করত বাক্যপূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে, যথা বিষ্ণুর্নমোঽস্থামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মৎসঙ্কল্পিত-ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মনি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামাঽহং সবস্ত্রোপকরণডল্লকং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এই বাক্যদ্বারা উৎসর্গ করিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে।

নমো, দেবস্বরূপী ভগবান্ দেবার্থে হি ব্রতং যতঃ।
তস্মাত্ত্বয়ি প্রসন্নে তু ব্রতং সম্পূর্ণতাং নয়॥

অতঃপর "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে লক্ষ্মীকে ডল্লকদান করিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে গুরুকে ডল্লকদান করিয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

নমো, ধর্ম্মরূপ মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক।
লোকানামুপকারার্থমুপদিষ্টং ব্রতং ত্বয়া॥
সেতুস্ত্বং ধর্ম্মরূপেণ নির্ম্মিতো ভবসাগরে।
ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন তীর্ণোঽহং ভবসাগরম্॥

অনন্তর, "অখণ্ডমণ্ডলাকারং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে স্বামীকে ডল্লক দান করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

নমঃ, অকালে যৎ ব্রতং তীর্ণং যত্তু মন্ত্রবিবর্জিতম্।
ধূপগন্ধাদিবিহীনং তৎ সর্ব্বং পূর্ণতাং নয়॥

অতঃপর স্বামীকে প্রণাম করিবে। তৎপরে বরণদক্ষিণা করিয়া প্রতিষ্ঠার দক্ষিণা করিবে, যথা—বিষ্ণুর্নমোঽস্থামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুক-দেবী যথোক্তফললাভকামনয়া (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া বা) কৃতৈতৎ-ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতা-মুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (তন্মূল্যং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া "নমোঽস্থ কৃতৈতৎ-ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" এই বাক্যান্তে ভূমিতে জল ত্যাগ করিয়া পুনরায় জল লইয়া "বিষ্ণুর্নমোঽস্থামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ

অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। এই বাক্য করিয়া দশবার বিষ্ণুনাম জপ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

নমঃ, অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্য বেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরি।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

"ময়া যদেতৎ কর্ম্ম কৃতং তৎসর্ব্বং ভগবন্নারায়ণচরণে সমর্পিতমস্তু।" পরে নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। তৎপরে হোতা "সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ জলদ্বারা শান্তি করিয়া আশীর্ব্বাদ দিবেন। পরে ব্রতী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া কার্য্যশেষ করিবেন॥ ইতি

দত্তকপুত্রগ্রহণবিধি

দত্তকগ্রহণের পূর্ব্বদিন গ্রহীতা সস্ত্রীক উপবাস করত ক্ষৌরী হইয়া সংযতভাবে থাকিবেন। তৎপরদিন প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য শেষ করিয়া শুভলগ্নে গুরু, পুরোহিত, বালকের পিতা-মাতা ও বন্ধু-বান্ধবগণ সহকারে বালককে লইয়া যাগমণ্ডপে গমন করিবেন।

গ্রহীতৃপক্ষ পূর্ব্বমুখ ও দাতৃপক্ষ পশ্চিমমুখ হইয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করিবেন। তৎপরে গ্রহীতা আচমনান্তে নারায়ণচক্র অথবা ঘটস্থাপন পূর্ব্বক নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবেন, যথা—

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥

দাতাও নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া উপযুক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অতঃপর উভয়পক্ষে দশ দশজন ব্রাহ্মণকে (শুভবাক্য-কথনের জন্য) পৃথক্‌ভাবে শুদ্ধাসনে বসাইবেন।

পরে গ্রহীতা "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত করপুটে স্বপক্ষীয় দশজন ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া বলিবেন "ওঁ সাধু ভবন্ত আসতাম্"। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—"ওঁ সাধু বয়মাস্মহে"॥ গ্রহীতা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবতঃ"। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ অর্চ্চয়"। গ্রহীতা গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদি লইয়া "এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদীনি ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদি ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিতবাক্য করিবেন, যথা—বিষ্ণুরোমত্যোদি অমুকগোত্রঃ সপত্নীকঃ

শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কর্ত্তব্যদত্তকপুত্রগ্রহণকর্ম্মণি শুভং শুভমিত্যাদিবাক্যকথনায় যথাসম্ভবগোত্রনাম্নো দশ ব্রাহ্মণান্ এভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবতোঽহং বৃণে। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন "ওঁ বৃতাঃ স্মঃ"। গ্রহীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন "ওঁ যথাবিহিতং শুভং শুভমিতি বাক্যকথনং কুরুত" ব্রাহ্মণগণ বলিবেন, "ওঁ যথাবিহিতং করবাম"।

এই প্রণালীতে দাতাও শুভংবাদী দশজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিবেন। (বাক্য বিশেষ এই যে "কর্ত্তব্যপুত্রদানকর্ম্মণি") অতঃপর গ্রহীতা সূর্য্যার্ঘ্যদান ও স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত গণেশাদিদেবতাগণকে গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবেন, যথা—

বিষ্ণুরোমতৎসদিত্যাদি অমুকগোত্রঃ সপত্নীকঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অপ্রজাত্বপ্রযুক্তপৈতৃকর্ণাপাকরণপুন্নামনরকত্রাণদ্বারা শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থম্ আত্মবংশরক্ষার্থঞ্চ মনুবৃহস্পতিবশিষ্ঠশৌনকপরাশরাদ্যৃষিবাক্যানুসারেণ স্বশাখোক্তবিধিনা দত্তক পুত্রগ্রহণমহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্তসূক্ত পাঠপূর্ব্বক পুণ্যাহাদিবাচক ব্রাহ্মণত্রয়কে বরণ করিবেন, যথা—"এতানি গন্ধপুষ্পবাসাংসি ওঁ পুণ্যাহাদিবাচকেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" (যজুর্ব্বেদীয় গ্রহীতা এই স্থলে "ওঁ স্বস্ত্যাদিবাচকেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিবেন) বলিয়া ব্রাহ্মণত্রয়ের হস্তে গন্ধাদি অর্পণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত বাক্য করিবেন, যথা—বিষ্ণুরোমতৎসদিত্যাদি মৎসঙ্কল্পিতদত্তকপুত্রগ্রহণকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইহা তিনবার উচ্চারণ করিলে পর ব্রাহ্মণ "ওঁ পুণ্যাহং" ইহা তিনবার বলিবেন। এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করাইতে হইবে। তৎপরে ব্রহ্মবরণ, যথা—গ্রহীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রাহ্মণকে অবলোকন করত বলিবেন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্"। ব্রহ্মা "ওঁ সাধ্বহমাসে" বলিবেন গ্রহীতা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্"। ব্রহ্মা "ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। পরে গ্রহীতা গন্ধপুষ্পযজ্ঞসূত্রবস্ত্রাদি লইয়া এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞসূত্ররজতাঙ্গুরীয়কবাসাংসি ওঁ ব্রহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিবেন। ব্রহ্মা "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। অতঃপর গ্রহীতা দূর্ব্বা ও তণ্ডুল দক্ষিণ হস্তে লইয়া ব্রহ্মার দক্ষিণ জানু (হাঁটু) স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিতবাক্য বলিবেন, যথা—বিষ্ণুরোমতৎসদিত্যাদি মৎসঙ্কল্পিতদত্তকপুত্রগ্রহণকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। ব্রহ্মা বলিবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি"। গ্রহীতা করপুটে বলিবেন "ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু"। ব্রহ্মা বলিবেন—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। এইরূপে হোতা, তন্ত্রধারক ও সদস্য বরণ করিবেন।

অনন্তর হোতা স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া "বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বেদিশোধনপূর্ব্বক পঞ্চঘট ও শান্তিকুম্ভ স্ব স্ব মন্ত্রে সংস্থাপন করত মন্ত্রপাঠসহকারে চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবেন। পরে সামান্যার্ঘ্যাদি ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া প্রথম ঘটে গণেশের; দ্বিতীয় ঘটে সূর্য্যের; তৃতীয় ঘটে বিষ্ণুর; চতুর্থ ঘটে শিবের;

পঞ্চম ঘটে দুর্গা, আদিত্যাদিনবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণের এবং শান্তিকুম্ভে বরুণদেবের আবাহনপূর্ব্বক যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবেন। তৎপরে নিম্নলিখিত দেবতাগণের ধ্যান ও আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

গণপতির ধ্যান—"খর্ব্বং স্থূলতনুমিত্যাদি। ওঁ আতূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন" ॥ এই সূক্তপাঠান্তে "ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রজাপতির ধ্যান—"ওঁ চতুর্ভূজং মহাবাহুং হংসারূঢ়ং বরপ্রদম্। রক্তমাল্যাম্বরধরং রক্তগন্ধানুলেপনম্ ॥ রক্তপদ্মাপনাসীনং রক্তবর্নং জগৎপ্রভুম্। অক্ষমালাস্রুবৎকুণ্ড-কমণ্ডলুকরং বিভুম্। ধ্যায়েৎ প্রজাপতিং দেবং সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।" এই ধ্যানান্তে আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥" এই সূক্তপাঠান্তে "ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

বিষ্ণুর ধ্যান—"ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি সূক্তপাঠান্তে "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

ধর্ম্মের ধ্যান—ওঁ চতুর্ভূজং চতুর্ব্বক্ত্রং মহামহিষবাহনম্ ॥ শুক্লবস্ত্রপরীধানং শুক্ল-গন্ধানুলেপনম্। শুক্লমাল্যধরং সৌম্যং সুন্দরাঙ্গং সুশোভনম্। কুন্দেন্দুধবলাঙ্গং তং ধ্যায়েৎ ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥" এই ধ্যানান্তে আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। ১

অতঃপর নিম্নলিখিত পিত্রাদি দেবতাগণের পূজা করিবেন, যথা—"ওঁ পিতৃভ্যো নমঃ, ওঁ কুলদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, ওঁ সোমায় নমঃ, ওঁ দিবে নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ভূর্নমঃ, ওঁ ভূবর্নমঃ, ওঁ স্বর্নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে নমঃ। এই সকল দেবতাগণের পূজা করিয়া কুশণ্ডিকা করিবেন।

স্বগৃহ্যোক্তনিয়মে "বিশ্বরূপনামক" (কোন মন্ত্রে "প্রাগল্‌ভ" নামক) অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক সাধারণ কুশণ্ডিকা করিবেন।

তৎপরে গ্রহীতা দেবতা ও ব্রাহ্মণাদি পূজ্যব্যক্তিগণকে নমস্কার করত কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

"ওঁ পিতৃমন্ত্যোর্দ্দেবমন্ত্যোর্ম্মম জাতঃ সুতো ন হি। পত্নীপাপৈরাত্মপাপৈঃ কর্ম্মভিশ্চ বিশেষতঃ ॥ তৎ সর্ব্বং হি ন জানামি জানাতি ধর্ম্ম এব চ। সূক্ষ্মাসূক্ষ্মবিচারণে কিমর্থং বঞ্চিতং ফলম্ ॥ রক্ষণে পিতৃপিণ্ডেভ্যঃ স্বনামপরিরক্ষণে। গোত্রার্থঞ্চ করিষ্যামি সর্ব্বেষাং সাক্ষিসন্নিভম্ ॥

১। শালগ্রামে পূজা করিতে হইলে আবাহন ও বিসর্জন করিবে না।

অনন্তর দাতা, দেবতা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নমস্কারপূর্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্রপাঠ করিবেন, যথা—ওঁ সর্ব্বে তে সাক্ষিণো ভূয়ো বদিষ্যামি পুনঃ পুনঃ। নাভাবেন ন দুঃখেন রৌরবান্নপদগুনাৎ॥ ন পোষণাক্ষমাচ্চৈব জ্ঞাতীনাং পরিপীড়নাৎ। নবান্নহেতুতো বাপি কুর্ব্বেঽহং কর্ম্ম ঈদৃশম্॥ ধর্ম্মাগ্নিচন্দ্রসূর্য্যদেববিপ্রা অত্র সাক্ষিণো ভবন্তু"। পরে উভয় পক্ষীয় সকলে বলিবেন "দাস্যসি, দাস্যসি দাস্যসি॥" তৎপরে দাতা "দাস্যামি" ইহা তিনবার বলিলে পর উভয় পক্ষীয় সকলে তিনবার বলিবেন "ওঁ গৃহাণ"। অতঃপর উভয়পক্ষীয় ব্রাহ্মণগণ ও আত্মীয়স্বজনগণ "তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর" বলিয়া দাতাকে তাহার পত্নীর নিকট পাঠাইবেন।

দাতার স্ত্রী অপরাপর স্বজন-পত্নীগণকে সাক্ষী রাখিয়া "দাস্যামি" বলিয়া লেখনী স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিবেন, "দদস্ব ত্বং, দদস্ব ত্বং, দদস্ব ত্বং—মদীয়োঽয়ং ন পুত্রঃ। তৎপরে গুরু বা পুরোহিত নিম্নলিখিত প্রণালীতে দানপত্র লিখিবেন, যথা—অমুকগোত্রাভ্যাং অমুকপ্রবরাভ্যাং অমুকামুকাভ্যাং দম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং, অমুকগোত্রৌ অমুকপ্রবরৌ অমুকামুকৌ দম্পতী আবাং অমুকগোত্রস্যামুকস্য প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্যামুকস্য পৌত্রং অমুকগোত্রয়োরমুকামুকয়োর্দ্দম্পত্যোরাবয়োঃ পুত্রমিমং দত্তকপুত্রত্বেন সম্প্রদদ্বহে।

নাস্মিন্ পুত্রে স্বত্বমস্তি ন বা পিণ্ডাধিকারিতা। ধর্ম্মেণাপি চ লিপ্তঃ স্যামধর্ম্মেণাপি লিপ্তকঃ॥ ক্রিয়াক্রিয়ায়াং লিপ্তো ন মদ্গোত্রে নাস্তি বান্ধবঃ। সুখদুঃখেন ন প্রাপ্তিরিতি সত্যং করোম্যহম্।

দানপত্র লিখিয়া দাতার পত্নীর হস্তে স্বাক্ষর করিবার জন্য দিবেন। তিনি যদি লিখিতে না জানেন, তবে তিনটি রেখামাত্র দিবেন। দাতা স্বয়ং স্বাক্ষর করিবেন। পরে অপরাপর রমণীবর্গ দাতার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন "অন্যোঽস্তি কিমমুং দদাসি"। দাতার স্ত্রী প্রফুল্লান্তকরণে বলিবেন অন্যোঽস্তি মে পুত্রকঃ হৃষ্টচিত্তপূর্ব্বকং দদানি অস্য নাস্তি পুত্রঃ"।

অতঃপর দাতা সস্ত্রীক আসনে উপবেশন করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে গণেশাদিদেবতাগণকে গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করত নিম্নলিখিত সঙ্কল্প করিবেন, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ সপত্নীকঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং পুত্রদানকর্ম্মাহং করিষ্যে। তৎপরে সূক্তপাঠ করিয়া সর্ব্ববিঘ্ননাশার্থ গণপতিকে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে পুত্রদান করিবেন। "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ সপত্নীকঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ইমং পুত্র তব পৈতৃকর্ণাপাকরণপুন্নামনরকত্রাণবংশরক্ষাসিদ্ধ্যর্থং আত্মনশ্চ পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় সপত্নীকায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" এই প্রকারে উৎসর্গ করিয়া "মম প্রতিগৃহ্লাতু

পুত্রং ভবান্‌” বলিয়া গ্রহীতার হস্তে সাক্ষতজল অর্পণ করত দক্ষিণা করিবেন, যথা—বিষ্ণুরোম্‌ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ সপত্নীকঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীপরমেশ্বরপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ-পুত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং অগ্নিদৈবতং (তন্মূল্যং বা) অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় সপত্নীকায় শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণে তুভ্যমহং সংপ্রদদে ॥ এই বাক্যে দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া গ্রহীতার হস্তে অর্পণ করিবেন। গ্রহীতা “স্বস্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তৎপরে দাতা ও তৎপত্নী পুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক শালগ্রামশিলা, ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সাক্ষাতে নিম্নস্থ মন্ত্রপাঠ করত গ্রহীতৃ-দম্পতি হস্তে অর্পণ করিবেন, যথা—“অস্য গোত্ররক্ষণায় ধর্ম্মপালনায় দদামি সর্ব্বাসাং স্ত্রীণাং সাক্ষিসম্ভবাঃ। ন লোভেন ন মোহেন ন ক্ষোভেন ন ক্রোধেন নান্যহেতুনা।” অতপর গ্রহীতা নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বালকের হস্তদ্বয় ধারণ করত নিজ ক্রোড়ে বসাইবেন, মন্ত্র যথা—“ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্লাম্যসৌ ॥” পরে নিম্নমন্ত্রে বালকের মস্তক আঘ্রাণ করিবেন, যথা—

ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়া-দধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতম্‌ ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবেন, যথা—“ওঁ ধর্ম্মায় ত্বা প্রতিগৃহ্লামি, ওঁ সন্তানায় ত্বা প্রতিগৃহ্লামি।” অনন্তর “বস্ত্রাণি পরিধৎস্ব” এই মন্ত্রদ্বারা বস্ত্র ও উত্তরীয় বালককে পরাইয়া নিম্নস্থমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উষ্ণীষ এবং কুণ্ডলাদিদ্বারা সাজাইয়া কপালে কুঙ্কুম তিলক দিবেন। মন্ত্র যথা—“ওঁ হিরণ্যরূপমবসে কৃনুধ্বম্‌” ইতি। পরে বালককে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নৃত্যগীতাদি মহোৎসব করাইবেন। অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করত পত্নীর ক্রোড়ে বালককে অর্পণ করিবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ স্বস্তিনো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তিদেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বায়ুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে, দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥ ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥ ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব, পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্‌। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষভয়ং নো অস্তু ॥ ওঁ তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে শংযোরস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্‌। অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায় ॥ ওঁ গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাসূক্তং তৎপ্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদেত্য বিদূরে পূষং লভতে গৃহাণে বৈ নানাজিগমিষতি পশূনাং প্রতিষ্ঠা ॥

অতঃপর উপস্থিত জনগণকে মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া কোন একটি ব্রাহ্মণের নিকট পুত্রকে রক্ষা করত বালকের জনক ও জননীর ঋণ প্রদান করিবেন, যথা—"দেহ-দক্ষিণার্থ স্বর্ণ, মেদোর্থে মেদিনী, তেজোর্থে বহ্নি, বাতার্থে ব্যজন, নভোর্থে ঘট, বরুণার্থে জল, নেত্রার্থে দর্পণ, কেশার্থে চামর, নখার্থে রজত পাত্র, দন্তার্থে মুক্তা, নাসিকার্থে গন্ধদ্রব্য, চর্ম্মার্থে রক্তবস্ত্র, কর্ণার্থে শঙ্খ, মুখের নিমিত্ত যন্ত্র, করজন্য অস্ত্র চরণজন্য পাদুকা, মাংসনিমিত্ত মৃত্তিকা ও সর্ব্বার্থে পূর্ণকুম্ভ দেয়। স্বর্ণদানবাক্য—বিষ্ণুরোমত্ত্যোদি অমুকগোত্রঃ সপত্নীকঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অস্মদ্গৃহীতদত্তকপুত্রস্য দেহদক্ষিণামিদং স্বর্ণং (তন্মূল্যং বা) অমুকগোত্রাভ্যাং অমুকামুকাভ্যাং অস্মদ্গৃহীতদত্তকপুত্রজনকাভ্যাং যুবাভ্যাং অহং সম্প্রদদে। এইরূপ বাক্যদ্বারা গ্রহীতা দক্ষিণা করিয়া বালকের জনকজননীর হস্তে অর্পণ করিবেন। দাতা ও তৎপত্নী "স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

পঞ্চতত্ত্বদানবাক্য, যথা—"বিষ্ণুরোমত্ত্যোদি—অস্মদ্গৃহীতদত্তকপুত্রশরীরগতমেদস্তেজোবায়ুনভোবরুণার্থানি মেদিন্যগ্নিব্যজনঘটজলানি অমুকগোত্রাভ্যামিত্যাদি।

প্রত্যঙ্গপরিবর্ত্তনার্থদানবাক্য যথা—"বিষ্ণুরোমত্ত্যোদি—অস্মদ্গৃহীতদত্তকপুত্রনেত্রকেশনখদন্তনাসাচর্ম্মকর্ণমুখহস্তপদমাংসপ্রত্যঙ্গশরীরপরিবর্ত্তনার্থান্ দর্পণচামররজতপাত্রমুক্তাগন্ধরক্তবস্ত্রশঙ্খযন্ত্রাস্ত্রপাদুকাপূর্ণকুম্ভান্ অমুকগোত্রাভ্যামিত্যাদি।" এইরূপ বাক্যদ্বারা সকল বস্তু গ্রহীতা অর্পণ করিলে, বালকের জনকজননী "স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন॥

দত্তকগ্রহণে চরুপাক-প্রণালী

হোতা নিজ দক্ষিণে পূর্ব্বাগ্র কুশ পাতিয়া প্রক্ষালিত উদূখল, মুষল, বাঁশের নূতন কুলা এবং জলপূর্ণ চমস স্থাপন করত যবতণ্ডুল অথবা ব্রীহিজাত তণ্ডুল কুলায় রাখিয়া ক্রমশঃ মুষ্টিগ্রহণাদি করিবেন, যথা—ওঁ গণপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি" বলিয়া একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিবেন। "ওঁ গণপতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" বলিয়া উদূখলমধ্যে স্থাপন করিবেন। "ওঁ গণপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি" বলিয়া চমসস্থ জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন, এই প্রণালীতে নিম্নলিখিত দেবতাগণের উদ্দেশে মুষ্টি গ্রহণ, উদূখলে স্থাপন ও চমসজলদ্বারা প্রোক্ষণ করিতে হইবে। "ওঁ প্রজাপতয়ে, বিষ্ণবে, ধর্ম্মায়, পিতৃভ্যঃ, কুলদেবতাভ্যঃ, গুরুভ্যঃ, অগ্নয়ে, সূর্য্যাসাবিত্র্যৌ, অগ্নয়ে, বায়বে, সূর্য্যায়, প্রজাপতয়ে, সোমায়, অন্তরীক্ষায়, দ্যৌঃ, পৃথিব্যৈ, ভূঃ, ভুবঃ, স্ব, ভূর্ভুবঃ স্বঃ, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে"; অমন্ত্রক দুইবার, এইরূপে মুষ্টিগ্রহণাদি করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা মুষল ধারণ করত তিনবার অবঘাত পূর্ব্বক সকল তণ্ডুল কুলায় লইয়া ঝাড়িয়া তিনবার প্রক্ষালনান্তে চরুস্থালীতে উত্তরাগ্র পবিত্র স্থাপন পূর্ব্বক তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে দুগ্ধদ্বারা পাক করিবেন; পাক নিষ্পত্তি হইলে জলদগ্নিদ্বারা স্থালীমধ্য অবলোকন পূর্ব্বক "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করত ঘৃত প্রক্ষেপদ্বারা চরু সিক্ত করিয়া দর্ব্বীদ্বারা ঘুটিয়া মিশাইবেন। অতঃপর পুনরায় জলদগ্নিদ্বারা স্থালীমধ্য দর্শন করিয়া পুনরায় ঘৃত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তরদিকে চরুস্থালী নামাইয়া রাখিবেন।

অনন্তর গ্রহীতার ব্রত হোত্রাচার্য্যাদি ঋত্বিগ্‌গণ নিম্নলিখিত প্রণালীতে হোম করিবেন।

যথা—হোতা কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি" এইরূপ নামকরণ করিয়া আবাহন ও অর্চ্চনা করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে অবদান নিয়মে চরুহোম করিবেন। যথা—হোতা চরু লইয়া "যস্ত্বা হৃদা কীরিণেতি মন্ত্রয়োর্দ্বয়োরাত্রেয়ো বসুশ্রুত ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ পুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণামন্যমানো মর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাং স্বাহা॥ ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনং। অশ্বিনং সুপুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি স্বাহা," "ইদমগ্নয়ে" বলিয়া যজুর্ব্বেদীয়গণ প্রত্যাহুতি দিবেন।

"তুভ্যমগ্নে ইত্যস্য মন্ত্রস্য সূর্য্যাসাবিত্রী ঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা দ্বেঽনুষ্টুভৌ ত্রিজগতীচতুর্থীত্রিষ্টুপ্‌পঞ্চম্যনুষ্টুপ্‌ছন্দাংসি পুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ তুভ্যমগ্নে পর্য্যবহৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ। পুনঃ পতিভ্যো জায়ান্দা অগ্নে প্রজয়া সহ স্বাহা"।

"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসীত্যাদিঋক্‌পঞ্চকস্য সূর্য্যাসাবিত্রী ঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রীদেবতা দ্বেঽনুষ্টুভৌত্রিজগতী চতুর্থী ত্রিষ্টুপ্‌পঞ্চম্যনুষ্টুপ্‌ছন্দাংসি পুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতম্। ওঁ হিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণামন্যমানো মর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাং॥ ওঁ তুভ্যমগ্নে পর্য্যবহৎ সূর্য্যাং বহতু ন সহ। পুনঃ পতিভ্যো জায়ান্দা অগ্নে প্রজয়া সহ॥ ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তিদেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্যয়স্পতি স্বাহা"।

"সোমোঽদদদিত্যাদি ঋক্‌পঞ্চকস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা দ্বেঽনুষ্টুভৌ ত্রিজগতীচতুর্থী ত্রিষ্টুপ্‌পঞ্চম্যনুষ্টুপ্‌ছন্দাংসি পুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমোঽদদদ্‌গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে। রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ১। ওঁ ইহৈবস্তং মাবিয়ৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতং। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্ম্মোদমানৌ স্বীয়ে গৃহে স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ২। ওঁ স্বাত্মনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা। অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৩। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৪। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু, দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুরু স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৫।

যস্ত্বাহৃদেত্যাদিঋক্‌দশকস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রীদেবতা পুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণামন্যমানো মর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহ্বীমি। জাতবেদো যশো

অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাং ॥ স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ১। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোক মগ্নে কৃণবঃ স্যোনং। অশ্বিনং সুপুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি ॥ স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ২। ওঁ তুভ্যমগ্নে পর্য্যবহৎ ইত্যাদি স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৩। ওঁ সোমোঽদদদ্‌গন্ধর্ব্বায় ইত্যাদি স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৪। ওঁ ইহৈব ইত্যাদি স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৫। ওঁ আত্মনঃ প্রজাং জনয়তু ইত্যাদি স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৬। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতি ইত্যাদি স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৭। ওঁ ইমাং ত্বমিশ্র ইত্যাদি স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৮। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৯। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ ॥ ১০ ॥

অতঃপর চরুদ্বারা প্রাজাপত্যহোম করিতে হইবে, যথা—ওঁ প্রজাপতে নত্বদেতানন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ১। ওঁ আতু ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় মহাহস্তী দক্ষিণেন স্বাহা। ইদং গণপতয়ে। ২। ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে। ৩। ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা। ইদং ধর্ম্মায়। ৪। ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা। ইদং পিতৃভ্যঃ। ৫। ওঁ কুলদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ইদং কুলদেবতাভ্যঃ। ৬। ওঁ গুরুভ্যঃ স্বাহা। ইদং গুরুভ্যঃ। ৭। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ৮। ওঁ সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ স্বাহা। ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। ৯। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ১০। ওঁ বায়বে স্বাহা। ইদং বায়বে। ১১। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ১২। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ১৩। ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়। ১৪। ওঁ দিবে স্বাহা। ইদং দিবে। ১৫। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা। ইদং পৃথিব্যৈ। ১৬। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ১৭। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে। ১৮। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ১৯। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ইদমগ্নিবায়ুসূর্য্যেভ্যঃ। ২০। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে। ২১।

এইরূপে চরুহোম শেষ করিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা আজ্য-মিশ্রিত সমিধ্‌ হোম করিবেন, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ দত্তকপুত্রগ্রহণকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি—ওঁ আতু ন ইন্দ্রক্ষুন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় মহাহস্তীদক্ষিণেন স্বাহেতিমন্ত্রকরণকগণপতিদেবসম্প্রদানকাষ্টোত্তরশত-সংখ্যকাভিঃ সাজ্যোড়ুম্বরসমিদ্ভিরেকৈকশো হোমমহং করিষ্যামি। এইরূপ সংকল্প করিয়া অষ্টোত্তরশতহোম করিবেন এবং "ইদং গণপতয়ে" বলিয়া প্রতিবারে প্রত্যাহুতি দিবেন। তৎপরে—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি···হোমকর্ম্মণি ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতানন্যো বিশ্বাজাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তেজুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহেতিমন্ত্রকরণকপ্রজাপতিদেবসম্প্রদানকাষ্টোত্তরশতসংখ্যকাভিঃ সাজ্যপলাশসমিদ্ভিরে-

কৈকশো হোমমহং করিষ্যামি" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পলাশসমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবেন এবং প্রতিবারে "ইদং প্রজাপতয়ে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন। পরে বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি···হোমকর্ম্মণি ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ স্বাহেতি মন্ত্রকরণকবিষ্ণুসম্প্রদানকাষ্টোত্তরশতসংখ্যাকাভিঃ সাজ্যোডুম্বরসমিদ্ভিরেকৈকশো হোমমহং করিষ্যামি" এইরূপ সঙ্কল্প করত অষ্টোত্তরশত যজ্ঞোডুম্বর সমধি্ দ্বারা হোম করিবেন এবং "ইদং বিষ্ণবে" বলিয়া প্রতিবারে প্রত্যাহুতি দিবেন। অতঃপর "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি···হোমকর্ম্মণি ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহেতি মন্ত্রকরণকধর্ম্মসম্প্রদানকাষ্টোত্তরশতসংখ্যাকাভিঃ সাজ্যোডুম্বরসমিদ্ভিরেকৈকশো হোমমহং করিষ্যামি" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অষ্টোত্তর শত যজ্ঞোডুম্বর সমধি্ দ্বারা হোম করিবেন এবং "ইদং ধর্ম্মায়" বলিয়া প্রতিবারে প্রত্যাহুতি দিবেন। পরে পিত্রাদি দেবতাদিগকে যথাশক্তি সাজ্যসমিধ্ দ্বারা হোম করিবেন। অনন্তর আদিত্যাদি নবগ্রহগণের ইন্দ্রাদিদিক্‌পালগণের ও প্রত্যক্ষ দেবতাগণের আজ্যদ্বারা প্রত্যেকের হোম করিবেন। তৎপরে ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিহোম করিবেন, যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা। ইদমগ্নিবায়ুসূর্য্যেভ্যঃ। অতঃপর প্রায়শ্চিত্ত হোম করিতে হইবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিতপুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিধুনামক অগ্নির আবাহন ও পূজা করত স্ব স্ব বেদোক্ত প্রায়শ্চিত্তহোম মন্ত্রে হোম করিবেন। অতঃপর মৃড়নামক অগ্নিকে আবাহন ও পূজা করিয়া স্ব স্ব বেদানুযায়ী পূর্ণাহুতি দিবেন। পূর্ণপাত্র ভোজ্যদ্বারা ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া অগ্নিবিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভস্মতিলক প্রদান করিবেন। তৎপরে গ্রহীতা যথোপযুক্ত দক্ষিণা দ্বারা বৃতব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে পুত্রকে অভিষিক্ত করাইবেন যথা—স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে পঞ্চবিংশতি অশ্বত্থপল্লবোপরি বালককে বসাইয়া কেশ বন্ধন ও ভূষণাদি উন্মোচনপূর্ব্বক হরিদ্রাক্ত বস্ত্র পরাইয়া সম্মুখে দধিপ্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যযুক্ত পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবেন। পরে পঞ্চবিংশতি কুশপত্রদ্বারা বিষ্টর রচনা করত তদ্দ্বারা বালককে অভিষেক করাইবেন। তজ্জন্য পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণকে বরণ করিবেন, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ সপত্নীকঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অস্মদ্গৃহীতদত্তকপুত্রস্যাভিষেকার্থং সাবর্ণ-শাণ্ডিল্য-কাশ্যপ-ভরদ্বাজ-বাৎস্যগোত্রজান্ পঞ্চব্রাহ্মণান্ গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবতোঽহং বৃণে" এইরূপ বাক্যদ্বারা বরণ করিয়া শাণ্ডিল্যগোত্রজ ব্রাহ্মণকে বিষ্টর, সাবর্ণকে ঔডুম্বর সমিধ্, কাশ্যপকে পুষ্প, ভরদ্বাজকে অশ্বত্থ সমিধ্ এবং বাৎস্যকে দূর্ব্বা প্রদান করিবেন। তৎপরে শাণ্ডিল্যাদি পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণগণ বিষ্টরাদি দ্রব্যসংযোগে কুম্ভস্থ জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বালককে অভিষেক করিবেন, মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকস্য গৃহীতদত্তকপুত্রমিমং বয়ম-

ভিষিঞ্চামঃ" ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মসমাখ্যাতা হুং হুং যং রং লং বং শং প্রাণান্ শুদ্ধয়ামি স্বাহা। শ্রীং শ্রীং শাং শীং শূং শৈং শৌং শং শঃ বীজং শুদ্ধয়ামি. দেহং পবিত্রয়, পবিত্রয়, নান্যকুলোদ্ভব-বিকারদোষজাতঃ পরান্নভক্ষণাৎ পররমণীক্রোড়সংস্থিতত্বাৎ পরগর্ভজাতোঽসি যস্যাঃস্তনপানং কৃত্বা যস্যা যোন্যা নীতোঽসি তস্যাঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি চ্ছিন্ধি চ্ছিন্ধি দংশয় দংশয় নাশয় নাশয় অস্মৎকুলোদ্ভবমদীয়পুত্রস্ত্বমসি মম রমন্যা যয়া জাতোঽসি পরশুক্রে যো জাতস্তস্মিন্ সর্ব্বং চূর্ণয় চূর্ণয় সর্ব্বং নিপাতয় নিপাতয় যস্য রুধিরাচ্ছরীরং মেদোজাতং তৎসর্ব্বং শোষয় শোষয় অস্মাকং শুক্রস্পর্শনাদস্থিযাতু যাতু ময়া রমণীঋতুরক্ষিতং তৎসলিলে সলিলং যাতু যাতুপূর্ব্বকং গর্ভসলিলং শোষয় শোষয় ওঁ চাং চীং চূং চৈং চৌং চং চঃ চন্দ্রার্থে চন্দ্রো-জাতশ্চন্দ্রপ্রভবশ্চন্দ্রোদ্ভবো যশ্চন্দ্রঃ সচন্দ্রোঽহং দদানি অস্মাকঞ্চ পুত্রস্ত্বং ভূয়োভূয়ঃ মদীয়-পিতৄন্ সর্ব্বান্ মানয় মানয় যাস্ত বর্দ্ধয় বর্দ্ধয় কামান্ কামান্ কাং কীং কূং কৈং কৌং কং কঃ কামাৎ ক্রোধাৎ কুবুদ্ধি-কুকর্ম্ম-কুক্রিয়া-কুলাচারহীনকৃপণদোষবিবর্জ্জিতকদাচারং ত্যজ ত্যজ নিষ্কামঃ কামভূয় কস্মাজ্জাতঃ ক্ব উদ্ভবঃ কস্মিন্ কুলে কুলাশ্রয় হুং হুং স্বাহা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা স্বমাতৃগমনে গুরুপত্নীলঙ্ঘনে সীমালঙ্ঘনে মিথ্যাবাক্যকথনে জ্ঞাতি-নিন্দাজ্ঞাতিহিংসাদ্বিজনিন্দাদ্বিজবাদকরস্য গুরুনিন্দা গুরুহিংসা স্ত্রীনিন্দা চ স্ত্রীতাড়নং পিতুর্ম্মাতুশ্চ সেবয়া ধর্ম্মতঃ ক্ষুৎপরিরক্ষণীয়া পরদারানুগ্রহরতো হস্তং দগ্ধং ন করোষি মিথ্যাবাক্যং ন শৃণোষি মিথ্যাসাক্ষ্যং ন দদাসি জিহ্বাং-দগ্ধাং ন করোষি অপজাতান্নং ন গৃহ্লাসি পাদবিক্ষেপণং পরসীমায়াং নাস্তি অন্যদত্তবৃত্তৌ নাস্তি বিপ্রস্য পাপবিক্ষেপঃ। দ্বিজগুরুবিপ্রস্য মধ্যে ন গময় পরপত্নীং ন সেবয় দেহং তত্র ন মগ্নয় কুকর্ম্মকৃতং স্যাৎ কুলং দগ্ধং ন কারয় বাণীং ন বদ বিপ্রান্ বান্ধবান্ দরিদ্রান্ শরণাগতান্ ন ত্যজ স্বজায়াং ন ত্যজ ধনলোভেন পরান্ ন নষ্টয় নীচসংসর্গং ন কারয় ন কারয় দ্বিভার্য্যাং ন কারয় সভায়াং ন পক্ষাপক্ষং দ্বিজেনাপি হতাদরং মা হিংসাং প্রাণিবধায় যজ্ঞং বিনা পিতৃকর্ম্ম ন কুর্য্যাঃ পরধনেন, মূর্খৈঃ সহ নাস্তি প্রেমা প্রিয়তোষান্বিতেনেকাসনা গুর্ব্বিণী নাপি লঙ্ঘিতা পিত্রাজ্ঞা, যবনী ন স্পৃশ্যা শ্বপাকাদির্ন করয়িতব্যাঃ তস্করাণাং সঙ্গী ন স্যাৎ, পরদ্রব্যে ন স্পৃহা ন বা দ্বিজধনে ন ন্যূনে বাধিকে, ন বা ক্রোধাদিকে বশঃ, স্বল্পনিদ্রা সমুচিতা ন দিবা ন সন্ধ্যায়াং ন স্ত্রিয়া বশো গোপ্যবাণী, বয়োধিকা নারী ন রম্যতাং ন সকলেন সমতা যস্য তস্য পংক্তৌ ভক্ষয় নত্যাং নাস্তি পাদবিক্ষেপঃ মাদকদ্রব্যং ন ভক্ষয়, গুরুদ্বিজপিতৃমাতৃভক্তিতা হৃদীষ্টং সঞ্চিন্তনীয়ং জিহ্বায়াং নাম জপনীয়ং করে মালা ভ্রমণীয়া, স্মারণাৎ দ্বিজাদরপিতৃতর্পণপূজনমেব ন কারণং কর্ম্মকারণৈর্ন তাড়নৈঃ। পরিবিত্তং ন হারয়েৎ পুষ্পং বিনা, পরনিন্দা ন শ্রবণীয়া ন করণীয়া মিত্রকান্তা পরকান্তা ন বিলোক-নীয়া, শ্বশুরালয়ে ন বহুকালং স্থাতব্যং, দুঃখে মিত্রালয়ে ন গন্তব্যং বিদ্যয়া স্ববিদ্যা পরিরক্ষণীয়া বিদ্যা বিদেশগামিনী বিদ্যাং সমাশ্রয় বহুদূরং ন গন্তব্যং তীর্থং বিনা, শত্রৌ মিত্রে সমতা শক্রভূর্ত্তলে যমং বিনা ইত্থং ভাবয়িত্বা তদ্‌যজ্ঞং করোতি, কামাৎ ক্রোধাৎ

মোহাৎ সর্ব্বং সমুদ্ভবতি হুং হুং ফট্ স্বাহা॥ ইত্থং জন্ম পূর্ব্বং জন্ম প্রপূর্ব্বং জন্ম পরং জন্ম পরাপরং জন্ম যৎপাপমকার্ষীঃ কিং কর্ম্ম গ্রহবৈলক্ষণ্যাৎ যৎ কৃতোঽসি তৎপাপং হন হন পচ পচ দহ দহ নাশয় নাশয় জনকপাপং জননীপাপং ভৃত্যানাং পাপং বৃষলীপাপং বান্ধব-পাপং স্ত্রীণাং পাপং সুতস্যাপি পাপং গ্রামীণস্যাপি তথা পাপানি সর্ব্বাণি নাশয় নাশয় রোগান্ কর্ম্মজপাপজবৈদিকলৌকিকভৌতিকপৈশাচিকবাতিকপৈত্তিকশ্লৈষ্মিককায়িক-নাড়ীমাংসচর্ম্মাস্থিভেদিনো রোগান্ দেবমন্যুতঃ পিতৃমন্যুতঃ জ্ঞাতিমন্যুতঃ বিপ্রমন্যুতঃ স্ত্রীমন্যুতঃ রাশিনক্ষত্রযোজিতানি সর্ব্বাণি হন হন আয়ুষ্মান্ বলবান্ যশঃশ্রীবুদ্ধিমেধাতুষ্টি-পুষ্টিবিদ্যাজয়যুক্তোঽসি জনাদরৈর্ধনবর্দ্ধনাৎ নৃপতির্ভব যজ্ঞপতির্ভব ক্ষিতিপতির্ভব বাণীকণ্ঠ-সমাশ্রিতা হৃদিস্থা গৃহে লক্ষ্মীঃ॥ উদরে চ উমা পাতু জিহ্বাং পাতু জনার্দ্দনঃ। কপোলে চেশ্বরঃ পাতু পৃষ্ঠে চ পর্ব্বতেশ্বরঃ। বাহূ পাতু বাসুদেবঃ কন্দর্পঃ পাতু শিশ্নকম্। জানু নারায়ণঃ পাতু গুহ্যে পাতু প্রজাপতিঃ। পাদয়োঃ পৃথিবী পাতু সর্ব্বাঙ্গেঃ পিতরস্তথা॥”

অতঃপর পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চগন্ধ ও পঞ্চপুষ্পদ্বারা গায়ত্রীপাঠসহকারে মস্তক হইতে পাদ পর্যন্ত তিনবার মার্জ্জন করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বালকের গাত্রে হস্তঘর্ষণ করত ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিবেন, যথা—“ওঁ বজ্রেণাপি ন ভেদঃ স্যাচ্ছূলেনাপি ন তাড়নম্। দাত্রেণাপি ন ভেদঃ স্যাৎ খড়্গেনাপি ন তাড়নম্। তাড়নং মুদ্গরেণাপি পাশেনাপি ন বন্ধনম্। কর্ম্মপাশে ন বদ্ধঃ স্যাৎ পশুপাশৈর্ন লিপ্তকঃ। পাপামুক্তো ভব স্বস্থো জয়ী ভব সুনিশ্চিতম্। দীর্ঘায়ুর্ভব সম্পূর্ণো দুহিত্রা চ সুতেন চ। অকালে নাপি মৃত্যুঃ স্যাৎ নাপমৃত্যুশ্চ কর্হিচিৎ। পূর্ব্বাজ্ঞা কুলধর্ম্মঃ স্যাদ্ যজ্ঞাত্মা কুলবর্দ্ধনম্। কান্তা ভবতু সাধ্ব্যস্য ন হি বিশ্বাসঘাতিকা। পতিসেবানিযুক্তা চ তৎকান্তা মুক্তিরূপিণী। দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে তীর্থে চ মতিমান্ ভব। মহেশ্বরশ্চ বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মা চ পার্ব্বতী তথা। সাবিত্রী চাহোরাত্রঞ্চ চন্দ্রিকা চাগ্নিবারুণৌ। তে সর্ব্বে তব রক্ষন্তু সত্যং সত্যং ন সংশয়॥”

অনন্তর গ্রহীতা পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণগণের যথোপযুক্ত দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তোষ সম্পাদন করিবেন। পরে গীতবাদ্যাদি সহকারে মঙ্গলকার্য্য করিয়া বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবেন। তৎপরে বালকের ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া পুনরায় স্নান এবং অলঙ্কার ও রক্তবস্ত্রাদি পরিধান করাইবেন। অতঃপর বামকরে স্ত্রীকে ধরিয়া দক্ষিণহস্ত স্ত্রীর জঠরে স্থাপন-পূর্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ সহকারে বালককে স্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিবেন মন্ত্র, যথা—“ওঁক্রীং ক্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং ফট্। ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভঃ ধেহি মহেশশ্চ গর্ভং ধেহি প্রজাপতিঃ। গর্ভং ধেহি চ মে দেবঃ স নো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মহ-বিদ্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহম্॥”

অতঃপর পত্নী পতিকে প্রণাম করত দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলে পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম পশ্যামি পুত্রবক্ত্রকং। নিস্তারং পিতৃকর্ম্মভ্যো নিস্তারং স্ত্রীধনাত্তথা। সর্ব্বং সম্পূর্ণং পুত্রেঽস্মিন্ কুরুষ্ব মে॥”

পরে পিতা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে যথাশক্তি ধনবস্ত্রাদি দান করিয়া নিজনাম-পূর্ব্বাক্ষরযুক্ত নামকরণ করিবেন। পিতা বালককে স্বর্ণ ও ভূমিদান, মাতা স্তনদান ও বান্ধবগণ ধনদানদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবেন। রমণীগণ বালকের মাতাকে "কিং নাম তব পুত্রস্য মুখং পশ্যামি দেহি মে"। এইকথা তিনবার বলিয়া বালককে ক্রোড়ে নিয়া মুখচুম্বনাদি করিবেন। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণাদি দ্বারা কার্য্য সমাপন করিয়া গীত-বাদ্যাদি সহকারে শিবিকারোহণে বন্ধুবান্ধবগণযুক্ত হইয়া বালককে নগরমধ্যে ভ্রমণ করাইবেন॥ ইতি দত্তকপুত্রগ্রহণবিধি।

দেবপ্রতিষ্ঠা ও পুনঃসংস্কার

ধাতুময়ী প্রস্তরময়ী বা দারুময়ী মূর্ত্তিতে পূজা করিতে হইলে তাহার প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ ভগ্ন, বিদারিত, অগ্নিদগ্ধ স্বস্থানচ্যুত, যথাবিধি পরিমানহীন, পূজাহীন, পশুর দ্বারা স্পৃষ্ট, অপবিত্র স্থানে পতিত, অন্যদেবতার মন্ত্রদ্বারা পূজিত বা পতিত অস্পৃশ্যজাতি (চণ্ডালাদি) দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে তাঁহারও সংস্কারপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রমাণ যথা—

খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে মানবিবর্জিতে।
যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু॥
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিত-স্পর্শ-দূষিতে।
দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ॥

আরও উক্ত আছে যে—"দ্রব্যবৎ কৃতশৌচানাং দেবতার্চ্চানাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনম্"। "তাসামস্পৃশ্যস্পৃষ্টানাং প্রকৃতিদ্রব্যস্য তাম্রাদের্যথেষ্টং শৌচং কৃত্বা পুনঃপ্রতিষ্ঠাপনাৎ পূজ্যত্বমিত্যর্থঃ।"

পূজিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত-দোষদুষ্ট হইলে পুনর্গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। স্বর্ণময়ী, রজতময়ী ও লৌহময়ী মূর্ত্তিকে বিশুদ্ধ জলে ধৌত করিলে তাম্র ও পিত্তলময়ী মূর্ত্তি অম্লযোগে, কাংস্যময়ী মূর্ত্তি ভস্মদ্বারা, প্রস্তরময়ী, শঙ্খময়ী ও রত্নময়ীমূর্ত্তি সপ্তদিবস মৃত্তিকামধ্যে স্থাপন করিলে এবং দারুময়ী মূর্ত্তির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ চাঁচিয়া ফেলিলে উহা শুদ্ধ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাযোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু মল-মূত্রাদি শরীরের মল, শব, মদ্য, সূতিকা বা রজস্বলা স্পৃষ্ট হইলে ধাতুময়ী মূর্ত্তিকে দ্রবীভূত অবস্থার পূর্ব্ব পর্যন্ত অগ্নিদ্বারা শোধন করিতে হয়।

প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে একদিন পূজার ব্যাঘাত হইলে দ্বিগুণ পূজা করিতে হয়। ত্রিরাত্র ব্যাঘাত হইলে জপ, হোম, তর্পণ ও অভিষেকাদিযুক্ত ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। ত্রিরাত্রের উর্দ্ধ একমাস পর্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিলে সংপ্রোক্ষণ এবং ইহারও উর্দ্ধে ব্যাঘাত ঘটিলে কাহারও মতে প্রতিষ্ঠা এবং কাহারও মতে সংপ্রোক্ষণ বিহিত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—

"একাহপূজাবিহতৌ কুর্য্যাদ্দ্বিগুণমর্চ্চনম্।
ত্রিরাত্রে তু মহাপূজাং সংপ্রোক্ষণমতঃপরম্ ॥
মাসাদূৰ্দ্ধমনেকাহং পুজা যদি বিহন্যতে।
প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ ॥"

বিগ্রহ শিল্পি সংস্পৃষ্ট হইলে বল্মীক-মৃত্তিকা, গোময়ভস্ম ও সুগন্ধজল দ্বারা বারত্রয় ধৌত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

"বল্মীক-মৃকিকাভিস্ত গোময়েন সুভস্মনা।
ক্ষালয়েৎ শিল্পিসংস্পর্শদোষাণামুপশান্তয়ে ॥
স্নাপয়েদ্ গন্ধতোয়েন শুদ্ধবত্যা তু দেশিকঃ ॥"

স্ত্রী, শূদ্র বা অনুপনীত বালক কর্তৃক বিগ্রহ স্পৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শুদ্ধি সম্পাদন করিবে। যেহেতু ইহাদের স্পর্শে অধিকার নাই। প্রমাণ যথা—

"স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ জনেশ্বর।
স্পর্শনে নাধিকারোঽস্তি হরৌ বা শঙ্করেঽপি বা ॥"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিগ্রহের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে প্রথমতঃ পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করাইবে। অনন্তর অর্ঘ্যজলে ১০৮ বার সংপ্রোক্ষণ করিয়া তিনশতষষ্টিতোলক (৩৬০) পরিমিত অর্থাৎ সাড়ে চারি সের জলপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনৌ বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে ॥" স্নানান্তে আতপ তণ্ডুল ও কুশ দ্বারা বিগ্রহের শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গুলিযোগে পাঁচবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে ॥ তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া বিগ্রহের শরীরে যথাক্রমে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস, তত্ত্বন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর গণ্ডস্থলদ্বয়ে হস্ত দিয়া "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং হোং হং সঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, ওঁ আং হ্রীং ক্রোং—অমুকদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ, ওঁ আং হ্রী—অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, ওঁ আং হ্রীং—অমুকদেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা" এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা যথাবিধি ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিয়া স্বশাখোক্ত কুশণ্ডিকা ক্রমে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক তিলমিশ্রিত আজ্য ও যথোক্ত সমিধ্ দ্বারা যথাশক্তি হোম ও পূর্ণহোমাদি কর্ম্ম সমাপন করিবেন। ইতি

দেবপ্রতিষ্ঠাবিধি

দেববিগ্রহ সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল, লৌহ, রত্ন, প্রস্তর, শঙ্খ, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ বা সাধারণ কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে। প্রমাণ যথা—

সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা।
শৈল-দারুময়ী বাপি লোহ-শঙ্খময়ী তথা ॥
রীতিকা ধাতুযুক্তা চ তাম্র-কাংস্যময়ী তথা ॥
শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে ॥" (মৎস্যপুরাণম্)

বাস্তুভূমিতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দীর্ঘতায় অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব হইতে বিতস্তি অর্থাৎ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ পর্য্যন্ত করিতে পারা যায় ॥ ইহার অধিক পরিমাণ গৃহস্থের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে। প্রমাণ যথা—

"অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমারভ্য বিতস্তিং যাবদেব তু।
গৃহেষু প্রতিমা কার্য্যা নাধিকং শস্যতে বুধৈঃ ॥"

কিন্তু "প্রাসাদেষধিকা শুভা" এই বচনানুসারে জানা যায় যে, গৃহস্থের পক্ষে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পরিমাণে অধিক হইলেও দোষাবহ নহে।

কাশ্মীরী (কুঙ্কুম) নির্ম্মিতা মূর্ত্তি জ্ঞানদায়িনী; এইরূপ সুবর্ণময়ী মুক্তিদায়িনী; দারুময়ী তেজোদায়িনী; পিত্তলময়ী শত্রুনাশিনী; তাম্রময়ী বহুসৌখ্যদা ও ধর্ম্মবৃদ্ধি-কারিণী এবং মৃন্ময়ী মূর্ত্তি শুভদায়িনী হইয়া থাকেন। যথা—

"কাশ্মীরী জ্ঞানদা প্রোক্তা স্বর্ণজাপি বিমুক্তিদা
তেজোদা দারুজা চৈব রৈত্তিকী শত্রুনাশিনী ॥
তাম্রী ধর্ম্মবৃদ্ধিঞ্চ করোতি বহুসৌখ্যদা।
সদৈব মৃন্ময়ী প্রোক্তা প্রতিমা শুভলক্ষণা ॥"—গৌতমীয়তন্ত্রম্।

উত্তরায়ণকালে অর্থাৎ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমায় এবং কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী ও অষ্টমী তিথিতে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে, অশ্বিনী, রেবতী, মৃগশিরা, পুষ্যা, স্বাতী, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, রোহিণী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে, যুগাদ্যায়, বিষুবদ্বয়ে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণে এবং পুণ্যাহদিবসে সর্ব্ববিধ দেবপ্রতিষ্ঠা বিহিত আছে। পরন্তু যে দেবতার যে তিথি পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত, সেই তিথিতে সেই দেবতার প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যথা— প্রতিপদে কুবের, দ্বিতীয়ায় লক্ষ্মী, তৃতীয়ায় ভবানী, চতুর্থীতে গণেশ, পঞ্চমীতে সোম, ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকেয় সপ্তমীতে সূর্য্য, অষ্টমীতে দুর্গা, নবমীতে দশ মহাবিদ্যা, দশমীতে বাসুকি, একাদশীতে ঋষিগণ, দ্বাদশীতে নারায়ণ, ত্রয়োদশীতে মদন, চতুর্দ্দশীতে শিব ও পূর্ণিমায় পদ্মার প্রতিষ্ঠা বিহিত; মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিষ্ঠা দক্ষিণায়নেও করা যাইতে পারে। যথাক্রমে প্রমাণ—

"প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদেবানাং কেশবস্য বিশেষতঃ।
উত্তরায়ণমাপন্নে শুক্লপক্ষে শুভ দিনে।
কৃষ্ণপক্ষে চ পঞ্চম্যামষ্টম্যাঞ্চৈব শস্যতে॥"—ব্যবহারসমুচ্চয়ঃ।
"যুগাদাবয়নে পুণ্যে কর্ত্তব্যা বিষুবদ্বয়ে।
চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহে বাপি দিনে পুণ্যেঽথ পর্ব্বসু॥
যা তিথির্যস্য দেবস্য তস্যাং বা তস্য কীর্ত্তিতা।
গৃহাগমবিশেষেণ প্রতিষ্ঠা মুক্তিদায়িনী॥—ভুজবলভীমঃ।
"প্রতিপদ্ধনদস্যোক্তা পবিত্রারোপণে তিথিঃ।
শ্রিয়ো দেব্যা দ্বিতীয়া চ তিথীনামুত্তমা স্মৃতা॥
তৃতীয়া তু ভবান্যাশ্চ চতুর্থী তৎসুতস্য
পঞ্চমী সোমরাজস্য ষষ্ঠী প্রোক্তা গুহস্য চ॥
সপ্তমী ভাস্করে প্রোক্তা দুর্গায়া অষ্টমী মতা।
মহাবিদ্যাসু নবমী দশমী বাসুকেস্তথা॥
একাদশী ঋষীণাঞ্চ দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ।
ত্রয়োদশী ত্বনঙ্গস্য শিবস্যোক্তা চতুর্দ্দশী॥
মম চৈব মুনিশ্রেষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিঃ স্মৃতা"॥—পদ্মপুরাণম্।
"মহিষাসুরহন্ত্র্যাশ্চ প্রতিষ্ঠা দক্ষিণায়নে"—দেবীপুরাণম্।

এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ জানিতে হইলে দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দেবপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বাস্তুযাগ ও মঠপ্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য এবং তৎপূর্ব্বে আভ্যুদায়িক-শ্রাদ্ধ ইত্যাদিও করা আবশ্যক। ১ একই দিবসে মঠপ্রতিষ্ঠা ও দেবপ্রতিষ্ঠা উভয়-কার্য্য করিতে হইলে তন্ত্রতাপ্রযুক্ত আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধাদি একবার মাত্রই হইবে। ২ কিন্তু কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন হইলে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধাদি প্রভৃতিও পৃথক্ পৃথক্ হইবে। পরন্তু একই ভূমিতে বহু মঠপ্রতিষ্ঠা ও বহু দেবপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বাস্তুযাগও একবার মাত্রই করিতে হইবে। অন্যথায় পৃথক্ পৃথক্ করা কর্ত্তব্য। একস্থলে ইহাও অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাই; সুতরাং স্ত্রীকর্ত্তৃক স্থলে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না।

১। "পুত্রোৎপত্তৌ তথাশ্রাদ্ধমন্নপ্রাশনিকে তথা। চূড়াকার্য্যে ব্রতে চৈব নাম্নি পুংসবনেষু চ॥ পাণিগ্রহে প্রতিষ্ঠায়াং প্রবেশে নববেশ্মনঃ। এতদ্বৃদ্ধিকরং নাম গৃহস্থস্য বিধীয়তে॥" রাজমার্ত্তণ্ডঃ॥ বৃদ্ধিকরং শ্রাদ্ধমিত্যন্বয়ঃ।

২। "গণশঃ ক্রিয়মাণে তু মাতৃভ্যঃ পূজনং সকৃৎ।
সকৃদেব ভবেচ্ছ্রাদ্ধমাদৌ ন পৃথগাদিষু॥" ছন্দোগপরিশিষ্টম্।

মঠপ্রতিষ্ঠা

মঠপ্রতিষ্ঠারফল

মঠ শব্দের অর্থ দেবগৃহ। শাস্ত্রে কথিত আছে, দেবগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক দেবতার প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা করিলে মানব সেই দেবলোক লাভ করিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা—

"কৃত্বা দেবগৃহং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্।
বিধায় বিধিবৎ পূজাং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম্॥"

"যস্তু দেবস্যায়তনং করোতি স তল্লোকমাপ্নোতি।"

মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দেবগৃহকরণে উক্ত ফল, দারুনির্ম্মিত দেবগৃহে মৃন্ময়ের কোটীগুণ ফল, ইষ্টকালয়ে তাহার দ্বিগুণ, প্রস্তরময়ে দ্বিপরার্দ্ধগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা —

"মৃন্ময়াৎ কোটিগুণিতং ফলং স্যাদ্দারুভিঃ কৃতে।
কোটিকোটিগুণং পুণ্যং ফলং স্যাদিষ্টকালয়ে।
দ্বিপরার্দ্ধগুণং পুণ্যং শৈলজে তু বিদুর্বুধাঃ॥"—ভবিষ্যপুরাণম্।

যাঁহারা দেবগৃহনির্ম্মাণের জন্য ভূমি দান করেন, তাঁহাদেরও সেই দেবলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"দত্ত্বা চ দেববেশ্মার্থং তস্য দেবস্য সোঽশ্নুতে।
যস্তত্র বিদ্যতে নিত্যং লোকং দ্বিজবরা ধ্রুবম্॥"

(যো দেবস্তৎকৃতবেশ্মনি স্থাস্যতি তদ্দেবলোকা তদগৃহভূমিদাতা প্রাপ্নোতীতি মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে স্মার্ত্তব্যাখ্যা)।

মঠপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি

কর্ত্তা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব-পূর্ব্বদিনে নিরামিষাশী এবং প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে হবিষ্যাশী হইয়া প্রতিষ্ঠা দিবসে নিত্যক্রিয়ান্তে পূর্ব্বাহ্ণে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া পুণ্যাহাদি বাচন করিবেন। যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ এতদিষ্টকাদিময়—(কাষ্ঠাদিময় বা পাষাণাদিময় প্রভৃতি তত্তৎস্থলে উল্লেখ্য) অমুক-(দেবতার নাম উল্লেখ্য) বেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (বারত্রয় বক্তব্য)। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—ওঁ পুণ্যাহং (বারত্রয়) এইরূপ ক্রমে কর্ত্তা—"ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" (তিনবার)—ব্রাহ্মণগণ—ওঁ স্বস্তি (তিনবার) কর্ত্তা—"ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (তিনবার) ব্রাহ্মণগণ—ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্" (তিনবার) পাঠ করিয়া স্ব স্ব শাখোক্ত সূক্তপাঠ করিবেন। পরে "ওঁ সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি এবং "ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্য" ইত্যাদি পাঠ করিয়া গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা পূর্ব্বক উত্তরমুখে

তাম্রপাত্রে জল, কুশ, চন্দন, তণ্ডুল, তুলসী, দূর্ব্বা, তিল ও হরীতকী লইয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোঁ (স্ত্রী, শূদ্রপক্ষে "বিষ্ণুর্নমঃ") তৎসদদ্যামুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা, (ইষ্টকমন্দিরস্থলে) এতদ্দিষ্টকাদিময়--বেশ্মপরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষ-সহস্র-দশগুণকালাবচ্ছিন্নস্বর্গলোক--মহিতত্বকামঃ (পাষাণময়স্থলে) এতৎপাষাণাদিময়বেশ্মপরমাণু-সমসংখ্যকবর্ষসহস্র শতগুণকালবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ (কাষ্ঠময়স্থলে) এতত্তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মপরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষ-হস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) এতৎপাষাণাদিময় (ইষ্টকাদি স্থলে ইষ্টকাদিময় কাষ্ঠাদিময় ইত্যাদি উল্লেখ্য) অমুকদেবতাবেশ্মপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে"। পরার্থে "করিষ্যামি")

অনন্তর স্বস্ববেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজা ও আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধার্থ সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা এতদিষ্টকাদিময় অমুকদেবতা-বেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ—গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্য-সূক্তজপপূর্ব্বকামুকগোত্রাণাং মাতৃপিতামহী-প্রপিতামহীনাং (নাম উল্লেখ্য) নান্দীমুখীনাম্ অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতা-মহানাং (নাম উল্লেখ্য) নান্দীমুখানাং অমুকগোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতা-মহানাং (নাম উল্লেখ্য) নান্দীমুখানাং বসু-সত্যবিশ্বেষাং দেবানাং দৈবপূর্ব্বকাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।"

অনন্তর যথোক্তবিধানে, গৌরী প্রভৃতির পূজা, বসুধারা সম্পাতন ও আয়ুষ্যসূক্ত জপ পূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধান্তে স্বয়ং অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। যথা—

পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট কর্ত্তা, উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে হাত যোড় করিয়া বলিবেন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্"। ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে" কর্ত্তা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্"। ব্রাহ্মণ—"ওঁ অর্চ্চয়"। কর্ত্তা—"ওঁ ব্রাহ্মণায় আসনাদিকং দদানি"। ব্রাহ্মণ "ওঁ দদস্ব"। যজমান অনুজ্ঞাত হইয়া আসনাদি ব্রাহ্মণকে দিবেন। কর্ত্তা—"ওঁ গন্ধপুষ্পে দদানি" ব্রাহ্মণ—"ওঁ দদস্ব"। কর্ত্তা এই অনুজ্ঞা পাইয়া গন্ধ ও পুষ্প অর্পণ করিবেন। কর্ত্তা—"ওঁ ব্রহ্মণায় বস্ত্রযুগলাদিকং তে দদানি" বলিয়া বস্ত্রাদি দিবেন। ব্রাহ্মণ—"ওঁ দদস্ব" বলিয়া যুগ্মহস্তে গ্রহণ করিবেন। কর্ত্তা—"ওঁ অক্ষতেনার্চ্চিতাং" বলিয়া কিঞ্চিৎ আতপতণ্ডুল ব্রাহ্মণের দক্ষিণস্কন্ধে দিবেন। ব্রাহ্মণ—"ওঁ স্বর্চ্চিতমস্তু"॥ অনন্তর দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল লইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানু ধরিয়া বলিবেন—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্যেত্যাদি (অমুকমাসি ইত্যাদি উল্লেখ্য) মৎসঙ্কল্পি-

তৈতদিষ্টকাদিময়-অমুকদেবতাবেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখিনং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে॥ ব্রাহ্মণ—"ওঁ বৃতোঽস্মি"। কর্ত্তা—"ওঁ যথাবিহিতং বৃতকর্ম্ম কুরু"। ব্রাহ্মণ—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি"।

এইরূপে হোতা, আচার্য্যপ্রভৃতিরও বরণ সম্পাদন করিবে। হোতৃ-বরণের স্থলে একটু বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। যথা—বরণানন্তর কর্ত্তা হোতার পদদ্বয় ধরিয়া বলিবেন—

"ওঁ নারায়ণস্বরূপস্ত্বং সংসারাত্রাহি মাং প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ গুরো যজ্ঞং প্রাপ্নোমি যন্ময়োদিতম্॥
ত্রাহি নাথ প্রপন্নং মাং ভীতং সংসারসাগরাৎ।
দেবতাস্থাপনে হ্যত্র মম শান্তিং কুরু প্রভো॥"

অতঃপর হোতা বলিবেন—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস ভদ্রং তে মৎপ্রসাদাত্ত্বয়ানঘ।
প্রাপ্তব্যং ধর্ম্মকামার্থং দুষ্প্রাপ্যং যৎ সুরাসুরৈঃ॥"

অনন্তর পবমানী প্রভৃতি সূক্ত পাঠ করিবেন যথা—

"ওঁ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চ্যুতঃ।
ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্"॥ (পাবমানীসূক্ত)
"ওঁ অসপত্নং পুরস্তান্ন শিবং দক্ষিণতঃ কৃধি।
অভয়ং সততং পশ্চাদ্ ভদ্রমুত্তরতো গৃহে।" (শাকুনসূক্ত)
"ওঁ রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্।
রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্॥
রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্।
রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী॥
রক্ষোহণৌ বাং বলগহণৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী।
বৈষ্ণবমাসি। বৈষ্ণবাঃ স্থ॥" (রক্ষাসূক্ত)

সূক্ত পাঠান্তে হোতা যথাবিধি আসনশুদ্ধি, দিগ্বন্ধন, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস প্রভৃতি কার্য্য সমাপনান্তে অর্ঘ্যস্থাপন, বিঘ্নাপসারণ, শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা ভূমিশোধন, ঘটস্থাপন, গণেশাদির পূজা প্রতিমার স্নান ও স্ব স্ব মূলমন্ত্রে প্রতিমার পূজা পূর্ব্বক যজমানের স্বগৃহোক্ত কুশণ্ডিকাক্রমে অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, শান্তিকুম্ভস্থাপন করিয়া প্রকৃতহোম, দিক্পালহোম, নবগ্রহহোম ও অন্যান্য হোম সম্পাদন করিয়া যথা-বিধি পূর্ণহোম করিবেন। হোমান্তে ব্রহ্মদক্ষিণা, তিলকদান, হোতৃদক্ষিণা প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা শিল্পীর সন্তোষ বিধান করিবেন।

অনন্তর কর্ত্তা—"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রাহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্ত্বেমহে। উপপ্রয়ন্তু মরুতঃ

স্বদানব ইন্দ্রঃ প্রাশুর্ভবা সচা ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্দিরের সন্নিকটে দেবমূর্ত্তিকে আনয়ন করিবেন। তৎপরে "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে ॥" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক "ওঁ চক্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে চক্রের পূজা করিয়া (শিব-মন্দিরাদিস্থলে "ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রিশূলের পূজা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য) মন্দিরের উপরিভাগে স্থাপন করিবেন। তৎপরে বস্ত্রদ্বারা মন্দিরকে আচ্ছাদিত করিয়া যথাযোগ্য তোরণ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঘণ্টাচামরাদি শোভিত সবস্ত্র ধ্বজ মন্দিরের ঈশানকোণে বা বায়ুকোণে স্থাপন করিবেন। বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বারের সম্মুখভাগে গরুড়স্তম্ভ, শিব-মন্দিরের পুরোভাগে বৃষস্তম্ভ ও দুর্গামন্দিরের সম্মুখে সিংহস্তম্ভ প্রভৃতিও স্থাপন করিতে হয়। [১]

অনন্তর পঞ্চবিংশতি কুম্ভোদক, নারিকেলোদক ; পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, ও তীর্থোদক প্রভৃতি দ্বারা স্ব স্ব মূলমন্ত্রে দেবতাকে স্নান করাইয়া পঞ্চোপচারে পূজাপূর্ব্বক যথা-বিধি ষোড়শোপচারে পূজা ও জপাদি সমাপন করিয়া বস্ত্রাবৃত মন্দিরের অর্চ্চনা পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবেন, যথা—

"বিষ্ণুরোঁ। (শূদ্রাদি স্থলে "বিষ্ণুর্নমঃ" উল্লেখ্য) তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদিষ্টকাদিময়বেশ্মপরমাণুসমসংখ্যক-বর্ষসহস্র-দশগুণকালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ বা শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ ইত্যাদি তত্তৎ স্থলে উল্লেখ্য) ইদং সাচ্ছাদনমিষ্টকাদিময়বেশ্ম অমুকদৈবতমর্চ্চিতং অমুক-দেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" (কাষ্ঠাদিময় মন্দিরস্থলে যেরূপ বাক্য করিতে হইবে তাহা সঙ্কল্পস্থলে দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে দক্ষিণা অর্চ্চনা করিয়া "বিষ্ণুরোমিত্যাদি কৃতৈতদিষ্টকাদিয়বেশ্মদানকর্ম্মণঃ সুপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণমমুকদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" এইরূপে দক্ষিণাদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণাদি করিবে।

অনন্তর "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রা। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু-বাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥" এই মন্ত্রে দেবতাকে লইয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতাকে লইয়া মন্দির মধ্যে যথাযোগ্য স্থলে "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।" এইমন্ত্রে স্থাপন করিবেন। তৎপরে "ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥" এইমন্ত্রে স্থিরীকরণ করিয়া পুনর্ব্বার যথাশক্ত্যুপচারে দেবতার অর্চ্চনা-পূর্ব্বক ঘণ্টা, চামর, স্বর্ণরত্নাদি অলঙ্কার, বাদ্যভাণ্ড, গো বা দেবোত্তর ভূম্যাদি দেবো-দ্দেশ্যে দান করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—

১। তুরঙ্গমেন সূর্য্যস্য হরস্য বৃষচিহ্নিতম্।
বিষ্ণবে গরুড়াঙ্কস্তু দুর্গায়ৈ সিংহচিহ্নিতম্ ॥—শিবসর্ব্বস্ব।

"ওঁ যাবদ্ধরাধরো দেবো যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবদত্র জগন্নাথ সন্নিধীভব কেশব ॥"

শিবাদি বিষয়ে "কেশব" স্থলে "শঙ্কর" ইত্যাদি যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সংপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক ধ্বজারোপণ করিবেন, যথা—

"ওঁ এহ্যেহি ভগবন্নীশ্বরবিনির্ম্মিত উপরিচর বায়ুমার্গানুসারিন্ শ্রীকর শ্রীনিবাস রিপুধ্বংসকর সুজনাধিনিলয় সর্ব্বদেবতাসম্মত কুরু শান্তিং স্বস্ত্যয়নঞ্চ মে ভবতু সর্ব্ববিঘ্নান্ হর হর স্বাহা।"

তদনন্তর "ওঁ ধ্বজায় নমঃ" এই মন্ত্রে ধ্বজ অর্চ্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা— "অদ্যেত্যাদি···অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মহাপাতকাদিবহুপাপক্ষয় কামঃ (অমুক-দেবতাপ্রীতিকামো বা) ইমং ধ্বজম্ অমুকদৈবতমর্চ্চিতম্ অমুকদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" তৎপরে দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া দেবতাকে নিবেদন পূর্ব্বক আচার্য্যকে দিবেন।

বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে গরুড়স্তম্ভ রোপণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্র্যং চক্ষুবৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ। স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যঙ্গানি যজুংষি নাম, সাম তে তনুর্বামদেব্যং যজ্ঞা যজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ। সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ দিবং গচ্ছ স্বপত ॥"

অনন্তর "ওঁ গরুড়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি গরুড়ের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন যথা—

"ওঁ নমস্তে পতগশ্রেষ্ঠ পন্নগান্তকর প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো মোদেয়ং দিবি দেববৎ ॥
যথা ত্বং সম্পুটকরঃ সততং নতকন্ধরঃ।
তথৈব পুরতো বিষ্ণোস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ভবাম্যহম্ ॥"

শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাস্থলে "ওঁ বৃষভায় নমঃ" এই মন্ত্রে বৃষভের পূজা করিয়া পূর্ব্ববিধি অনুসারে বৃষস্তম্ভ রোপণ করিবেন। এইরূপে সমস্ত দেবতার স্ব স্ব বাহনযুক্ত স্তম্ভ রোপণ করিতে হয়।[১]

দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠাস্থলে পূর্ব্ববিধি অনুসারে সিংহের পূজাদি করিয়া নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

"ওঁ বিজয়ো জয়দো জেতা রিপুঘাতী প্রিয়ঙ্করঃ।
দুঃখদারিদ্র্যহা শান্তঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনঃ ॥
ইত্যষ্টৌ তব নামানি যস্মাৎ সিংহপরাক্রমঃ।
তস্মাৎ সিংহাসনেতি ত্বং নাম্না দেবেষু গীয়সে ॥

১। দেবেভ্যশ্চ ধ্বজং দদ্যাৎ বাহনৈরুপশোভিতম্।—শিবসর্ব্বস্ব।

ত্বয়ি স্থিতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ ত্বয়িঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ।
ত্বয়ি স্থিতো হরির্দেবস্ত্বদর্থং তপ্যতে তপঃ॥
নমস্তে সর্ব্বতোভদ্র দুর্গায়া বাহনঃ পরঃ।
ত্রৈলোক্যজয় শত্রুঘ্ন সিংহাসন নমোঽস্তু তে॥"

অনন্তর পিষ্টক, দীপমালা, ধৌতবস্ত্র, পঞ্চপল্লব, সর্ব্বৌষধি, পঞ্চশস্য দ্বারা বাদ্যোদ্যম সহকারে যথাবিধি আরাত্রিক করিবেন।[১] তৎপরে দেবতার উদ্দেশে যান, শয্যা, আসন, ছত্র, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, বাহন, গো ও ধর্ম্ম দান করিবেন। এই সমস্ত দ্রব্য দানে অগ্নিষ্টোম নামক যজ্ঞের ফল লাভ হয়।[২] এইরূপ শঙ্খ, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা ঘুঁঘুর), চতুর্দ্দোলা, সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, গন্ধাধার, ধূপাধার, মাল্যাধার তালবৃন্ত এবং কমণ্ডলু প্রভৃতিও যথাশক্তি দান করিবেন।

অনন্তর আচার্য্য যজমানকে "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু"—ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রে শান্তিকুম্ভের জল দ্বারা অভিষেক করিবেন। তদনন্তর কর্ত্তা যথাবিধি দেবমন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবপ্রণামাদি করিয়া ব্রাহ্মণগণের ও অতিথিগণের ভোজনাদি দ্বারা সন্তোষবিধান করিবেন॥ ইতি

বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

নর্ম্মদা নদী হইতে উদ্ভূত শিবলিঙ্গকে বাণলিঙ্গ বলা হয়। কৃত্রিমতাদি পরীক্ষা করিয়া ইঁহার পূজাদি করা কর্ত্তব্য। স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ইঁহার পরীক্ষা বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, বাণলিঙ্গের সমান ওজনের আতপ তণ্ডুল ও লিঙ্গ একত্র বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে। তার পরদিন ওজন করিলে যদি সমান না হইয়া কম বা বেশী হয় তবে উহাই অকৃত্রিম লিঙ্গ। এইরূপ পরীক্ষা সাতবার করিতে হয়। কাহারও কাহারও মতে তিনবার করিতে হয়। বাণলিঙ্গের প্রতিষ্ঠায় সংস্কারাদি নাই। কেবলমাত্র পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিতে হয়। শালগ্রামের ন্যায় বাণলিঙ্গেরও আবাহন নাই।

শিব-প্রতিষ্ঠা

শিবপ্রতিষ্ঠার ফল

শাস্ত্রে কথিত আছে,—"কৃত্বা দেবগৃহং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্।
বিধায় বিধিবৎ পূজাং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম্॥"
(দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বধৃত-যমবচনম্)

১। ভক্ত্যা পিষ্টপ্রতিপাত্রৈশ্চ চূতাশ্বত্থাদিপল্লবৈঃ। ঔষধীভিশ্চ মেধ্যাভিঃ সর্ব্ববীজৈর্যবাদিভিঃ॥
নবম্যাং পূর্ব্বকালেষু যাত্রাকালে বিশেষতঃ। যঃ কুর্য্যাৎ শ্রদ্ধয়া বীর দেব্যা নীরাজনং নরঃ॥
শঙ্খভের্য্যাদিনিনদৈর্জয়শব্দৈশ্চ পুষ্কলৈঃ। যাবতো দিবসান্ বীর দেব্যৈ নীরাজনং কৃতম্।
তাবৎকল্পসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। যস্তু কুর্যাৎ প্রদীপেন সূর্য্যালোকং স গচ্ছতি॥—দেবীপুরাণম্।

২। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যানং শয্যাসনং ছত্রং পাদুকে চাপ্যুপানহৌ। বাহনং গাঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ ত্রিদশেভ্যো দদাতি যঃ। একৈকস্মাদবাপ্নোতি বহ্নিষ্টোমফলং নরঃ॥

তাৎপর্য্য এই যে, দেবগৃহ নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার প্রতিষ্ঠা ও যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে, মানবগণ তজ্জনিত অদৃষ্টবলে তত্তৎ দেবলোক লাভ করিতে পারেন; ইহা শাস্ত্র বাক্য। সেইজন্য শাস্ত্রবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ দেবপ্রতিষ্ঠাদি পুণ্যজনক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত ফললাভও হইয়া থাকে; কারণ ত্রিকালদর্শী ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র প্ররোচনা বাক্য নহে, ইহা অব্যর্থ সত্য।

দেবপ্রতিষ্ঠাদি সৎকর্ম্মের মধ্যে শিব-প্রতিষ্ঠা পুণ্যজনক আকাঙ্ক্ষিত ফলপ্রসবী সৎকর্ম্ম বিশেষ। শিব-প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতা শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এইজন্য ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুগণ শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত জনসমাজে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শিব-প্রতিষ্ঠার কাল

শুদ্ধকালে, উত্তরায়ণে, শুভযোগ ও করণে, শুভবারে, শুক্লপক্ষে, সাধারণ দেব-প্রতিষ্ঠোক্ত তিথিতে, পুষ্যা, অশ্বিনী, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বফল্গুনী, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, স্বাতী, আর্দ্রা, মঘা, রোহিণী, মূলা, হস্তা রেবতী, অনুরাধা, শ্রবণা ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে শিব-প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত। প্রমাণ—

"পুষ্যাশ্বিশক্রভগদৈবতবাসবেষু সৌম্যানিলেশমঘরোহিণীমূলহস্তে।
পৌষ্ণানুরাধহরিভেষু পুনর্ব্বসৌ চ কার্য্যাভিষেকতরুভূতপতিপ্রতিষ্ঠা ॥"

শিব-প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে হবিষ্যাশী হইয়া প্রতিষ্ঠার দিন যথাবিধি নিত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গণেশাদি-পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতির যথাবিধি অর্চ্চনা ও সূর্য্যার্ঘ্যদান করিয়া পুণ্যাহাদি বাচন করিবে, যথা—

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পাষাণময়[১] শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" বারত্রয় পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণগণ—"ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং" এইরূপ তিনবার বলিবেন। এইরূপ স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন পূর্ব্বক স্ব স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্তাদি পাঠ করিয়া, "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি দ্বারা সান্নিধ্য-কল্পনা ও "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক উত্তরাস্য হইয়া তিল, কুশ, গন্ধ, অক্ষত, পুষ্প, তুলসী ও জলপূর্ণ তাম্রপাত্র (কোশা) হস্তে ধারণ করিয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য)। অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীশিবলোকপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীশিবপ্রীতিকামো বা) পাষাণ-ময়[১] শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

১। শিবলিঙ্গ ধাতুময় হইলে স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্পের কালে "পাষাণ-ময়" স্থলে "ধাতুময়" এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঈশানকোণে ভূমিতে জলনিক্ষেপ পূর্ব্বক স্ব স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্প-সূক্ত পাঠ করিবে। প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হইলে মাতৃকাপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিত-পাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িক—শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। অনন্তর যথোক্ত বিধানে গৌরী প্রভৃতির পূজা, বসুধারা সম্পাতন ও আয়ুষ্যসূক্ত জপপূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্তে স্বয়ং অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। যথা—কর্ত্তা স্বয়ং প্রাঙ্মুখ হইয়া উত্তরাভিমুখ ব্রাহ্মণকে বলিবেন "ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।" ব্রাহ্মণ "ওঁ সাধ্বহমাসে" বলিয়া প্রতিবাক্য বলিবেন। এইরূপ "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্" (বাক্য), "ওঁ অর্চ্চয়" (প্রতিবাক্য)।" কর্ত্তা—"ওঁ ব্রাহ্মণায় আসনাদিকং দদানি।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ দদস্ব।" অনন্তর ব্রতী গন্ধ, পুষ্প, যজ্ঞসূত্র্য অঙ্গুরীয়ক ও বস্ত্রাদি হস্তে লইয়া "এতানি সগন্ধপুষ্পযজ্ঞ-সূত্রাঙ্গুরীয়কবস্ত্রাদীনি ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিবেন। ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। এইরূপে যথাবিধি ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণ হস্তে দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানু স্পর্শপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বরণবাক্য পাঠ করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিত-পাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি তৎকর্ম্ম করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।" "ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে "ওঁ যথাবিহিতং বৃতকর্ম্ম কুরু। "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি" বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিবাক্য বলিবেন।

অনন্তর সদস্য ও তন্ত্রধারকাদির বরণ করিতে হইবে। তৎপরে আচার্য্য ধ্বজতোরণাদিযুক্ত শিবমণ্ডপে শিবলিঙ্গ-স্থাপন করিবেন। তদনন্তর যথাবিধি সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল বা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ঘটস্থাপন ও স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে ঘটশোধন করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক ঘটে অথবা শালগ্রামচক্রে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দিক্পাল প্রভৃতি দেবগণের পূজা করিয়া অষ্টদলপদ্মে বা শালগ্রামচক্রে শিবের পূজা পূর্ব্বক শিবপরিবারগণের পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় নমঃ" এইরূপে "তৎপুরুষায়, অঘোরায়, বামদেবায়, সদ্যোজাতায়, নিবৃত্যৈ, প্রতিষ্ঠায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, বিশ্বায়, শান্ত্যৈ, অনন্তায়, সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, একরুদ্রায়, ত্রিনেত্রায়, শ্রীকণ্ঠায়, শিখিনে, উমায়ৈ চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায়।"

অনন্তর শিবলিঙ্গে শিবের আবাহন করিয়া অর্ঘ্যাদি উপচারে পূজা করিবে। শিল্পি-সংস্পর্শ দোষ-নিবৃত্তির জন্য বিশুদ্ধ গোময়ভস্ম, বল্মীকমৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা ক্ষালন ও গন্ধজলে স্নান করাইতে হয়।১ প্রত্যেক স্নানীয় দ্রব্যের পরিমাণ ১০৮ পল (৩৬০ তোলা) হওয়া আবশ্যক। ক্ষালনও স্নানস্বরূপ বলিয়া ক্ষালন দ্রব্যও উক্ত পরিমিত হইবে।

স্নান প্রণালী যথা—প্রথমতঃ ৩৬০ তোলা পরিমিত বল্মীকমৃত্তিকা জলে মিশ্রিত করিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "শিবং বল্মীকমৃদা স্নাপয়ামি" এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু নমঃ সদা শিবো মে।"

গায়ত্রী কিংবা মূল মন্ত্রের দ্বারা স্নপন হইয়া থাকে। তৎপরে অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক "শিবং গোময়েন স্নাপয়ামি" এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া "ওঁ ঈশানঃ সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি "ওঁ নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ॥ ওঁ ত্বয়ি সংপূজয়ামীশে মহাদেবমনাময়ম্। রহিতা শিল্পদোষৈস্তু ঋদ্ধিযুক্তা সদা ভব॥" এই মন্ত্রত্রয়ে স্নান করাইয়া পূর্ব্ববৎ অর্ঘাদি উপচারে পূজা করিবে। তৎপরে এইরূপ প্রণালীতে গোময়ভস্ম দ্বারা স্নান করাইয়া অর্ঘাদি উপচারে পূজা করিবে। অনুজ্ঞা বাক্যস্থলে "শিবং গোময়ভস্মনা স্নাপয়ামি" এইরূপ হইবে। অতঃপর "শিবং গন্ধতোয়েন স্নাপয়ামি" মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া গন্ধজলে নিম্নোক্ত মন্ত্রত্রয়ে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ এতোন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না শুদ্ধৈরুক্থৈর্ব্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধ আশীর্ব্বাদান্ মমাস্তু। ওঁ ইন্দ্রঃ শুদ্ধো ন আগহি শুদ্ধাভিরূতিভিঃ। শুদ্ধো রয়িং নিধারয় শুদ্ধ মমদ্ধি সৌম্যঃ। ওঁ ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধেরাত্নানি দাশুষে। শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি।"

অনন্তর "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে পঞ্চজলে (নদ, নদী, নদীসঙ্গম, হ্রদ, তীর্থরূপ পঞ্চ-জলে) এবং পঞ্চামৃতে স্নান করাইবে। তৎপরে "উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা" এই মন্ত্রে গজস্থান, অশ্বস্থান, চতুষ্পথ, বল্মীক, বরাহোৎখাত, তীর্থাহৃত ও গোষ্ঠানীত মৃত্তিকা কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে স্নান করাইবে।

"ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো (আপো) ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।"

"ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে॥"

১। প্রমাণ যথা।—"বল্মীকমৃত্তিকাভিস্তু গোময়েন সুভস্মনা। ক্ষালয়েৎ শিল্পিসংস্পর্শদোষাণামুপশান্তয়ে। স্নাপয়েৎ গন্ধতোয়েন শুদ্ধবত্যা তু দেশিকঃ"।—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্। সুভস্মনা, গোময়ভস্মনা, গন্ধতোয়েন চন্দনাদিযুক্ততোয়েনেতি দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে স্মার্ত্তব্যাখ্যা'

অতঃপর গায়ত্রীপাঠে গোমূত্র দ্বারা, "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥" মন্ত্রে গোময় দ্বারা, "ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবাবাজস্য সঙ্গথে"। মন্ত্রে গোদুগ্ধ দ্বারা, "ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥" মন্ত্রে দধি দ্বারা, "ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্ণ্যং দেবযজনমসি" ॥ মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা, "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা স্নান করাইয়া গায়ত্রীপাঠে মিশ্রিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে "ওঁ দধিক্রাব্ণো" ইত্যাদি মন্ত্রে কেবল দধিদ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে রত্নযুক্ত জল ও কুশোদকে স্নান করাইবে। তদনন্তর "ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি"। মন্ত্রে ফলোদকে এবং গায়ত্রীপাঠে গন্ধোদকে স্নান করাইয়া সুবর্ণাদি নির্ম্মিত অথবা পার্থিবনির্ম্মিত সহস্র (অসামর্থ্যে অষ্টোত্তর শত ১০৮ অথবা অষ্ট বা চতুষ্টয়) ঘটোদকে স্নান করাইবে। অতঃপর "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে সর্ব্বৌষধি-মহৌষধিযুক্ত জলে এবং যব, গোধূম, নীবার (উড়িধান্য), তিল, শ্যামাক (ধান্যবিশেষ), শালিধান্য, প্রিয়ঙ্গু (শ্যামালতা) ও ব্রীহিযুক্ত জলে, তিলতৈলে, ঘৃতে পঞ্চকষায় (জাম্বু, শাল্মলী, বাট্যাল—বেড়েলা, বদর, বকুল, এই পঞ্চ দ্রব্য) যুক্ত জলে, চম্পক, আম্র, শমী, পদ্ম ও করবী, এই পঞ্চপুষ্পযুক্ত জলে; তুলসী, কুন্দ, বিল্বপত্র, এই ত্রিপত্রযুক্ত জলে; বিল্বপত্রচূর্ণ মিশ্রিত জলে এবং হস্তিদন্ত, পর্ব্বত, অশ্বখুর, কুশমূল, বল্মীকসম্ভূত মৃত্তিকাদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্নান করাইয়া পরিশেষে মূল-মন্ত্রে পুনরায় ঘটোদকে স্নান করাইবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ॥"
ওঁ ত্বয়ি সম্পূজয়ামীশে মহাদেবমনাময়ম্।
রহিতা শিল্পদোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব॥"

অতঃপর ধৌতবস্ত্র দ্বারা দেবমূর্ত্তি মুছাইবে। স্নানানন্তর কুশ ও পুষ্পযুক্ত দক্ষিণহস্ত দেবমূর্ত্তির উপরে রাখিয়া অষ্টোত্তর শত (১০৮ বার) মূলমন্ত্র জপ করিয়া পুনশ্চ পাঁচবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে দেবমস্তক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া দেব-শরীরে মাতৃকাষড়ঙ্গন্যাস, মাতৃকান্যাস ও শিবমন্ত্র ন্যাস করিবে।

মাতৃকা ষড়ঙ্গন্যাস যথা—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়োঽব্যক্তং কীলকং মাতৃকন্যাসে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, (গুহ্যে) ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, (পদদ্বয়ে) ওঁ স্বরেভ্যঃ

শক্তিভ্যো নমঃ, (সর্ব্বাঙ্গে) ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ। (অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে) ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং আঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, (তর্জ্জনীদ্বয়ে) ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, (মধ্যমাদ্বয়ে) ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, (অনামিকাদ্বয়ে) ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, (কনিষ্ঠাদ্বয়ে) ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, (করতলে) ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্।

এইরূপে করন্যাস ও হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিয়া মাতৃকাস্থানে সমগ্র মাতৃকান্যাস করিবে। যথা,—অং নমঃ (ললাটে) আং নমঃ (মুখবৃত্তে) ইত্যাদি।

অতঃপর মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা—(মস্তকে) ওঁ নমঃ, (গণ্ডে) ওঁ নং নমঃ, (উদরে) ওঁ মং নমঃ, (দক্ষিণস্কন্ধে) ওঁ শিং নমঃ, (বামস্কন্ধে) ওঁ বাং নমঃ, (হৃদয়ে) ওঁ য়ং নমঃ।

অনন্তর "ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যম্" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠ-পূজা করিবে। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" (এইরূপে) প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায়, দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, (পূর্ব্বাদ্যষ্টকেশরে) বামায়ৈ, জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কালবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, (মধ্যে) মনোন্মথন্যৈ, (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মনে শক্তিযুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।

অতঃপর পুনরায় ধ্যান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন্যাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন করিবে। যথা—

ওঁ আত্মসংস্থমজং শুদ্ধং ত্বামহং পরমেশ্বর।
আরণ্যাদিকভূতাংশৈর্মূর্ত্তাবাবাহয়াম্যহম্ ॥
ওঁ ভগবন্ শিব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ।
ওঁ তবেয়ং মহিমামূর্ত্তিস্তত্র ত্বাং সর্ব্বগং প্রভো।
ভক্তিস্নেহসমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহম্ ॥
ভগবন্ শিব ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।
ওঁ অস্মিন্ বরাসনে দেব সুখাসীনোঽক্ষরাত্মনা।
প্রতিষ্ঠিতো ভবেতি ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর ॥
ভগবন্ শিব ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।
ওঁ অনয়া তব দেবেশ মূর্ত্তিশক্তিরিয়ং প্রভো।
সান্নিধ্যং কুরু তস্যাং ত্বং ভক্তানুগ্রহতৎপর ॥

ভগবন্ শিব ইহ সন্নিধেহি।
ওঁ আজ্ঞয়া তব দেবেশ কৃপাম্ভোধে গুণাম্বুধে।
আত্মানন্দৈকতৃপ্তং ত্বাং নিরুণদ্ধি জগদ্ গুরো।
ভগবন্ শিব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব।
ওঁ অজ্ঞানাৎ কর্ম্মবস্তূনাং বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যদাঽপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তাথাপ্যভিমুখো ভব॥
ভগবন্ শিব ইহাভিমুখো ভব।
ওঁ দৃশা পীযূষবর্ষিণ্যা পূরয়ন্ যজ্ঞবিস্তরম্।
মূর্ত্তাবাযজ্ঞসংপূর্ণাৎ স্থিরো ভব মহেশ্বর॥

ভগবন্ শিব ইহ স্থিরো ভব।" এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, যথা—প্রথমতঃ কজ্জল দ্বারা—

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং শিবায় পরমাত্মনে।
হিরণ্যরেতসে বিষ্ণো বিশ্বরূপায় তে নমঃ॥"

মন্ত্রে চক্ষুর্দান করিয়া (প্রতিমাস্থলে চক্ষুর্দান বিধেয়) প্রতিমার গণ্ডদ্বয় ধরিয়া বলিবে—

অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামানিচ্ছন্দাংসি জগচ্চৈতন্য-রূপা প্রাণশক্তির্দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্য শিবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, ওঁ আং ··· জীব ইহ স্থিতঃ ওঁ আং ··· সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, ওঁ আং ··· বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।" পরে দেবতার হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া "ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণঃ রক্ষন্তু চ। অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা। ওঁ মনোর্জতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং[১] যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ান্তমোম্ প্রতিষ্ঠ॥" মন্ত্র পাঠ করিবে।" অনন্তর মূল মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ" ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্। ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু নমঃ সদাশিবো মে॥ ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ॥ ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কালবিকরণায় নমঃ বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ মদনোন্মথনায় নমঃ। ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ॥ ভবে ভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভ-বায় নমঃ। ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসদ্ নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যো-মসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ওঁ প্রভদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ

১। কাণ্ব শাখীয়গণ "তনোতু। অরিষ্টং" এইরূপে পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিবেন।

কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি। "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে "ইত্যাদি"। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥" "ওঁ মনোজূতির্জুষতামাজ্যস্য" ইত্যাদি॥

অনন্তর দেবশরীরে "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। যঃ অস্ত্রায় ফট্॥" মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ সুভক্তবাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রত্বক্ চামিতদ্যুতে।
স্বতেজঃপঞ্জরেণাশু বেষ্টিতো ভব সর্ব্বতঃ।।"

অতঃপর "হুম্" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও "বম্" মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—

প্রথমতঃ অর্ঘ্যোদকে "বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ" মন্ত্রে বারত্রয় আসন প্রোক্ষণ ও "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া,

ওঁ সর্ব্বান্তর্যামিনে দেব সর্ব্ববীজময়ং ততম্।
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্॥

ইদং রজতাসনং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিবে। এই রীতিতে অন্যান্য উপচার প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া নিবেদন করিবে। যে যে উপচারের যে যে মন্ত্র তাহা নিম্নে লিখিত হইল॥

স্বাগত— ওঁ ভগবন্ শিব স্বাগতং,
ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতন্তু মে।
যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়॥ ওঁ সু স্বাগতম্।

পাদ্য— ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ।
তস্য তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে॥ এতৎ পাদ্যং…নমঃ

অর্ঘ্য— ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্॥ ইদমর্ঘ্যং…স্বাহা
(যজুর্ব্বেদিগণ "এষোঽর্ঘ্যঃ" বলিবেন)

আচমনীয়— ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়াঃ স্রুতিহেতবে॥ ইদমাচমনীয়ং—স্বধা।

মধুপর্ক— ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ এষ মধুপর্কঃ…স্বধা

পুনরাচমনীয়—ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥ পুনরাচমনীয়ং···স্বধা।

স্নানীয়জল— ওঁ পরমানন্দবোধাব্ধি-নিমগ্ন-নিজমূর্ত্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে॥ ইদং স্নানীয়ং···নমঃ।

আচমনীয়— (পূর্ব্ববৎ)

বস্ত্র— ওঁ মায়াচিত্র-পটাচ্ছন্ন-নিজগুহ্যোরু-তেজসে।
নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্। ইদং বস্ত্রং···নমঃ।

আচমনীয়— (পূর্ব্ববৎ)

উত্তরীয় বস্ত্র— ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্॥ ইদমুত্তরীয়কং...নমঃ।

যজ্ঞোপবীত—ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সংপ্রোতমখিলং জগৎ।
যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে॥ ইদং যজ্ঞসূত্রং···নমঃ।

আভরণ— ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামি সুরার্চ্চিত। ইদমাভরণং···নমঃ।

গন্ধ— ওঁ পরমানন্দ-সৌরভ্য-পরিপূর্ণ-দিগন্তর।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥ এষ গন্ধঃ···নমঃ।

পুষ্প— ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্। ইদং পুষ্পং···বৌষট্।

অনন্তর "এতানি বিল্বপত্রাণি ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

ধূপ— ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ ধূপ···স্বাহা।

দীপ— ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ দীপঃ···স্বাহা।

নৈবেদ্য— ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণম্।
নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ॥ এতন্নৈবেদ্যং...স্বাহা।

পানীয়— ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্॥ ইদং পানীয়ং.. নমঃ।

পুনরাচমনীয়—(পূর্ব্ববৎ)।

অনন্তর অন্যান্য উপচার মূলমন্ত্রে নিবেদন করিবে। মতান্তরে কেবল মূলমন্ত্রে ষোড়শোপচার দানের বিধি দৃষ্ট হয়। সামর্থ্য হইলে শয্যা, ছত্র, চামর ব্যজন, পাদুকা প্রভৃতি নিবেদন করিবে। পূজান্তে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি ও বিল্বপত্রাঞ্জলি দাতব্য। অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত বহ্নিস্থাপনান্তে সামবেদী ও ঋগ্‌বেদী ভূমি জপাদি প্রপদা মন্ত্র

জপ ও বিরূপাক্ষ জপান্তে এবং যজুর্ব্বেদী আঘার ও আজ্যভাগান্ত হোম করণানন্তর "লোহিত" নামক বহ্নি স্থাপন করিয়া মহাব্যাহৃতি হোমপূর্ব্বক "ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্রে অথবা মূলমন্ত্রে "শ্রীশিবস্য জাতকর্ম্ম সম্পাদয়ামি" এইরূপ চিন্তা করত চারিবার আহুতি প্রদান করিবে। এই রীতিতে নামকরণে চারিবার আহুতি দিয়া "শ্রীঅমুকনামাসি" মন্ত্রে শিবের অভিমত নামকরণ করিবে। পরে যথাক্রমে নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক সংস্কারে মূলমন্ত্রে চারিবার আহুতি প্রদান করিয়া অষ্টোত্তর শতসংখ্যক (১০৮) সমিধ্ দ্বারা মূলমন্ত্রে হোম করিবে। হুতশেষ শিবলিঙ্গোপরি প্রদান করিবে। পরে পিষ্ট যব, ধান্য ও সর্ষপ দ্বারা দেবশরীর নির্ম্মঞ্ছন করিবে।

অনন্তর শিববাহন বৃষের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ জগন্নিস্তারকারক।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠান মাং ত্বং পাহি সনাতন॥"

অনন্তর প্রণাম করিবে,—

"ওঁ বৃষভং ত্বাং নমস্যামি বিষ্ণোর্বিগ্রহরূপিণম্।
অমরেশ্বর-পূজায়াং সাহায্যং ত্বং ভজস্ব মে॥"

পরে "ওঁ কশ্যপস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক এবং "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি" মন্ত্রে শান্তিদান করিয়া দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক বৈগুণ্য শান্তি করিবে। অন্যান্য দেবতার প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতি শিবপ্রতিষ্ঠার ন্যায় জানিবে। বিশেষ শিবমন্ত্র স্থলে প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতার মন্ত্র ও পূজায় সেই দেবতার পূজাপদ্ধতি অবলম্বনীয়।

দেবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত মণি, মুক্তা, সুবর্ণ ও তাম্রপাত্র দ্বাদশ বৎসরের পর নির্ম্মাল্য হয়। এইরূপ উত্তরীয় ও পরিধেয় শাটী ছয় মাসের পর, নৈবেদ্য দানান্তে, মোদক, ও কৃষর (খিচুড়ী) যামার্দ্ধান্তে, পট্টবস্ত্র তিনি মাসের পর, যজ্ঞসূত্র একদিনের পর নির্ম্মাল্য হয়, অন্ন ও পরমান্ন যতকাল উষ্ণ থাকে, তাবৎকাল উহা দেবভোগ্য; অনন্তর নির্ম্মাল্যরূপে পর্য্যবসিত হয়। উক্ত সময় অতীত হইলে নিবেদিত দ্রব্য অপসারণ করিবে। প্রমাণ যথা,—

"মণিমুক্তাসুবর্ণানাং দেবদত্তানি যানি চ।
ন নির্ম্মাল্যং দ্বাদশাব্দং তাম্রপাত্রং তথৈব চ॥
পটী শাটী চ ষণ্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।
মোদকং কৃষরঞ্চৈব যামার্দ্ধেন মহেশ্বরি।
পট্টবস্ত্রং ত্রিমাসঞ্চ যজ্ঞসূত্রং ত্র্যহঃ স্মৃতম্॥
যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং পরমান্নং তথৈব চ।
বিসর্জ্জনীয়ং দেবে তু বিসর্জ্জনমতঃ পরম্॥

দেবতার মহাপ্রতিষ্ঠা

দেবতার মহাপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাপ্য দেবপ্রতিমার অধিবাস করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। গৃহের উত্তরাংশ বা পূর্ব্বাংশে ষোড়শহস্ত, দ্বাদশহস্ত অথবা দশহস্ত পরিমিত চতুর্দ্বারবিশিষ্ট মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। উহার পূর্ব্বদ্বার প্লক্ষবৃক্ষে, (পাকুড়) দক্ষিণদ্বার উড়ুম্বরবৃক্ষে, পশ্চিম-দ্বার অশ্বত্থবৃক্ষে এবং উত্তরদ্বার বটবৃক্ষে নির্ম্মিত হইবে। দ্বারকাষ্ঠ উর্দ্ধে চারিহস্ত পরিমাণ[১] এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরে একহস্ত প্রবিষ্ট হইবে। মণ্ডপের মধ্যভাগে সপ্তহস্ত, পঞ্চহস্ত অথবা চতুর্হস্ত পরিমিত বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে গোময় দ্বারা বিশুদ্ধ এবং বস্ত্র ও পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করিবে। দ্বার চতুষ্টয়ে আটটী অভগ্ন কলস স্থাপন করিবে। কলসের অভ্যন্তরে সর্ব্বোষধি ও স্বুবর্ণ, মুখে আম্রপল্লব ও সশীর্ষ নারিকেল ফল এবং গ্রীবায় শুভ্র বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিয়া বিশুদ্ধ চন্দনযুক্ত জলে ঘট পরিপূর্ণ করিবে। কলস-গর্ভে গন্ধ-পুষ্পাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মণ্ডপের সর্ব্বদিকে ধ্বজ স্থাপন করিবে। মণ্ডপোপরি মেঘাকার পতাকা সজ্জিত করিবে। মণ্ডলের পূর্ব্বাদিদিকে লোক-পালগণের উদ্দেশ্যে দশবিধ পতাকা ও ধ্বজদণ্ড স্থাপন করিবে। অনন্তর স্ব স্ব বেদোক্ত দিক্‌পাল মন্ত্রে দিক্‌পালগণের অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করিবে।

প্রথমতঃ স্ব স্ব বেদোক্ত দিক্‌পাল মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব ইন্দ্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহাভিমুখো ভব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ"—"এতৎ পাদ্যং ওঁ ইন্দ্রায় নম" মন্ত্রে যথোপচারে অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘৃত-পায়স বলি দিয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদানানন্তর জপ ও নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্।
বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমোঃ নমঃ॥"

তৎপরে উক্ত নিয়মে অন্যান্য দিক্‌পালগণের অর্চ্চনা করিয়া বলি প্রদানাদি করিতে হয়। তাঁহাদিগের বলিপ্রদান মন্ত্র লিখিত হইল। যথা,—

অগ্নিমন্ত্র— "ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

যমমন্ত্র— ওঁ যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্ সদা।
ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

নির্ঋতিমন্ত্র— ওঁ নির্ঋতিস্তু পুমান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্।
খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

১। প্রমাণ যথা— প্লাক্ষং দ্বারং ভবেৎ পূর্ব্বে যাম্যে চৌড়ুম্বরং ভবেৎ।
পশ্চাদশ্বত্থবটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরে॥
ভূমৌ হস্তং প্রমাণানি চতুর্হস্তানি চোচ্ছ্রয়ে—দেবীপুরাণম্।

বরুণমন্ত্র— ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

বায়ুমন্ত্র— ওঁ বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ।
পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

সোমমন্ত্র— ওঁ গৌরো যশ্চ পুমান্ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

ঈশানমন্ত্র— ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্।
শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

ব্রহ্মমন্ত্র— ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্মূর্ত্তির্বেদবাসাঃ পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্ব্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

অনন্তমন্ত্র— ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

এইরূপে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিয়া বলি প্রদানানন্তর প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতার সপ্তরাত্র যাবৎ প্রতিদিন অধিবাস করিবে। অশক্ত হইলে পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র অধিবাস করিবে। মণ্ডপের উত্তরাংশে পূজামণ্ডপের অর্দ্ধ বা চতুর্থভাগ পরিমিত নির্ম্মিত স্নানমণ্ডপে গীত বাদ্যাদি সহকারে প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতার প্রতিমা স্থাপন করিয়া শিল্পিগণকে বস্ত্রাদি পারিতোষিক দ্বারা "ক্ষমধ্বং" বলিয়া সন্তুষ্ট করিবে। অনন্তর প্রতিমাকে বিশুদ্ধ আধারে স্থাপন পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া শ্বেতসর্ষপ, ঘৃত পায়স দ্বারা ভূতাদির উদ্দেশ্যে বলিদান করিবে।

অনন্তর প্রতিষ্ঠাপক যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণা দিবে। আচার্য্যকে গো, ভূমি বা সুবর্ণাদি দক্ষিণা দান কর্ত্তব্য। অতঃপর আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে সুবর্ণ শলাকা দ্বারা বেদগান ও গীতবাদ্যাদি সহকারে প্রতিষ্ঠাপ্য দেব-প্রতিমা-অঙ্কন ও নেত্র জ্যোতিঃ প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং শিবায় পরমাত্মনে।
হিরণ্যরেতসে বিষ্ণো বিশ্বরূপায় তে নমঃ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রচতুষ্টয়ে শোধিত পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়,[১] পঞ্চমৃত্তিকা[২] গোময় ভস্ম ও জলদ্বারা শোধিত করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং॥ ১॥ ওঁ ইষেত্বো-

---

১। জম্বুশাল্মলীবাট্যালং বদরং বকুলং তথা।
এতেষাং বল্কলরসঃ কষায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

২। মৃত্তিকাকরিদন্তস্য পর্ব্বতাশ্বক্ষুরস্য চ।
কুশবল্মীকসম্ভূতং মৃদাঃ পঞ্চকমীরিতম্॥

র্যোত্বা বায়বঃ স্থঃ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ২ ॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩ ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো (আপো) ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভি শ্রবন্তু নঃ ॥ ৪ ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তী খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥" "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি। "ওঁ যো বঃ শিবতম" ইত্যাদি। "ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম" ইত্যাদি।

স্নানান্তে গন্ধানুলেপনে অঙ্গরাগ সম্পাদন করিয়া পূজাপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয়ে আচ্ছাদন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অভিবস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভিধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ। অভিচন্দ্রা ভর্ত্তবে নো হিরণ্যাভ্যশ্বান রথিনো দেব সোম ॥" পরে "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্তেমহে। উপপ্রয়ন্তু মারুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা" ॥ মন্ত্রে উত্থাপন করিবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিল্পিগণের দ্বারা রথে আরোহণ করাইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমূরোহো তান্যসাদি বিষ্ণুগ্নির্মন্দ্রো বিদথেষু প্রচেতাঃ। উর্দ্ধং ভানুং সবিতেবাশ্রেন্মেতেব ধূমংস্তভায়দুপ দ্যাম্ ॥ ওঁ রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুষারথিঃ। অভীশূনাং মহিমানং পনায়তমনঃ পশ্চাদনুযচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ ॥"

তৎপরে "ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করাইবে। শয্যা প্রস্তুত করিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া কুশ ও পুষ্প আস্তরণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্বমুখ করিয়া মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে যথাক্রমে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া শিরোদেশে নিদ্রা-কলস ও শয়নার্থ কৌশেয় বস্ত্র উপাধানরূপে কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আপো ন রূপয়ন্তি হোত্রিয়মবঃ পশ্যন্তি বিততং যথা রজঃ। প্রাচৈর্দেবাসঃ প্রণয়ন্তি দেবয়ুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব ॥ ওঁ আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী রুদিদাভ্যঃ শুচিরাপূত এমি ॥"

অনন্তর মধু ও ঘৃত দ্বারা দেব-প্রতিমার আপাদ-মস্তক লেপন করিয়া সিদ্ধার্থক দ্বারা পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে। ওঁ যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥"

তৎপরে 'বার্হস্পত্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দেবহস্তে নানাবর্ণ রঞ্জিত কার্পাসসূত্র অথবা পট্টবস্ত্র বন্ধন করিয়া দেবতাকে আচ্ছাদন করিয়া ছত্র, চামর, দর্পণ, পুষ্পযুক্ত চন্দ্রাতপ প্রভৃতি দেবতার পার্শ্বে স্থাপন করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাশক্তি গৃহোপকরণ, রত্ন, পাত্র, শয্যা ও আসনাদি দেবোদ্দেশ্যে দেবতার পার্শ্বে স্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ অভিত্বা শূর নোনুমো অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥" ক্ষীর, দধি, ঘৃত, মধু, বিশুদ্ধ উত্তম ভক্ষ্য, ভোজ্য ও ষড়বিধ রস প্রদান করিয়া দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। শক্তপক্ষে মণ্ডপের চতুর্দ্দ্বারে চারিটী দ্বারপালস্বরূপ চতুর্ব্বেদজ্ঞ চারিজন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। পূর্ব্বদ্বারস্থ ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত, সোমসূক্ত, শান্তিসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত, ও রক্ষোঘ্নসূক্ত জপ করিবেন। দক্ষিণ দ্বারস্থ যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ রুদ্রসূক্ত, পুরুষসূক্ত, শুক্রসূক্ত, শ্লোকাধ্যায় ও মঙ্গলাধ্যায় পাঠ করিবেন। পশ্চিম-দ্বারস্থিত সামবেদী ব্রাহ্মণ বামদেবসূক্ত, বৃহৎসাম, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তরসাম, পুরুষসূক্ত, রুদ্রসূক্ত, শান্তিসূক্ত ও ভারুণ্ডসংহিতা এবং উত্তর দ্বারস্থ অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ অথর্ব্বাঙ্গিরস, নীল, রৌদ্র, অপরাজিতা, সপ্তসূক্ত, রৌদ্রসূক্ত এবং শান্তিকাধ্যায় পাঠ করিবেন।

অনন্তর প্রতিষ্ঠাপক যথাবিধি বহ্নিস্থাপনাদি কর্ম্ম (বহ্নিস্থাপনাদি বিধি ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) সম্পাদন করিয়া শান্তিক ও পৌষ্টিক মন্ত্রসমূহে ব্যাহৃতি হোমপূর্ব্বক পলাশ, অশ্বথ উড়ুম্বর, অপামার্গ ও সমী বৃক্ষের সমিধের প্রত্যেকটীর সহস্রসংখ্যক হোম করিয়া দেব-শরীর স্পর্শ করিবেন। এক একটী সমিধের দ্বারা হোম করিয়া দেবতার চরণ, নাভিমধ্য, বক্ষ ও মস্তক স্পর্শ করিতে হয়। অনন্তর আচমনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে বেদীর বহির্ভাগে নির্ম্মিত নয়টী কুণ্ডে পূর্ব্বদিকে অগ্নি এবং দক্ষিণদিকে লোকপাল ও প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতার হোম করিবে। প্রতি কুণ্ডের ঈশানকোণে শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবে। হোমান্তে হুতাবশিষ্ট শান্তিকুম্ভে স্থাপনীয়। হুতশেষযুক্ত জল দ্বারা দেবতার মূল, মধ্য ও অগ্রভাগ সেচিত করিতে হয়। প্রতি প্রহরে প্রহরে পুনঃ পুনঃ গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রদান, হোম ও হোম দক্ষিণা প্রদান করিবে। বস্ত্র, অলঙ্কার, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি দ্বারা প্রতি প্রহরে যথাশক্তি দেবতার পূজা করিবে।

অধিবাস সমাপ্ত হইলে নিম্নোক্তমন্ত্র পাঠ্যপূর্ব্বক দেবতাকে উত্থাপন করিয়া গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া পীঠোপরি স্থাপন করত যথাশক্তি পাদ্যাদি উপাচারে দেবতার অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্র যথা

"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্ত্বেমহে।
উপপ্রয়ন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রশূর্ভবা সচা।"

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত "ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্ত, ইত্যাদি দিক্‌পালগণের মন্ত্রে একটী গর্ত্তে দিকপালবর্গের ন্যাস ও পায়সাহুলিপ্ত গর্ত্তটী শুভ্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রতিমা

উত্থাপন করত উক্ত গর্ত্তমধ্যে নিম্নস্থ মন্ত্রে স্থাপন করিয়া দেবমস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া দেবতাকে নিরুপাধিক ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ ধ্রুবো রাজা বিশাময়ং। ধ্রুবন্তে রাজা বরুণো ধ্রুবো দেবো বৃহস্পতিঃ। ধ্রুবন্ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্॥ ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাভি সোমং মৃশামসি। অথোত ইন্দ্রকেবলীর্বিশোবলিহৃতস্করৎ॥"

পরে নিবিষ্টচিত্তে মনে মনে দেবব্রতসূক্ত, সোমসূক্ত, ও রুদ্রসূক্ত জপ করিয়া আত্মাকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিবে। অনন্তর প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতার মূর্ত্তি চিন্তনীয়। অতঃপর শিবপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া দেব-পরিবারগণের স্থাপন ও পূজনাদি কর্ত্তব্য। শিব-পরিবার যথা—প্রমথগণ, নন্দী, মহাকাল, বৃষ, ভৃঙ্গরীট, কার্ত্তিকেয়, অম্বিকা, গণেশ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, জয়ন্ত, অষ্টাদিকের লোকপালগণ, অপ্সরা, গুহ্যক ও গন্ধর্ব্ববৃন্দ।

পরে নিম্নস্থ মন্ত্রে অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয় ও আসন প্রদান করিয়া বাদ্যধ্বনি সহকারে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা, গন্ধোদক ও পুষ্পোদকে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ নমঃ স্বাগতং ভগবতে। ওঁ নমঃ সোমায় সগণায় সপরিবারায় প্রতিগৃহ্লাতু ভগবন্ মন্ত্রপূতমিদং সর্ব্বমর্ঘ্যপাদ্যমাচমনীয়মাসনং ব্রহ্মণাভিহিতং নমো নমঃ স্বাহা"।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া জলদ্বারা পুনঃ পুনঃ দেবপ্রতিমার মূল, মধ্য ও অগ্র স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবেতি। দূরঙ্গমঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাভূমিমথো পুরং॥ ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি। অভি ত্বা শূরনো নুমোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশ, মীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ। ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্ উতামৃতত্বস্যেশানো, য়দন্নেনাতিরোহতি॥ ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ, সাশনানশনে অভি। ওঁ যেনেদং ভূতং ভবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমৃতেন সর্ব্বং। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ওঁ ন ত্বা বাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে॥ অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যং তত্ত্বা হবামহে॥"

প্রতিষ্ঠার পরে প্রথম দিনে মধু দ্বারা অধিবাস করিবে। ঐরূপ দ্বিতীয় দিবসে হরিদ্রা চূর্ণ ও পিষ্ট সিদ্ধার্থ দ্বারা, তৃতীয় দিনে চন্দন ও পিষ্ট যব দ্বারা, চতুর্থ দিবসে মনঃশিলা ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা, পঞ্চম দিবসে কৃষ্ণাঞ্জন ও পিষ্ট তিল দ্বারা, ষষ্ঠ দিনে ঘৃত, চন্দন ও পদ্মকেশর দ্বারা, সপ্তম দিনে গোরোচনা, অগুরু পুষ্পদ্বারা দেবতার অধিবাস করিবে। অসামর্থ্যে একদিনে অধিবাস করিতে হইলে উক্ত সমস্ত দ্রব্য দ্বারা অধিবাস করিবে। স্থাপিত দেবতাকে চালিত করিবে না ইতি।

জলাশয়োৎসর্গ বা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা

পুষ্করিণীর পরিমাণ

জলাশয় খননসাধ্য এবং চতুর্ব্বিধ ; কূপ, বাপী, পুষ্করিণী ও তড়াগ। তন্মধ্যে পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক্ বিংশতি হস্তের ন্যূন এবং চারিশত হস্তের অধিক হইবে না। ইহা জলাধারের পরিমাণ, তীরের পরিমাণ নহে। প্রমাণ যথা—

"চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরঃ।
শতধন্বন্তরঞ্চৈব তাবৎ পুষ্করিণী মতা।
এতৎপঞ্চগুণঃ প্রোক্তস্তড়াগ ইতি নিশ্চয়ঃ ॥"—বশিষ্ঠসংহিতা।

"শয়ো হস্তস্তেন খাতশ্চতুর্দ্দিক্ষু বিংশতিহস্তান্যূনতায়াং চতুঃশতহস্তান্যূনান্তরত্বেন পুষ্করিণী"।—জ্যোতিস্তত্ত্বম্।

পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার ফল

আদিত্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত আছে, যিনি জলহীন দেশে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া উহার সোপান (ঘাট) পরিষ্কার ও সেতুবন্ধনে রত থাকেন, তিনি তৃষ্ণাভয় হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। প্রমাণ যথা—

সেতুবন্ধরতা যে চ তীর্থশৌচরতাশ্চ যে।
তড়াগ-কূপকর্ত্তারো মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ ॥"—আদিত্যপুরাণম্।
"তড়াগ-কূপকর্ত্তারস্তথা কন্যাপ্রদায়িনঃ।
ছত্রোপানহদাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।"—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।
"যো বাপীমথবা কূপং দেশে তোয়বিবর্জ্জিতে।
খনয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ ॥" নন্দিপুরাণম্।

যাঁহারা কূপ, বাপী, পুষ্করিণী প্রভৃতির পুনঃ সংস্কার অর্থাৎ পঙ্কোদ্ধার করেন, তাঁহারা মৌলিক ফল অর্থাৎ কূপ প্রভৃতি খনন করিলে যে ফল হয়, সেই ফলই লাভ করেন। প্রমাণ যথা—

"কূপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা তু লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥"—জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত-বিষ্ণুবচনম্।
যো বাপীমগ্নিসাক্ষ্যেণ বিধিবৎ প্রতিপাদয়েৎ ॥
কোণেষূদককুম্ভস্থান্ সমুদ্রানর্চ্চ্য শ্রদ্ধয়া।
চতুরন্তা চতুর্বর্ণা তেন দত্তা মহী ভবেৎ ॥—নন্দিপুরাণম্।

শাস্ত্রে জলাশয়োৎসর্গের ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত না করিয়া পাঠকগণের অবগতির জন্য উপরে কয়েকটী মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত হইল ; বিশেষ বিবরণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনকৃত জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব মৎস্যপুরাণ, নন্দিপুরাণ প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

জলাশয়োৎসর্গের কাল

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ; উত্তরায়ণে ; শুক্লপক্ষে ; পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, দশমী, পৌর্ণমাসী, এবং ত্রয়োদশী তিথিতে ; পূর্ব্বাষাঢ়া উত্তরষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, রোহিণী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা এবং স্বাতী নক্ষত্রে ; তারাচন্দ্রশুদ্ধিতে, শুভযোগে, শুভলগ্নে, বিষুব ও ষড়শীতি সংক্রান্তিতে ; সোম, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে জলাশয়প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত, অতএব উল্লিখিত বার, তিথি নক্ষত্র মাস ও যোগ ভিন্ন অন্য দিবসে প্রতিষ্ঠাকার্য্য বিহিত নহে। প্রমাণ যথা—

"শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি তড়াগাদিষু যো বিধিঃ।
চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা ॥
মাঘে বা সর্ব্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ।
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে ॥"—মৎস্যপুরাণম্।
"মাঘে চ ফাল্গুনে চৈব চৈত্রবৈশাখয়োরপি।
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়কয়োর্ব্বাপি প্রবৃত্তে চোত্তরায়ণে ॥
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা।
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী।
আসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা শুভফলা ভবেৎ ॥—"প্রতিষ্ঠাসমুচ্চয়ঃ।
"আষাঢ়ে দ্বে তথা মূলমুত্তরাত্রয়মেব চ।
"জ্যেষ্ঠাশ্রবণরোহিণ্যঃ পূর্ব্বভাদ্রপদা তথা ॥
হস্তাশ্বিনী রেবতী চ পুষ্যা মৃগশিরস্তথা।
অনুরাধা তথা স্বাতী প্রতিষ্ঠাদিসু শস্যতে ॥"—মৎস্যপুরাণম্।
"সোমো বৃহস্পতিশ্চৈব তথা বুধঃ।
এতে সৌম্যগ্রহাঃ প্রোক্তা প্রতিষ্ঠাযাগকর্ম্মণি ॥—ভবিষ্যপুরাণম্।

"পুষ্যাশ্বিশক্রভগদৈবতবাসবেষু, সৌম্যানিলেশমঘরোহিণমূলহস্তে।
পৌষ্ণানুরাধহরিভেষু পুনর্ব্বসৌ চ কার্যাভিষেকতরুকূপরথ প্রতিষ্ঠা ॥ দীপিকা।

জলাশয়োৎসর্গপদ্ধতি

বাপী, কূপ বা পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠায় উহার পশ্চিমাংশে যাগমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। ন্যূন পক্ষে কূপোৎসর্গে দশহস্ত পরিমাণ, দীর্ঘিকা-প্রতিষ্ঠায় দ্বাদশ হস্ত, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায় চতুর্দ্দশ হস্ত এবং তড়াগপ্রতিষ্ঠায় ষোড়শ হস্ত পরিমাণ মণ্ডপ রচনা করিবে।[১]

১। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—"বাপীকূপতড়াগানাং পশ্চিমে যাগমণ্ডপম্। কুর্য্যাদ্ যথাক্রমেণৈব কন্যসং মধ্যমোত্তমম্ ॥ কন্যসং দশহস্তস্তু কূপে শস্তং তথাঽনঘ। দ্বিষটকং কারয়েদ্বাপ্যাং পুষ্করিণ্যাং চতুর্দ্দশ ॥ দ্বিরষ্টহস্তং কুর্ব্বীত তড়াগমণ্ডপং শুভম্ ॥" কন্যসং কনীয়াংসমিতি জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ।

মণ্ডপের দ্বার চতুষ্টয় পূর্ব্বাদিক্রমে অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, প্লক্ষ ও বটশাখা দ্বারা নির্ম্মিত হইবে।[২] মণ্ডপের মধ্যে চতুরস্র চতুর্হস্ত পরিমাণ তিনটি বেদী নির্ম্মাণ করিবে। একটি বাস্তুবেদী, দ্বিতীয় বরুণ-বেদী, তৃতীয়টি গ্রহবেদী, বর্ত্তমান সময়ে চক্রাব্জমণ্ডলে অঙ্কিত পদ্মমধ্যেই সূর্য্যাদি অঙ্কিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। মৎস্যপুরাণমতে তড়াগ-প্রতিষ্ঠায় চতুরস্র চতুর্ম্মুখা চতুর্হস্তা বেদিকা নির্ম্মাণের বিধি আছে। বেদিকার প্রত্যেক দ্বার এবং কোণ ধ্বজ ও লোকপালের তুল্যবর্ণ পতাকা দ্বারা শোভিত হইবে।[৩] জলাশয়োৎসর্গ পূর্ত্তকার্য্য, ইহাতে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার আছে, কিন্তু বাক্য পাঠ ব্যতীত মন্ত্র পাঠে অধিকার নাই॥ এই কার্য্যে পূর্ব্বমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে।[৪]

প্রতিষ্ঠাদিবসে যজমান সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিয়া কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া শুভলগ্নে পশ্চিমদ্বার দিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আচমন পূর্ব্বক ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করত পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া তিল, তুলসী, ত্রিপত্র, ফল, পুষ্প ও জলপূর্ণ তাম্রপাত্র হস্তে লইয়া সঙ্কল্প বাক্য করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখচন্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ চতুরন্ত-চতুবর্ণমহীদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) জলপূর্ণপুষ্করিণীরূপজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে"।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কোশাস্থ জল ঈশান কোণে নিক্ষেপ করত স্ব স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্প-সূক্ত পাঠ করিবে। অনন্তর পূণ্যাহাদি বাচন করিবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্-মৎসঙ্কল্পিত-জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশয়োৎসর্গকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (বারত্রয় পাঠ্য) ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।

এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধি পাঠ পূর্ব্বক স্বস্ববেদোক্ত স্বস্তি-সূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে বাস্তুযাগের সঙ্কল্প করিয়া (বাস্তুযাগের সঙ্কল্পাদি বাস্তুযাগ পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি মৎ-সঙ্কল্পিত-জলপূর্ণপুষ্করিণীজলাশয়োৎসর্গকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধা-ন্যহং করিষ্যে॥"

এইরূপ সঙ্কল্পান্তে গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা, বসুধারাপাত, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও

২। মৎস্যপুরাণে—"অশ্বত্থোড়ুম্বর-প্লক্ষ বটশাখাকৃতানি চ।
মণ্ডপস্য প্রতিদিশং দ্বারাণ্যেতানি কারয়েৎ॥

৩। মৎস্যপুরাণে---"প্রাগুদক্প্লবনে দেশে তড়াগস্য সমীপতঃ। চতুর্হস্তাং শুভাং বেদীং চতুরস্রাং চতুর্মুখীম্। সর্ব্বতঃ সমবর্ণাঃ স্যুঃ পতাকাধ্বজসংযুতাঃ॥ সমবর্ণা বক্ষ্যমাণলোকপালবর্ণা ইতি জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ।"

৪। ভবিষ্যে—"জলাশয়ারামকূপ-সঙ্কল্পে পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ।
সাধারণে চোত্তরাস্য ঐশান্যাং তজ্জলং ক্ষিপেৎ॥"

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল, চক্রাব্জমণ্ডল ও গ্রহমণ্ডল অঙ্কন করিবে। অনন্তর বাস্তুবেদীতে ছয়টী, পুষ্করিণীমণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে চারিটী, বেদীর চারিকোণের নিম্নে চারিটী ও ঈশান কোণে একটী শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবে। তৎপরে স্বয়ং কার্য্যে অসমর্থ হইলে গুরু, ব্রহ্মা, হোতা আচার্য্য প্রভৃতির বরণ করিবে। "ওঁ সাধুভবানাস্তাম্" হইতে আরম্ভ করিয়া বাক্য পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত বরণবিধি অনুসারে সম্পাদন করিবে। তদন্তর বাক্য করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অস্মিন্ জলপূর্ণ-পুষ্করিণী-জলাশয়োৎ-সর্গকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মাণং ব্রাহ্মণমেভি-গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে"। ব্রহ্মা "ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিবেন। যজমান—"ওঁ যথাবিহিতং বৃতকর্ম্ম কুরু"। ব্রহ্মা—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। উক্ত-রূপে আচার্য্যাদির বরণ সম্পন্ন করিবে। তৎপরে ব্রতী আচমনাদি করিয়া শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিঘ্নাপসারণ করিবে। যথা

ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ॥
বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রাং যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।
সিদ্ধার্থ কৈর্ব্বজ্রসমানকল্পৈ-র্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু।

অনন্তর হোতা বাস্তুযাগ সম্পন্ন করিয়া স্বস্ববেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্যশোধন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে বেদীশোধন করিবে। যথা

"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্।
যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা॥"

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে বেদীর উপরিভাগে বিতান (চন্দ্রাতপ) শোধন করিয়া বন্ধন করিবে। মন্ত্র যথা

"ওঁ উর্দ্ধো উ ষু ণ, উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
উর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভি-র্ব্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে॥"

তৎপরে ধান্যমন্ত্রে বেদীর পূর্ব্বাংশে ধান্য স্থাপন করিয়া তদুপরি ঘটস্থাপন মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি পীঠন্যাস সম্পাদন পূর্ব্বক প্রথম ঘটে গণেশ ও সূর্য্য, দ্বিতীয় ঘটে শিব ও দুর্গা, তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, চতুর্থ ঘটে অগ্নি, বাস্তুপুরুষ ও ক্ষেত্রপাল, পঞ্চম ঘটে নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে ষোড়শার চক্রাব্জমণ্ডলের পশ্চিমভাগে স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে বহ্নি-স্থাপন করিবে।

বহ্নিস্থাপনান্তে বামহস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে। যথা

"ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।" এই মন্ত্র পাঠান্তে "ওঁ অগ্নে ত্বং বরুণনামাসি" এই মন্ত্রে বরুণ নামক বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া আবাহন ও পূজা করিবে। পরে অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত সমিধ একটী অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবে। হোতা ধারা সহিত জলপাত্র হস্তে লইয়া অগ্নির উত্তর দিক হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া অরত্নিমাত্র ব্যবহিত অগ্নিস্থানে পূর্ব্বাভিমুখী বারিধারা পাত করিয়া তদুপরি পূর্ব্বাগ্র কুশ আস্তরণ করত আস্তৃত কুশের পশ্চিমাভিমুখে অনুপবিষ্ট হইয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা একটী আস্তীর্ণ কুশ গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ॥" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে জল স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ পাদ দ্বারা বাম পাদ আচ্ছাদন করত উত্তরাভিমুখে আস্তীর্ণ কুশ অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক কুশোপরি ব্রহ্মাকে স্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ।" ব্রহ্মা "ওঁ সীদামি" বলিয়া উপবেশন করত অগ্ন্যভিমুখে উত্তরমুখে কর্ম্মসমাপ্তি যাবৎ মৌনী হইয়া অবস্থান করিবেন। কুশময় ব্রহ্মা হইলে ব্রাহ্মণ "ওঁ সীদামি" বলিবেন। তৎপরে পুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিবে।

অনন্তর হোতা পূর্ব্ব পথ দিয়া প্রত্যাবৃত হইয়া আসনে পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করিবেন, যথা—প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা অযজ্ঞীয়বাগ্‌বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়স্য পাংশুলে॥"

অনন্তর গ্রহবেদীতে অঙ্কিত অষ্টদলপদ্ম মধ্যে বর্ত্তুলাকার লোহিত বর্ণ সূর্য্য অঙ্কিত করিবে। এই প্রকারে অগ্নিকোণে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্রবর্ণ চন্দ্র, দক্ষিণে ত্রিকোণাকার রক্তবর্ণ মঙ্গল, ঈশান্‌কোণে ধনুরাকৃতি পীতবর্ণ বুধ, উত্তরে পদ্মাকার পীতবর্ণ বৃহস্পতি, পূর্ব্বে চতুষ্কোণাকৃতি শ্বেতবর্ণ শুক্র, পশ্চিমে সর্পাকার কৃষ্ণবর্ণ শনি, নৈর্ঋতে মকরাকার শ্যামবর্ণ রাহু এবং বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ খড়্গাকার কেতু অঙ্কন করিয়া নিম্নোক্তরূপে ধ্যান ও মন্ত্র পাঠ সহকারে আবাহন ও সংস্থাপন করত পূজা করিবে। অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার আবাহন, পূজা ও স্থাপন করিবে। প্রত্যেক গ্রহের ধ্যান, অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার নাম নিম্নে লিখিত হইল। মণ্ডলমধ্যে নিম্নোক্তরূপে সূর্য্যের ধ্যান করিবে।

যথা—"ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্॥
শিবাধিদৈবতং ধ্যায়েদ্ বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

উক্তরূপ ধ্যানান্তে কুশ, পুষ্প ও তণ্ডুল হস্তে লইয়া ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ" ইত্যাদি প্রকারে নবগ্রহ, অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার আবাহন করিয়া সংস্থাপন করিবে। "সূর্য্য ইহাগচ্ছ" স্থানে সংস্থাপ্য দেবতার নাম অর্থাৎ "সোম ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি নাম উল্লেখ্য। সূর্য্যের অধিদেবতা শিব, প্রত্যধিদেবতা বহ্নি।

অনন্তর অগ্নিকোণে সোমের ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।
দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহ্বয়েৎ সদা॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত নবগ্রহের প্রত্যেকের মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহন, স্থাপন ও পূজা করিবে।

সোমের অধিদেবতা উমা ও প্রত্যধিদেবতা জল।

দক্ষিণে—মঙ্গল-ধ্যান—

"ওঁ আবন্তং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।
আরক্তমাল্য-বসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তি, বরাভয়-গদাকরম।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ॥
স্কন্দাদিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥

মঙ্গলের অধিদেবতা স্কন্দ, প্রত্যধিদেবতা পৃথিবী।

ঈশানে—বুধের ধ্যান—

"ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্মগদা-বরদ-খড়্গিনম্॥
সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥

বুধের অধিদেবতা নারায়ণ, প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণু।

উত্তরে—বৃহস্পতির—ধ্যান

"ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্।
ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষোর্দ্ধাধোঽক্ষ-বরদ-করকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ।
ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্॥

বৃহস্পতির অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যধিদেবতা ইন্দ্র।

পূর্ব্বে—শুক্রের ধ্যান

"ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।
পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্য-মুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥
সদাক্ষ-বর-করকা-দণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্।
শক্রাধিদৈবতং ধ্যাত্বা শচীপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

শুক্রের অধিদেবতা ইন্দ্র, প্রত্যধিদেবতা শচী।

পশ্চিমে—শনির ধ্যান

"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্॥
উদ্যদ্‌বাণধরং শূল-ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।
যমাধিদৈবতং প্রজাপতি প্রত্যধিদৈবতম্॥"

শনির অধিদেবতা যম, প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতি।

নৈঋর্তে—রাহুর ধ্যান

"ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠিনং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বর রৌদ্রং সিংহাসীনং সমাহ্বয়েৎ॥
চতুর্ব্বাহুং খড়্গধরং শূলচর্ম্মকরং তথা।
কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্যং সর্প-প্রত্যধিদৈবতম্॥"

রাহুর অধিদেবতা কাল, প্রত্যধিদেবতা সর্প।

বায়ুকোণে—কেতুর ধ্যান

"ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্।
ধূম গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েদ্ বিকৃতাননম্॥
সূর্য্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

কেতুর অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত, প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্ম।

সকল অধিদেবতাকে গ্রহের দক্ষিণে এবং প্রত্যধিদেবতাকে বামে স্থাপন করিতে হয়। অতঃপর মণ্ডলের দক্ষিণে বিনায়ক, পশ্চিমে দুর্গা, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে আকাশ এবং পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রত্যেকের আবাহন, স্থাপন ও পূজা করিবে। গ্রহগণ যাদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, তাদৃশ বর্ণের পুষ্প ও বস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য॥ অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা, ও বিনায়কাদির শ্বেতপুষ্প ও তণ্ডুল দ্বারা আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে সূর্য্যাদি গ্রহগণের উদ্দেশ্যে বলিদান করিবে। যথা

"এষ গুড়ৌদনবলিঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ" এই নিয়মে যথাক্রমে নববিধ দ্রব্য নবগ্রহের উদ্দেশ্যে দান করিবে। যে গ্রহে যে বলি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সূর্য্যের গুড়ৌদন ; সোমের—ঘৃতপায়স ; মঙ্গলের—যাবক (যাউ) অন্ন ; বুধের—দুগ্ধৌদন, বৃহস্পতির—দধ্যোদন ; শুক্রের—ঘৃতৌদন ; শনির—কৃষরান্ন (খিচুড়ী) ; রাহুর—আমমাংস, কেতুর—চিত্রৌদন ; (হরিদ্রারঞ্জিত অন্ন) ।*

অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা ও বিনায়কাদি দেবগণকে ঘৃতপায়স দান করিবে। তৎপরে অন্যান্য উপচার, তিল ও লাড্ডুকাদি নিম্নোক্ত মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে, যথা—

"এতানি ভূরি-ভক্ষ্যাণি অধিদৈবতপ্রত্যধিদৈবতবিনায়কাদিপঞ্চসহিতেভ্যঃ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ"। প্রত্যেককে পৃথকভাবে দান করাই কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে উপরি উক্ত নিয়মে দান করিবে। নবগ্রহের পৃথক্ পৃথক্ বলির অসদ্ভাব ঘটিলে সকলকেই ঘৃতপায়সদান করা হইয়া থাকে।

অনন্তর চক্রাব্জমণ্ডলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্ব স্ব দিকে লোকপালগণের পূজা করিবে।

মন্ত্র যথা

"ওঁ ইন্দ্রস্ত মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্।
বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ইন্দ্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহাভিমুখো ভব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" এইরূপে আবাহন করিয়া "ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ," মন্ত্রে গন্ধাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া উক্ত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি ও ঘৃতপায়স দান করত জপ ও নমস্কার করিবে। তৎপরে উক্তনিয়মে অন্যান্য লোকপালগণের গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনাদি করিতে হয়। তাঁহাদের মন্ত্রমাত্র নিম্নে লিখিত হইল। অন্যান্য সমস্তই পূর্ব্ববৎ।

অগ্নিমন্ত্র— ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

যম-মন্ত্র।—ওঁ যমশ্চোৎপলবর্ণাভং কিরীটী দণ্ডধৃক্ সদা।
ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

নির্ঋতিমন্ত্র—"ওঁ নির্ঋতিস্ত পুমান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্।
খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

বরুণমন্ত্র— ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

বায়ু মন্ত্র— "ওঁ বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ।
পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

---

* "গুড়ৌদনং রবের্দ্দদ্যাৎ সোমস্য ঘৃতপায়সম্। সংযাবকং কুজে দদ্যাৎ ক্ষীরান্নং সোমসূনবে॥ দধ্যোদনন্ত জীবায় শুক্রায় তু ঘৃতৌদনম্। শনৈশ্চরায় কৃষরমামমাংসঞ্চ রাহবে॥ চিত্রৌদনঞ্চ কেতুভ্যঃ সর্ব্বভক্ষ্যৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥"

সোমমন্ত্র— "ওঁ গৌরো যস্তু পুমান্ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

ঈশানমন্ত্র— "ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্রঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্।
শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

ব্রহ্মার মন্ত্র— "ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্ম্মূর্ত্তির্হেমবাসাঃ পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্ব্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।"

অনন্তমন্ত্র— "ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

তৎপরে মণ্ডল মধ্যে রজতনির্ম্মিত চতুরঙ্গুল পরিমিত দ্বিভুজ, হংসারূঢ় বরুণপ্রতিমা তাম্রাধারে স্থাপন করিয়া আসনশুদ্ধ্যাদি পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া "ওঁ বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক নিম্নলিখিত রূপে বরুণের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা

"ওঁ প্রশান্তবদনং সৌম্যং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্॥
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তমিব স্থিতম্।
লাবণ্যামৃতধারাভিস্তর্পয়ন্তমিব প্রজাঃ॥
রাজহংসসমারূঢ়ং পাশব্যগ্রকরং শুভম্।
পুষ্করাদ্যৈর্ঘনৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥
গৌর্য্যা কান্ত্যা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্।
নাগৈর্যাদোগণৈর্যুক্তং ব্রহ্মাণমিব চাপরম্॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারং নারায়ণমিবাপরম্॥"

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনর্ব্বার উক্তরূপ ধ্যান করিয়া অর্ঘস্থাপন করিবে। তৎপরে "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥"—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ বরুণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি মুদ্রাপ্রদর্শন পূর্ব্বক "ওঁ আং হ্রীং ক্রোঁ। ইত্যাদি মন্ত্রে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া "এতৎ আসনং ওঁ বোঁ বরুণায় নমঃ" মন্ত্রে আসনাদি উপচারে অর্চ্চনা করত শয্যা, ছত্র, পাদুকা, দর্পণ ও ব্যজন দান করিবে।

তৎপরে বরুণমূর্ত্তির সমীপে স্বর্ণময় কূর্ম্ম ও মকর, রজতময় মৎস্য ও ডুণ্ডুভ। তাম্রময় কর্কট ও ভেক, লৌহময় শিশুক এবং স্বর্ণময় অনন্ত ও পদ্ম প্রভৃতি অষ্টনাগকে "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব, উঁহাদের ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (পূজাদি ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পরে বিনায়ক, কমলা, অম্বিকা অষ্টনাগ, (অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ), কূর্ম্ম,

মকর, ডুণ্ডুভ কর্কট, মণ্ডুক ও শিশুমারের আবাহন পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর যোড়শোপচারে পূজা কর্ত্তব্য।

অনন্তর পূর্ব্বরচিত মণ্ডলের অগ্ন্যাদিকোণ চতুষ্টয়ে স্থাপিত দধ্যক্ষত-বস্ত্রাদি সমলঙ্কৃত ঘট চতুষ্টয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবে, যথা—

"ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ, পুনানায়ন্ত্যনিবিশমানাঃ।
ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো বারাদ, তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু।

উক্ত মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ সমুদ্রেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে প্রত্যেক ঘটে পঞ্চোপচারে সমুদ্রের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বেদীর ঈশানকোণস্থ দধ্যক্ষত সমলঙ্কৃত পঞ্চপল্লব * যুক্ত, বস্ত্রাবৃত, পঞ্চরত্ন † গর্ভ শান্তিকলস ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ আজিঘ্র কলশং মহ্য ত্বা বিশিন্তিন্দবঃ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরু-ধারাঃ পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥"

তৎপরে নদীজলে ঘট পূরিত করিয়া পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥"

অনন্তর সপ্তমৃত্তিকা † ও সর্ব্বৌষধি কলস মধ্য দিয়া তীর্থাবাহন করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদা হ্রদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥"

অনন্তর হোম করিবে। পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নিতে অগ্নির ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চি শক্তিধারকঃ॥"

উক্তরূপ ধ্যানান্তে বরুণনামা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া চারুপাক করিবে।

চরুপাক-প্রণালী

অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণাংশে পূর্ব্বাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া তদুপরি ধৌত উদূখল, মুষল, বেণুনির্ম্মিত শূর্প প্রভৃতি স্থাপনান্তে চমসস্থ-জল-প্রোক্ষিত ব্রীহি বা যব, অভাবে শালিধান্য, "ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" মন্ত্রে উদূখলে লইয়া মুষল দ্বারা আঘাত করিয়া পুনরায় অমন্ত্রক মুষ্টিদ্বয় উদূখলে দিয়া আঘাত করিবে। তৎপরে শূর্পদ্বারা বারত্রয় প্রস্ফোটন করিয়া শোধনী দ্বারা বারত্রয় অভ্যুক্ষণ করত বিশুদ্ধ চরুস্থলীতে ঘৃত দিয়া অল্প অল্প দুগ্ধ-দ্বারা চরুপাক করিবে। (বিশেষ বিবরণ ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তৎপরে স্বগৃহ্যোক্ত

---

* পঞ্চপল্লব—আম্র, অশ্বত্থ, বট, প্লক্ষ, ও উড়ুম্বর।

† পঞ্চরত্ন স্বর্ণ, রজত, মুক্তা, রাজপট্ট ও প্রবাল।

† সপ্তমৃত্তিকা—অশ্বস্থান, গজস্থান; বল্মীক, নদীসঙ্গম, হ্রদ, গোকুল ও রথ্যা।

নিয়মে সামবেদীয়গণ বিরূপাক্ষ জপান্তা কুশণ্ডিকা, যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্‌বেদীয়গণ আঘারাজ্য ভাগ শেষ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবে। *

প্রথমতঃ প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্‌ অগ্নিতে দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম সম্পাদন পূর্ব্বক ঘৃতাহুতিদ্বারা বরুণ হোম করিবে। (যজুর্ব্বেদীয়গণ "ইদং বরুণায়", ঋগ্‌বেদীয়গণ "বরুণায় ইদং ন মম" বলিয়া হুতশেষ রাখিবেন, এইরূপ প্রত্যেক হোমে কর্ত্তব্য। সমবেদীয়গণ দেবোদ্দেশ করিবেন না)। মন্ত্র যথা

ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ।
ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ স্বাহা ॥
ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রি মা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ স্বাহা ॥ ২ ॥
ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যতি মধ্যে সত্যানৃত্যে অবপশ্যন্‌ জানানাম্‌।
মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ স্বাহা ॥ ৩ ॥
ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো, বিশ্বেদেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি।
বৈশ্বানরো যাস্বগ্নি প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ স্বাহা ॥ ৪ ॥

অনন্তর চরুহোম করিবে। যথা—চরুমধ্যে ও মেক্ষণে ঘৃত দিয়া মেক্ষণযোগে স্থালী হইতে চরু লইয়া স্রুকে রাখিয়া পুনর্ব্বার স্থালীতে ও স্রুকে ঘৃত দিবে। যতবার চরু লইবে, ততবার এইরূপ করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে।

ওঁ তত্ত্বায়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংসমান আয়ুঃ প্রমোষীঃ। স্বাহা ॥ ৫ ॥

ওঁ তদিদং নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদং কেতো হৃদ আবিচষ্টে। শুনঃশেফো যমহ্বদ্‌-গৃভীতঃ সো অস্মান্‌ রাজা বরুণো মুমোক্তু ॥ স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ শুনঃশেফো হ্যহ্বদ্‌গৃভীত-স্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ। অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বিমুমোক্তু পাশান্‌ ॥ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ অবতে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ ॥ ৮ ॥ ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ স্বাহা ॥ ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশম-স্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসো উদিতয়ে স্যাম ॥ স্বাহা ॥ ॥ ৯ ॥ ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্‌ দেবস্য হেলোঽবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতম শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ স্বাহা ॥ ১০ ॥ ওঁ স ত্বন্নোঽগ্নেবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অবযক্ষনো বরুণং ররাণো ব্রীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি ॥ স্বাহা ॥ ১১ ॥ ওঁ ইমং মে বরুণশ্রুধীহবমদ্যা চ মৃলয় ত্বামবস্যুরাচকে ॥" সাহা ॥ ১২ ॥

* এই স্থলে সামবেদীয়গণের চরুপাক-প্রণালী লিপিবদ্ধ রইল। যজুর্ব্বেদীয়গণ ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি, ও বরুণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, ও বরুণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি" এই মন্ত্রত্রয়ে যথাক্রমে তণ্ডুলমুষ্টি গ্রহণ, উদূখলে স্থাপন এবং প্রক্ষালন করিবে। ঋগ্‌বেদীয়গণ "ওঁ বরুণায় ত্বাং জুষ্টং নির্ব্বপামি, ও বরুণায় ত্বাং জুষ্টং প্রোক্ষামি "মন্ত্রদ্বয়ে উদূখলে তণ্ডুল দান ও প্রক্ষালন করিবে। (বিশেষ বিবরণ ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চরুহোমান্তে চরুস্থালীরঈশানকোণ হইতে মেক্ষণে প্রচুর চরু লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নিতে ঈশানকোণ (যজুর্ব্বেদী অগ্নির পশ্চিমে) আহুতি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা

ওঁ যদস্য কর্ম্মণো অত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্।
অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্‌বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে ॥"

অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহুতীনাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা ॥ ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।"

এইরূপে আহুতি দান করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। যথা—প্রথমে অমন্ত্রক একটি সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে "বিষ্ণুরোমদ্যেত্যাদি···পুষ্করিণী-জলাশয়োৎসর্গাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি।" এই সঙ্কল্প পূর্ব্বক "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এই মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া তাহাতে অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ প্রক্ষেপ করিবে। পরে মহাব্যাহৃতি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে, যথা—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।" পুনরায় মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া অগ্নিতে সমিধ্ প্রক্ষেপ করিবে। পরে নবগ্রহ হোম করিবে। যথা—"আকৃষ্ণেন" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্য, "ওঁ আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে সোম, "ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা" ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গল, "ওঁ অগ্নে বিবস্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে বুধ, "ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া" ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতি, "ওঁ শুক্রন্তে" ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্র, ওঁ শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে শনৈশ্চর, "ওঁ কয়ানশ্চিত্র" ইত্যাদি মন্ত্রে রাহু এবং "ওঁ কেতুং কৃন্বন্ন কেতবে" ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর হোম করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত দিক্‌পাল মন্ত্রে দিক্‌পালগণের হোম করত প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবে * পরে উদকাঞ্জলিসেক করিবে, যথা

"প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়, দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ সদতু ॥" এই মন্ত্রে জলাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিবেষ্টন করিবে।

প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদাকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অনুমংস্থাঃ"। এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণদিকে পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত জলধারাদ্বারা সিক্ত করিবে।

---

* এ স্থলে সামবেদীয়গণের মন্ত্র লিখিত হইল। যজুর্ব্বেদীয়গণ ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত নবগ্রহ মন্ত্র দেখিয়া হোম করিবেন।

"প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অন্বমংস্থা"। এই মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমদিকে দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত জলধারা দ্বারা সিক্ত করিবে।

"প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থা" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত জলধারা দ্বারা সিক্ত করিবে। তৎপরে উত্তানহস্তে কতিপয় আস্তরণ কুশ গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বয়োদেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহাণা ব্যন্তু বয়ঃ" এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়া মূল, মধ্য ও অগ্রদেশ ঘৃতাভ্যক্ত করিবে। পরে ঐ কুশ জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপচ্ছন্দো রুদ্ররূপো হগ্নির্দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা"। এই মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

তৎপরে "ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" এই মন্ত্রে মৃড়নামক বহ্নি স্থাপন করিয়া আবাহন ও পূজা করত ঘৃতপূর্ণ স্রুকে পূর্ণাহুতি দিবে, যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিবিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা।

তৎপরে পূর্ণমাত্র দান করিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে অগ্নির বিসর্জ্জন দিয়া "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলং ভব" মন্ত্রে ঈশানকোণে দধি দিয়া স্রুব দ্বারা ভস্ম আহরণ পূর্ব্বক "ওঁ কশ্যপস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানকে তিলক দিবে। (যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্‌বেদিগণ স্ব স্ব শাখোক্ত উদীচ্যকর্ম্ম সমুদায় সম্পন্ন করিবেন, ব্রতপ্রতিষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অনন্তর আচার্য্য পুনরায় স্বস্তিবাচন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে শান্তিকলস গ্রহণ করিবেন, যথা—"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে। উপপ্রযন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা"॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শান্তিকলস গ্রহণ করত "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি করিবে।

অতঃপর যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বট, পলাশ বা বিল্ববৃক্ষ নির্ম্মিত ৭২ অঙ্গুলি পরিমাণ অথবা যজমাণ-প্রমাণ যূপকাষ্ঠ জলাশয়ের ঈশানকোণে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিবে, যথা—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥"

অনন্তর জলাশয় খাতের পাঁচ হাত দূরে যুপ প্রোথিত করিবার জন্য যুপের এক তৃতীয়াংশ গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তাভ্যন্তরে অঙ্গুলিদ্বারা একটু গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয়ে দুইবার ঘৃত দিবে। যথা—"ওঁ অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহা ॥ ১ ॥ *

* যজুর্ব্বেদী—"ইদং অচ্যুতায় ভৌমায়", ঋগ্‌বেদী অচ্যুতায় ভৌমায় ইদং ন মম" বলিয়া আহুতিমাত্রের শেষে হুতশেষ রাখিবেন।

ওঁ অন্তরিক্ষায় ভৌমায় স্বাহা" ॥ ২ ॥ তৎপরে ঐ গর্ত্তমধ্যে পঞ্চরত্ন, যৈ, দুগ্ধ, দধি, শক্তু, গুড়, মধু ও পিষ্টকাদি নিক্ষেপ করিয়া যূপের অভিমন্ত্রণ করিবে, মন্ত্র যথা

"ওঁ বনস্পতে বীড়্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীড়য়স্ব আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি ॥"

পরে নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যূপসঞ্চালন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব।
পর্ণং বনস্পতের্নু ত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ ॥"

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে যূপ জলাশয়-অভিমুখীন করিবে। মন্ত্র যথা

"ওঁ বৃপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যেহশ্বযূপায় তক্ষতি।
যে চার্ব্বতে পচনং সংস্তবন্ত্যতো তেষামভি পূর্ত্তিং ন ইন্বতু ॥"

পরে মন্ত্রপাঠ সহকারে গর্ত্তমধ্যে ঐ যূপ আরোহণ করিবে। যথা—

ওঁ স্থিরো ভব বীড়্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব মুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥"

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যূপ দর্শন করিবে, যথা—"ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মথ্নামি" ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মথ্নামি। জাগতেন ত্বা ছন্দসা মথ্নামি ॥"

অনন্তর যজমান "ওঁ যূপায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে যূপের পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে।

তৎপরে যজমান পুত্রকলত্রাদি আত্মীয়-কুটুম্ব পরিবৃত হইয়া অলঙ্কৃতা সবলা সবৎসা ধেনুর পুচ্ছ ধারণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে জলাশয়ের পশ্চিমতীরে অবতরণ করিবে। (কাংস্যক্রোড়, স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতখুর, লৌহঘণ্টা, তাম্রপৃষ্ঠ ও চামর বস্ত্রে বাঁধিয়া ধেনুর গলদেশে বন্ধন করিয়া মাল্য দিলেই ধেনু অলঙ্কৃতা হইয়া থাকে)। পরে ধেনুর পৃষ্ঠ ধরিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ ইদং সলিলং পবিত্রং কুরুষ শুদ্ধঃ পূতোঽমৃতঃ সন্ত নিত্যম্।
তারয়ন্তী সর্ব্বতীর্থাভিষিক্তং লোকালোকং তরতে তীর্য্যতে চ ॥"

তীরে ঈশান কোণে গাভীকে বাঁধিয়া রাখিবে। অনন্তর ধেনুর পুচ্ছগলিত সতিল জলদ্বারা তর্পণাধিকারী ব্যক্তি স্বগৃহোক্ত নিয়মে ষট্ পুরুষের তর্পণ করিবে। বাক্য যথা —সামবেদী,—"অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকঃ তৃপ্যতামেতৎ সতিল-ধেনুপুচ্ছগলিতোদকং তস্মৈ স্বধা ॥" যজুর্ব্বেদী—"অমুকগোত্রঃ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতত্তে ধেনুপুচ্ছগলিতসতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ। ঋগ্বেদী—"অমুকগোত্রং পিতরম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়াম্যেতদ্ধেনুপুচ্ছগলিতসতিলোদকং তস্মৈ স্বধা"। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া একবার তর্পণ করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ গতাশ্চাত্রাগমিষ্যন্তি যে কুলে মম বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তজলেন বৈ ॥"

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ধেনুর বন্ধন মোচন করিবে। যথা

"ওঁ মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায়কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদ্বৃত রাজযক্ষ্মাৎ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্রমুমুক্তমেনম্ ॥"

অনন্তর যজমান করদ্বারা আচার্য্যের স্কন্ধ ও গোপুচ্ছ ধরিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তীরে ঈশানকোণে গাভীকে উঠাইবে, যথা—

"ওঁ আপোহস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদীদাভ্যঃ শুচিরাপূত এমি।

পরে গাভীকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্র পাট করিবে, যথা—

"ওঁ সূয়বসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যামঃ।
অদ্ধি তৃণমঘ্নে বিশ্বদানীঃ পিব শুদ্ধমুদকসাচরন্তী ॥"

গাভী যদি বৎসের জন্য "হাম্বা হাম্বা" শব্দে ডাকে তাহা হইলে যজমান করপুটে গাভী-সকাশে উপবেশন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ হিঙ্ কৃন্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্নেয়ং সা বৰ্দ্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥"

অনন্তর যজমান যূপসকাশে বসিয়া ধেনু উৎসর্গ করিয়া আচার্য্যকে দিবে। যথা—"ওঁ এতস্যৈ সবৎসায়ৈ সবস্ত্রালঙ্কৃতায়ৈ ধেনবে নমঃ" এই নিয়মে অৰ্চ্চনা করিয়া বাক্য করিবে যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি জলপূর্ণপুষ্করিণীজলাশয়োৎসর্গ-কর্ম্মাঙ্গভূত-কৃতৈতৎসকলগুরু-কর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিমাং সবৎসবস্ত্রালঙ্কৃতধেনুমর্চ্চিতাং রুদ্রদেবতাকাং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকায় গুরুবে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে"। এখানে গুরুশব্দে আচার্য্যকে বুঝিতে হইবে। আচার্য্য "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন।

তৎপরে আচার্য্য ও যজমান জলাশয়ের পশ্চিমতীরে গমন করিবেন। আচার্য্য জলাশয়ে কূর্ম্ম-মকরাদি নিক্ষেপ করিবেন। পরে যজমান পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া নাগ-যষ্টির অগ্রে আবদ্ধ বস্ত্র বামকরে ধরিয়া জলাশয় উৎসর্গ করিবে। বিল্বকাষ্ঠ, নাগকেশর, চম্পক, বকুল, পুন্নাগ বা যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠে একবিংশ, বিংশ বা দ্বাদশহস্ত প্রমাণ নাগযষ্টি নির্ম্মাণ করিবে। প্রথমতঃ "ওঁ এতস্মৈ জলপূর্ণপুষ্করিণীজলাশয়ায় নমঃ," মন্ত্রে বারত্রয় অভ্যুক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া কুশতিলজলাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্যেত্যাদি···অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ চতুরর্ণমহীদানজন্যফলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামো বা) ইমং জলপূর্ণ পুষ্করিণীজলাশয়ং বরুণদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহং সমুৎসৃজে" এইরূপ উৎসর্গ করিয়া জলাশয় অবলোকন করিয়া পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ দেব-পিতৃ-মনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্।
ওঁ সর্ব্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টং ময়ৈতজ্জলমুর্জ্জিতম্
রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥

সামান্যং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্ ।
রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥
যাবদ্ বসুন্ধরা ধাত্রী যাবচ্চ-শশি-ভাস্করৌ ।
তাবৎ স্থিরতরা কীর্ত্তির্মদীয়েয়ং ভবিষ্যতি ॥
মৎপূর্ব্বে সপ্তবংশ্যাশ্চ পরে সপ্ত তথৈব চ ।
মাতুঃ পিতুশ্চ ভার্য্যাণাং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ ॥
ভৃত্যবর্গাশ্চ যে কেচিদ্ যে চান্যে স্বর্গতা জনাঃ ।
সর্ব্বে তে সুখিনঃ সন্তু ময়া দত্তজলেন বৈ ॥
যেঽত্র কেচিদ্ বিপদ্যন্তে স্বকর্ম্মফলভোগিনঃ ।
তেষাং দোষৈর্নলিপ্যেঽহং স্বয়ং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্ ॥

অনন্তর দক্ষিণান্ত করিবে, যথা—প্রথমতঃ দক্ষিণা অভ্যুক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেতাদি জলপূর্ণপুষ্করিণীজলাশয়োৎসর্গকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকায় ব্রাহ্মণায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে" আচার্য্য "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন। পরে "ওঁ আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া তীর্থোদক, গোময় ও পঞ্চগব্য জলাশয়ে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর আচার্য্য অষ্টনাগের* নাম আম্রপত্রে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে লিখিয়া কলস-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে আলোড়ন করিবে। যথা—"ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মথ্নামি, ওঁ জাগতেন ত্বা ছন্দসা মথ্নামি, ওঁ ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মথ্নামি"। এই মন্ত্রে আলোড়ন করিয়া একটী আম্রপত্র লইয়া দেখিবে, উহাতে যে নাগের নাম লিখিত থাকিবে, সেই নাগের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বিল্বাদিকাষ্ঠনির্ম্মিত শূলচক্রাঙ্কিত পূর্ব্বপ্রোথিত অর্চ্চিত নাগযষ্টিতে নাগের আবাহন ও অর্চ্চনা করিবে। যথা—"অমুক নাগ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন পূর্ব্বক পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিয়া "অনেন নাগেনাস্য জলাশয়স্য রক্ষা কর্ত্তব্য"।

এই কথা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করাইবেন। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যে নাগযষ্টিকে গন্ধযুক্ত জলে স্নান করাইবে, যথা—

"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্ ।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥"

তৎপরে তৈলহরিদ্রাযোগে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দণ্ড অভ্যুক্ষণ করিবে, যথা—

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রা ।
স্থিরৈরঙ্গৈষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥"

* "অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

অতঃপর দূর্ব্বাযুক্তজলে স্নান করাইবে। যথা—

"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পরুষস্পরি।
এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥"

তৎপরে "ওঁ দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তমৃত্তিকায়, "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চামৃতে, "ওঁ যাঃ ফলিনী" ইত্যাদি মন্ত্রে ফলোদকে স্নান করাইবে।

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে নাগদণ্ডের অগ্রদেশে ঘণ্টা, চামর, দর্পণ ও কিঙ্কিণীযুক্ত পতাকা এবং মধ্যদেশে চক্র ও ত্রিশূল বন্ধন করিবে। যথা—

"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ সউ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।
তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥"

পরে "ওঁ যষ্ট্যৈ নমঃ" মন্ত্রে নাগদণ্ডের অর্চ্চনা করিয়া বাদ্যধ্বনি-সহকারে বরুণ প্রতিমা উত্তোলন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে।
উপপ্রয়ন্তু মরুত সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাশূর্ভবা সচা॥"

অনন্তর বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে এবং "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণপ্রতিমা খাতজলে বিসর্জ্জন করিবে। পরে ঐ খাতজলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদীর জল ও পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যে বামী রোচনে দিবে যে বা সূর্য্যস্য রশ্মিষু।
তেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ॥"

অনন্তর যথাক্রমে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে অভ্যুক্ষণ ও জলমধ্যে আরোপণ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ধ্রুবং ধ্রুবেণ মনসা বাচা সোমবান্ যামি অথো ন ইন্দ্র বিদ্বিষে॥ সপত্নাঃ সমনস্করৎ॥ ১॥ ওঁ যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যে অশ্বযূপায় তক্ষতি। যে চার্ব্বতে পচনং সংস্তবন্ত্যতো তেষামভি পূর্ত্তিং ন ইন্বতু॥ ২॥

অনন্তর ঐ নাগদণ্ডের দশদিকে জলমাতৃগণের পূজা করিবে। যথা—পূর্ব্বদিকে —"ওঁ হ্রি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি প্রকারে আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। এইরূপে অগ্নিকোণে—শ্রী, দক্ষিণে—শচী, নৈর্ঋতে—মেধা, পশ্চিমে—শ্রদ্ধা, বায়ুকোণে—বিদ্যা, উত্তরে—লক্ষ্মী, ঈশানে—সরস্বতী, ঊর্দ্ধে—লক্ষ্মী ও অধঃ—বিদ্যার আবাহন ও অর্চ্চনা করিবে। পরে অগ্নির প্রীতির জন্য ছাগোৎসর্গ করিবে। তৎপরে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যাদি অশ্বিনীকুমার পর্য্যন্ত বত্রিশ সংখ্যক দেবতার যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ বরুণ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে জলদ্বারা বরুণ ও অন্যান্য দেবগণের বিসর্জ্জন করত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। যথা—

"ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকীং।
ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ ॥"

পরে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ বরুণ ত্বং হিরণ্য ত্বং প্রণতার্ত্তিবিনাশনঃ।
ব্রজস্ব পূজামাদায় পুনরাগমনায় চ ॥"

অনন্তর বাদ্যাদি সহকারে "ওঁ আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিতে করিতে দুগ্ধদ্বারা জলাশয় বেষ্টন করিয়া বাস্তুযাগের দক্ষিণা ও মূল দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান পূর্ব্বক আচার্য্য ও যজমান বাদ্যধ্বনি সহকারে তিন-বার জলাশয় প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর ন্যূনকল্পে বিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া কর্ম্মশেষ করিবে।

প্রমাণ যথা—ততঃ সহস্রং বিপ্রাণামথবাষ্টশতং তথা।
ভোজয়েচ্চ যথাশক্ত্যা শঞ্চাশদ্বাথ বিংশতিম্ ॥ মৎস্যপুরাণম্।

ইতি জলাশয়োৎসর্গবিধি।

কূপোৎসর্গবিধি

শুভলগ্নে যজমান সর্ব্বৌষধি-জলে স্নান করিয়া কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া জলাশয়ের পশ্চিমে পূর্ব্বাস্য হইয়া আচমন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্পের পর নারায়ণস্মরণ কর্ত্তব্য। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ প্রত্যেকজলবিন্দুসমসংখ্যকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) কূপরূপজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বাস্তুযাগের সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন করিবে। এতদন্তে আভ্যুদয়িকের সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি……অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ এতৎকূপরূপজলাশয়প্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং বাস্তুপশমনকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থঞ্চ সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাবসোর্দ্ধারাসম্পাতনা-য়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে"।

সঙ্কল্পান্তে সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠ করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা, বসুধারা দান, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া বাস্তুযাগ ও কূপপ্রতিষ্ঠায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা ও হোতাদির বরণ করিবে।

বাস্তুযাগান্তে হোতা "ওঁ বেতালাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রদয় পাঠ পূর্ব্বক শ্বেতসর্ষপদ্বারা বিঘ্নাপসারণ করিবেন। অনন্তর জলাশয়োৎসর্গবিধিবৎ পঞ্চগব্যশোধন, তদ্দ্বারা বেদী-শোধন, বিতানবন্ধন, পূর্ব্বভাগে ঘটস্থাপন মন্ত্রে পঞ্চ ঘটস্থাপন ও তাহাতে গণেশ, সূর্য্য,

শিব, কেশব ও দুর্গার অর্চ্চনা, চক্রাব্জমণ্ডল, গ্রহমণ্ডল, বাস্তুমণ্ডল অঙ্কনপূর্ব্বক স্বগৃহোক্ত-বিধানে ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গ্রহমণ্ডলে সূর্য্যাদি নবগ্রহের ধ্যান ও স্ব স্ব গৃহোক্ত মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা এবং অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে মণ্ডলের দক্ষিণাদি দিকে বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনী-কুমার দ্বয়ের অর্চ্চনা করিয়া পূজিত গ্রহগণের উদ্দেশে বলিদান করিবে। (বলিদান বিধি জলাশয়োৎসর্গে দ্রষ্টব্য)।

পরে মণ্ডলমধ্যে পূর্ব্বাদি দিকে স্ব-স্ব-গৃহোক্ত মন্ত্রে লোকপালগণের স্থাপন, আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া জলাশয়োৎসর্গবিধানে যথাবিধি বরুণের পূজা করিবে। বরুণপূজান্তে শয্যা, চামর, ছত্র, দর্পণ, ব্যজন প্রভৃতি বরুণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া বরুণের নিকটে স্বর্ণনির্ম্মিত কূর্ম্মাদি ও অষ্টনাগ স্থাপন পূর্ব্বক বিনায়ক, ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর যথোপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক মণ্ডলের অগ্ন্যাদি চারিকোণে চারিটী কলস স্থাপন, সমুদ্রের আবাহন ও পূজা এবং শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহাতে সপ্তমৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে। পরে জলাশয়োৎসর্গবিধানে চরুপাকাদি যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বরুণনামক বহ্নির আবাহন ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক জলাশয়োৎসর্গ-বিধি-লিখিত হোম মন্ত্রে বরুণের হোম, চরুহোম, স্বিষ্টকৃদ্ধোম, স্বগৃহোক্ত প্রায়শ্চিত্তহোম ও পূর্ণহোম করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণান্তে তিলকদান ও শান্তিদান করিবে।

অনন্তর কূপোৎসর্গ করিবে। উৎসর্গকালে বাদ্যধ্বনি করা কর্ত্তব্য। উৎসর্গ বিধি যথা—ওঁ এতস্মৈ জলপূর্ণ কূপজলাশয়ায় নমঃ" মন্ত্রে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া বাক্য করিবে। যথা—

"অদ্যেত্যাদিঃ—অমুগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ প্রত্যেকজলবিন্দুসমসংখ্যকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গ-প্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইমং কূপজলাশয়ং বরুণদৈবতমর্চ্চিতং সর্ব্বভূতে-ভ্যোঽহমুৎসৃজে ॥"

উৎসর্গান্তে কূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ দেবপিতৃমনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্
ওঁ সর্ব্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টং ময়ৈতজ্জমূর্জ্জিতম্।
রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥
সামান্যং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্।
রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥
যাবদ বসুন্ধরা ধাত্রী যাবচ্চ শশি ভাস্করৌ।
তাবৎ স্থিরতরা কীর্ত্তির্মদীয়েয়ং ভবিষ্যতি ॥
মৎপূর্ব্বে সপ্তবংশ্যাশ্চ পরে সপ্ত তথৈব চ।
মাতুঃ পিতুশ্চ ভার্য্যাণাং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ ॥

ভৃত্যবর্গাশ্চ যে কেচিদ্ যে চান্যে স্বর্গতা জনাঃ।
সর্ব্বে তে সুখিনঃ সন্তু ময়া দত্তজলেন বৈ॥
যেঽত্র কেচিদ্ বিপদ্যন্তে স্বকর্ম্মফলভাগিনঃ।
তেষাং দোষৈর্ন লিপ্যেঽহং স্বয়ং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্॥"

অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া "ওঁ আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করত জলাশয়ে পঞ্চগব্য তীর্থজল ও শান্তিজল প্রদান পূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন দুগ্ধধারাদ্বারা "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিবে। পরে ঐ জল গো এবং ব্রাহ্মণকে পান করাইবে।

অতঃপর আচার্য্য "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণপ্রতিমা গ্রহণ করিয়া "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে জলাশয়মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কূপমধ্যে গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদী-জল ও পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিবেন, যথা—

"ওঁ যে বামী রোচনে দিবে যে বা সূর্য্যাস্য রশ্মিষু।
তেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ॥"

অনন্তর জলাশয়োৎসর্গবিধানে জলমাতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া কূপ বেষ্টন করিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য-শান্তি প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদনান্তে দক্ষিণান্ত ও অন্যূন বিংশতিটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া কার্য্যশেষ করিবেন।

ইতি কূপোৎসর্গবিধি।

সোপান-প্রতিষ্ঠা

শুভলগ্নে যজমান সর্ব্বৌষধিজলে স্নাত ও কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া সোপানের পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাস্য হইয়া আচমন পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণাদি সম্পাদন করত যথাবিধি সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ প্রত্যেকেষ্টকা-পরমাণুসমসংখ্যক-শতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) সোপান-প্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

উক্তরূপ সঙ্কল্পান্তে পুণ্যাহাদি বাচন পূর্ব্বক বাস্তুযাগ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিবে। (সঙ্কল্পবিধি জলাশয়োৎসর্গে দ্রষ্টব্য) তৎপরে বিঘ্নাপসারণাদি সোপান উৎসর্গ পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম জলাশয়োৎসর্গ-বিধিৎ সম্পন্ন করিবে। কেবল জলে ধেনু-অবতারণ যূপারোপণ ও নাগদণ্ডারোপণ বিহিত নহে। পরে বাদ্যধ্বনি সহকারে সোপানের পূজা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে উৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি……প্রত্যেকেষ্টকা-পরমাণু-সমসংখ্যকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) এতৎ সোপানং বরুণদৈবতমর্চ্চিতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহং সমুৎসৃজে"।

উৎসর্গান্তে সোপানের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ দেবপিতৃমনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্"। "ওঁ সর্ব্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টং ময়া সোপানমূর্জ্জিতম্

রমন্তাং সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাশয়োৎসর্গবিধিবৎ অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

ইতি সোপান-প্রতিষ্ঠা

আরাম-উৎসর্গ

শুভলগ্নে যজমান সর্ব্বৌষধিজলে স্নাত ও কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন, বিষ্ণুস্মরণ প্রভৃতি সম্পাদন করত নিম্নলিখিতরূপে পুণ্যাহাদি বাচন করিবে, যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্নারামোৎসর্গ-কর্ম্মণি ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদিরূপে পুণ্যাহ-বাচন করিয়া স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করত স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্তপাঠান্তে সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) সর্ব্বসত্ত্বোদ্দেশ্যকরারামোৎসর্গমহং করিষ্যে"।

সঙ্কল্পান্তে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া আভ্যুদয়িকের জন্য সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিতারামোৎসর্গকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোর্দ্ধারা সম্পাতনায়ুষ্য সূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধা-ন্যহং করিষ্যে"।

সঙ্কল্পান্তে গৌর্য্যাদিমাতৃকা-পূজা, বসুধারা দান, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া জলাশয়োৎসর্গবিধিবৎ বেদী ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। অতঃপর ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য প্রভৃতির বরণ সম্পাদন করিবে। যথা—যজমান "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" হইতে আরম্ভ করিয়া বরণবাক্য পর্যান্ত কর্ম্ম ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানে সম্পন্ন করিয়া তণ্ডুল ও দূর্ব্বা লইয়া ব্রহ্মার দক্ষিণ জানু স্পর্শ পূর্ব্বক বাক্য করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিতারামোৎসর্গকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণ-মেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে"। ব্রহ্মা—"ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিবেন। যজমান—"ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু"। ব্রহ্মা—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি" বলিবেন। উক্ত বিধানে হোতা, আচার্য্য ও সদস্য প্রভৃতিরও বরণ করিবে।

তৎপরে জলাশয়োৎসর্গবিধানে বিঘ্নাপসারণ, পঞ্চগব্য-শোধন, তদ্দ্বারা বেদীশুদ্ধি, ঘটস্থাপন এবং তাহাতে গণেশ, সূর্য্য, রুদ্র, কেশব ও দুর্গার আবাহন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া চক্রাব্জমণ্ডল অঙ্কন করিবে। মণ্ডলের মধ্যদলের বহির্ভাগে লোকপালগণের স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। (জলাশয়োৎসর্গ-বিধি দ্রষ্টব্য)। পরে গন্ধাদি দ্বারা বসুগণের আবাহন করিয়া পূজা করত বৃক্ষের অর্চ্চনা করিবে। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে অমুকায় বৃক্ষায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে বৃক্ষের পূজা

করিয়া তাহাতে স্বর্ণ-রৌপ্য ফল বন্ধন, সুবর্ণশলাকা দ্বারা অঙ্কিত নেত্রের অঞ্জন-শোভা ও স্বর্ণ-সূচী দ্বারা কর্ণবেধ করিবে। পরে সোমের মন্ত্রে সোমের আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে স্ব স্ব গৃহোক্ত বিধানে বহ্নিস্থাপন, চরু-শ্রপণ ও সামান্য কুশণ্ডিকান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সোমের উদ্দেশ্যে চরুহোম করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ ॥"

অনন্তর স্বিষ্টকৃদ্ধোম সম্পন্ন করিয়া উল্লিখিত "ওঁ সোমো ধেনুং" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলা-জ্যমিশ্রিত পলাশসমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তরশত (১০৮) হোম করিবে। হোমান্তে উদীচ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া "ওঁ কশ্যপস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক দান করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে শান্তি-কলস উত্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে।
উপপ্রয়ন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা স চা ॥"

তৎপরে "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকলসজলে যজমানকে অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর আরামোৎসর্গ করিবে। প্রথমতঃ যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া নিম্ন-লিখিতরূপে বাক্য করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকামঃ ইমমারামং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহং সমুৎসৃজে।" পরে "ওঁ দেবপিতৃমনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্" ইত্যাদি মন্ত্রটী বলিবে। উৎসর্গান্তে দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

কোন কোন দেশে অশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাবিধানে আরামোৎসর্গের বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা উক্তবিধানে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠা-বিধি দেখিয়া উক্ত কার্য্য করেন।

ইতি আরামোৎসর্গ।

রথ-প্রতিষ্ঠা

শুভ সময়ে কৃতনিত্যক্রিয় যজমান আচমন, বিষ্ণুস্মরণ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া নিম্ন-লিখিতরূপে পুণ্যাহাদিবাচন করিবে। যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (বারত্রয় পাঠ্য) "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" এইরূপে ঋদ্ধিবাচন করিয়া স্বশাখোক্ত স্বস্তিপাঠ করিবে। পরে সূর্য্যার্ঘ্যদান পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ এতৎকাষ্ঠাদিময়-রথ-পরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) কাষ্ঠাদিময়-বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে"।

সঙ্কল্পান্তে স্ব-স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। প্রতিষ্ঠাপক পুরুষ হইলে গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজা ও শ্রাদ্ধের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"অদ্যেত্যাদি···বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।"

উক্তরূপ সঙ্কল্পান্তে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া গৌর্য্যাদিপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবে।

অনন্তর ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য প্রভৃতির বরণ করিবে। বরণের বাক্যমাত্রই লিখিত হইল, অন্যান্য কর্ম্ম ব্রতপ্রতিষ্ঠাবৎ॥ বাক্য যথা—"বিষ্ণুরোমিত্যাদি—মৎসঙ্কল্পিত-কাষ্ঠাদিময়-বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম-করণায় (হোতৃপ্রভৃতির স্থলে "হোতৃকর্ম্ম-করণায়," সদস্যকর্ম্মকরণায়" "আচার্য্যকর্ম্মকরণায়" ইত্যাদি উল্লেখ্য) অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে॥"

আচার্য্যবরণান্তে আচার্য্যের প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রতী বলিবে।—

"ওঁ যথা গুরুরস্মাকং বাসুদেবসমঃ প্রভুঃ
কুরু প্রতিষ্ঠামেতাং ত্বং কারয়স্বাগমোদিতাম্॥
ত্বৎপ্রসাদাদ্ গুরো ধর্ম্মং প্রাপ্নোমি মনসেপ্সিতম্।
স্থিরা ত্বেষা ভবেৎ কীর্ত্তির্যাবল্লোকাশ্চরাচরাঃ॥"

আচার্য্য বলিবেন—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস ভদ্রন্তে মৎপ্রসাদাত্ত্বয়াঽনঘ।
প্রাপ্তব্যং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং দুষ্প্রাপং যৎ সুরাসুরৈঃ॥"

অতঃপর হোতা স্ব-স্ব-বেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে বেদী শোধন করিবেন।

"ওঁ বেদ্যাঃ বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্।
যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা॥"

উক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা বেদি অভ্যুক্ষণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিতান বন্ধন করিবেন। যথা—

"ওঁ ঊর্দ্ধ উ ষু ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
ঊর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে॥"

অনন্তর সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি সম্পাদন করিয়া ঘটস্থাপন মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে। পরে তাহাতে গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপাল, কার্ত্তিকেয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক যথোপচারে পূজা করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্তবিধানে বিষ্ণুপ্রতিমা ও লক্ষ্মীপ্রতিমার স্নান করাইয়া পীঠোপরি স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। পরে "আং

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্ ॥
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তং চরাচরম্ ॥
লাবণ্যামৃততোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্ব্বতঃ।
সুনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাম্।
ভূষিতং মালয়া তদ্বদ্দীপিতং মণিলাঞ্ছনৈঃ।
শ্রীপুষ্টি-গরুড়াদ্যৈশ্চ সমন্তাত্তু পরিপ্লুতম্।"

ধ্যানান্তে মানসোপচারে অর্চ্চনা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে মণ্ডলমধ্যে আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতার আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। যথা—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" এইরূপে—"প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, রত্নোজ্জ্বলিত-মহামণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, (অগ্ন্যাদি-কোণচতুষ্টয়ে) ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, (পূর্ব্বাদি-চতুর্দ্দিকে) অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, (মধ্যে) অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, (পূর্ব্বাদি-অষ্টকেশরে) বিমলায়ৈ, উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ; (মধ্যে) অনুগ্রহায়ৈ, ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ধ্যানান্তে (প্রতিমাস্থলে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পাদন পূর্ব্বক) ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (ষোড়শোপচার পূজার মন্ত্র ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অনন্তর লক্ষ্মীর ধ্যান, মানসোপচারপূজা, পুনর্ধ্যান, "ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া পরে আবরণ পূজা করিবে। যথা—(বামভাগে) "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" এইরূপে "মাধবায়, শ্রীধরায়, জনার্দ্দনায়, অচ্যুতায়, কেশবায়, বিষ্ণবে, বৈকুণ্ঠায়, পুরুষোত্তমায়, (দক্ষিণে) সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, নারায়ণায়, ব্রহ্মণে, নরসিংহায়, সুদর্শনায়, দামোদরায়, (চতুর্দ্বারে) শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, (দক্ষিণে) মহালক্ষ্ম্যৈ, (বামে) পুষ্ট্যৈ, (হৃদয়ে) বনমালায়ৈ, কৌস্তুভায়, শ্রীবৎসায়"।

অনন্তর স্বগৃহোক্তবিধানে বহ্নিস্থাপন, চরুশ্রপণ, ভূমিজপাদি, চরুহোম, আজ্যহোম, সমিধ্‌হোম ও তিলহোম করিবে। হোমান্তে "ওঁ ভগবন্ বিষ্ণুঃ প্রীয়তাম্" বলিয়া রথের নিকটে গমনপূর্ব্বক মাল্য ধ্বজ ও পতাকাদি দ্বারা রথ সুসজ্জিত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্ণুবাহন গরুড়ের বন্দনা করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যো বিশ্বপ্রাণহেতুস্তনুরপি চ হরের্যানকেতুস্বরূপো
যং সঞ্চিন্ত্যেব মোহাৎ স্বয়মুরগবধূবর্গগর্ভাঃ পতন্তি।

চঞ্চচ্চণ্ডোরু-তুণ্ড-ত্রুটিত-ফণি-বসা-রক্তধারাঙ্কিতাঙ্গং
বন্দে ছন্দোময়ং তং খগপতিমমলং স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্ ॥"

বন্দনান্তে বাদ্যধ্বনি সহকারে রথের উপরিভাগে ধ্বজস্থাপন করিবে। পরে "ওঁ" মন্ত্রে শান্তিকুম্ভের জলদ্বারা, রথ প্রোক্ষণ করিবে। অতঃপর বিষ্ণুমূর্ত্তিকে রথনিকটে আনয়ন করিয়া, রথোপরি "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ দেবদৈত্যভূতাদিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে মাষভক্ত বলি দিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ বলিং গৃহ্ণন্তু মে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা।
মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগাস্তথা ॥
অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থাশ্চৈব দেবতাঃ।
দিক্‌পালা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনাশকাঃ ॥
জগতঃ স্বস্তি কুর্ব্বাণা দিব্যা মহর্ষয়স্তথা।
অবিঘ্নমাচরন্ত্বেতে মা সন্তু পরিপন্থিনঃ ॥
সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ দৈত্যা ভূতগণাস্তথা ॥"

অনন্তর নিম্নলিখিত রূপে বলরামের ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ বলরামং বিসশ্বেতং দধতং মুষলং হলম্।
একাবতংসং ধ্যায়েচ্চ মদবিহ্বললোচনম্ ॥"

পরে জগন্নাথের ধ্যান করিয়া "ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ" মন্ত্রে জগন্নাথের পূজা করিবে, যথা—

"ওঁ ভগবন্তং জগন্নাথং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
বাঞ্ছাকল্পতরুং বন্দে ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥

তৎপরে সুভদ্রার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ সুভদ্রাং ভদ্রবদনাং ভদ্রকর্ম্মপ্রবর্ত্তিনীম্।
বন্দেঽভিমন্যুতনয়াং ধনঞ্জয়মনোহরাম্।

অনন্তর সুদর্শন ও গরুড়ের পূজা করিবে। পরে ধ্বজপতাকা হস্তে ধারণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে রথ উৎসর্গ করিবে, যথা—"ওঁ এতস্মৈ কাষ্ঠাদিময়রথায় নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া অভ্যুক্ষণ করত নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে ;

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি···অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ এতৎকাষ্ঠাদিময়-রথ-পরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইমং কাষ্ঠাদিময়ং রথং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে"।

উৎসর্গান্তে দক্ষিণান্ত করিয়া প্রার্থনা করিবে। যথা —

"ওঁ ইন্দ্রদ্যুম্নঃ ক্ষিতিপতির্যথা চাসীৎ পুরা বিভো।
বিজয়স্ব রথেনাশু গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রতি ॥

তবাপাঙ্গাবলোকেন প্রপুনন্তি দিশো দশ।
নিঃশ্রেয়সপদং যান্তু স্থাবরাণি চরাণি চ।
অবতারকৃতো হ্যেষ লোকানুগ্রহকাম্যয়া॥"

অনন্তর দেবমূর্ত্তি ও রথকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্তবিধানে উদীচ্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ বৈগুণ্য-শান্তি সম্পাদন করিয়া বিষ্ণুকে রথযাত্রা করাইবে।

ইতি রথপ্রতিষ্ঠা পদ্ধতি

অশ্বত্থাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার ফল

শাস্ত্রে বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠার মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। নিম্নে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।

সহস্রশীর্ষ নামক গ্রন্থে কথিত আছে,—

"অপ্যেকমপি রাজেন্দ্র বৃক্ষং সংস্থাপয়েচ্চ যঃ।
সোঽপি স্বর্গে বসেৎ ব্রহ্মন্ যাবন্মন্বন্তরং নরঃ॥"

"হে রাজেন্দ্র! যিনি একটী মাত্রও বৃক্ষ সংস্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন, তিনি মন্বন্তর যাবৎ স্বর্গবাস করিবেন"। প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষে যাবৎকাল পত্র, পুষ্প ও ফল বিদ্যমান থাকে, তাবৎ বর্ষ পর্যন্ত বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাপক স্বর্গবাস করিয়া থাকেন। আজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় বৃক্ষস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিবে। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় বিষ্ণু পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অপিচ গোদানে, ভূমিদানে যে ফল প্রাপ্তি হয়, বৃক্ষারোপণেও সেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। প্রমাণ। যথা—

"তত্র যাবন্তি পত্রাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
তাবদ্বর্ষাবধিস্থায়ী স্বর্গলোকে নরো ভবেৎ॥
জন্মপ্রভৃতি পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমভীপ্সতা।
বিষ্ণুপ্রীতিকরো যস্মাৎ স্থাপনীয়ো মহীরুহঃ॥"
"ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীর্ত্তিতাঃ।
তে লোকাঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ পাদপানাংপ্ররোহণে॥"

শাস্ত্রে বহুবিধ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বিধি ও ফল বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা বিশেষ পুণ্যজনক। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা মাত্রেই উপরি উক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে; পরন্তু অশ্বত্থবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাপকের পুত্রস্বরূপ হইয়া থাকে এবং তাহার নরকপ্রাপ্তি হয় না। প্রমাণ যথা—

"অপুত্রস্য চ পুত্রত্বং পাদপা ইহ কুর্ব্বতে।
যত্নেনাপি চ রাজেন্দ্র অশ্বত্থারোপণং কুরু॥"
"অশ্বত্থমেকং পিচুমর্দ্দমেকং ন্যগ্রোধমেকং দশ পুষ্পজাতীঃ।
দ্বে দ্বে তথা দাড়িমমাতুলঙ্গে পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি॥"

কোন কোন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় কি কি ফললাভ হয়, তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ধনী চাশ্বত্থবৃক্ষেণ অশোকঃ শোকনাশনঃ।
প্লক্ষো যজ্ঞপ্রদঃ প্রোক্তোঃ নিম্বশ্চায়ুপ্রদঃ স্মৃতঃ॥
জম্বুকী নাকদা প্রোক্তা ভার্য্যাদা দাড়িমী যথা।
উদুম্বরো রোগনাশায় পলাশো ব্রহ্মদস্তথা॥
অর্কপুষ্পারোপকাণাং নিত্যং তুষ্যেদ্দিবাকরঃ।
শ্রীবৃক্ষে শঙ্করো দেবঃ পাটলায়াস্তু পার্ব্বতী॥
শিংশপায়ামপ্‌সরসঃ কুন্দে গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ।
বিভীতকে দাসবৃদ্ধির্বকুলো দাস্যদস্তথা॥
অপত্যনাশকস্তালো বকুলঃ কুলবর্দ্ধনঃ।
বহুভার্য্যা নারীকেলী দ্রাক্ষঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥
রতিপ্রদা তথা কোলী কেতকী সর্ব্বনাশিনী॥
প্রতিষ্ঠাং তে গমিষ্যন্তি যে নরাঃ প্লক্ষরোপকাঃ॥

অশ্বত্থবৃক্ষে ধনী, অশোকে শোকনাশ, প্লক্ষে (পাকুড়ে) যজ্ঞপ্রাপ্তি, নিম্বে পরমায়ুবৃদ্ধি, জামে স্বর্গপ্রাপ্তি, দাড়িমে ভার্য্যাপ্রাপ্তি, উদুম্বরে রোগনাশ, পলাশে ব্রহ্মণ্য লাভ, অর্কে সূর্যপ্রীতি, বিল্ববৃক্ষে শিবপ্রীতি, পাটলাবৃক্ষে (পারুলবৃক্ষে) পার্ব্বতীপ্রীতি, শিংশপায় অপ্সরাতুষ্টি, কুন্দে গন্ধর্ব্বতৃপ্তি, বহেড়ায় দাসবৃদ্ধি, বকুলে দাসত্বপ্রাপ্তি, তালে সন্তাননাশ, বকুলে কুলবৃদ্ধি, নারিকেলে বহুপত্নীলাভ, দ্রাক্ষায় সৌভাগ্যলাভ, কুলবৃক্ষে রতি, কেতকীতে সর্ব্বনাশ এবং প্লক্ষবৃক্ষের প্রতিষ্ঠায় মানব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে।

অশ্বত্থাদি বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি।

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে প্রতিষ্ঠাপ্য বৃক্ষের অধিবাস করিবে। পূর্ব্বদিনে অধিবাস না হইলে পরদিনে করা যাইতে পারে। শুভদিবসে যজমান কৃতনিত্যক্রিয়া হইয়া বৃক্ষ-সমীপে ছায়ামণ্ডপে পবিত্রভাবে আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক পুণ্যাহাদিবাচন করিবে। যথা—"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি "ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্" এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বাল্যপ্রভৃতিসম্ভূতদুরিতধ্বংসপূর্ব্বকৈতদ্বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসমসংখ্যক বর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গবাস-

কামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) অশ্বত্থবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে"। অন্যবৃক্ষের প্রতিষ্ঠায় অশ্বত্থ-বৃক্ষস্থলে প্রতিষ্ঠাপ্য বৃক্ষের নামোল্লেখ কর্ত্তব্য। সঙ্কল্পান্তে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি সম্পাদন পূর্ব্বক ঘটে বা শালগ্রামে, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। প্রতিষ্ঠাপক পুরুষ হইলে আভ্যুদয়িকের সঙ্কল্প করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিবে। বরণ বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি···মৎসঙ্কল্পিতাশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্র" মিত্যাদি। এইরূপে হোতা, আচার্য্য ও সদস্য প্রভৃতির বরণ করিবে।

অনন্তর হোতা শোধিত পঞ্চগব্যে দেবীশোধন, বিতানবন্ধন, বিঘ্নাপসারণ ঘটস্থাপন-মন্ত্রে ঘটশোধন, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি সম্পাদন পূর্ব্বক স্থাপিত ঘটে গণেশাদি দেবতা, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে পূজা করিবেন, যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ" এইরূপে অষ্টবসুভ্যঃ, একাদশরুদ্রেভ্যঃ, সাধ্যগণেভ্য, বিশ্বেভ্যো দেবগণেভ্যঃ, অশ্বিনী-কুমারাভ্যাং, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ ঋষিগণেভ্যঃ"।

অনন্তর ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্তনিয়মে বিষ্ণুপ্রতিমাকে স্নান করাইয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে, যথা—

"ওঁ বাসুদেবং সুখাসীনং নীলবর্ণং চতুর্ভুজম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্ ॥
কিরীটকুণ্ডলধরং কনকাঙ্গদভূষণম্।
প্রসন্নং কৌস্তুভধরং হরিণং পীতবাসসম্ ॥
লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তং ভক্তিগম্যং পরাৎপরম্।
নারায়ণং জগদ্ধেতুং ব্রহ্মাদিভিরপারগম্।
ধ্যানাতীতং গুণাতীতমীশ্বরং পরমং ভজে ॥"

উক্তরূপ ধ্যানান্তে নিজ মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠ পূজা করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" এই-রূপে "প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নসিংহাসনায়, (অগ্ন্যাদিকোণে) ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, (পূর্ব্বাদিদিকে) অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় (মধ্যে) শেষায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, (অষ্টদিকে) বিমলায়ৈ, উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ,

যোগায়ৈ, প্রহ্বৈ সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, (মধ্যে) অনুগ্রহায়ৈ, (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম-সংযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ"।

অনন্তর পুনরায় ধ্যান ও আবাহন করিয়া—"ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি জপ পূর্ব্বক লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আবাহন করিয়া পূজা করিবেন।

পরে স্বশাখাবিহিতবিধানে অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, চরুশ্রপণ, সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী-কুশণ্ডিকা, চরুহোমমন্ত্রে বিষ্ণুপ্রভৃতির হোম, দিক্পালহোম, নবগ্রহ হোম, পুনশ্চ ঘৃতদ্বারা বিষ্ণুহোম প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া তিলহোম করত প্রায়শ্চিত্তহোম সমাপনান্তে পূর্ণহোম করিবে। পরে ব্রহ্মদক্ষিণা ও তিলকদানান্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে।

অনন্তর শোধিত পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা তত্তন্মন্ত্রে অশ্বত্থবৃক্ষকে স্নান করাইয়া শুদ্ধজলে "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইবে। পরে বস্ত্রদ্বারা বৃক্ষ আচ্ছাদন করিয়া আচারানুসারে অশ্বত্থবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে কদলী বৃক্ষচতুষ্টয় আরোপণ করিয়া পূজা পূর্ব্বক "ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষায় নমঃ," মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া ঘণ্টা, বিতান ও মাল্যাদি-দ্বারা সুশোভিত করিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ বৃক্ষরূপিন্ জগন্নাথ সর্ব্বকামফলপ্রদ।
নমস্তে কমলাকান্ত ঈপ্সিতার্থঞ্চ দেহি মে॥
ত্রাহি মাং ভগবন্নাথ বৃক্ষরূপী হরিঃ স্মৃতঃ।
যমলোকভয়ং জ্ঞাত্বা ক্রিয়তে তব রোপণম্॥
আধারঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্দ্ধকঃ।
ত্বমীশঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মরূপ নমোঽস্তু তে॥
দর্শনান্নশ্যতে পাপং লক্ষ্মীর্ভবতি স্পর্শনাৎ।
বর্দ্ধতে কীর্ত্তনাদায়ুঃ সদাশ্বত্থ নমোঽস্তু তে॥"

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষায় নমঃ" মন্ত্রে বারত্রয় অভ্যুক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" "এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা পূর্ব্বক কুশ, তিল ও জল লইয়া উৎসর্গ করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বাল্যপ্রভৃতিসম্ভূতদুরিতধ্বংসপূর্ব্বকৈতদ্বৃক্ষ-প্রভবপত্রপুষ্পফলসম্সংখ্যক-বর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকস্থিতিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইমমশ্বত্থবৃক্ষং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং বস্ত্রাচ্ছাদিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে"।

অনন্তর বৃক্ষমূলে জল দিয়া "ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ।
বিষ্ণুরূপধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥

ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম বৃক্ষরূপ জনার্দ্দন।
সংসারসাগরেভ্যশ্চ পুত্রবত্তারয়িষ্যতি॥
ওঁ প্রতিষ্ঠিতোঽসি বৃক্ষেশ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
পতাকাপুষ্পধূপাদ্যৈ রক্ষ মাং সর্ব্বতোঽনঘ॥"

অনন্তর দক্ষিণান্ত করিবে। বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সর্ব্বভূতোদ্দেশ্য-কাশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে"।

অতঃপর বৃক্ষের বায়ুকোণে বা ঈশানকোণে "ওঁ ধ্বজায় নমঃ" মন্ত্রে বস্ত্রাচ্ছাদিত ধ্বজ অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি…মহা-পাতকাদি-বহুপাপক্ষয়কামোঽস্মিন্নশ্বত্থবৃক্ষে ইমং ধ্বজং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং বস্ত্রাচ্ছাদিতং বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে"।

তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃক্ষকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে॥ পাঠ্যমন্ত্র যথা—

"ওঁ এষ বিষ্ণু রবিস্তং বৈ ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ।
রুদ্রো মহেন্দ্রো বরুণ আকাশং পৃথিবী জলম্॥
বায়ুঃ শশাঙ্কঃ পর্জ্জন্যো ধনাধ্যক্ষো বিভাবসুঃ।
ধ্বজস্য রোপণে নিত্যং প্রীয়ন্তাং সর্ব্বদেবতাঃ॥"

অনন্তর আচারানুসারে পিষ্টপ্রদীপাদি দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করিয়া নমস্কার করিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতা বিসর্জ্জন করিবে। যথা—

ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ।
ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥"

পরে "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিদান করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে। কার্য্যান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

ইতি অশ্বত্থাদিবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা বিধি।

গৃহারম্ভ ব্যবস্থা

বাস্তুভূমির কোণে, মধ্যে এবং শেষভাগে গৃহনির্ম্মাণ করিবে না। কারণ, কোণে গৃহ করিলে ধনহানি, এইরূপ মধ্যে সর্ব্বনাশ এবং শেষভাগে শত্রুভয় উপস্থিত হয়। অতএব উক্ত স্থানত্রয় ত্যাগ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিবে। প্রমাণ যথা—

ন কোণেষু গৃহং কুর্য্যাৎ নাপ্যন্তে নাপি মধ্যতঃ।
কোণে চ ধনহানিঃ স্যাদন্তে রিপুভয়ং ভবেৎ॥
মধ্যে চ সর্ব্বনাশঃ স্যাত্তস্মাদেতদ্ বিবর্জ্জয়েৎ॥—সারসংগ্রহঃ।

সিদ্ধগণ বলিয়া থাকেন,—যিনি বাস্তুপ্রমাণ শরীর ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই বাস্তুর

বামভাগে শয়ন করিয়া থাকেন এবং তিন তিন মাস অন্তর ভূমি পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করেন, তিনিই বাস্তুনাগ। ইনি ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিকে পূর্ব্বশিরা, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘে দক্ষিণশিরা ; ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে পশ্চিমশিরা এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণে উত্তরশিরা হন। বাস্তুনাগের মস্তকভাগে খনন করিলে মৃত্যু, পৃষ্ঠভাগে স্ত্রী-পুত্র-বিয়োগ, জঘনদেশে অর্থক্ষয় এবং উদরভাগে খনন করিলে সর্ব্বসম্পত্তি লাভ হয়। অতএব মস্তক, পৃষ্ঠ ও জঘনদেশ পরিত্যাগ করিয়া উদরভাগে খনন করিবে। প্রমাণ যথা—

"বাস্তুপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ, বামেন শেতে খলু নিত্যকালম্।
ত্রিভিস্ত্র মাসৈঃ পরিবৃত্তভূমৌ, তং বাস্তুনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ॥"
"ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্‌শিরাঃ স্যাৎ, মার্গাদিকেষু ত্রিষু যাম্যমূর্দ্ধা।
প্রত্যক্‌শিরাঃ স্যাৎ খলু ফাল্‌গুনাদৌ, জ্যৈষ্ঠাদি কৌবেরশিরাঃস নাগঃ॥"
"মূর্দ্ধ্নি খাতে ভবেন্মৃত্যুঃ পৃষ্ঠে স্যাৎ পুত্রভার্য্যয়োঃ।
জঘনেঽর্থক্ষয়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বসম্পত্তথোদরে॥"
"পূর্ব্বাদিষু শিরং কৃত্বা নাগঃ শেতে ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ভাদ্রাদ্যৈর্বামপার্শ্বেন তস্য ক্রোড়ে শুভং গৃহম্॥"—সারসংগ্রহঃ।

যে ব্যক্তি চৈত্র মাসে গৃহনির্ম্মাণ করে তাহার ব্যাধি, বৈশাখে ধনরত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে পশুভিন্ন ধনরত্ন প্রাপ্তি, শ্রাবণে কাঞ্চন ও পুত্রলাভ, ভাদ্রে হানি, আশ্বিনে পত্নীবিয়োগ, কার্ত্তিকে ধনধান্যলাভ, অগ্রহায়ণে অন্নপ্রাপ্তি, পৌষে তস্করভয়, মাঘে অগ্নিভয় এবং ফাল্গুনে কাঞ্চন ও পুত্রলাভ হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষে সৌখ্য ও কৃষ্ণ-পক্ষে চৌরভয় উপস্থিত হয়, অতএব বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও ফাল্‌গুন মাসে এবং শুক্লপক্ষে গৃহনির্ম্মাণ প্রশস্ত। প্রমাণ যথা—

"চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।
বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুস্তথৈব চ॥
আষাঢ়ে ধনরত্নানি পশুবর্জ্জমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রাবণে কাঞ্চনং পুত্রান্ হানিং ভাদ্রপদে তথা॥
পত্নীনাশ ইষে মাসি কার্ত্তিকে ধনধান্যভাক্।
মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করতো ভয়ম্॥
মাঘে চাগ্নিভয়ং বিদ্যাৎ ফাল্‌গুনে কাঞ্চনং সুতান্।
শুক্লপক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণে তস্করতো ভয়ম্॥"—মৎস্যপুরাণম্।

সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে, চন্দ্র, তারা ও রবিশুদ্ধিতে, অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, মৃগশিরা, স্বাতী, হস্তা, অনুরাধা, পুষ্যা, আর্দ্রা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও রেবতীতে, যুতযামিত্রবেধরহিতে কন্যা, কুম্ভ, বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ, তুলা, ধনুঃ, মিথুন ও স্বকীয় জন্মলগ্নে, ঐ লগ্নের অষ্টম, দ্বাদশ ও কেন্দ্র-

স্থানে শুভগ্রহ এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে এবং শুভ তিথি যোগ ও কারণে গৃহারম্ভ প্রশস্ত। প্রমাণ যথা—

"আদিত্যে যুককর্কিক্রিয়মিথুনঘটালিস্থিতে সৎসমেতৈঃ,
কেন্দ্রাষ্টান্ত্যেরসৌম্যৈস্ত্রিভবরিপুগতৈঃ স্বস্থিরগ্রাম্যলগ্নে।
ভেষু স্বারাড় বিশাখাদিতিফণিদনোঽগ্রেতরেষর্কশুদ্ধৌ,
বেশ্মারম্ভঃ শুভঃ স্যাৎ সুতিথিশুভবিধৌ ভৌমসূর্য্যেতরাহে॥"

"চন্দ্রাদিত্যবলং লব্ধা লগ্নং শুভনিরীক্ষিতম্।
স্তম্ভোচ্ছ্রায়াদিকর্ত্তব্যমন্যত্র পরিবর্জ্জয়েৎ॥
অশ্বিনীরোহিণীমূলত্তরত্রয়মৈন্দবম্।
স্বাতীহস্তানুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে॥
বজ্রব্যাঘাতশূলে চ ব্যতীপাতেঽতিগণ্ডকে।
বিষ্কম্ভগণ্ডপরিঘবর্জ্জং যোগেষু কারয়েৎ॥
আদিত্যভৌমবর্জ্জ্যাস্তু সর্ব্বে বারাঃ শুভাবহাঃ।
প্রাসাদেঽপ্যেবমেব স্যাৎ কূপবাপীষু চৈব হি॥"—মৎস্যপুরাণম্।

কেহ কেহ শ্রবণানক্ষত্রে গৃহারম্ভ প্রশস্ত নহে বলিয়া থাকেন, কিন্তু রাজ মার্ত্তণ্ড নামক গ্রন্থে শ্রবণা নক্ষত্রেও গৃহারম্ভের বিধি দেখা যায়। উপরি উক্ত বচনেও শ্রবণায় গৃহারম্ভ নিষিদ্ধ হয় নাই। প্রমাণ যথা—

"আদিতেজ্যভরোহিণী মৃগশিরাশ্চিত্রাধনিষ্ঠোত্তরা,
পৌষ্ণীবিষ্ণুশতানুরাধপবনৈঃ শুদ্ধৈঃ সুতারান্বিতৈঃ।
সৌম্যানাং দিবসেঽথ পাপরহিতে যোগে বিরিক্তে তিথৌ,
বিষ্টিত্যক্তদিনে বদন্তি মুনয়ো বেশ্মাদি কার্য্যং শুভম্॥"

ভূস্বামীর কৃত্তিকা হইতে অশ্লেষা পর্যন্ত জন্ম-নক্ষত্র হইলে ভূমির পূর্ব্বাংশে গৃহনির্ম্মাণ করিবে এবং মঘা হইতে বিশাখা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি দক্ষিণাংশে, অনুরাধা হইতে সপ্ত নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি পশ্চিমদিকে, ধনিষ্ঠা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত সপ্ত নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি উত্তর দিকে গৃহনির্ম্মাণ করিলে শুভ হয়। প্রমাণ—

"কৃত্তিকাদ্যাস্তু পূর্ব্বাদৌ সপ্তসপ্তোদিতাঃ ক্রমাৎ।
যদিশ্যং যস্য নক্ষত্রং তত্র তস্য শুভং গৃহম্॥"

ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে উত্তরমুখ, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে পূর্ব্বমুখ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে দক্ষিণ মুখ এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পশ্চিমমুখ গৃহ হইবে। প্রমাণ যথা—

"পূর্ব্বাদিষু শিরঃ কৃত্বা নাগঃ শেতে ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ভাদ্রাদ্যৈর্বামপার্শ্বেন তস্য ক্রোড়ে শুভং গৃহম্॥"

শ্রবণা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ছয়টী নক্ষত্রে গৃহার্থ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবে না, করিলে যথাক্রমে, অগ্নি, চৌর, রাজা, মূষিক. মশক ও সর্পভয় হয়। প্রমাণ যথা—

"ছেদনং সংগ্রহঞ্চৈব কাষ্ঠাদীনাং ন কারয়েৎ।
শ্রবণাদৌ বুধঃ ষট্‌কে ন গচ্ছেদ্দক্ষিণাং দিশম্॥
অগ্নিদাহো ভয়ং শোকো রাজপীড়া ধনক্ষয়ঃ।
সংগ্রহে তৃণকাষ্ঠানাং কৃতে বস্বাদিপঞ্চকে॥"

ক্ষীরিবৃক্ষসম্ভূত, বিহঙ্গাশ্রয়, বায়ু-তড়িত, অগ্নিদগ্ধ, হস্তি-কর্তৃক ভগ্ন, বজ্রভগ্ন, শ্মশানজ, দেবাধ্যুষিত, কদম্ব, নিম্ব, বিভীতক (বহেড়া গাছ), পাকুড়, শাল্মলী, পলাশ, বট, অশ্বত্থ, সারহীন কণ্টকী (খর্জ্জুর প্রভৃতি) বৃক্ষ, কোবিদার (কাঞ্চন), নির্গুণ্ডী (সিন্ধুবার, নীল শেফালিকা) এবং দেবালয়োৎপন্ন বৃক্ষের কাষ্ঠ গৃহকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। প্রমাণ যথা—

ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভবং দারু গৃহেষু ন নিবেশয়েৎ।
কৃতাধিবাসং বিহগৈরনিলানলপীড়িতম্॥
গজৈর্বিভগ্নঞ্চ তথা বিদ্যুন্নির্ঘাতপীড়িতম্।
চৈত্রদেবালয়োৎপন্নং বজ্রভগ্নং শ্মশানজম্॥
দেবাধ্যুষিতং দারু নীপনিম্ব-বিভীতকান্।
কণ্টকিনোঽসারতরূন্ বর্জ্জয়েৎ গৃহকর্ম্মণি॥
বটাশ্বত্থৌ চ নির্গুণ্ডীং কোবিদারবিভীতকৌ।
প্লক্ষকং শাল্মলীঞ্চৈব পলাশঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"—মহাভারতম্॥

গৃহদ্বার বিস্তারে যত হইবে, উচ্চে তাহার দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। প্রমাণ যথা—

"বিস্তারাদ্দ্বিগুণোচ্ছ্রায়ং দ্বারং কুর্য্যাত্তথা গৃহম্॥"

বাস্তুভূমির পূর্ব্বদিকে সলিল থাকিলে গৃহীর পুত্রহানি, অগ্নিকোণে অগ্নিভয়, দক্ষিণে রিপুভয়, নৈর্ঋতে স্ত্রী-কলহ, পশ্চিমে স্ত্রী দুষ্টা, বায়ুকোণে ধনহানি, উত্তরে ধনবৃদ্ধি এবং ঈশানে পুত্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব উত্তর ও ঈশান কোন ভিন্ন জলার্থ অন্য দিক্ বর্জ্জন করিবে। প্রমাণ যথা—

"প্রাগাদিস্থে সলিলে সুতহানিঃ শিখিভয়ং রিপুভয়ঞ্চ।
স্ত্রীকলহঃ স্ত্রীদৌষ্ট্যং নৈঃস্বো বিত্তাত্মজবিবৃদ্ধী চ॥" সারসংগ্রহঃ।

গৃহের পূর্ব্বভাগে বটবৃক্ষ জন্মিলে সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। দক্ষিণে যজ্ঞীয় উড়ুম্বর, পশ্চিমে এবং উত্তরে প্লক্ষ (পাকুড়) জন্মিলে গৃহীর শুভ হয়। অন্যথা অশুভ জানিবে॥

"ভুবনস্য বটঃ পূর্ব্বে জাতঃ স্যাৎ সার্ব্বকামিকঃ।
উড়ুম্বরস্তথা যাম্যে বারুণে পিপ্পলঃ শুভঃ।
প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যো বিপরীতো বিপর্য্যয়ে॥"—সারসংগ্রহঃ।

যে বাস্তুতে জম্বীর, সুপারী, পনস, আম্র, কেতকী, জাতী পদ্ম, টগর, নবমল্লিকা, নারিকেল, কদলী ও পারুল গাছ বিদ্যমান, সেই বাস্তুর শ্রীবৃদ্ধি হয়। বাস্তুতে দাড়িম, অশোক, নাগকেশর, বিল্ব ও বকুল গাছ থাকিলে শুভজনক। পরন্তু রক্ত পুষ্প থাকিলে ভয়, ক্ষীরবৃক্ষে (মনসা-প্রভৃতি) পশুভয়, কণ্টকারি বৃক্ষে অন্যবিধ ভয় এবং শাল্মলী বৃক্ষে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া থাকে, অতএব ঐগুলিকে বর্জ্জন করিবে। প্রমাণ যথা—

"জম্বীর-পূগ-পনাসাম্রক-কেতকীভি, র্জাতীসরোজতগরৈর্নবমল্লিকাভিঃ।
সন্নারিকেল-কদলীদল-পাটলাভি, র্যুক্তং তদাশ্রমপদঃ শ্রিয়মাতনোতি ॥"

"শোভনা দাড়িমাশোক-পুন্নাগ-বিল্বকেশরাঃ।
রক্তপুষ্পাদ্ ভয়ং প্রোক্তঃ ক্ষীরিণা চ পশোর্ভয়ম্ ॥
কণ্টকারি র্ভয়ং কুর্য্যাৎ গৃহভেদঞ্চ শাল্মলী ॥"—সারসংগ্রহঃ।

আরও এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে তাহা আর দেওয়া হইল না।

গৃহারম্ভ-বিধি।

ভূস্বামী শুভলগ্নে সর্ব্বৌষধি জলে স্নাত ও কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া পুণ্যাহাদি বাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—"শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ এতদ্বাস্তুসর্ব্বদোষোপশমনকামো বাস্তুপূজনমহং করিষ্যে ॥" সঙ্কল্পান্তে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক বাস্তুর দক্ষিণাংশে চারি অঙ্গুলি গভীর এক হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করত জলে পূর্ণ করিবে। পরে তাহাতে অথবা শালগ্রামশিলায় গণেশাদি দেবতা, নবগ্রহ ও দিকপাল প্রভৃতির পূজা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে নিম্নোক্ত দেবগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে, যথা—

"এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ" (এইরূপে) ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈর্ঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়, সূর্য্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ, ক্ষেত্রপালেভ্যঃ, ক্রূরভূতেভ্যঃ, ব্রহ্মণে, বাস্তুপুরুষায়, শিখিনে, পর্জ্জন্যায়, জয়ন্তায়, কুলিশায়ুধায়, সূর্য্যায়, সত্যায়, (ভৃশায়), আকাশায়, বায়বে, পূষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, যমায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গরাজায়, মৃগায়, পিতৃগণেভ্যঃ দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শোষায়, (শেষায়) পাপায়, রোগায়, অহয়ে, মুখ্যায়, ভল্লাটায়, সোমায়, সর্পায়, অদিতৈ্য, দিতৈ্য, আপায়, সাবিত্রায়, জয়ায়, রুদ্রায়, অর্যম্নে, সবিত্রে, বিবস্বতে, বিবুধাধিপায়, মিত্রায়, রাজযক্ষ্মণে, পৃথ্বীধরায়, আপবৎসায়, ব্রাহ্মণে, চরকৈ্য, বিদার্য্যৈ, পূতনায়ৈ, পাপরাক্ষস্যৈ স্কন্দায়, অর্যম্নে, জম্ভকায়, পিলিপিঞ্জায়" ইঁহাদের পূজা করিবে।

অনন্তর বাসুদেবের ধ্যান পূর্ব্বক "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা"

মন্ত্রে বাসুদেব এবং "ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ" মন্ত্রে লক্ষ্মী, "ওঁ বাসুদেবগণেভ্যো নমঃ মন্ত্রে বাসুদেবগণের যথোপচারে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত ধ্যানে বাস্তুপুরুষের ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ আকুঞ্চিতকরং বাস্তুমুত্তানমসুরাকৃতিম্।
স্মরেৎ পূজাসু কুড্যাদিনিবেশে স্বধরাননম্ ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" মন্ত্রে বাস্তুপুরুষের যোড়শোপচারে পূজা করিবে। পরে নিম্নলিখিত ধ্যানে পৃথিবীর পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
ধ্যাত্বা তামর্চ্চয়েদ্দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্ ॥"

ধ্যানান্তে—"ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পৃথিবীর যোড়শোপচারে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবে॥ মন্ত্র যথা—

"ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্যোপরি শায়িনি।
বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে।"

অর্ঘ্যদানান্তে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ শুভে চ শোভনে দেবি চতুরস্রে মহীতলে।
সুভগে পুত্রদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্ ॥
অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃ সুতে।
তুভ্যং কৃতা ময়া পূজা সমৃদ্ধিং গৃহিণঃ কুরু ॥
বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে।
ত্বৎপ্রসাদম্নেহাদেবি কার্য্যং মে সিধ্যতাং দ্রুতম্ ॥"

অনন্তর "ওঁ মাসৌদনবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে মাষভক্তবলির অর্চ্চনা ও অভ্যুক্ষণ করিয়া অগ্নি ও সর্পপ্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ।
তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্ ॥"

তৎপরে ভূতাদির উদ্দেশ্যে বলি দিবে। যথা—

"ওঁ ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন।
তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তুং গৃহ্ণাম্যহং পুনঃ ॥"

জ্যোতিস্তত্ত্বে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে বলিদান বিহিত আছে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ স্বর্গপাতালমর্ত্ত্যেষু যে দেবা বাস্তুসম্ভবাঃ।
গৃহ্নন্ত্বিমং বলিং হৃষ্টং তুষ্টা যান্তু স্বমালয়ম্ ॥"
"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালবাসিভ্যো বস্তুদেবেভ্যো নমঃ ॥"
"ওঁ মাতরো ভূতবেতালো যে চান্যে বলিকাঙ্ক্ষিণঃ।
বিষ্ণোঃ পারিষদা যে চ তেঽপি গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্ ॥"

"এব মাষভক্তবলিঃ ওঁ মাতৃভূতবেতালাদিভ্যো নমঃ"

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ ভূতানি যানীহ বসন্তি তানি বলিং গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিতম্।
অন্যত্র বাসং পরিকল্পয়ন্তু ক্ষমন্তু তানীহ নমোঽস্তু তেভ্যঃ॥"

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূর্ব্বখনিত গর্ত্তে দূর্ব্বা, অক্ষত, ফল ও পুষ্পযুক্ত, আম্র-পল্লবাচ্ছাদিত জলপূর্ণ ঘটদ্বারা বাস্তুর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ বাস্তোষ্পতে অমুত্তিষ্ঠ সংসারস্থিতিকারক।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং গৃহারম্ভং করোম্যহম্॥
নমঃ সর্ব্বহিতার্থায় বিষ্ণুলোকায় বৈ নমঃ॥ "ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।"

অর্ঘ্যদানান্তে "ওঁ শিল্পাচার্য্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ" মন্ত্রে বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে॥

তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রপূজিত দেবগণের বিসর্জ্জন করিবে। যথা—

"ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ।
ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥ "ওঁ ক্ষমধ্বং"

অনন্তর অর্ঘ্যাবশিষ্ট জলে গর্ত্ত পূরণ করিয়া "ওঁ" উচ্চারণ পূর্ব্বক একটি শুক্লপুষ্প নিক্ষেপ করিয়া শুভাশুভ পরীক্ষা করিবে। পুষ্প স্থিরভাবে থাকিলে কর্ত্তার স্থৈর্য্য, দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিলে হিত এবং বামাবর্ত্তে ঘুরিলে অশুভ সূচক হইয়া থাকে।[১]

অনন্তর গর্ত্তমধ্যে দধি, দূর্ব্বা, পঞ্চরত্ন ও পঞ্চশস্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে। পরে ঈশানকোণ হইতে সূত্রপাত করিয়া, প্রদক্ষিণক্রমে চারিটী কোণে চারিটী খদিরকীলক (খোঁটা) নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুতিয়া দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ।
গৃহে স্মিংশ্চ তিষ্ঠন্তু আয়ুর্ব্বলকরাঃ সদা॥"

অনন্তর ঈশানাদি ক্রমে সূত্র দ্বারা কীলক বেষ্টন করিবে। পরে অগ্নিকোণস্থ গর্ত্ত পুষ্পাদি দ্বারা শোভিত করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাহাতে ধ্বজারোপণ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ।
শুভপ্রদ গৃহস্তম্ভ তথা ত্বমচলো ভব॥"

তৎপরে গৃহনির্ম্মাণ করিবে। গৃহী ব্যক্তি নিজের মঙ্গলের জন্য পারাবত, ময়ূর,

---

১। প্রমাণ—"ততস্তদর্ঘ্যজলপূরিতগর্ত্তে প্রণবেন শুক্লপুষ্পং ক্ষিপ্ত্বা শুভাশুভং পশ্যেৎ, নিশ্চলং চেৎ কর্ত্তুঃ স্থৈর্য্যং জনয়তি দক্ষিণাবর্ত্তাঃ হিতং, বামাবর্ত্তাৎ বিপদং নাশং ভূমিচ্ছেদাদ্বিত্তনাশং লঘুতাং বা"। (জ্যোতিস্তত্ত্বম্)।

শুক ও সারিক পক্ষী যত্নের সহিত পালন করিবে এবং সূর্য্যাস্ত হইলে গোশালা, হস্তিশালা বা অশ্বশালা হইতে গোময়প্রভৃতি বাহির করিবে না। প্রমাণ যথা—

"পারাবতময়ূরাশ্চ শুকা বৈ সারিকাস্তথা।
গৃহস্থেন সদা পোষ্যা আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥"—মহাভারতম্।
গোগজাশ্ব-বিশালাসু তৎপুরীষস্য নির্গমম্।
অস্তং গতে ন কর্ত্তব্যং দেবদেবে দিবাকরে ॥—মৎস্যপুরাণম্ ॥

ইতি গৃহারম্ভ-বিধি।

বাস্তুযাগ

চতুঃষষ্টিপদ বাস্তু দেবগৃহের জন্য এবং একাশীতিপদ বাস্তু মনুষ্যবাসের জন্য প্রশস্ত এবং উহা অভীষ্টদায়ক হইয়া থাকে। অগ্রে বাস্তু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যবাসোপযোগী বস্তু নির্ণয় করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

"চতুঃষষ্টিপদং বাস্তু সর্ব্বদেবগৃহং প্রতি।
একাশীতিপদং বাস্তু মানুষং প্রতি সিদ্ধিদম্ ॥" লিঙ্গপুরাণম্।

বাস্তু পরীক্ষা-প্রণালী

বাস্তুকর্ত্তা গোময়াদি উপলিপ্ত অরত্নিমাত্র গর্ত্তে চারিটি অপক্ক মৃত্তিকানির্ম্মিত শরা পূর্ব্বাদি ক্রমে স্থাপন করিয়া গব্যঘৃতদ্বারা উহা পূর্ণ করিবে। পরে উহাতে চারিটী শলিতা দিয়া জ্বালাইয়া দিবে। যদি পূর্ব্ব দিকে দীপশিখা উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলে সেই বাস্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত জানিবে। এইরূপে দক্ষিণদিকে দীপশিখা উজ্জ্বল হইলে ক্ষত্রিয়ের, পশ্চিমদিকে বৈশ্যের এবং উত্তরদিকে দীপশিখা উজ্জ্বল হইলে শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত হয়। চারিদিকে সমান ভাবে দীপশিখা উজ্জ্বল হইলে সেই বাস্তু সর্ব্ববর্ণের ব্যবহার্য্য। প্রমাণ যথা—

"অরত্নিমাত্রে গর্ত্তে বৈ অনুলিপ্তে চ সর্ব্বশঃ।
ঘৃতমামশরাবস্থং কৃত্বা বর্ত্তিচতুষ্টয়ম্ ॥
জ্বালয়েত্তু পরীক্ষার্থং পূর্ব্বং তৎ সর্ব্বাদিঙ্মুখম্।
দীপ্ত্যা পূর্ব্বাদি গৃহ্লীয়াৎ বাস্তূনামনুপূর্ব্বশঃ।
বাস্তুসমৃদ্ধিকো নাম দীপ্যতে সর্ব্বতো হি যঃ।
শুভদঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ ॥"

বাস্তুঘটিত যে কোন কার্য্যে বাস্তুযাগ করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন তড়াগ, কূপ ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় এবং দেবগৃহারম্ভে বাস্তুযাগ কর্ত্তব্য। প্রমাণ যথা—

"প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রারম্ভে পরিবর্ত্তনে।
পুরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে ॥
ইতি বাস্তূপশমানং কৃত্বা সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥" (মৎস্য পুরাণ)

'জীর্ণোদ্ধারে তথোদ্যানে তথা গৃহনিবেশনে।
দ্বারাভিবন্দনে তদ্বৎ প্রাসাদেষু গৃহেষু চ।
বাস্তূপশমনং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বমেব বিচক্ষণঃ॥"

চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগ

যজমান শুভদিনে স্নাত ও কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া আচমনাদি সূর্য্যার্ঘ্যদানান্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবে যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুগৃহারম্ভে[১] এতদ্বাস্তুসর্ব্বদোষোপশমনকামো বাস্তুযাগকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

পরে স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতা ও নবগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া আভ্যুদয়িকের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি···বাস্তুযাগকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শ মাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা-পূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া গন্ধাদি দ্বারা ব্রাহ্মণত্রয়ে অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বমুখে পুণ্যাহবাচন করিবে যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বাস্তুযোগকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (বারত্রয় পাঠ্য) এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধারক ও সদস্য প্রভৃতির বরণ করিবে। ব্রহ্মা-বরণ যথা—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" হইতে আরম্ভ করিয়া বাক্যান্ত কর্ম্ম ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানে সম্পাদন করিয়া গন্ধ, পুষ্প, মালা, বস্ত্র, অঙ্গুরীয়ক, যজ্ঞোপবীত ও তাম্বূলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা পূর্ব্বক দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া বাক্য করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোমিত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিতবাস্তুযাগকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ ব্রাহ্মণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে"। ব্রহ্মা—"ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিবেন। যজমান "যথাবিহিতং বৃতকর্ম্ম কুরু"। ব্রহ্মা ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি"। এই নিয়মে হোতা, তন্ত্রধারক প্রভৃতির বরণ করিবে। তত্তৎস্থলে "হোত্রাদিকর্ম্মকরণায়, সদস্যকর্ম্মকরণায়" এই মাত্র বিশেষ, অন্য সমস্ত পূর্ব্ববৎ জানিবে।

অনন্তর যজমান বা বৃত ব্রাহ্মণ স্বশাখোক্ত মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া গায়ত্রী দ্বারা একীকরণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে বেদী শোধন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্।
যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা॥"

১। অন্য দেবতার গৃহপ্রবেশ, গৃহারম্ভ, বা জলাশয়োৎসর্গাদি স্থলে "শ্রীবিষ্ণুগৃহারম্ভে" স্থলে তত্তন্নাম উল্লেখ্য।

তৎপরে শরৎপক্ক ধান্য অথবা হৈমন্তিক ধান্য, মুদ্গ, গোধূম, সর্ষপ, তিল ও যবমিশ্রিত জল দ্বারা পুনরায় বেদী সেচন করিবে।

অনন্তর বেদীর পূর্ব্বভাগে নির্ম্মিত বাস্তুমণ্ডলের চতুষ্কোণে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত চারিটী খদির কাষ্ঠের শঙ্কু (গোঁজ) ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটী করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুতিয়া দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ
অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্ব্বলকরাঃ সদা॥

অনন্তর তৎপার্শ্বে অগ্নি প্রভৃতির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক স্থানে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ।
তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্॥

তৎপরে খোঁটা চারিটীর মধ্যে স্বুবর্ণশলাকা দ্বারা মণ্ডল অঙ্কন করিবে। পরন্তু ইহা পূর্ব্বেই অঙ্কিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়।

অতঃপর মণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে বস্ত্র-মাল্যাদিযুক্ত চারিটী কুম্ভ স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে একটী ব্রহ্মঘট স্থাপন পূর্ব্বক যজ্ঞভূমির বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে মাষভক্ত বলি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন।
তে গৃহ্ণন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তুং গৃহ্ণাম্যহং পুনঃ॥"

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালবাসী বাস্তুদেবের উদ্দেশ্যে মাষভক্ত বলি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্ত্যেষু যে দেবা বাস্তুসম্ভবাঃ।
গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিং হৃষ্টং তুষ্টা যান্তু স্বমালয়ম্॥"

"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ স্বর্গপাতালমর্ত্ত্যবাসিভ্যো বাস্তুদেবেভ্যো নমঃ"।

ওঁ মাতরো ভূতবেতালো যে চান্যে বালিকাঙ্ক্ষিণঃ।
বিষ্ণোঃ পারিষদা যে চ তেঽপি গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥[১]

এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ মাতৃভূতবেতালাদিভ্যো নমঃ।

অনন্তর সামান্যার্ঘ্যাদি শেষ করিয়া ঘটস্থাপনমন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে ঘটস্থাপন করিয়া উহাতে নবগ্রহের অর্চ্চনা করিবে। পরে মণ্ডলমধ্যে ঈশাদি দেবতার আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। মণ্ডল করিতে না পারিলে শালগ্রাম শিলায় বা জলে পূজা করিতে পারা যায়। কিন্তু সে স্থলে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।[২] আবাহন মন্ত্রাদি যথা—

১। উপরি উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে বলি-প্রদানের বিধি জ্যোতিস্তত্ত্বে ধৃত হইয়াছে; অতএব এস্থলেও উহা লিপিবদ্ধ হইল।

২। প্রমাণ যথা—"শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥" "শালগ্রামে স্থাবরে চ নাবাহনবিসর্জ্জনে।" (বাস্তুযাগতত্ত্বধৃত-বচনম্)

"ঈশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" এতৎ পাদ্যং ওঁ ঈশায় নমঃ"।

এই নিয়মে পাদ্যাদি উপচারে নিম্নোক্ত দেবগণের আবাহন-পূর্ব্বক পূজা করিবে। পুরোহিতবর্গের সুবিধার জন্ত চতুর্থ্যন্তপদ প্রযুক্ত হইল। যথা—

"পর্জ্জন্যায়, জয়ন্তায়, শক্রায়, ভাস্করায়, সত্যায়, ভৃশায়, ব্যোম্নে অগ্নয়ে, পূষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, বৈবস্বতায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ. দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শেষায়, পাপায়, রোগায়, নাগায়, বিশ্বকর্ম্মণে ভল্লাটায়, যজ্ঞেশ্বরায়, নাগরাজায়, শ্রিয়ৈ, দিত্যৈ, আপায়, আপবৎসায়, অর্য্যম্নে. সাবিত্রায়, সাবিত্র্যৈ, বিবস্বতে, ইন্দ্রায়, জয়ন্তায়, মিত্রায়, রুদ্রায়, রাজযক্ষ্মণে, ধরাধরায়, ব্রহ্মণে, স্কন্দায়, বিদার্য্যৈ, অর্য্যম্নে, পূতনায়ৈ, জম্ভকায়, পাপরাক্ষস্যৈ, পিলিপিঞ্জায়, চরক্যৈ॥"

অনন্তর মণ্ডলমধ্যস্থ ঘটে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে বাসুদেবের এবং "ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ" মন্ত্রে লক্ষ্মীর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া "ওঁ বাসুদেবগণেভ্যো নমঃ মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা বাসুদেবগণের অর্চ্চনা করত পৃথিবীর ধ্যান করিয়া "ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পৃথিবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
ধ্যাত্বা তামর্চ্চয়েদ্দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্॥"

তদনন্তর নিম্নোক্ত ধ্যানে হরির ধ্যান করিয়া "ওঁ হরয়ে নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ শঙ্খচক্রধরং দেবং শ্যামলং পীতবাসসম্।
শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্॥"

পরে বাস্তুপুরুষের ধ্যান করিয়া "ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ আকুঞ্চিতকরং বাস্তুমুত্তানমসুরাকৃতিম্।
স্মরেৎ পূজাসু কুড্যাদিনিবেশে অধরাননম্॥"

অনন্তর মণ্ডলমধ্যে ব্রহ্মস্থানে অক্ষত দিয়া তদুপরি জলপূরিত সর্ব্বৌষধিযুক্ত সুবর্ণ-রজতান্বিত নূতন কুম্ভ স্থাপন করিয়া তাহাতে চতুর্ম্মুখ দেবতার আবাহন পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং শ্বেতহংসোপরিস্থিতম্।
কমণ্ডলুধরং রক্তং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতম্।
সুভুজং সুপ্রভং দেবং চতুর্ব্বাহুকিরীটিনম্॥
প্রসন্নং সৃষ্টিকর্ত্তারং মহাভাগং তপস্বিনম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর কুম্ভের ঈশানকোণে দধ্যক্ষতযুক্ত শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিয়া আম্র, অশ্বত্থ, বট, প্লক্ষ (পাকুড়) ও উডুম্বরের পল্লব ঘটোপরি প্রদান করত কুম্ভমধ্যে পঞ্চরত্ন ও মুখে ফল-পুষ্প অক্ষতযুক্ত নূতন শরাব (শরা) রাখিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুম্ভ স্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আজিঘ্রকলশং, মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সানঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্ম্মাবিশতাদ্রয়ি॥"

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বরুণের আবাহন করিবে। যথা—

"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥"

"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥"

উক্ত মন্ত্রে তীর্থন্যাস করিয়া কুম্ভমধ্যে সপ্তমৃত্তিকা[১] ও সর্ব্বৌষধি[২] নিক্ষেপ করিবে তৎপরে মণ্ডলের পশ্চিমদিকে কুণ্ডে বা হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিলে হোম করিবে।

হোম

যজমান বা বৃত ব্রাহ্মণ স্বশাখোক্ত কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভের প্রথমে অগ্নির ধ্যান করিবে। যথা—

ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥"

অনন্তর "ওঁ অগ্নে ত্বং প্রজাপতিনামাসি" বলিয়া অগ্নির "প্রজাপতি" নামকরণ করিয়া আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত অমন্ত্রক সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবদ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান-পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি হোম করিবে।—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

১। "অশ্বস্থানং গজস্থানং বল্মীকং নদীসঙ্গমম্। হ্রদগোকুলরথ্যাশ্চ ইত্যেতাঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ।

২। মুরা (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), মাংসী, বচ, কুষ্ঠ, (কুড়), শৈলেয় (শিলাপুষ্প), হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুস্ত (মুতা), এই কয়েকটী দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধি বলে। প্রমাণ যথা—

"মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং-রজনীদ্বয়ম্।
শঠী-চম্পক মুস্তক সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥

এইরূপে মহাব্যাহৃতি হোম সম্পন্ন করিয়া "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" মন্ত্রে সমিধ্‌যোগে একশত আহুতি দিয়া পূর্ব্বার্চ্চিত ঈশাদি দেববৃন্দের উদ্দেশ্যে মধু-তিল-যব-মিশ্রিত ঘৃতদ্বারা অথবা যজ্ঞডুমুরের সমিধ্‌ দ্বারা প্রত্যেককে দশবার আহুতি প্রদান করিবে। যথা—"ওঁ ঈশায় স্বাহা।" (যজুর্ব্বেদী—"ইদমীশায়", ঋগ্‌বেদী—"ঈশায় ইদং ন মম" মন্ত্রে হুতশেষ রাখিবেন)।

ঐরূপে "পর্জ্জন্যায়, জয়ন্তায়, শক্রায়, ভাস্করায়, সত্যায়, ভৃশায়, ব্যোম্নে, অগ্নয়ে, পূষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, বৈবস্বতায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শেষায়, পাপায়, রোগায়, নাগায়, বিশ্বকর্ম্মণে, ভল্লাটায়, যজ্ঞেশ্বরায়, নাগরাজায়, শ্রিয়ৈ, দিতৈ্য, আপায়, আপবৎসায়, অর্য্যম্ণে, সাবিত্রায়, সাবিত্র্যৈ, বিবস্বতে, ইন্দ্রায়, জয়ন্তায়, মিত্রায়, রুদ্রায়, রাজযক্ষ্মণে, ধরাধরায়, ব্রহ্মণে, স্কন্দায়, বিদার্য্যৈ, অর্য্যম্ণে, পূতনায়ৈ, জম্ভকায়, পাপরাক্ষস্যৈ, পিলিপিঞ্জায়, চরকৈ্য"।

অনন্তর "ওঁ বাসুদেবায় স্বাহা, ওঁ লক্ষ্মৈ স্বাহা, ওঁ বাসুদেবগণায় স্বাহা, ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা, ওঁ বাস্তুপুরুষায় স্বাহা মন্ত্রে প্রত্যেককে দশদশটী সমিধ্‌ দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে।[১] তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মধু ঘৃতাক্ত পাঁচটী বিল্বফল পাঁচবারে অগ্নিতে আহুতি দিবে। বিল্বফলের অভাব হইলে তদ্বীজ দ্বারা আহুতি দিতে পারা যায়।[২] ঋষ্যাদিস্মরণ পূর্ব্বক হোম কর্ত্তব্য। ঋষ্যাদি যথা—

"বাস্তোষ্পতে ইতি ঋক্‌পঞ্চকস্য বিশ্বামিত্র ঋষিরতিজগতীচ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বস্তুপ্রীতয়ে হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্‌ৎস্বাবেশো অনমীবো ভবানঃ। যত্ত্বেমহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা॥" ১॥

(যজুর্ব্বেদী—ইদং বাস্তোষ্পতয়ে"; ঋগ্‌বেদী—"বাস্তোষ্পতয়ে ইদং ন মম" মন্ত্রে হুতশেষ রাখিবেন। এইরূপ অপর হোমে কর্ত্তব্য।)

"ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতিতন্নো[৩] জুষস্ব স্বাহা"॥ ২॥ "ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদাতে সক্ষীম হিরণ্ময়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেম উতযোগে বরন্নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা" ॥ ৩॥ "ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্। সখা সুশেব

১। কোন কোন পদ্ধতিতে আটবার আহুতি দানের বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু মৎস্যপুরাণে দশবার আহুতি দানের বিধি আছে; সুতরাং দশবার আহুতি দানের বিধিই লিপিবদ্ধ হইল। "প্রাজেশং তর্পয়েদ্বিদ্বান্ আহুতীনাং শতেন চ। ইতরান্ দশভির্দে'বানাহুতিভিঃ প্রতর্পয়েৎ॥"

(বাস্তুযাগতত্ত্বধৃত-মৎস্যপুরাণবচনম্) ইতরানীশাদীনিতি বাস্তুযাগতত্ত্বে স্মার্ত্তব্যাখ্যা।

২। প্রমাণ যথা—"কার্য্যস্তু পঞ্চভির্বিল্বৈর্বীজৈরথাপি বা।"—মৎস্যপুরাণম্।

৩। ঋগ্‌বেদী ও যজুর্ব্বেদীগণ "প্রতিতন্নো" স্থলে "প্রতি নো" এইরূপ পাঠ করিবেন।

এধি নঃ স্বাহা" ॥ ৪ ॥ "ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাং সত্রং সো মাম্যাং দ্রপ্‌সঃ পুরং ভেত্তা শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা স্বাহা" ॥ ৫ ॥

তৎপরে "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি দিবে। অনন্তর শাট্যায়ন হোমাদি ব্রহ্মদক্ষিণান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তিলকদান পূর্ব্বক্ অগ্নিবিসর্জ্জন করিবে। ঋগ্‌বেদী ও সামবেদী "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্রে, যজুর্ব্বেদী "ওঁ যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ, যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞোপতে সহসূক্তবাকঃ সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা। মা হি ভূর্মা পৃদাকুঃ॥" মন্ত্রে দধিদ্বারা অগ্নি বিসর্জ্জন করিবে।

অনন্তর পূর্ব্বার্চ্চিত ঈশাদি দেবতার উদ্দেশ্যে পায়স বলি প্রদান করিবে। যথা— "এষ পায়সবলিঃ ওঁ ঈশায় নমঃ" এইরূপে "জয়ন্ত" হইতে "চরকী" পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে পায়সবলি প্রদান পূর্ব্বক বাস্তুদেবতাকে পায়সবলি নিবেদন করিবে।

অনন্তর "সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকুম্ভজলের দ্বারা পুত্রকলত্রাদিপরিবৃত যজমানকে অভিষিক্ত করিবে।

তৎপরে যজমান পুনরায় পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া কর্করী[১] গ্রহণ পূর্ব্বক উহার নাল দ্বারা মণ্ডলের ঈশানকোণে জলধারা দিয়া একহস্তপরিমিত স্থানে চারি অঙ্গুল-প্রমাণ একটী গর্ত্ত খনন করিয়া গোময়োপলিপ্ত করত চন্দনাদির দ্বারা বিলেপিত করিবে। পরে সেই গর্ত্তে শুক্ল পুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর যজমান বাদ্যধ্বনি সহকারে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মস্থান হইতে গর্ত্তের নিকট ব্রহ্মঘট তুলিয়া আনিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্তেমহে।
উপপ্রয়ন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা॥"

পরে যজমান পূর্ব্বাস্য হইয়া চতুর্ম্মুখ দেবতাকে ধ্যান করিয়া জানুদ্বয় ভূমিতে পাতিত করিয়া কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক বরুণের উদ্দেশে নিম্নোক্ত মন্ত্রে কুম্ভজলে অর্ঘ্য দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্ত্তে জলেশ্বর।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পরিতোষায় তে নমঃ॥
ইদমর্ঘ্যং (এষোঽর্ঘ্যঃ) ওঁ বরুণায় নমঃ॥"

তৎপরে কর্করী গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা খাত জলপূর্ণ করত সেই জলে "ওঁ" বলিয়া একটি শুক্লপুষ্প নিক্ষেপ করিবে। পুষ্প দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিলে শুভ, বামাবর্ত্তে ঘুরিলে অশুভ জানিবে।[২] অনন্তর একখানি পরিষ্কৃত নূতন ইষ্টক লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উক্ত গর্ত্তমধ্যে স্থাপন করিবে। যথা—

১। কর্করী জলপাত্র বিশেষ, আকৃতি—গাড়ু বা বদনার ন্যায়।

২। প্রমাণ যথা—"শুভং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তেঽশুভং বামে ভবেত্ততঃ।" (মৎস্যপুরাণম্)

"ওঁ অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেরঙ্গিরসঃ সুতে।
ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্ ॥
দেশস্বামি-পুরস্বামি-গৃহস্বামী-পরিগ্রহে।
মনুষ্য-ধন-হস্ত্যশ্ব-পশুবৃদ্ধিকরী ভব ॥
ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ।
তথা ত্বমচলো ভূত্বা তিষ্ঠ চাত্র শুভায় মে ॥"

পরে সেই খাতে পঞ্চরত্ন ও দধিযুক্ত অক্ষত নিক্ষেপ করিয়া শালিধান্য, মুদ্গ, তিল যব ও শুক্লবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা সেই গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। তদনন্তর আচার্য্য পূর্ব্বার্চ্চিত দেবগণকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ।
ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ ॥ "ওঁ বাস্তুদেবতাঃ ক্ষমধ্বম্।"

- অনন্তর হোতৃদক্ষিণান্তে আচার্য্য ও সদস্য প্রভৃতিকে দক্ষিণা দিয়া বাস্তুযাগের দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি…কৃতৈতদ্বাস্তুপশমনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিনামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ॥"

তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বৌষধি জলে যজমানকে স্নান করাইবে। পরে নৃত্যগীতাদি সহকারে দেবগৃহপ্রতিষ্ঠা বা জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিবে।

চতুঃষষ্টিপদ-যাগবিধি সমাপ্ত।

একাশীতপদ-বাস্তুযাগ

বিহিতকালে যজমান কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্কল্প সঙ্কল্প-সূক্ত পাঠ, গণেশাদি দেবতা ও নবগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করত পুণ্যাহাদি বাচন ও ব্রাহ্মণবরণ পূর্ব্বক পঞ্চগব্য শোধন, তদ্দ্বারা বেদী শোধন, শঙ্কুরোপণ ও মাষভক্ত বলিদান করিয়া মণ্ডল অঙ্কন করিবে। উক্ত সমস্ত কার্য্য চতুঃষষ্টিপদবাস্তুযাগের বিধানে অনুষ্ঠেয়, কেবল দেবতা ও মণ্ডলের পার্থক্য মাত্র। একাশীতিপদ বাস্তমণ্ডল শঙ্কুচতুষ্টয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিবে। অনন্তর মণ্ডলের কোণ-চতুষ্টয়ে বস্ত্রমাল্যাদিযুক্ত কুম্ভস্থাপন পূর্ব্বক তন্মধ্যে একটী ব্রহ্মঘট স্থাপন করিয়া ভূতাদির উদ্দেশ্যে মাষভক্ত বলি দিবে। (মন্ত্রাদি চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তুযাগে দ্রষ্টব্য) তৎপরে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া মণ্ডলমধ্যে স্থাপিত ঘটে নবগ্রহ পূজা করত "শিখ্যাদয় ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত" ইত্যাদি নিয়মে কুশ, পুষ্প ও আতপতণ্ডুল দ্বারা আবাহন পূর্ব্বক প্রত্যেকের পৃথক পৃথক্ রূপে পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিবে। যথা—"এতৎ পাদ্যং ওঁ শিখিনে নমঃ।"

এইরূপে—পর্জ্জন্যায়, জয়ন্তায় কুলিশায়ুধায় সূর্য্যায়, সত্যায়, ভৃশায়, আকাশায়,

বায়বে, পূষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, যমায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গরাজায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শোষায়, পাপায়, রোগায়, অহয়ে, মুখ্যায়, ভল্লাটায়, সোমায়, সর্পায়, অদিতৈ্য, দিতৈ্য, আপায় সাবিত্রায়, জয়ায়, রুদ্রায়, অর্য্যম্ণে, সবিত্রে, বিবস্বতে, বিবুধাধিপায়, মিত্রায়, রাজযক্ষ্মণে, পৃথ্বীধরায় আপবৎসায়, ব্রহ্মণে, চরকৈ্য, বিদার্য্যৈ, পূতনায়ৈ পাপরাক্ষস্যৈ ॥”

অনন্তর মণ্ডলমধ্যস্থ ব্রহ্মঘটে বাসুদেব, লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ, পৃথিবী, হরি, বাস্তুপুরুষ ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার আবাহন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (পূজাবিধি চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তুযাগ-পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।) তৎপরে চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তুযাগের বিধানানুসারে অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। হোমে ব্রহ্মার একশত সমিধ্ দ্বারা এবং শিখি প্রভৃতি দেবতার প্রত্যেকের দশ দশটী করিয়া হোম করিবে। অন্যান্য সমস্তই চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তুযাগ-বিধিবৎ জানিবে। ইতি একাশীতি-পদ-বাস্তুযাগ-পদ্ধতি।

মূর্ত্তি-প্রকরণ

গণেশমূর্ত্তি

বিনায়কং প্রবক্ষ্যামি গজবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
লম্বোদরং চতুর্ব্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্॥
শূর্পকর্ণং বৃহচ্ছুণ্ডমেকদংষ্ট্রং পৃথূদরম্।
স্বদন্তং দক্ষিণকরে উৎপলঞ্চ তথাপরে॥
মোদকং পরশুং চৈব বামতঃ পরিকল্পয়েৎ।
বৃহত্ত্বাৎ ক্ষিপ্তবদনং পীনস্কন্ধাঙ্ঘ্রি পাণিকম্॥
যুক্তঞ্চ ঋদ্ধিবুদ্ধিভ্যামধস্তান্মূষিকান্বিতম্॥

অধুনা বিনায়কমূর্ত্তি নিরূপিত হইতেছে। ইনি হস্তিমুখ, ত্রিলোচন, লম্বোদর, চতুর্ভুজ ও সর্পযজ্ঞোপবীতী। ইঁহার শূর্পবৎ দীর্ঘকর্ণ, বৃহৎ শুণ্ড, একটী দন্ত এবং উদর স্থূল ও লম্বমান। ইঁহার দক্ষিণহস্তে নিজের একটী দন্ত, অপর দক্ষিণহস্তে পদ্ম, বামহস্তের একটীতে লড্ডুক ও অপরটীতে পরশু বিদ্যমান থাকিবে। ইঁহার স্কন্ধ ও হস্ত-পদ স্থূল হইবে। অধোদেশে একটী মূষিক অবস্থিত থাকিবে।

সূর্য্যমূর্ত্তি

রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্।
সপ্তাশ্বৈশ্চৈকচক্রঞ্চ রথন্তস্য প্রকল্পয়েৎ॥
মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভসমপ্রভম্।
নানাভরণভূষাঢ্যং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্॥
অরুণঃ সারথিস্তস্য পদ্মিনীপত্রসন্নিভঃ॥

সূর্য্যমূর্ত্তি সপ্তাশ্বযুক্ত একচক্র রথে আরূঢ়, পদ্মহস্ত, সুনয়ন, বিচিত্র মুকুটসমন্বিত, পদ্মমধ্যবৎ অরুণবর্ণ, নানাভরণভূষিত ও দ্বিভুজ হইবে। তাঁহার হস্তদ্বয়ে পদ্ম বর্ত্তমান থাকিবে। তাঁহার সম্মুখে পদ্মপত্রতুল্য অরুণমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ইনি সূর্য্যের সারথি।

রুদ্রমূর্ত্তি

আপীনোরু-ভুজস্কন্ধতপ্তকাঞ্চনসপ্রভঃ ;
শুক্লোহর্করশ্মিসংঘাত-চন্দ্রাঙ্কিতজটো বিভুঃ ॥
জটামুকুটধারী চ দ্ব্যষ্টবর্ষাকৃতিশ্চ সঃ।
বাহুর্বারণহস্তাভো বৃত্তজঙ্ঘোরুমণ্ডলঃ ॥
ঊর্দ্ধকেশস্তু কর্ত্তব্যো দীর্ঘায়তবিলোচনঃ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানঃ কটিঃ সূত্রত্রয়ান্বিতঃ ॥
হারকেয়ূরসম্পন্নো ভুজঙ্গাভরণস্তথা।
বাহবশ্চাপি কর্ত্তব্যা নানাভরণভূষিতাঃ ॥
পীনোরুগণ্ডফলকঃ কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতঃ।
আজানুলম্ববাহুশ্চ সৌম্যমূর্ত্তিঃ সুশোভনঃ ॥
খেটকং বামহস্তে তু খড়্গং চৈব তু দক্ষিণে।
শক্তিং দণ্ডং ত্রিশূলঞ্চ দক্ষিণে তু নিবেশয়েৎ ॥
কপালং বামপার্শ্বে তু নাগং খট্বাঙ্গমেব চ।
একশ্চ বরদো হস্তস্তথাক্ষবলয়োহপরঃ ॥
বৈশাখস্থানকং কৃত্বা নৃত্যাভিনয়সংস্থিতঃ ॥

রুদ্রমূর্ত্তির উরু পীন এবং ভুজ ও স্কন্ধদ্বয় অগ্নিসন্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় প্রভান্বিত হইবে। তিনি জটা ও মুকুটধারী, তাঁহার আকৃতি ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় হস্তিশুণ্ডসদৃশ বাহু ; জঙ্ঘা ও উরুমণ্ডল সুগোল, দীর্ঘায়ত ত্রিলোচন, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত কটিদেশ সূত্রত্রয়ে বদ্ধ, বক্ষঃস্থলে হার বিলম্বিত, কর্ণে কেয়ূর সুশোভিত, অঙ্গ ভুজঙ্গ-ভূষিত। তাঁহার বাহুগুলি নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিত ; স্থূল গণ্ডস্থল কুণ্ডলদ্বারা বিভূষিত, তিনি সৌম্যমূর্ত্তি, সুশোভন। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু ; বামহস্তে খেটক, দক্ষিণহস্তে খড়্গ, দক্ষিণ-পার্শ্বে শক্তি, দণ্ড ও ত্রিশূল ; বামপার্শ্বে কপাল, নাগ ও খট্বাঙ্গ ; তাঁহার এক হস্তে বরমুদ্রা, অপর হস্তে অক্ষমালা বিরাজমান। তিনি বৃষারূঢ় হইয়া নৃত্যাভিনয়ে নিযুক্ত। রুদ্রের এতাদৃশ মূর্ত্তি কর্ত্তব্য।

বিষ্ণুমূর্ত্তি

শঙ্খচক্রধরং শান্তং পদ্মহস্তং গদাধরম্ ॥
ছত্রাকারং শিরস্তস্য কম্বুগ্রীবং শুভেক্ষণম্ ॥

তুঙ্গনাসং শুক্তিকর্ণং প্রশান্তোরুভুজক্রমম্।
ক্বচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপি বা।
দ্বিভুজং বাপি কর্ত্তব্যং ভবনেষু পুরোধসা॥

বিষ্ণুমূর্ত্তির দক্ষিণহস্তদ্বয়ে গদা ও পদ্ম; বামহস্তদ্বয়ে চক্র ও শঙ্খ থাকিবে। শিরোদেশে ছত্রাকার কিরণচ্ছটা; তাঁহার শঙ্খাকৃতি গ্রীবা, সৌম্য নয়ন, উচ্চ নাসিকা, শুক্তির ন্যায় কর্ণ, উরু ও বাহু প্রশান্ত। কোন কোন স্থলে অষ্টভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, কোথায় বা চতুর্ভুজ, কোথায়ও বা দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখা যায়। পুরোহিত ত্রিবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তির যে কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবেন।

হরিহরমূর্ত্তি

বামার্দ্ধে মাধবং কুর্য্যাদ্ দক্ষিণে শূলপাণিনম্।
বাহুদ্বয়ঞ্চ কৃষ্ণস্য মণিকেয়ূরভূষিতম্॥
শঙ্খচক্রধরং শান্তমারক্তাঙ্গুলিবিভ্রমম্।
পীতবস্ত্রং পরীধানং চরণং মণিভূষিতম্॥
দক্ষিণার্দ্ধে জটাভারমর্দ্ধেন্দুকৃতলক্ষণম্।
ভুজঙ্গহারবলয়ং বরদং দক্ষিণং করম্॥
দ্বিতীয়ঞ্চাপি কুর্ব্বীত ত্রিশূলবরধারিণম্।
ব্যালোপবীতসংযুক্তং কট্যর্দ্ধং কৃত্তিবাসসম্।
মণিরত্নৈশ্চ সংযুক্ত-পাদং নাগবিভূষিতম্॥

হরিহরমূর্ত্তির বামার্দ্ধে মাধবমূর্ত্তি ও দক্ষিণার্দ্ধে হরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। কৃষ্ণের বাহুদ্বয় মণিকেয়ূর-ভূষিত এবং শঙ্খ ও চক্রদ্বারা শোভিত, পরিধানে পীত বস্ত্র ও চরণ মণিভূষিত হইবে। দক্ষিণার্দ্ধে হরমূর্ত্তি জটাভার ও অর্দ্ধচন্দ্রে শোভিত। তাঁহার ভুজঙ্গহার, সর্পবলয় দক্ষিণহস্তে বরমুদ্রা ও ত্রিশূল, সর্পযজ্ঞোপবীত, কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত এবং মণিরত্ন-সংযুক্ত পাদদ্বয় সর্পশোভিত হইবে।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি

অর্দ্ধেন দেবদেবস্য নারীরূপং সুশোভনম্।
ঈশার্দ্ধে তু জটাভারো বালেন্দুকলয়া যুতঃ॥
উমার্দ্ধে তু প্রদাতব্যৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ।
বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ॥
বালিকা চোপরিষ্টাত্তু কপালং দক্ষিণে করে।
ত্রিশূলং বাপি কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ॥
বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা বিশেষতঃ।
বামবাহুশ্চ কর্ত্তব্যঃ কেয়ূরবলয়ান্বিত॥

উপবীতঞ্চ কর্ত্তব্যং মনিমুক্তাময়ন্তথা।
স্তনভারমথার্দ্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েৎ।
হারার্দ্ধমুজ্জ্বলং কুর্য্যাৎ শ্রোণ্যর্দ্ধস্তু তথৈব চ।
লিঙ্গার্দ্ধমূর্দ্ধং কর্ত্তব্যং ব্যাঘ্রাজিনকৃতাম্বরম্॥
বামে লম্বপরীধানং কটিসূত্রত্রয়ান্বিতম্।
নানারত্নসমোপেতং দক্ষিণং ভূজগাঞ্চিতম্॥
দেবস্য দক্ষিণং পাদং পদ্মোপরি সমাস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামং ভূষিতং নূপুরেণ চ॥
রত্নৈর্বিভূষিতান্ কুর্য্যাদঙ্গুলীষঙ্গুলীয়কান্।
সালক্তকং তথা পাদং পার্ব্বত্যা দর্শয়েৎ সদা॥

অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তির বামাংশ সুন্দর নারীরূপ, দক্ষিণাংশ মহাদেবাকার হইবে। ঈশার্দ্ধের শিরে জটাভার, ললাটে নবচন্দ্রকলা; উমার্দ্ধের শিরে সীমন্ত ও ললাটে তিলক দাতব্য। শিবাংশের দক্ষিণ কর্ণে বাসুকি, বামে কুণ্ডল, উপরিভাগে বালিকা (কানবালা)। দেবদেব শূলপাণির দক্ষিণ করে বাসুকি বা ত্রিশূল, বামকরে দর্পণ বা উৎপল, বামবাহু কেয়ূর-বলয় শোভিত, গলে মণিমুক্তাময় উপবীত থাকিবে। বামার্দ্ধের পীন পয়োধর (স্তন), স্তনের অর্দ্ধভাগ উজ্জ্বলহারে শোভিত, নিতম্বার্দ্ধ উজ্জ্বল হার-বিভূষিত, দক্ষিণাংশের লিঙ্গার্দ্ধ উর্দ্ধ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অজিন উত্তরীয়। বামার্দ্ধ লম্বমান ক্ষৌমবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত, কটিসূত্র-যুক্ত; দক্ষিণার্দ্ধ নানারত্নসংযুক্ত ভূজঙ্গ-ভূষিত। দেবের দক্ষিণপাদ পদ্মোপরি স্থিত, নূপুর-শোভিত বামপদ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে স্থিত, বামপদের অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুরীয়ক ও রত্ন-বিভূষিত এবং পার্ব্বতীর পাদদ্বয় অলক্তরঞ্জিত হইবে।

ভৈরবমূর্ত্তি

তীক্ষ্ণনাসাগ্রদশনঃ করালবদনো মহান্॥
ভৈরবঃ শস্যতে লোকে প্রত্যায়তনসংস্থিতঃ॥

ভৈরবমূর্ত্তির নাসিকা ও দন্তাগ্র তীক্ষ্ণ, করালবদন, প্রত্যেক অবয়বই মহান্ অর্থাৎ ভীষণাকৃতি হইবে। এতাদৃশ ভৈরবমূর্ত্তি করণীয়।

উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি

চতুর্ভুজং দ্বিবাহুং বা জটাভারেন্দুভূষিতম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তমূমৈকস্কন্ধপাণিনম্॥
দক্ষিণেনোৎপলং শূলং বামং কুচভরে করম্।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানং নানারত্নোপশোভিতম্॥
সুপ্রতিষ্ঠং সুবেশঞ্চ তথার্দ্ধেন্দুহুতাশনম্।
বামে তু সংস্থিতা দেবী তস্যোরৌ বাহুগূহিতা

শিরোভূষণসংযুক্তৈরলকৈর্ললিতাননা।
সবালিকা কর্ণবল্লী ললাটতিলকোজ্জ্বলা
মণিকুণ্ডল-সংযুক্তা কর্ণিকাভরণা ক্বচিৎ।
হারকেয়ূর-বহুলা হরবক্ত্রাবলোকিনী ॥
বামাংশং দেবদেবস্য স্পৃশন্তী লীলয়া ক্বচিৎ।
দক্ষিণন্তু বহিঃ কৃত্বা বাহুং দক্ষিণতস্তথা।
স্কন্ধং বা দক্ষিণে কুক্ষৌ স্পৃশন্ত্যঙ্গুলজৈঃ ক্বচিৎ ॥
বামে চ দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা সুশোভনম্ ॥
কটিসূত্রত্রয়ঞ্চৈব নিতম্বে স্যাৎ প্রলম্বকম্।
জয়া চ বিজয়া চৈব কার্ত্তিকেয়বিনায়কৌ।
পার্শ্বয়োর্দ্দর্শয়েত্তত্র তোরণে গণগুহ্যকান্ ॥

উমামহেশ্বর-মূর্ত্তি নিম্নলিখিত আকৃতি-বিশিষ্ট হইবে হরমূর্ত্তি চতুর্ব্বাহু বা দ্বিভুজ, জটাভার ও চন্দ্রভূষিত এবং লোচনত্রয়যুক্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার একটী হস্ত উমাস্কন্ধে স্থাপিত; দক্ষিণহস্তে ভীষণ শূল, বামহস্ত কুচোপরি ন্যস্ত, পরিধানে নানারত্নশোভিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি সুপ্রতিষ্ঠ, সুবেশ এবং তাহার ললাটে অর্দ্ধেন্দু দেদীপ্যমান। মহেশ্বরের বাম ঊরুতে বাহুবেষ্টিতা দেবী অবস্থিতা। তাঁহার কর্ণ কাণবালা ও কুণ্ডল-শোভিত, ললাটে উজ্জ্বল তিলক। কোন কোন স্থলে কর্ণে মণিময় কর্ণাভরণশোভিত। তিনি হারকেয়ূর-ভূষিত হইয়া শিবমুখ অবলোকন এবং লীলার্থ মহাদেবের বামাংশ স্পর্শ করিতেছেন। তাঁহার বামহস্তে উৎপল বা দর্পণ দাতব্য। নিতম্বদেশ কটিসূত্রত্রয়-ভূষিত। তাঁহার দক্ষিণ-বাহু মহেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্ব অতিক্রম করিয়া যেন বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে এবং তিনি কখন নখররাজি দ্বারা স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিতেছেন। তাঁহার একপার্শ্বে জয়া ও বিজয়া, অপর পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ও গণেশ, দ্বারদেশে প্রমথ ও গুহ্যকগণ অবস্থিত। এতাদৃশ উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি গঠন করিবে।

মহাবরাহমূর্ত্তি

মহাবরাহং বক্ষ্যামি পদ্মহস্তং গদাধরম্।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্রঘোরাস্যং মেদিনীবামকূর্পরম্ ॥
দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতাং দান্তাং ধরণীমুৎপলান্বিতাম্।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নামুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ।
দক্ষিণং কটিসংস্থন্তু করং তস্য প্রকল্পয়েৎ।
কূর্ম্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্রমূর্দ্ধনি।
সংস্তূয়মানং লোকেশৈঃ সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ ॥

মহাবরাহমূর্ত্তির এক হস্তে পদ্ম ও অপর হস্তে গদা ধারণ করেন। তাঁহার দন্তাগ্র

তীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডল ভীষণাকৃতি, বাম কূর্পর (কনুই) মেদিনীসংবদ্ধ। তিনি দন্তাগ্র দ্বারা পদ্মযুক্তা শান্তা ধরণীকে উদ্ধার করিতেছেন। তাঁহার নয়ন বিস্ময়োৎফুল্ল, দক্ষিণ হস্ত বাম কটিতে সংলগ্ন, একটী পাদ কূর্ম্মোপরি, অপরপাদ নাগেন্দ্র (অনন্ত) শিরে সংস্থাপিত। তাঁহার চতুর্দ্দিকে লোকপালগণ স্তুতি করিতেছেন। এতাদৃশ মহাবরাহ-মূর্ত্তি গঠন করিবে।

নরসিংহ-মূর্ত্তি

নরসিংহঞ্চ কর্ত্তব্যং ভুজাষ্টকসমন্বিতম্।
রৌদ্রসিংহাসনং তদ্বদ্ বিদারিতমুখেক্ষণম্॥
স্তব্ধপীনসটাকীর্ণং দারয়ন্তং দিতেঃ সুতম্।
বিনির্গতান্ত্রজালঞ্চ দানব পরিকল্পয়েৎ॥
বমন্তং রুধিরোদ্গারং ভ্রূকুটীকুটিলেক্ষণম্।
যুধ্যমানঞ্চ কর্ত্তব্যং ক্বচিৎ করণবন্ধনৈঃ॥
পরিশ্রান্তেন দৈত্যেন তর্জ্জ্যমানং মুহুর্ম্মুহুঃ।
দৈত্যং প্রদর্শয়েত্তত্র খড়্গ-খেটক-ধারিণম্।
স্তূয়মানং তথা বিষ্ণুং দর্শয়েদমরাধিপৈঃ॥

নরসিংহমূর্ত্তির অষ্টভুজ, ভীষণ সিংহাসন, বিস্তারিত মুখ ও নয়ন এবং স্থূল জটাজাল বিস্তৃত ও স্থির। তিনি দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ করিতেছেন। দানবের অন্ত্রজাল বহির্গত হইয়াছে এবং সে রুধির বমন করিতেছে। তাহার নয়ন ভ্রূকুটি-কুটিল। কোন কোন মূর্ত্তি যুধ্যমান দেখা যায়। খড়্গ-খেটকধারী দানব যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া তর্জ্জন করিতেছে। সেই সময়ে দেবগণ নরসিংহরূপী বিষ্ণুর স্তব করিতেছেন।

ব্রহ্মা-মূর্ত্তি

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরঃ কর্ত্তব্যং চতুর্ম্মুখঃ।
হংসারূঢ়ঃ ক্বচিৎ কার্য্যঃ কচিচ্চ কমলাসনঃ॥
বর্ণেন পদ্মগর্ভাভশ্চতুর্ব্বাহুঃ শুভেক্ষণঃ॥
কমণ্ডলুং বামকরে স্রুচং হস্তে চ দক্ষিণে।
বামে দণ্ডধরং তদ্বৎ স্রুবঞ্চাপি প্রদর্শয়েৎ॥
মুনিভির্দ্দেবগন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানং সমন্ততঃ।
কুর্ব্বাণামিব লোকাংস্ত্রীন্ শুক্লাম্বরধরং বিভুম্॥
মৃগচর্ম্মধরং চাপি দিব্যযজ্ঞোপবীতিনম্।
আজ্যস্থালীং নয়েৎ পার্শ্বে বেদাংশ্চ চতুরঃ পুনঃ॥
বামপার্শ্বে তু সাবিত্রী দক্ষিণে চ সরস্বতী।
অগ্রে চ ঋষয়স্তদ্বৎ কার্য্যাঃ পৈতামহে পদে॥

ব্রহ্মার মূর্ত্তি চতুর্ম্মুখ কর্ত্তব্য। তিনি কমণ্ডলুধারী, হংসারূঢ় বা পদ্মোপবিষ্ট, রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু ও সৌম্যনয়ন। তাঁহার বামহস্তে কমণ্ডলু ও দণ্ড দক্ষিণহস্তে স্রুক্ ও স্রুব বিদ্যমান। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মুনিগণ, দেব ও গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতেছেন। তিনি ত্রিলোক-সৃষ্টি-করণে নিযুক্ত শুক্লাম্বরধারী, বিভু, মৃগচর্ম্মধারী ও দিব্য যজ্ঞোপবীতী। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে সরস্বতী আজ্যস্থালী ও চতুর্ব্বেদ ; বামপার্শ্বে সাবিত্রী এবং অগ্রে ঋষিগণ বিরাজমান আছেন। ব্রহ্মার এতাদৃশ মূর্ত্তি গঠন করিবে।

কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তি

কর্ত্তিকেয়ং প্রবক্ষ্যামি তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
কমলোদরবর্ণাভং সুকুমারং কুমারকম্ ॥
দণ্ডকৈশ্চিরকৈর্যুক্তং ময়ূরবরবাহনম্।
স্থাপয়েৎ স্বেষ্টনগরে ভূজান্ দ্বাদশ কল্পয়েৎ ॥
চতুর্ভুজঃ খর্ব্বটে স্যাদ্ বনে গ্রামে দ্বিবাহুকঃ।
শক্তিঃ পাশস্তথা খড়্গঃ শরঃ শূলং তথৈব চ ॥
বরদশ্চৈকহস্তঃ স্যাদথ চাভয়দো ভবেৎ।
এতে দক্ষিণতো জ্ঞেয়াঃ কেয়ূরকটকোজ্জ্বলাঃ ॥
ধনুঃ পতাকা মুষ্টিশ্চ তর্জ্জনী তু প্রসারিতা।
খেটকং তাম্রচূড়ঞ্চ বামহস্তে তু শস্যতে ॥
দ্বিভুজস্য করে শক্তির্বামে স্যাৎ কুক্কুটোঽপরে।
চতুর্ভুজে শক্তিপাশৌ বামতো দক্ষিণে ত্বসিঃ।
বরদোঽভয়দো বাপি দক্ষিণঃ স্যাত্তুরীয়কঃ ॥

এক্ষণে কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তি বর্ণিত হইতেছে। তিনি নবোদিত সূর্য্য-সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ; তাঁহার বর্ণ পদ্মগর্ভতুল্য এবং সুকুমার কুমারমূর্ত্তি হইবেন। তিনি ময়ূরোপরি উপবিষ্ট, দণ্ড-সমন্বিত ও উত্তম বস্ত্রভূষিত হইবেন। খর্ব্বটে (ক্ষুদ্র নগরে) চতুর্ভুজ, বনে বা গ্রামে দ্বিভুজ, স্বীয় ইষ্ট নগরে দ্বাদশভুজ কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি স্থাপিত করিবে। দ্বিভূজমূর্ত্তির দক্ষিণহস্তে শক্তি (অস্ত্র বিশেষ) বামকরে কুক্কুট থাকিবে। চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বাম-দিকের হস্তে শক্তি ও পাশ এবং দক্ষিণের এক হস্তে অসি ও চতুর্থ হস্তে বর ও অভয় শোভিত হইবে। দ্বাদশভুজ মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকের কেয়ূরকটকোজ্জ্বল হস্তে শক্তি, পাশ, খড়্গ, শর, শূল, বর বা অভয় ; বামদিকের হস্তে ধনুঃ, পতাকা, মুষ্টি, প্রসারিত তর্জ্জনী, খেটক ও তাম্রচূড় থাকিবে।

বামনমূর্ত্তি

তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডক্রমণোল্বণম্।
পাদপার্শ্বে তথা বাহুমুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ।

অধস্তাদ্ বামনং তদ্বৎ কল্পয়েৎ সকমণ্ডলুম্।
দক্ষিণে ছত্রিকাং দত্ত্বান্ মুখং দীনং প্রকল্পয়েৎ॥
ভৃঙ্গারধারিণং তদ্বদ্ বলিং তস্য চ পার্শ্বতঃ।
বন্ধনঞ্চাস্য কুর্ব্বন্তং গরুড়ং তস্য দর্শয়েৎ॥

বামনমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণার্থ উদ্যত, তাঁহার পাদপার্শ্বে উপরিভাগে বাহু, অধোভাগে বামহস্তে কমণ্ডলু এবং দক্ষিণহস্তে ছত্র বিদ্যমান। তাঁহার মুখ দীন। তিনি ভৃঙ্গারধারী; তাঁহার পার্শ্বে ভৃঙ্গারধারী দৈত্যরাজ বলি বিদ্যমান। গরুড় তাঁহাকে বন্ধন করিতেছেন। এতাদৃশ বামন-মূর্ত্তি গঠন করিবে।

মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তি

মৎস্যাকৃতিং তথা মৎস্যং কৌর্ম্মং কূর্ম্মাকৃতিং নয়েৎ।
এবংরূপস্তু ভগবান্ কার্য্যো নারায়ণো হরিঃ॥

ভগবান্ নারায়ণের মৎস্যমূর্ত্তি মৎস্যাকার এবং কূর্ম্মমূর্ত্তি কূর্ম্মাকার গঠন করিবে।

বহুবিধ দেবমূর্ত্তির গঠন-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে, এজন্য প্রসিদ্ধ কয়েকটী দেবদেবী-মূর্ত্তির গঠন-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল। যে সমস্ত প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি গঠনের প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল না, উহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই জানিবে। ধ্যানানুসারে তত্তৎ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেই হইবে। বিস্তৃত বিবরণ মৎস্যপুরাণের ২৫৮—২৬১ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

দান প্রকরণ

তুলাপুরুষমহাদান

তুলাপুরুষমহাদানের ফল—

প্রত্যেক মনস্বী ব্যক্তির ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন; উপার্জ্জিতার্থের বর্দ্ধন ও অভিরক্ষণ এবং সৎপাত্রে সমর্পণ কর্ত্তব্য; শাস্ত্রেও ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রবিশ্বাসী ধনবান্ ব্যক্তিগণ উপার্জ্জিতার্থের দানাদিরূপ সদ্ব্যয় করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। দান দ্বিবিধ, দান ও মহাদান। শাস্ত্রে ষোড়শ প্রকার মহাদানের নাম[১] উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে তুলাপুরুষমহাদানই আদিভূত। যে ব্যক্তি যথাবিধানে তুলাপুরুষমহাদানের অনুষ্ঠান করেন, তিনি প্রতিমন্বন্তরে লোকাধিপপদে অধিষ্ঠিত ও

১। "আদ্যন্তু সর্ব্বদেবানাং তুলাপুরুষসংজ্ঞকম্। হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং তদনন্তরম্॥ কল্পপাদপদানঞ্চ গোসহস্রঞ্চ পঞ্চমম্। হিরণ্যকামধেনুশ্চ হিরণ্যাশ্বস্তথৈব চ॥ হিরণ্যাশ্বরথস্তদ্বদ্ধেমহস্তিরথস্তথা। পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বদ্ ধরাদানং তথৈব চ॥ দ্বাদশং বিশ্বচক্রন্তু ততঃ কল্পলতাত্মকম্। সপ্তসাগরদানঞ্চ রত্নধেনুস্তথৈব চ। মহাভূতঘটস্তদ্বৎ ষোড়শং পরিকীর্ত্তিতম্॥ (মৎস্যপুরাণম্, ২৭৪ অঃ)

অপ্সরোগণ-কর্তৃক পূজিত হইয়া কিঙ্কিণীজালমালিত অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইয়া শতকল্পকোটিকাল যাবৎ তথায় বাস করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষয়ে তিনি এই সংসারে রাজরাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূপালগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া থাকেন। তিনি শুদ্ধান্বিত ও যজ্ঞসহস্রযাজী হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে নৃপতিমণ্ডল অনায়াসেই বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রমাণ যথা—

"অনেন বিধিনা যস্তু তুলাপুরুষমাচরেৎ।
প্রতিলোকাধিপস্থানে প্রতিমন্বন্তরং বসেৎ॥
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
পূজ্যমানোঽপ্সরোভিশ্চ ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।
কল্পকোটিশতং যাবৎ তস্মিন্ লোকে মহীয়তে॥"
কর্ম্মক্ষয়াদিহপুনর্ভুবি রাজরাজো, ভূপালমৌলিমণিরঞ্জিতপাদপীঠঃ।
শ্রদ্ধান্বিতো ভবতি যজ্ঞসহস্রযাজী, দীপ্তপ্রতাপজিতসর্ব্বমহীপালকঃ॥"

(মৎস্যপুরাণম্, ২৭৪ অঃ)

তুলাপুরুষমহাদানের কাল

অয়ন, বিষুব, পুণ্যদিন, ব্যতীপাত, দিনক্ষয় (ত্র্যহস্পর্শ), যুগাদি, উপরাগ (গ্রহণ), মন্বন্তরাদি, সংক্রান্তি, বৈধৃতিযোগ, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, পর্ব্বদিন, দ্বাদশী, অষ্টকা (সপ্তম্যাদি তিথিত্রয়), যজ্ঞ বা বিবাহাদি উৎসব দুঃস্বপ্নদর্শন, অদ্ভুতদর্শন, দ্রব্য বা ব্রাহ্মণলাভে শ্রদ্ধা জন্মিলে, তীর্থ, আশ্রম, গোষ্ঠ, কূপ, আরাম (উপবন), সরিৎ মনোহর তড়াগ বা গৃহে পবিত্র স্থানে সংসার-ভয়-ভীরু ব্যক্তি তুলাপুরুষাদি মহাদানের অনুষ্ঠান করিবেন॥ প্রমাণ যথা—

"অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে।
যুগাদিষুপরাগেষু তথা মন্বন্তরাদিষু।
সংক্রান্তৌ বৈধৃতিদিনে চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ।
সিতপঞ্চদশী-পর্ব্ব-দ্বাদশীষ্বষ্টকাসু চ।
যজ্ঞোৎসব-বিবাহেষু দুঃস্বপ্নাদ্ভুতদর্শনে॥
দ্রব্যব্রাহ্মণলাভে বা শ্রদ্ধা বা যত্র জায়তে।
তীর্থে বায়তনে গোষ্ঠে কূপারামসরিৎসু চ॥
গৃহে বায়তনে বাপি তড়াগে রুচিরে তথা।
মহাদানানি দেয়ানি সংসারভয়-ভীরুণা॥" (মৎস্যপুরাণম্ ২৭৪ অঃ)

মণ্ডপনির্ম্মাণ

দাতা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ষোড়শ অরত্নিপরিমিত অথবা দশ হস্ত বা দ্বাদশ হস্ত প্রমাণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে এবং ঐ মণ্ডপ চারিটি ভদ্রাসন বিশিষ্ট হইবে। ঐ মণ্ডপমধ্যে সপ্ত

হস্ত পরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পঞ্চ হস্ত পরিমিত আর একটি বেদী প্রস্তুত করিবে। ঐ পঞ্চ হস্ত পরিমিত বেদীর পার্শ্বে সারবান্ কাষ্ঠে তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া বেদীর চতুষ্পার্শ্বে হস্তপ্রমাণ চারিটি কুণ্ড রচনা করিবে। ঐ কুণ্ডচতুষ্টয়ে মেখলা ও যোনিস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্পোপহারে সুশোভিত করত তৎসমীপে কুম্ভ, আসন, তাম্র-পাত্রদ্বয়, যজ্ঞপাত্র, তিল, আজ্য, বিষ্টর, ধূপ ও অন্যান্য যজ্ঞপাত্র স্থাপন করিবে। কুণ্ডের পূর্ব্বোত্তরকোণে গ্রহাদি দেবেশ্বরের পূজার্থ হস্ত-পরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে লোকপালগণের বর্ণানুসারে পতাকা প্রোথিত করিবে। ঐ পতাকার মধ্যভাগ কিঙ্কিণীযুক্ত হইবে। এই বেদীর চারিদিকে চারিটী ক্ষীরি (অশ্বত্থ বট প্রভৃতি) বৃক্ষের তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেক দ্বারে মাল্য, গন্ধ, ধূপ, বস্ত্র ও রত্নযুক্ত কুম্ভদ্বয় স্থাপন করিবে।

স্তম্ভ-নির্ম্মাণ

শাল, ইঙ্গুদী, চন্দন, দেবদারু, শ্রীপর্ণী, বিল্ব ও প্রিয়কাঞ্চন—এই সকল কাষ্ঠের যে কোন কাষ্ঠের দ্বারা দুইটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে ঐ স্তম্ভ দ্বিহস্ত পরিমিত প্রোথিত করিয়া দৃঢ় করিবে এবং পঞ্চ হস্ত পরিমিত উচ্চ হইয়া থাকিবে। স্তম্ভদ্বয়ের পরস্পর চারিহস্ত ব্যবধান থাকিবে। অপর একখানি স্তম্ভজাতীয় দৃঢ় কাষ্ঠ স্তম্ভদ্বয়ের উপর স্থাপন করিবে।

তুলাদণ্ডমান

অনন্তর একবিধ পদার্থনির্ম্মিত তুলাপাত্রদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলদ্বারা সম্বন্ধ করিবে। ইহার মধ্যে একটী কাঞ্চনময় পুরুষমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে চারিহস্ত দীর্ঘ ও দশাঙ্গুল স্থূল এবং সুবর্ণ পট্টভূষিত তুলাদণ্ডের দুইদিকে শৃঙ্খলদ্বয় যোজিত করিবে। ঐ তুলাদণ্ড সুবর্ণ খচিত রত্নমালা ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। অনন্তর ভূমিতে নানাবর্ণের রজঃ (গুঁড়ি) দ্বারা পদ্ম-গর্ভ চক্র অঙ্কন করিয়া ঐ চক্রে পুষ্প বিকিরণ করিবে। ঐ মণ্ডপোপরি ফলপুষ্পযুক্ত নানাবর্ণ-চিত্রিত চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবে। বেদবিৎ, সুশীল, সুবেশ, সুরূপ, সদ্বংশজাত ঋত্বিক্‌কে এই কার্য্যে ব্রতী করিবে। বেদান্তবিৎ, আর্য্যবংশভূত, কুলশীলসম্পন্ন, পুরাণজ্ঞ, দক্ষ, প্রসন্ন-গম্ভীরভাষী, শুক্লাম্বর পরিধায়ী, কুণ্ডল, কেয়ূর কণ্ঠাভরণে সুশোভিত গুরুকে এই কার্য্যে ব্রতী করিবে। মণ্ডপের পূর্ব্বে ঋগ্ বেদবিৎ, দক্ষিণে যজুর্ব্বেদবিৎ, পশ্চিমে সমবেদবিৎ; এবং উত্তরে অথর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবেন। তাঁহারা বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, মরুদ্গণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য ও বনস্পতিবর্গের অর্চ্চনা পূর্ব্বক স্ব স্ব বেদোক্তমন্ত্রে চারিবার হোম করিয়া তাঁহাদের ক্রমানুসারে, সূক্তমন্ত্র জপ করিবেন।[১]

১। গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে উক্তকার্য্যের প্রমাণ উল্লিখিত হইল না। জিজ্ঞাসুগণ ইচ্ছা করিলে মৎস্যপুরাণের ২৭৪ অধ্যায় দেখিলে চরিতার্থ হইবেন।

তুলাপুরুষ-মহাদান-পদ্ধতি

যজমান কার্য্যের পূর্ব্ব-পূর্ব্বদিনে ক্ষৌরাদি সম্পন্ন করিয়া হবিষ্যাশী হইয়া থাকিবে। তৎপরদিনে কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া অধিবাস ও পরদিন-কৃত্য পূজাদি কার্য্যের জন্য গুরু (আচার্য্য) বরণ করিয়া উপবাস করিবে। আচার্য্য সায়ংকালে অধিবাসের সঙ্কল্প করিয়া বিষ্ণুপ্রতিমার পূজাপূর্ব্বক অধিবাস করিবেন। তুলার অধিবাস ও পূজা কর্ত্তব্য। আচার্য্যের উপবাস বিধেয়। তৎপরদিন প্রাতঃক্রিয়া-সমাপনান্তে ঘটে বা শালগ্রামচক্রে গুরু, গণেশাদি দেবতা নবগ্রহ ও দিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা করিয়া প্রথমতঃ পুণ্যাহাদি বাচন করিবে, যথা—

"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ক্রিয়মাণতুলাপুরুষমহাদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, (বার-ত্রয় পাঠ্য) তৎপরে ব্রাহ্মণ—"ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্" তিনবার বলিবেন। এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন সম্পন্ন করিয়া স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠান্তে "ওঁ সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি এবং "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া উত্তরাস্য হইয়া জানুদ্বয় ভূমিতে পতিত করিয়া যথাবিধি সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ পূর্ব্বজন্মসহস্রাবচ্ছিন্ন-জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-সর্ব্বপাপসহিতৈতজ্জন্মাকৃত-সর্ব্বপাপ-ক্ষয়পূর্ব্বক-প্রতিলোকাধিপস্থানাধিকরণৈককমন্বন্তরবাস— তদুত্তরা-র্কবর্ণ-কিঙ্কিণীজাল—মালিবিমানাধিকরণক— বহ্বপ্সরঃপূজ্যমানত্ব—তদুত্তরবিষ্ণুপুর-গমনকল্পকোটিশতাবচ্ছিন্ন-তল্লোকমহিতত্বতদুত্তরৈহলৌকিকভূপালমৌলিমণিরঞ্জিত—পাদপীঠত্ব—শ্রদ্ধান্বিত-যজ্ঞসহস্র-যাজিত্ব-দীপ্ত-প্রজাপূজিত—সর্ব্বমহীপালত্ব—রাজত্বভবন—কামো (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) স্ব-শরীর-পরিমাণ-পরিমিততুলাপুরুষ-মহাদানকর্ম্মাহং করিষ্যে॥

সঙ্কল্পান্তে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। পুরুষ কর্ত্তা হইলে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি······মৎসঙ্কল্পিততুলাপুরুষমহাদানকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদি—ষোড়শমাতৃকা—পূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে"।

সঙ্কল্পান্তে সূক্ত পাঠপূর্ব্বক গৌর্য্যাদিপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যমন্ত্র জপ ও আভ্যু-দায়িকশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া গুরু, ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্যের বরণ করিয়া চতুর্ব্বে-দীয় ব্রাহ্মণ বরণ করিবে।

অনন্তর হোতা মণ্ডপের মধ্যে বেদীর মধ্যস্থানে পঞ্চবর্ণ গুঁড়িদ্বারা পূজামণ্ডল নির্ম্মাণ করিবেন। যথা—পীতবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা চতুরঙ্গুল পরিমিত কর্ণিকামণ্ডল, শ্বেতবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা অষ্টাঙ্গুল পরিমিত কেশরমণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ গুঁড়ি দিবে। পরে পীতবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা অষ্টাঙ্গুল পরিমিত মণ্ডলাকার দলমণ্ডল, দলের অগ্রভাগে দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ রক্তবর্ণ মণ্ডল অঙ্কন করিবে। তাহার বহির্ভাগে বিংশতি

আঙ্গুল পরিমিত পঞ্চবর্ণ বহির্মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। বহির্মণ্ডলের অধোভাগে শ্বেতবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা অধোমুখ অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিবে। অবশিষ্টাংশ কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিবে।

অনন্তর যজমান বিঘ্নবিনাশের জন্য বিষ্ণুপূজাদির পৃথক সঙ্কল্প করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিষ্ণুপূজার অনুষ্ঠান করিবেন।

অনন্তর হোতা সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধি সম্পন্ন করিয়া স্বশাখোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা "ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে" ইত্যাদি মন্ত্রে বেদী শোধন করিবেন।

পরে "ফট্" মন্ত্রে লাজ, চন্দন, সিদ্ধার্থ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ ও অক্ষত অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ বেতালাশ্চ" পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি এবং "ওঁ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা" ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিবে।

পরে ঈশানকোণে ধান্যপুঞ্জোপরি স্বস্ববেদোক্ত মন্ত্রে শান্তিকলস স্থাপন ও বরুণের আবাহন করিবে।

পরে সর্ব্ববেদীয়গণ তীর্থাবাহন করিবে। তীর্থাবাহন মন্ত্র যথা—

"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ ॥
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয় কারকাঃ ॥"

অনন্তর দ্বারপূজা, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া ঈশানকোণস্থ বেদীতে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে, অষ্টদলপদ্মে অথবা শালগ্রামচক্রে গণেশাদি দেবতা, নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। দিক্‌পালগণের উদ্দেশ্যে মাষ-ভক্ত বলিদান কর্ত্তব্য। তৎপরে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে বা অষ্টদল পদ্মে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। অসামর্থ্যে প্রধান দেবতা উমাপতি, গোবিন্দ ও বিনায়কের ষোড়শোপচারে পূজা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ বিষ্ণুপ্রতিমা মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া "আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প ও অক্ষত লইয়া ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ উদ্যৎকোটি-দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং,
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্।
কোটীরাঙ্গদহার-কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎশ্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥"

ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন, পুনর্ধ্যান, আবাহন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন।—স্ববামভাগে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন, "ফট্" মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন ও ত্রিপদিকায় শঙ্খস্থাপন করিয়া, "নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খোপরি গন্ধ-পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ ও দূর্ব্বারচিত অর্ঘ্য

রাখিয়া নির্ম্মল জল দ্বারা, বিলোম মাতৃকাবর্ণ-পাঠান্তে ("ক্ষং নমঃ······অং নমঃ") মূলমন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়া শঙ্খ পূর্ণ করিবে। পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে ত্রিপদিকায়, "ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খে, "ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে জলে অর্চ্চন এবং ওঁ গঙ্গে চ" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন, "হুঁ" মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন "ওঁ ভগবন বিষ্ণো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, "বষট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন, বৌষট্" মন্ত্রে জলদর্শন, "আং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গ স্থাপন ও পূজন, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন, অষ্টধা মূল মন্ত্র জপ, "বম্" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন এবং "ফট্" মন্ত্রে রক্ষা পূর্ব্বক শঙ্খ হইতে প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া সেই জল দ্বারা নিজ মস্তক ও পূজোপকরণ প্রোক্ষণ করিবে। পরে পুনর্ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প প্রতিমার ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করিয়া আবাহন করিবে।

আবাহন যথা—"ওঁ ভগবন্ বিষ্ণো স্বগণসহিত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনী, সংস্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী ও সম্মুখীকরণী মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "ওঁ এহেহি ভগবন্ বিষ্ণো লোকানুগ্রহকারক। গৃহাণেমং যজ্ঞভাগং বাসুদেব নমোহস্তু তে।" মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। (শালগ্রামে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন নাই)।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—প্রতিমায় হস্ত দিয়া "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ, ওঁ আং হ্রীং···অস্য শ্রীবিষ্ণোর্জীব ইহ স্থিতঃ, ওঁ আং হ্রীং···অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ; ওঁ আং হ্রীং······অস্য শ্রীবিষ্ণোর্ব্বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা, ওঁ মনোজূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।"

অনন্তর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। উপচার দানমন্ত্র ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তৎপরে "ওঁ পতাকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে শ্বেতপতাকা পূজা করিয়া "এষা পতাকা ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিয়া "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। এইরূপ সর্ব্বত্র ; নিম্নে কেবল ধ্যান, আবাহন-মন্ত্র, পূজামন্ত্র ও প্রণাম-মন্ত্র লিখিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মার পূজা করিবে।

ব্রহ্মার ধ্যান।—ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ।
অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥"

প্রকারান্তর—ওঁ ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্ব্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥

বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচা।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্।

আবাহনমন্ত্র।—"ওঁ ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

পূজা-মন্ত্র—"ওঁ পলাশকুসুমাকারো ব্রহ্মা চৈবাক্ষসূত্রধৃক্। সর্ব্বযজ্ঞপতিঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ"। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণাম-মন্ত্র,—

"ওঁ চতুর্ব্বদন-সদ্মাস্থ-চতুর্ব্বেদ-কটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয়সৎকর্ম্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

তৎপরে উক্তনিয়মে শিবের পূজা পূর্ব্বক শ্বেতপতাকা উৎসর্গ করিয়া বিনায়কের আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে।

গণেশ-ধ্যান,—ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনু" ইত্যাদি। আবাহন-মন্ত্র,—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্র,—"ওঁ গণেশায় নমঃ"। পতাকারক্তবর্ণ।

অনন্তর দুর্গার পূজা করিবে। আবাহন মন্ত্র,—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্র—"ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ"। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে" ইত্যাদি।

অতঃপর বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যথাক্রমে পূজা করিবে। আবাহনমন্ত্রে,—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ" যোগ করিয়া আবাহন করিবে। পূজামন্ত্র যথাক্রমে,—"ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ আকাশায় নমঃ, ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ।" অশ্বিনীকুমার-আবাহনমন্ত্র,—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ অশ্বিনীকুমারৌ ইহাগচ্ছতম্, ইহাগচ্ছতম্, ইহ তিষ্ঠতম্, ইহ তিষ্ঠতম্, ইহ সন্নিধত্তম্, ইহ সন্নিরুধ্যেথাম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতম্। মম পূজাং গৃহ্ণীতম্"।

সূর্য্যধ্যান। "ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুম" ইত্যাদি। আবাহনমন্ত্র।—ওঁ আকৃষ্ণেন…ভুবনানি পশ্যন্ "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্র।" ওঁ পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ। সপ্তাশ্বরথসংস্থশ্চ সপ্তরজ্জুযুতো রবিঃ॥ এতৎ আসনং ওঁ সূর্য্যায় নমঃ" ইত্যাদি। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণামমন্ত্র।—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং" ইত্যাদি।

অন্যান্য গ্রহপূজায় উক্তরূপ জানিবে। কেবল "সূর্য্য ইহাগচ্ছ" স্থলে পূজ্যগ্রহের নাম উল্লেখ্য। অগ্রে স্ব স্ব বেদোক্ত গ্রহমন্ত্র পাঠ করিয়া পরে "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ সোম ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি প্রকারে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে।

সোমধ্যান।—ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ঃ হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।

দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যাধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্তমাহ্বয়েৎ সদা॥

আবাহন— পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—ওঁ সোমায় নমঃ। পতাকা—পীতবর্ণ।

প্রণাম— ওঁ দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥

মঙ্গলধ্যান— ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।
আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তি-বরাভয়-গদাকরম্।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ॥
স্কন্ধাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥

আবাহন— পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র। ওঁ মঙ্গলায় নমঃ। পতাকা—রক্তবর্ণ।

প্রণাম— ওঁ ধরণীগর্ভসম্ভূত বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥

বুধ-ধ্যান— ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্ম-গদা-বরদ-খড়্গিনম্॥
সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্।

আবাহন— পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র।—ওঁ বুধায় নমঃ। পতাকা—পীতবর্ণ।

প্রণাম— ওঁ প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥

বৃহস্পতিধ্যান—ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্॥
ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষোর্দ্ধাদক্ষ—বরদ-করকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ।
ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্॥

আবাহন— পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র— ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ।
পতাকা—পীতবর্ণ।

প্রণাম— ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥

শুক্রধ্যান— ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।
পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥
সদাক্ষবর-করকা-দণ্ডহস্তং-সিতাম্বরম্।
শক্রাধিদৈবতং ধ্যাত্বা শচীপ্রত্যধিদৈবতম্॥

আবাহন— পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—ওঁ শুক্রায় নমঃ। পতাকা—শুভ্রবর্ণ।

প্রণাম— ওঁ হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥

শনিধ্যান— ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্থং চতুরঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং শৌরিং চতুর্ভুজম্॥
তদ্বাণবরং শূলং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।
যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥

আবাহন— পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ। পতাকা—নীলবর্ণ।

প্রণাম— ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥

রাহুধ্যান— ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠিনং দ্বাদশাঙ্গুলম।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ॥
চতুর্ব্বাহুং খড়্গ-বর-শূল-চর্ম্মকরং তথা।
কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্থং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্॥

আবাহন— পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—ওঁ রাহবে নমঃ। পতাকা—কৃষ্ণরঞ্জিত।

প্রণাম— ওঁ অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥

কেতুধ্যান— ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্।
ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েদ্ বিকৃতাননম্॥
সূর্য্যাস্থং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম্॥

আবাহন— পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—ওঁ কেতবে নমঃ। পতাকা—ত্রিবর্ণ।

প্রণাম— ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মক ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥

অতঃপর দিক্‌পালগণের ধ্যান পূর্ব্বক পূজা করিবে। যথা—

ইন্দ্র-ধ্যান। ওঁ পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুম্।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্‌পতীশ্বরম্॥

আবাহনমন্ত্র— ওঁ এহ্যেহি সর্ব্বামরসিদ্ধসঙ্ঘৈরভিষ্টুতো বজ্রধরোঽমরেশঃ।
সংবীজ্যমানোঽপ্সরসাং গণেন রক্ষাধ্বরান্ নো ভগবন্নমস্তে॥

উক্ত আবাহন মন্ত্র পাঠ করিয়া—"ভূর্ভুবঃ স্ব ইন্দ্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক—"ওঁ ইন্দ্রস্ত মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ"॥ "এতৎ আসনং ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে অসনাদি

উপচারে পূজা করিয়া অরুণবর্ণ পতাকা অর্চ্চনা পূর্ব্বক উৎসর্গ করত "ওঁ বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে। পৌলোম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥" মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

এইরূপে অন্যান্য লোকপালগণের ধ্যান করিয়া আবাহন মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহন করিবে। তৎপরে পূজা করিয়া পতাকাদানান্তে প্রণাম করিবে। নিম্নে ধ্যান, আবাহনমন্ত্র, প্রণাম ও পূজামন্ত্র লিখিত হইল। প্রণাম ও পূজামন্ত্র এক; পরন্তু ওঁ অগ্নয়ে নমঃ" ইত্যাদি অংশ বাদ দিয়া কেবল পূর্ণ শ্লোকটী পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

অগ্নির ধ্যান— ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থ-সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥
অগ্নি হেমং সমাভাসং শক্তিতোমরধারিণম্।
মেষারূঢ়ং শক্তিযুক্তং তেজসাম্পতিমর্চ্চয়েৎ॥

আবাহনমন্ত্র— ওঁ এহেহি সর্ব্বামরহব্যবাহ মুনিপ্রবীরৈরভিতোঽভিযুষ্টঃ।
তেজস্বিনা লোকগণেন সার্দ্ধং মমাধ্বরং রক্ষ করে নমস্তে॥

প্রণাম ও পূজামন্ত্র—ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। পতাকা—রক্তবর্ণ।

যমের ধ্যান— ওঁ বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ম্।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরি সংস্থিতম্।

আবাহনমন্ত্র— ওঁ এহেহি বৈবস্বত ধর্ম্মরাজ, সর্ব্বামরৈরর্চ্চিত দিব্যমূর্ত্তে।
শুভাশুভানন্দশুচামধীশ, শিবায় নঃ পাহি মখং নমস্তে॥

প্রণাম ও পূজামন্ত্র—ওঁ যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্ সদা। ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং ওঁ যমায় নমঃ। পতাকা—কৃষ্ণবর্ণ।

নির্ঋতিধ্যান—ওঁ রাক্ষসাধিপতিং তদ্বন্নৈর্ঋত্যাং খড়্গধারিণম্।
পুরগাবস্থিতং দেবং পরিবারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥

আবাহনমন্ত্র— এহেহি রক্ষোগণনায়কস্ত্বং সর্ব্বৈস্তু বেতালপিশাচসঙ্ঘৈঃ। মমাধ্বরং
পাহি শুভাদিনাথ, লোকেশ্বরস্ত্বং ভগবন্নমস্তে।

প্রণাম ও পূজামন্ত্র—"ওঁ নির্ঋতিস্তু পুমান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্। খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ। এতৎ আসনং ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ"। পতাকা—নীলাঞ্জন তুল্য।

বরুণ-ধ্যান— ওঁ পাশ্চাত্যে বরুণং শুক্লং মকরারূঢ়মুজ্জ্বলম্।
অপাংপতিং পাশধরং পরিবারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥

আবাহনমন্ত্র— এহেহি যাদোগণবারিধীনাং গণেন পর্জ্জন্য-মহাপ্সরোভিঃ।
বিদ্যাধরেন্দ্রামরগীয়মান, পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন্নমস্তে॥

প্রণাম ও পূজামন্ত্র—"ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ। পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং ওঁ বরুণায় নমঃ"। পতাকা—শুক্লবর্ণ।

বায়ুরধ্যান— ওঁ বায়ব্যাং বায়ুদেবঞ্চ প্রাণাধিপসমাহ্বয়ম্।
দক্ষহস্তাঙ্কুশমেণ-বাহনং পরিপূজয়েৎ॥

আবাহনমন্ত্র—ওঁ এহ্যেহি যজ্ঞে মথরক্ষণায় মৃগাধিরূঢ়ঃ সহসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
প্রাণাধিপঃ কালকবেঃ সহায়ো, গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে॥

প্রণাম ও পূজামন্ত্র—"ওঁ বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ। পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং ওঁ বায়বে নমঃ"। পতাকা—রক্তবর্ণ।

[১]সোমের ধ্যান—ওঁ শারদিন্দুসমাভাসং কৃপয়া শশলাঞ্ছনম্॥
সোমং সোমদিশোঽধীশং নরারূঢ়ং সমর্চ্চয়েৎ॥

আবাহনমন্ত্র—ওঁ এহ্যেহি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞরক্ষাং বিধৎস্ব নক্ষত্রগণেন সার্দ্ধম্।
সর্ব্বৌষধীভিঃ পিতৃভিঃ সহৈব গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে॥

প্রণাম ও পূজামন্ত্র—"ওঁ গৌরবর্ণঃ পুমান্ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ। নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ। এতৎ আসনং ওঁ সোমায় নমঃ। পতাকা—শ্বেতবর্ণ।

ঈশান-ধ্যান—ওঁ ঈশানাং বৃষভারূঢ়ং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্।
রুদ্রাধিপং শূলহস্তং গন্ধমূর্ত্যৈঃ প্রপূজয়েৎ॥

আবাহনমন্ত্র—এহ্যেহি বিশ্বেশ্বর নস্ত্রিশূল-কপাল খট্টাঙ্গধরেণ সার্দ্ধম্।
লোকেশ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে॥

প্রণাম ও পূজামন্ত্র—"ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্। শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।—এতৎ আসনং ওঁ ঈশানায় নমঃ"। পতাকা—নীলবর্ণ।

ব্রহ্মার ধ্যান—ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ।
অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥

আবাহন— "ওঁ এহ্যেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র, লোকেন সার্দ্ধং পিতৃদেবতাভিঃ।
সর্ব্বস্য ধাতাস্যমিতপ্রভাব, বিশ্বাধ্বরং নো ভগবন্নমস্তে॥

পূজামন্ত্র— "ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্মূর্ত্তির্হেমবাসাঃ পিতামহঃ। যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ"। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণাম।—"ওঁ পদ্মোযোনিশ্চতুর্মূর্ত্তিঃ" ইত্যাদি।

অনন্ত-ধ্যান— ওঁ দিব্যসিংহাসনাসীনং দেবেশং গরুড়ধ্বজম্।
ওঁ শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্॥

১। গরুড়পুরাণে দিক্‌পালগণের মধ্যে কুবেরের স্থানে সোমের নাম পাওয়া যায়।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাম্বরং বিভুম্।
শ্রিয়া বাণ্যা চ সংশ্লিষ্টং কিরীটাদিসমুজ্জ্বলম্।
ফণাশতসমাযুক্তং জগন্নাথং জগদ্‌গুরুম্।
অনন্তং চিন্তয়েদ্ দেবং নারদাদ্যৈরুপস্তুতম্।

আবাহন— ওঁ এহ্যেহি পাতালধরাধরেন্দ্র নাগাঙ্গনাকিন্নরগীয়মান ॥
যক্ষোরগেন্দ্রামরলোকসার্দ্ধমনন্ত রক্ষাধ্বরমস্মদীয়ম্ ॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিতং নমো নমঃ। এতৎ আসনং ওঁ অনন্তায় নমঃ"।...পতাকা—নীলবর্ণ।

প্রণামমন্ত্র— "ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ" ইত্যাদি।

অনন্তর অষ্টবসুর পূজা করিবে। প্রথমতঃ ওঁ ধরায় নমঃ মন্ত্রে ধরের পূজা করিবে। এইরূপে প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে অন্যান্য বসুগণের পূজা করিবে। যথা ধ্রুবায়, সোমায়, আপায়, অনিলায়, অনলায়, প্রত্যূষায়, প্রভাসায়।

তৎপরে আদিত্যগণের পূজা করিবে।[১] যথা—"ওঁ ধাত্রে নমঃ" (এইরূপে) "অর্য্যম্নে, মিত্রায়, বরুণায়, সূর্য্যায়, রুদ্রায়, ভগায়, বিবস্বতে, পুষ্ণে, সবিত্রে, ত্বষ্ট্রে, বিষ্ণবে"।

অনন্তর মরুৎগণের পূজা করিবে—"ওঁ শ্বসনায় নমঃ" (এইরূপে)
"স্পর্শনায়, বায়বে অনিলায়, মরুতায়, প্রাণায় প্রাণেশ্বরায়, জীবায়"।

অনন্তর "ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ" মন্ত্রে বনস্পতির পূজা করিয়া হোম করিবে।

হোম

ঋত্বিক্‌গণ চতুর্দ্দিকে চারিকুণ্ডে অথবা স্থণ্ডিলে স্বস্ববেদোক্ত-বিধানে কুশণ্ডিকা সম্পাদন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে "ওঁ অগ্নে ত্বং বৈশ্বানরনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহণ ও পূজা করিয়া (সামবেদী অমন্ত্রক প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করত) সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিত-কর্ত্তব্য-তুলাপুরুষমহাদানকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহেতিমন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যকসাজ্যোড়ুম্বরসমিৎকরণকবিষ্ণু-হোমকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

সঙ্কাল্পান্তে "ওঁ সমিদ্ভ্যো নমঃ" মন্ত্রে সমিধ্ অর্চ্চনা করিয়া পূজিত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার হোম করিবে। সকল হোমই চারি বেদানুসারে চতুর্ব্বিধ হইবে। বিষ্ণুহোমান্তে পূজিত অন্যান্য দেবগণের হোম করিবে। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে তিলযোগে হোম করিয়া সমিধ্ দ্বারা সঙ্কল্পিত বিষ্ণুহোম করিবে। মন্ত্র যথা—

১। "ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান্ পুষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।"

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ১ ॥ (সামবেদী হোমান্তে প্রত্যাহুতি রাখিবেন না, যজুর্ব্বেদী—"ইদং বিষ্ণবে," ঋগ্‌বেদী—"বিষ্ণবে ইদং ন মম" বলিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন। এই রীতি সর্ব্বত্র অন্য দেবতার হোমে "বিষ্ণবে" স্থলে তত্তৎ দেবতার নাম উল্লেখ্য) ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব, দূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ অভিষু ণঃ সখিনা-মবিতা জরিতৃণাং। শতং ভবা স্যূতয়ে ॥ স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ স্বাহা ॥ ৫ ॥

পরে সমিধ্ দ্বারা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং···স্বাহা" মন্ত্রে বিষ্ণুর হোম করিয়া নিম্নস্থ মন্ত্রে পূজিত দেবতাগণের প্রত্যেকের উদ্দেশে আটবার হোম করিবে। যথা—(ব্রহ্মা) ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং বিরিঞ্চিং জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥ স্বাহা ॥ (শিব) "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি স্বাহা [মৎস্যপুরাণমতে—"ওঁ আবোরাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ ॥ অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্ ॥" এই মন্ত্রে হোম হইয়া থাকে] (বিনায়ক) ওঁ আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় মহাহস্তী দক্ষিণেন স্বাহা ॥ (দুর্গা) ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতী য়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ স্বাহা ॥ (বায়ু) ওঁ ক্রাণাঃ শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্যদীধিতিম্। বিশ্বাপরিপ্রিয়াভুবদধদ্বিতা ॥ স্বাহা। (আকাশ) ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ স্বাহা ॥ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) ওঁ এষো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়াদিবস্তষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ স্বাহা।

অনন্তর স্বস্ববেদোক্ত মন্ত্রে নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের প্রত্যেকের আটবার করিয়া হোম করিবে ॥ [মৎস্যপুরাণ-মতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে নবগ্রহ হোম হইয়া থাকে। যথা, সূর্য্য।—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।" সোম।—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবাবাজস্য সঙ্গথে ॥" মঙ্গল।—"ওঁ অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥" বুধ।—'ওঁ অগ্নেবিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবা উষর্বুধঃ ॥" বৃহস্পতি।—ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহা মিত্রা অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্‌ৎসেনাঃ প্রমৃণোযুধা জয়ন্নস্মাকং মেধ্যবিতা রথানাম্ ॥" শুক্র—"ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহিনী দ্যৌরিবাসি ॥ বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ॥" শনি।—"ওঁ শন্নো দেবী রভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ ॥" রাহু।—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব

দূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥” কেতু—“ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ।”]

তৎপরে প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে নিম্নলিখিত দেবগণের হোম করিবে। যথা—“ধরায়, ধ্রুবায়, সোমায়, আপায়, অনিলায়, অনলায়, প্রত্যূষায়, প্রভাসায়; ধাত্রে, মিত্রায়, অর্য্যম্ণে, রুদ্রায়, বরুণায়, সূর্য্যায়, ভগায়, বিবস্বতে, পুষ্ণে, সবিত্রে, ত্বষ্ট্রে, বিষ্ণবে; শ্বসনায়, স্পর্শনায়, বায়বে, অনিলায়, মারুতায়, প্রণায়, প্রাণেশ্বরায়, জীবায়, বনস্পতয়ে॥

উল্লিখিত দেবতাসমূহের মধ্যে যাঁহাদের যাঁহাদের সূক্ত সংহিতায় পাওয়া যায়, তত্তৎবেদী ব্রাহ্মণগণ সেই সেই সূক্ত ও শান্তিকাধ্যায় পাঠ করিবেন। অনন্তর হোতৃগণ স্বস্ববেদোক্ত বিধানে উদীচ্য কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা ও তিলকদানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তৎপরে যজমান পুষ্পাঞ্জলি হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সুরগণের আবাহন পূর্ব্বক যজ্ঞরক্ষা বিধান করত ঋত্বিগ্‌গণকে স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, শয্যাদি এবং গুরুকে ইহার দ্বিগুণ দিবে। আবাহনমন্ত্র যথা—

“ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে॥
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা-যক্ষ রাক্ষস-পন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
এতে মমাধ্বরে রক্ষাং কুর্ব্বন্তু চ মুদান্বিতাঃ॥”

অনন্তর যজমান শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুক্লমাল্যে ভূষিত হইয়া স্বস্তিবাচন করিয়া তুলাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে তুলার অভিমন্ত্রণ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং শক্তিস্ত্বং শক্তিমাস্থিতা।
সাক্ষীভূতা জগদ্ধাত্রী নির্ম্মিতা বিশ্বযোনিনা॥
একতঃ সর্ব্বসত্যানি তথানৃতশতানি চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মকৃতাং মধ্যে স্থাপিতাসি জগদ্ধিতে॥
ত্বং তুলে সর্ব্বভূতানাং প্রমাণমিহ কীর্ত্তিতা।
মাং তোলয়ন্তী সংসারাদুদ্ধরস্ব নমোঽস্তু তে॥
যোঽসৌ তত্ত্বাধিপো দেবঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
স একোঽধিষ্ঠিতো দেবি ত্বয়ি তস্মান্নমো নমঃ॥
নমো নমস্তে গোবিন্দ তুলাপুরুষসংজ্ঞক।
ত্বং হরে তারয়স্বাস্মানস্মাৎ সংসারকর্দ্দমাৎ॥”

অনন্তর পুনশ্চ তুলা প্রদক্ষিণ করিয়া বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া খড়্গ, চর্ম্ম ও

কবচ ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণময় সূর্য্য প্রতিমা ও বামহস্তে স্বর্ণময় ধর্ম্মরাজ প্রতিমা লইয়া তুলায় আরোহণ করিবে। যজমান দক্ষিণ ফলকে তৈজসাদি নিক্ষেপ করিয়া তোলিত হইবে। সেই সময়ে স্থির নেত্রে তুলাদণ্ডস্থিত শ্রীহরিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বদ্ধমুষ্টি হইয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিবে; তুলার সাম্য অপেক্ষা আধিক্যই করিবে। তৎপরে তুলা-ফলকে অবস্থিত থাকিয়াই নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

"ওঁ নমস্তে সর্ব্বভূতানাং সাক্ষিভূতে সনাতনি।
পিতামহেন দেবি ত্বং নির্ম্মিতা পরমেষ্ঠিনা॥
ত্বয়া ধৃতং জগৎ সর্ব্বং সহ-স্থাবরজঙ্গমম্।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থে নমস্তে বিশ্বধারিণি॥"

অনন্তর তুলা হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতে বস্ত্রোপরি স্বদেহপরিমিত তোলিত কাঞ্চনাদি দ্রব্য স্থাপন করিয়া সেইখানে কাঞ্চনময় বিষ্ণুপ্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য হইয়া আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া তোলিত দ্রব্যের অর্চ্চনা করিবে। যথা—

"ওঁ এতস্মৈ সাচ্ছাদন-স্বশরীরপরিমাণ-পরিমিত-কাঞ্চনাদিক-তৈজসতুলা-পুরুষায় নমঃ" মন্ত্রে তিনবার অভ্যুক্ষণ ও গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" "এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বাক্য করিবে যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ্য) অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ পূর্ব্বজন্মসংস্রাবচ্ছিন্নজ্ঞানাজ্ঞানকৃতসর্ব্বপাপ-সহিতৈতজ্জন্মকৃত-সর্ব্ব-পাপ-ক্ষয়পূর্ব্বক-প্রতিলোকাধিপস্থানাধিকরণক-মন্বন্তরবাস- তদুত্তরার্কবর্ণ- কিঙ্কিণী- জাল-মালিবিমানাধিকরণক-বহ্বপ্সরঃপূজ্যমানত্ব-তদুত্তর — বিষ্ণুপুরগমন- কল্পকোটিশতাবচ্ছিন্ন-তল্লোকমহিতত্ব-তদুত্তরৈহলৌকিক-ভূপাল-মৌলিমণিরঞ্জিত-পাদপীঠত্ব-শ্রদ্ধান্বিত-যজ্ঞসহস্র-যাজিত্ব-দীপ্ত-প্রজাপূজিত-সর্ব্বমহী—পালত্ব-রাজত্ব-ভবন-কামো (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইদং সাচ্ছাদন-স্বশরীরপরিমাণ-পরিমিত-কাঞ্চনাদিকতৈজস-তুলাপুরুষং শ্রীবিষ্ণুদৈবত-মর্চ্চিতং যথাসম্ভব-গোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহংসম্প্রদদে।"

উৎসর্গান্তে স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ পূর্ব্বজন্মসহস্রেষু জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
ময়া কৃতানি পাপানি স্বল্পানি সুবহূন্যপি।
তুলাপুরুষদানেন তানি মে হর কেশব॥
ওঁ হরে কেশব গোবিন্দ শঙ্খচক্রগদাচ্যুত।
দানেনানেন হে দেব ত্রাহি মাং মধুসূদন॥"

ওঁ আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ, দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥"

অনন্তর ব্রহ্মাকে পূর্ণপাত্র বা তদনুকল্প দক্ষিণা দিয়া হোতৃপ্রভৃতিকে যথাশক্তি সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক বৈগুণ্যশান্তি করিবে। তোলিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ গুরুকে দিবে, অপরার্দ্ধ অন্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অনন্তর তাঁহাদের অনুজ্ঞা লইয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণকে দান করিবে। ব্রাহ্মণগণের সহিত দীন, অনাথ ও বিশিষ্ট সন্মানী ব্যক্তিগণকে সন্মানিত করিবে। সুবর্ণাদি দানীয় দ্রব্য যত সম্ভব শীঘ্র শীঘ্র বিতরণ করিবে; কারণ উহা বহুক্ষণ গৃহে রাখিলে মানবের শোক ও ব্যাধিজনক হয় প্রমাণ যথা—

"ন চিরং ধারয়েদ্ গেহে সুবর্ণং প্রোক্ষিতং বুধঃ।
তিষ্ঠেদ্ ভয়াবহং যস্মাচ্ছোকব্যাধিকরং নৃণাম্।
শীঘ্রং পরস্বীকরণাচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"
(মৎস্যপুরাণম্, ২৭৪ অঃ)

ইতি তুলাপুরুষদানপদ্ধতি

ধান্যাচল-দান বা অন্নমেরু-দান

বেদ বা পুরাণপাঠে, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে কিম্বা গৃহাদি নানাবিধ দ্রব্য দানে যে ফললাভ হয় না; মানব মেরুদানে সেই ফল লাভ করিতে পারে, পরন্তু অক্ষয় সুরলোকও প্রাপ্তি হয়। প্রমাণ যথা—

"যৎপ্রদানান্নরো লোকানাপ্নোতি সুরপূজিতান্।
পুরাণেষু চ বেদেষু যজ্ঞেষ্বায়তনেষু চ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি কৃতেঽপীহ যদশ্নুতে॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৩ অঃ)

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, মেরুদান দশ প্রকার; প্রথম—ধান্যাচল; দ্বিতীয়—লবণাচল, তৃতীয়—গুড়াচল, চতুর্থ—সুবর্ণাচল, পঞ্চম—তিলাচল, ষষ্ঠ—কার্পাসাচল, সপ্তম—ঘৃতাচল, অষ্টম—রত্নাচল, নবম—রজতাচল, দশম—শর্করাচল॥ যথা—

"প্রথমো ধান্যশৈলঃ স্যাদ্ দ্বিতীয়ো লবণাচলঃ।
গুড়াচলস্তৃতীয়স্তু চতুর্থো হেমপর্ব্বতঃ॥
পঞ্চমস্তিলশৈলঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ কার্পাসপর্ব্বতঃ।
সপ্তমো ঘৃতশৈলশ্চ রত্নশৈলস্তথাষ্টমঃ।
রাজতো নবমস্তৎ স্যাদ্দশমঃ শর্করাচলঃ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৩ অঃ)

অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, শুক্ল-তৃতীয়া, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণ, অমাবস্যা, বিবাহাদি উৎসব, শুক্ল দ্বাদশী, পূর্ণিমা এবং পুণ্য নক্ষত্রে ধান্যাচলদান বিহিত। যথা—

"অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে।
শুক্লপক্ষ-তৃতীয়ায়ামুপরাগে শশিক্ষয়ে॥
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু দ্বাদশ্যামথবা পুনঃ।

শুক্লায়াং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পুণ্যর্কে চ বিধানতঃ।

ধান্যশৈলাদয়ো দেয়া যথাশাস্ত্রবিধানতঃ ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৩ অঃ)

সহস্রদ্রোণ পরিমিত ধান্যে উত্তম অচল; পাঁচশত দ্রোণে মধ্যম, তিনশত দ্রোণে অধম অচল হয়, অতএব তিনশত দ্রোণ অপেক্ষা ন্যূনকল্পে ধান্যাচল বিহিত নহে। প্রমাণ যথা—

"ধান্যদ্রোণসহস্রেণ ভবেদ্ গিরিরিহোত্তমঃ।

মধ্যমঃ পঞ্চশতিকঃ কনিষ্ঠঃ স্যাত্রিভিঃ শতৈঃ ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৩ অঃ)

তীর্থে, আশ্রমে, গোষ্ঠে অথবা গৃহপ্রাঙ্গনে চতুরস্র উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। মণ্ডপের পূর্ব্বোত্তর দিক্ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিবে। প্রণাম যথা—

"তীর্থে চায়তনে বাপি গোষ্ঠে বা ভবনাঙ্গনে।

মণ্ডপং কারয়েদ্ভক্ত্যা চতুরস্রমুদঙ্মুখম্। (মৎস্যপুরাণম্, ৮৩ অঃ)

ধান্যাচল-নির্ম্মাণ-প্রণালী

গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে কুশ আস্তরণ করিয়া তন্মধ্যভাগে বিকম্ভ পর্ব্বত সহ ধান্যাচলাদি নির্ম্মাণ করিবে। সহস্রদ্রোণ পরিমিত ধান্য দ্বারা উত্তম, পঞ্চশত দ্রোণ পরিমিত ধান্যদ্বারা মধ্যম, তিনশত দ্রোণ পরিমিত ধান্য-রচিত-অচল অধম বলিয়া পরিগণিত হয়; অতএব তিনশত দ্রোণ[১] অপেক্ষা অল্প পরিমাণে ধান্যাচলাদি নির্ম্মাণ করিবে না। তিনটী সুবর্ণ বৃক্ষ সহ মধ্যস্থলে একটী মেরু রচনা করিবে। উহার পূর্ব্বভাগ মুক্তাফল ও হীরকদ্বারা, দক্ষিণভাগ গোমেদ ও পুষ্পরাগ দ্বারা, পশ্চিমভাগ মরকত ও নীলরত্ন দ্বারা এবং উত্তরভাগ বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। পরে শ্রীখণ্ডখণ্ড (চন্দনখণ্ড) দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রবাল দ্বারা উহার চতুঃপার্শ্বে লতা চিত্রিত করিবে। এই পর্ব্বতের তলভাগ শুক্তিশিলা দ্বারা রচিত হইবে। মেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সূর্য্যের কাঞ্চনময় মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। রজতদ্বারা চারিটী শৃঙ্গ ও নিতম্বভাগ নির্ম্মিত হইবে। উহার স্থানে স্থানে কন্দর (গুহা) নির্ম্মাণ করিয়া ইক্ষুদণ্ড দ্বারা আবৃত করিবে এবং চতুর্দ্দিকে ঘৃতের প্রস্রবণ নির্ম্মাণ করিবে। নানাস্থানে শুক্লবস্ত্র দ্বারা মেঘমালা রচনা করিবে। আর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে পীত, পশ্চিমে কর্ব্বুর (বিচিত্র) এবং উত্তরে রক্তবর্ণ বস্ত্র দ্বারা মেঘাবলী রচিত হইবে। ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের অষ্ট রাজত মূর্ত্তি যথাস্থানে যথাক্রমে স্থাপন করিবে। স্থানে স্থানে বিবিধ ফলশ্রেণী ও মনোহর মাল্যানুলেপন স্থাপনীয়। মেরুর উপরিভাগে পঞ্চবর্ণভূষিত সিতবিতান (চাঁদোয়া) বন্ধন করিয়া অম্লান পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিবে। এই ভাবে অমরগিরি মেরু বিরচিত হইলে উহার চতুর্দ্দিকে চতুর্ভাগ-পরিমাণে পুষ্পবিলেপনযুক্ত বিষ্কম্ভ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিবে। পূর্ব্বদিকে মন্দরগিরি নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে

১। ৩২ সেরে এক দ্রোণ হয়, মতান্তরে ৬৪ সেরে এক দ্রোণ।

যবযুক্ত করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ ফল সাজাইয়া দিবে। মন্দরের উপরিদেশে কনকনির্ম্মিত কদম্ববৃক্ষ ও কাঞ্চনময় কামমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুষ্প বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। উহার এক পার্শ্বে দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্যকুণ্ডরূপ ক্ষীরসাগর অপর পার্শ্বে অরুণোদকসাগর এবং চতুঃপার্শ্বে শক্ত্যনুসারে রৌপ্যদ্বারা বন নির্ম্মাণ করিবে। দক্ষিণ দিকে গোধূমদ্বারা গন্ধমাদন নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণযুক্ত করিবে। তদুপরি স্বর্ণ নির্ম্মিত যক্ষপতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ঘৃতপূর্ণ রৌপ্যকুণ্ডরূপ মানসসরোবর নির্ম্মাণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা মেঘ এবং রজত দ্বারা বন নির্ম্মাণ করিবে। পশ্চিমে তিলাচল নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ সুগন্ধি কুসুমসমূহে বিভূষিত করত তদুপরি সুবর্ণ নির্ম্মিত অশ্বত্থবৃক্ষ ও হিরণ্ময় হংস স্থাপন করিবে। উহার কোন কোন স্থানে রজতনির্ম্মিত পুষ্পবন, বস্ত্রদ্বারা মেঘ এবং পাদদেশে দধিদ্বারা সিতোদ সরোবর নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর উত্তর দিকে মাষময় সুপার্শ্ব শৈল রচনা করিয়া বস্ত্র, পুষ্প, কাঞ্চনময় বটবৃক্ষ ও কনকরচিত ধেনু দ্বারা বিভূষিত করিবে। উহার পাদদেশে মধুপূর্ণ রৌপ্যকুণ্ডরূপ মাক্ষিক নির্ম্মিত ভদ্র সরোবর এবং রৌপ্যরচিত সমুজ্জ্বল বন নির্ম্মাণ করিবে। উক্ত কার্য্যে বেদপুরাণাভিজ্ঞ দান্ত অনিন্দ্যচরিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইবে। মেরুর পূর্ব্বদিকে এক হস্ত প্রমাণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, তিল, যব, সমিধ্ ও ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। রাত্রিকালে অনুদ্ধত গীতবাদ্যাদি দ্বারা, রাত্রি জাগরণ করাও বিধেয়।

ধান্যাচল-দান-পদ্ধতি

দানের পূর্ব্ব-পূর্ব্বদিনে কর্ম্মকর্ত্তা একবার মাত্র নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকিবে। তৎপরদিনে উপবাসী থাকিয়া সায়ংকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সূর্য্যপ্রতিমার অধিবাস করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে। তৎপরদিন যজমান প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে স্থাপিত ঘটে বা শালগ্রামে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিলোকপাল প্রভৃতি দেববৃন্দের পূজা করিয়া করযোড়ে "ওঁ সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং⋯এবং সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ ॥" মন্ত্র পাঠ করিবে।

তৎপরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা ব্রাহ্মণত্রয়ের অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক পুণ্যাহাদি বাচন করিবে। যথা—"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদি-সহিত-ধান্যাচল-মহাদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (তিনবার পাঠ্য) ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্" ॥ এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচনান্তে স্বস্ববেদোক্ত স্বস্তি সূক্ত পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর উত্তরাস্য হইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে যথাবিধি সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ[১] অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ

১। সংক্রান্তিকৃত্য হইলে সংক্রান্তির নামোল্লেখ করিতে হইবে।

মন্বন্তরশতাধিকাল-স্বর্গলোকমহীয়মানত্বাপ্সরোগণাবৃত—বিরাজিতবিমানযান-করণক-স্বর্গলোকগমন-তজ্জত্তর-পুণ্যক্ষয়ানন্তরৈহিক-রাজ-রাজত্ব—প্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদিসহিত-ধান্যাচল-মহাদানমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিত-ধান্যাচল-মহাদানকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শ মাতৃকা-পূজাবসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা, বসুধারাপাত, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া গুরু, ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য, সদস্য ও চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। যজমান করযোড়ে গুরুকে অবলোকন করিয়া "ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্" হইতে বাক্য পর্যান্ত কর্ম্ম ব্রত প্রতিষ্ঠোক্ত বিধানে সম্পাদন করিয়া দক্ষিণ হস্তে দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল লইয়া গুরুর দক্ষিণ জানু স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিত-ধান্যাচল-মহাদানকর্ম্মণি গুরুকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। গুরু বলিবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি। যজমান কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবেন—"ওঁ যথাবিহিতং বৃতকর্ম্ম কুরু"। গুরু—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।"

এইরূপে অন্যান্য ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। তৎপরে তুলাপুরুষদানোক্ত নিয়মে মণ্ডপ ও বেদী নির্ম্মাণ করিয়া ধান্যাচলদানবিধিকথিত নিয়মে ধান্যাচলাদিস্থাপন করিয়া পঞ্চবর্ণ রজঃ দ্বারা চক্রাব্জমণ্ডল অঙ্কন করিবে। অনন্তর পূজক বস্ত্রপরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য দ্বারদেবতা পূজা, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, করপুষ্পশুদ্ধি, দিগ্‌বন্ধন, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা "ওঁ বেদ্যাবেদিঃ সমাপ্যতে" ইত্যাদি মন্ত্রে মণ্ডপ ও বেদী শোধন করিবে।

পরে "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি এবং "ওঁ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বেতসর্ষপ দ্বারা বিঘ্নাপসারণ করিবে॥

অনন্তর ঈশানকোণে পঞ্চবর্ণরজঃ দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ধান্যস্থাপন মন্ত্রে ধান্য এবং কলস স্থাপন মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিয়া "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের আবাহন পূর্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥"

অনন্তর "ওঁ উর্দ্ধ উ ষূ ণ উতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বেদীর উপরিভাগে বিতানবন্ধন করিবে।

তৎপরে সর্ব্বোতোভদ্রমণ্ডলে বা কেবল অষ্টদল পদ্মে অথবা শালগ্রাম চক্রে গণেশাদি দেবতার পূজাপূর্ব্বক বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার আবাহন ও ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। (শালগ্রামে পূজা করিলে আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিতে হয় না।) প্রথমতঃ প্রণবের দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদিরূপে করঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প ও অক্ষত লইয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং,
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্।
কোটীরাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-ধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ-শ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥"

ধ্যানান্তে ধ্যান-পুষ্প স্বমস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। যথা—নিজ বামহাতে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা-স্থাপন, "ফট্" মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন ও ত্রিপদিকায় শঙ্খস্থাপন করিয়া "নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খোপরি গন্ধপুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ ও দূর্ব্বারচিত অর্ঘ রাখিয়া নির্ম্মল জলদ্বারা বিলোম মাতৃকাবর্ণ (ক্ষং নমঃ, [নমঃ সর্ব্বত্র,] লং, হং, সং, ষং, শং বং, লং রং, যং, মং ভং, বং, ফং, পং, নং, ধং, দং থং, তং, ণং, ঢং, ডং ঠং, টং, ঞং, ঝং, জং, ছং, চং, ঙং, ঘং গং, খং, কং, অঃ, অং, ঔং, ওং, ঐং, এং, ৯ৃং, ৯ং, ৠং, ঋং, ঊং, উং, ঈং, ইং, আং অং,) এবং মূলমন্ত্র বারত্রয় (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় অথবা ওঁ নমো নারায়ণায়) পাঠান্তে শঙ্খের ত্রিভাগ জলপূর্ণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে ত্রিপদিকায়; ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খে, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে জলে পূজা করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন, "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন, "ওঁ ভগবন্ বিষ্ণো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে স্বহৃদয় হইতে জলে দেবতার আবাহন, "বষট্" মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন, "বৌষট্" মন্ত্রে জলদর্শন, "আং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গ স্থাপন, গন্ধপুষ্প-দ্বারা দেবতার অর্চ্চন, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন মূলমন্ত্র অষ্টধা জপ এবং "বং" মন্ত্রে ধেনু-মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "ফট্" মন্ত্রে রক্ষা করিয়া শঙ্খ হইতে প্রোক্ষণী পাত্রে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া সেই জল দ্বারা নিজ মস্তক ও পূজোপকরণ দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর পুনর্ধ্যান পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

প্রতিমা স্থলে—ধ্যান পুষ্প প্রতিমার ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্পণ করিয়া "ওঁ ভগবন বিষ্ণো সগণ-সহিত ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন্যাদি মুদ্রা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ এহ্যেহি ভগবন্ বিষ্ণো লোকানুগ্রহকারক।
গৃহাণেমং যজ্ঞভাগং বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥"
"ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব শঙ্খ-চক্র-গদাধর।
পূজয়ামি যথাশক্ত্যা অষ্টাভির্নায়কৈঃ সহ॥"

আবাহনান্তে লেলিহা মুদ্রাযোগে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। যথা—

"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ।" "আং হ্রীং……অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ জীব ইহ স্থিত," "আং হ্রীং……অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি।" "আং হ্রীং……অস্য শ্রীবিষ্ণোর্বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।"

পরে প্রতিমার হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিয়া নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ মনোজুতির্জূবতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্মৈ প্রাণা প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণা ক্ষরন্তু চ অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।"

পরে মূলমন্ত্র বারত্রয় জপ করিয়া মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ষোড়শোপচার-পূজাপ্রণালী ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য॥ অন্যান্য উপচার মূলমন্ত্রে দাতব্য।

অনন্তর "ওঁ পাতাকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পতাকার পূজা করিয়া "এষা পতাকা ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিবে। পতাকাদানের বিধি সর্ব্বত্র এইরূপ জানিবে। পরে নিম্নস্থ মন্ত্রদ্বয়ে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্ন-মভীষ্টদোহং, তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।
"ওঁ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং, ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"

অতঃপর নিম্নলিখিত দেবগণের ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক যথাক্রমে পূজা করিয়া পতাকা দান করত প্রণাম করিবে। নিম্নে দেবতার ধ্যান, আবাহন মন্ত্র ও পতাকার বর্ণ লিখিত হইল। উৎসর্গ বিধি পূর্ব্ববৎ।

ব্রহ্মার ধ্যান।—"ওঁ ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ। কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥ বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ। কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥ দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচা। আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥ সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী। সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥" আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্র—"ওঁ পলাসকুসুমাকারো ব্রহ্মা চৈবাক্ষসূত্রধৃক্। সর্ব্বযজ্ঞপতিঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মৈ নিত্যং

নমো নমঃ ॥ এতৎ আসনং ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ চতুর্ব্বদনসম্পন্ন-চতুর্ব্বেদ-কুটুম্বিনে। দ্বিজাদ্যৈঃ-সৎকর্ম্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥"

শিবের ধ্যান।—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং" ইত্যাদি। আবাহন-মন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ শিব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্র—"এতৎ আসনং ওঁ শিবায় নমঃ"। পতাকা—শ্বেতবর্ণ। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়" ইত্যাদি।

বিনায়কের ধ্যান।—"ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি। আবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্র—"ওঁ গাং গণেশায় নমঃ"। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দকণারুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজরেণবঃ।"

দুর্গার ধ্যান।—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈঃ" ইত্যাদি। আবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্রঃ—"ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি।

বায়ুর ধ্যান।—"ওঁ বায়ব্যাং বায়ুদেবঞ্চ প্রাণাধিপসমাহ্বয়ম্। দক্ষহস্তাঙ্কুশেনেবাহনং পরিপূজয়েৎ ॥" আবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্বায়ো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্র—"ওঁ বায়বে নমঃ।" পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ। পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥"

অনন্তর—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব আকাশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আকাশের আবাহন করিয়া "ওঁ আকাশায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব অশ্বিনীকুমারৌ ইহাগচ্ছতম্, ইহাগচ্ছতম্, ইহ তিষ্ঠতম্, ইহ তিষ্ঠতম্, ইহ সন্নিধত্তম্, ইহ সন্নিরুধ্যেথাম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতম্ মম পূজাং গৃহ্ণীতম্" মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আবাহনপূর্ব্বক—"ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে সূর্য্যপ্রতিমায়, অভাবে শালগ্রামে বা ঘটে নবগ্রহের পূজা করিবে।

সূর্য্য-ধ্যান।—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুম্" ইত্যাদি। আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি। পূজামন্ত্র—"ওঁ পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভ-সমদ্যুতিঃ। সপ্তাশ্বরথসংস্থশ্চ সপ্তরজ্জুযুতো রবিঃ ॥ এতৎ আসনং—ওঁ সূর্য্যায় নমঃ" ইত্যাদি। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণামমন্ত্র।—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশম্" ইত্যাদি।

সোম-ধ্যান।—"ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্। দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্। জলপ্রত্যাধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্ত্বমাহ্বয়েৎ সদা ॥" আবাহন—পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—"ওঁ সোমায় নমঃ। পতাকা—পীতবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ॥"

মঙ্গল-ধ্যান। আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্। আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্। দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরম্। আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ। স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতি-প্রত্যাধিদৈবতম্॥ আবাহন—পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—ওঁ মঙ্গলায় নমঃ। পাতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ ধরণী-গর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্। কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥"

বুধ-ধ্যান।—"ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্। বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্ম-গদাবরদখড়্গিনম্ সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ। নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥" আবাহন—পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—"ওঁ বুধায় নমঃ।" পতাকা—পীতবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্ব্ব-গুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥"

বৃহস্পতি-ধ্যান॥—"ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্॥" দক্ষোর্দ্ধাদক্ষবরদ-করকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ। ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্॥" আবাহন—পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—"ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ।" পতাকা—পীতবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্। বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥"

শুক্র-ধ্যান।—ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্। পদ্মাস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্। সদাক্ষ-বর-করকাদণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্। শক্রাধিদৈবতং ধ্যাত্বা শচীপ্রত্যধিদৈবতম্॥" আবাহন—পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—"ওঁ শুক্রায় নমঃ।" পতাকা—শুভ্রবর্ণ। প্রণামমন্ত্র।—ওঁ হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥"

শনি-ধ্যান।—"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং শৌরিং চতুর্ভুজম্॥ তদ্বদ্বাণবরং শূলং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥" আবাহন—পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—"ওঁ শনৈশ্চরমহাগ্রহায় নমঃ।" পতাকা—নীলবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্। ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥"

রাহু-ধ্যান।—"ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠিনং দ্বাদশাঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসন ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ॥ চতুর্ব্বাহুং খড়্গাবরশূলচর্ম্মকরং তথা। কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্॥" আবাহন—পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—"ওঁ রাহবে নমঃ। পতাকা কৃষ্ণবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্। সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥"

কেতু-ধ্যান।—ওঁ কোশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্। ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননম্। সূর্য্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ

ব্রহ্ম-প্রত্যধিদৈবতম্ ॥" আবাহন—পূর্ব্ববৎ। পূজামন্ত্র—"ওঁ কেতবে নমঃ।" পতাকা—চিত্রবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্। রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥"

অতঃপর দিক্‌পালগণের ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক পূজান্তে পতাকা দান করিয়া প্রণাম করিবে ॥ নিম্নে তাঁহাদের ধ্যান, আবাহন-মন্ত্র, পূজামন্ত্র পতাকার বর্ণ ও প্রণামমন্ত্র লিপিবদ্ধ হইল। যথাক্রমে কার্য্য কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র-ধ্যান।—"ওঁ পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুম্
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্‌পতীশ্বরম্ ॥"

আবাহন।—"ওঁ এহেহি সর্ব্বামর সিদ্ধ-সঙ্ঘৈরভিষ্টুতো বজ্রধরোঽমরেশঃ।
সংবীজ্যমানোঽপ্সরসাং গণেন রক্ষাধ্বরং নো ভগবন্নমস্তে ॥"

উক্ত আবাহন মন্ত্র পাঠ করিয়া—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব ইন্দ্র ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক "ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ এতৎ আসনং ওঁ ইং ইন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিবে। (আবাহনের নিয়ম সর্ব্বত্র উক্তরূপ; কেবল "ইন্দ্র ইহাগচ্ছ" স্থলে পূজ্য দেবতার নাম উল্লেখ্য। পূজান্তে অরুণবর্ণ পতাকা অর্চ্চনা করিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। পরে প্রণাম করিবে। যথা—

প্রণামমন্ত্র— "ওঁ বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে।
পৌলোম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ ॥"

অগ্নি-ধ্যান— ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥
অগ্নিং হেমসমাভাসং শক্তিতোমরধারিণম্।
মেষারূঢ়ং শক্তিযুক্তং তেজসাম্পতিমর্চ্চয়েৎ ॥

আবাহন— ওঁ এহেহি সর্ব্বামরহব্যবাহ মুনিপ্রবীরৈরভিতোঽভিযুষ্টঃ।
তেজস্বিনা লোকগণেন সার্দ্ধং মমাধ্বরং রক্ষ কবে নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র— "ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ। ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ এতৎ আসনং—ওঁ অগ্নয়ে নমঃ"। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণামমন্ত্র।—ওঁ বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ম্।

যম-ধ্যান— "ওঁ বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ম্।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরি সংস্থিতম্ ॥

আবাহন— ওঁ এহেহি বৈবস্বত ধর্ম্মরাজ, সর্ব্বামরৈরর্চ্চিত দিব্যমূর্ত্তে।
শুভাশুভানন্দ-শুচামধীশ, শিবায় নঃ পাহি মখং নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্ সদা। ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা

তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং—ওঁ যমায় নমঃ"। পতাকা—কৃষ্ণবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ যমশ্চোৎপলবর্ণাভ" ইত্যাদি।

নির্ঋতিধ্যান—ওঁ রাক্ষসাধিপতিং তদ্বন্নৈর্ঋত্যাং খড়্গধারিণম্।
তুরগাবস্থিতং দেবং পরিবারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥

আবাহন— ওঁ এহ্যেহি রক্ষোগণনায়কস্ত্বং সর্ব্বৈস্তু বেতালপিশাচসঙ্ঘৈঃ।
মমাধ্বরং পাহি শুভাধিনাথ, লোকেশ্বরস্ত্বং ভগবন্নমস্তে॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ নির্ঋতিস্তু পুমান্ কৃষ্ণ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্। খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং—ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ"। পতাকা—নীলাঞ্জননিভ। প্রণাম মন্ত্র।———"ওঁ নির্ঋতিস্তু পুমান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদি।

বরুণধ্যান— ওঁ পাশ্চাত্যে বরুণং শুক্রং মকরারূঢ়মুজ্জ্বলম্।
অপাংপতিং পাশধরং পরিবারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥

আবাহন— এহ্যেহি যাদোগণবারিধীনাং গণেন পর্জ্জন্যমহাপ্সরোভিঃ।
বিদ্যাধরেন্দ্রামরগীয়মান পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন্নমস্তে॥

পূজামন্ত্র।—"ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ। পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং—ওঁ বরুণায় নমঃ" পতাকা—শুক্লবর্ণ। প্রণাম মন্ত্র।—"ওঁ বরুণো জিষ্ণুঃ" ইত্যাদি।

বায়ু-ধ্যান— "ওঁ বায়ব্যাং বায়ুদেবঞ্চ প্রাণাধিপসমাহ্বয়ম্।
দক্ষহস্তাঙ্কুশমেণবাহনং পরিপূজয়েৎ।

আবাহন— ওঁ এহ্যেহি যজ্ঞে মম রক্ষণায় মৃগাধিরূঢ়ঃ সহ সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
প্রাণাধিপঃ কালকবেঃ সহায়ো গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে॥

পূজামন্ত্র।—বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনং—ওঁ বায়বে নমঃ।" পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণামমন্ত্র।—"ওঁ বায়ুশ্চ সর্ব্বোবর্ণোঽয়ং ইত্যাদি।

সোম-ধ্যান— ওঁ শরদিন্দুসমাভাসং কৃপয়া শশলাঞ্ছনম্॥
সোমং সোমদিশোঽধীশং নরারূঢ়ং সমর্চ্চয়েৎ॥

আবাহন— ওঁ এহ্যেহি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞরক্ষাং বিধৎস্ব নক্ষত্রগণেন সার্দ্ধম্।
সর্ব্বৌষধিভিঃ পিতৃভিঃ সহৈব গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে॥

পূজামন্ত্র।—"ওঁ গৌরো যস্তু পুমান্ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ। নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ এতৎ আসনং ওঁ সোমায় নমঃ।" পতাকা—শ্বেতবর্ণ। প্রণাম মন্ত্র।—"ওঁ গৌরো যস্তু পুমান্ সৌম্য" ইত্যাদি।

ঈশানধ্যান— ওঁ ঈশানং বৃষভারূঢ়ং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্।
রুদ্রাধিপং শূলহস্তং গন্ধমুখ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ॥

আবাহন— ওঁ এহ্যেহি বিশ্বেশ্বর নস্ত্রিশূল-কপাল-খট্বাঙ্গধরেণ সার্দ্ধম্।
লোকেশ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ গৃহান পূজাং ভগবন্নমস্তে॥

পূজামন্ত্র।—ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্। শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতদ্ আসনং—ওঁ ঈশানায় নমঃ।" পতাকা—নীলবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি।

ব্রহ্মা-ধ্যান— ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ।
অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্।
বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥

আবাহন— ওঁ এহ্যেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র, লোকেন সার্দ্ধং পিতৃদেবতাভিঃ।
সর্ব্বস্য ধাতর্হ্যমিতপ্রভাব বিশ্বাধ্বরং নো ভগবন্নমস্তে॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্ম্মূর্ত্তির্হেমবাসাঃ পিতামহঃ। যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ। এতদ্ আসনং—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি। পতাকা—রক্তবর্ণ। প্রণাম মন্ত্র। ঐ বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে। কমণ্ডল্বক্ষমালাস্রুক্স্রুবহস্তায় তে নমঃ॥

অনন্তধ্যান— ওঁ দিব্যসিংহাসনাসীনং দেবেশং গরুড়ধ্বজম্।
শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরং পীতাম্বরং বিভূম্
শ্রিয়া বাণ্যা চ সংশ্লিষ্টং কিরীটাদি-সমুজ্জ্বলম্॥
ফণাশতসমাযুক্তং জগন্নাথং জগদ্গুরুম্।
অনন্তং চিন্তয়েদ্দেবং নারদাদ্যৈরুপস্তুতম্॥

আবাহন— ওঁ এহ্যেহি পাতালধরাধরেন্দ্র নাগাঙ্গনা-কিন্নর-গীয়মান।
যক্ষোরগেন্দ্রামরলোকসার্দ্ধমনন্ত রক্ষাধ্বরমস্মদীয়ম্॥

পূজামন্ত্র— "ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতদ্ আসনং—ওঁ অনন্তায় নমঃ।" পতাকা—নীলবর্ণ। প্রণামমন্ত্র—"ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ" ইত্যাদি। পূজান্তে প্রার্থনা করিবে। যথা—

ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
সর্ব্বে মমাধ্বরে রক্ষাং প্রকুর্ব্বন্তু মুদান্বিতাঃ॥

অতঃপর প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে অষ্টবসুর পূজা করিবে, যথা—"ওঁ ধরায় নমঃ, (এইরূপে) ধ্রুবায়, সোমায়, আপায়, অনিলায়, অনলায়, প্রত্যূষায় প্রভাসায়"।

অনন্তর আদিত্যাদিগণের পূজা করিবে। যথা—"ওঁ ধাত্রে নমঃ (এইরূপে) অর্য্যম্ণে, মিত্রায়, বরুণায়, সূর্য্যায়, রুদ্রায়, ভগায়, বিবস্বতে, পূষ্ণে, সবিত্রে, ত্বষ্ট্রে, বিষ্ণবে।"

তৎপরে মরুদ্গণের পূজা করিবে। যথা—"এতৎ পাদ্যং" ওঁ শ্বসনায় নমঃ" ইত্যাদি। এইরূপে—"স্পর্শনায়, বায়বে, অনিলায়, মারুতায়, প্রাণায়, প্রাণেশ্বরায়, জীবায়"।

পরে "এতৎ পাদ্যং ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে বনস্পতির পূজা করিয়া মন্দার, পারিজাত, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন, সন্তান, কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বটের আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ পারিজাতমারোপয়ামি" মন্ত্রে পারিজাত প্রভৃতির আরোপণ পূর্ব্বক পূজা করিবে। পূজান্তে হোম করিবে।

হোম

চতুর্দ্দিকে চারিকুণ্ডে অথবা স্থণ্ডিলে স্বস্ববেদোক্তবিধানে কুশণ্ডিকা সম্পাদন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে বহ্নির বৈশ্বানর নাম করণ, আবাহন ও পূজা করিয়া (সামবেদী অমন্ত্রক প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করত) সঙ্কল্প পূর্ব্বক পূজিত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার হোম করিবে। সঙ্কল্প যথা—

"শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৎসঙ্কল্পিত-কর্ত্তব্যধান্যাচল-মহাদানকর্ম্মণি অভ্যুদয়ার্থং ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততমিতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যকোড়ুম্বরসমিৎ-করণকবিষ্ণুহোমকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে—"ওঁ সমিদ্ভ্যো নমঃ" বলিয়া সমিধ্ অর্চ্চনা করিয়া হোম করিবে। এইরূপ অন্যান্য হোমে জানিবে। সকল হোমই চারিবেদানুসারে চতুর্বিধ হইবে। বিষ্ণুহোমান্তে পূজিত অন্যান্য দেবগণের হোম করিবে। প্রথমতঃ সতিলঘৃতে নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে হোম করিয়া সমিধ্ দ্বারা সঙ্কল্পিত বিষ্ণুহোম করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ "স্বাহা॥ ১। (সামবেদী হোমান্তে প্রত্যাহুতি রাখিবেন না, যজুর্ব্বেদী—"ইদং বিষ্ণবে," ঋগ্‌বেদী—"বিষ্ণবে ইদং ন মম" বলিয়া প্রত্যুদ্দেশ করিবেন। এই রীতি সর্ব্বত্র, কেবল "বিষ্ণবে" স্থলে তত্তৎদেবতার নাম উল্লেখ্য। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব, দূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা॥ ২॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং, মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ স্বাহা॥ ৩। ওঁ অভীষুণঃ সখিনা,-মবিতা জরিতৄণাং। শতং ভবাস্যূতয়ে॥ স্বাহা॥ ৪॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদা স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু॥ স্বাহা॥ ৫॥

পরে সমিধ্ দ্বারা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ০০০ স্বাহা॥" মন্ত্রে বিষ্ণুর হোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজিত দেবতাগণের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আটবার হোম করিবে। যথা—

(ব্রহ্মা) "ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং বিরিঞ্চিং জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্, পূষাণো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধ স্বস্তয়ে ॥ স্বাহা ॥ (শিব) ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি স্বাহা ॥ [মতান্তরে—ওঁ আবো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজম্ রোদস্যোঃ। অগ্নি পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্। স্বাহা ॥ মন্ত্রে হোম হইয়া থাকে।] (গণেশ) ওঁ আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥ স্বাহা ॥ (দুর্গা) ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ স্বাহা (বায়ু) ওঁ ক্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বাপরিপ্রিয়াভুবদদ্বিতা ॥ স্বাহা। (আকাশ) ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ স্বাহা। (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) ওঁ এসো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়াদিবস্তষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ স্বাহা।

অনন্তর স্বস্ববেদোক্ত মন্ত্রে নবগ্রহ ও দিক্পালগণের প্রত্যেকের আটবার হোম করিবে। [মতান্তরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে নবগ্রহের হোম হইয়া থাকে। ইহা মৎস্যপুরাণ-সম্মত। সূর্য্য—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্" ॥ সোম—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে" ॥ মঙ্গল।—"ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি" ॥ বুধ—"ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবা উষর্ব্বুধঃ বৃহস্পতি। "ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহা মিত্রাঁ। অপবাধমানঃ প্রভঞ্জন্ৎসেনা প্রমৃণোযুধা জয়ন্নস্মাকং মেধ্যবিতা রথানম্" ॥ শুক্র। —"ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ॥ শনি—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (আপো) ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ রাহু—"ওঁ কয়নশ্চিত্র আভুব ধূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥" কেতু—ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥"]

তৎপরে প্রণবাদি "স্বাহা"ন্ত মন্ত্রে নিম্নলিখিত পূজিত দেবগণের হোম করিবে। যথা—"ওঁ ধরায় স্বাহা। ধ্রুবায়। সোমায়। আপায়। অনিলায়। অনলায় ॥ প্রত্যূষায়। প্রভাসায়। ধাত্রে। মিত্রায়। অর্য্যম্নে। রুদ্রায়। বরুণায়। সূর্য্যায়। ভগায়। বিবস্বতে। পূষ্ণে। সবিত্রে। ত্বষ্ট্রে। বিষ্ণবে। শ্বসনায়। স্পর্শনায় ॥ বায়বে। অনিলায়। মারুতায়। প্রাণায়। প্রাণেশ্বরায়। জীবায়। বনস্পতয়ে ॥"

উল্লিখিত দেবগণের মধ্যে যাহাদের সূক্ত পাওয়া যায়, তত্তৎবেদী ব্রাহ্মণগণ সেই সূক্ত ও শান্তিক্যাধ্যায় পাঠ করিবেন। অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মেরু প্রভৃতির আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবেন। যথা—

"ওঁ ত্বং সর্ব্বদেবগণধামনিধে বিরুদ্ধ,-মস্মদগৃহেষ্কমরপর্ব্বত নাশয়াশু।
ক্ষেমং বিধৎস্ব কুরু শান্তিমনুত্তমাং নঃ, সম্পূজিতঃ পরমভক্তিমতা ময়া হি॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ মেরো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে মেরুর আবাহন্যাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন করিয়া যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করত কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র যথা।

"ওঁ ত্বমেব ভগবানীশো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দিবাকরঃ।
মূর্ত্তামূর্ত্তাৎ পরং বীজমতঃ পাহি সনাতনঃ॥
যস্মাত্ত্বং লোকপালানাং বিশ্বমূর্ত্তেশ্চ মন্দিরম্।
রুদ্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
যস্মাদশূন্যমমরৈর্নারীভিশ্চ শিবেন চ।
তস্মান্মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখ-সংসারসাগরাৎ॥"

তৎপরে মন্দর, গন্ধমাদন, হিরণ্ময় ও সুপার্শ্ব পর্ব্বতের আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। মন্দর-মন্ত্র—

"ওঁ যস্মাচ্চৈত্ররথেন ত্বং ভদ্রাশ্বেন চ বর্ষতঃ।
শোভসে মন্দর ক্ষিপ্রমতস্তুষ্টিকরো ভব॥"
"ওঁ যস্মাচ্চূড়ামণির্জম্বুদ্বীপে ত্বং গন্ধমাদন।
গন্ধর্ব্ববনশোভাবানতঃ কীর্ত্তির্দৃঢ়াঽস্তু মে॥" (গন্ধমাদনমন্ত্র)
"ওঁ যস্মাত্ত্বং কেতুমালেন বৈভ্রাজেন বনেন চ।
হিরণ্ময়াশ্বত্থশিরাস্তস্মাৎ পুষ্টির্ধ্রুবাস্তু মে॥" (হিরণ্ময়মন্ত্র)
"ওঁ উত্তরৈঃ কুরুভির্যস্মাৎ সাবিত্রেণ বনেন চ।
সুপার্শ্ব রাজসে নিত্যমতঃ শ্রীরক্ষয়াস্তু মে॥" (সুপার্শ্বমন্ত্র)

পূজা ও প্রার্থনা করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে যথাশক্তি হোম করিবে। অতঃপর হোতৃগণ স্বস্ববেদোক্ত বিধানে উদীচ্যকর্ম্ম, ব্রহ্মদক্ষিণা, তিলকদান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ উত্থাপন করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে।
উপপ্রযন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাশূর্ভবা সচা॥"

অনন্তর "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের শান্তি বিধান করিবে। পরে যজমান "ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে॥ ওঁ দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ॥ সর্ব্বে মমাধ্বরে রক্ষাং কুর্ব্বন্তু চ মুদান্বিতাঃ"॥ মন্ত্রে যজ্ঞরক্ষা বিধান করিয়া ধান্যাচল উৎসর্গ করিবে। যথা—"ওঁ এতস্মৈ সাচ্ছাদন-ধ্বজপতাকাদিযুক্ত-বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদি-সহিত-ধান্যমেরবে নমঃ" মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ

সাচ্ছাদনধ্বজ-পতাকাদিযুক্ত-বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদি-সহিত-ধান্যমেরবে নমঃ"। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ"। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎ-সম্প্রদানেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া বাক্য করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মন্বন্তর-শতাধিক-কাল--স্বর্গলোক-মহীয়মানত্বাপ্সরোগণ-বিরাজিত-গন্ধর্ব্বযুক্ত--বিমানযান--করণক-স্বর্গলোকগমন-তদুত্তর-পুণ্যক্ষয়ানন্তর-মর্ত্ত্যলোকাধি-করণক-রাজরাজত্বপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইমং সাচ্ছাদন-ধ্বজ-পতাকাদি-শোভিত-বিষ্কম্ভ-পর্ব্বতাদিসহিত-ধান্যমেরুং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে॥"

অনন্তর উক্ত মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ সামর্থ্যানুসারে চতুর্বিংশতি, দশ, নব, অষ্ট, সপ্ত, পঞ্চ বা একটী ধেনুদান কর্ত্তব্য।[১] বাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সাচ্ছাদন-ধ্বজপতাকাদি-শোভিত-বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদিসহিতধান্যমেরু-দান-কর্ম্মণঃ-সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিমাং ধেনুমর্চ্চিতাং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় গুরবেঽহং সম্প্রদদে॥"

দানান্তে প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ হরে কেশব গোবিন্দ শঙ্খচক্রগদাচ্যুত।
দানেনানেন হে দেব ত্রাহি মাং মধুসূদন॥"

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আদিত্যাদিকে সাক্ষী রাখিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥"

অতঃপর দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া—"কৃতৈতৎ-সাচ্ছাদন-ধ্বজ-পতাকাদি শোভিত--বিষ্কম্ভ-পর্ব্বতাদিসহিত-ধান্যমেরুদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় জল লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে বৈগুণ্য সমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—

"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সাচ্ছাদন-ধ্বজ-পতাকাদি-শোভিত-বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদি-সহিত-ধান্য-মেরুদানকর্ম্মণি যদ্‌যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তত্তদ্দোষ-প্রশমনায় দশধা শ্রীবিষ্ণোর্নাম স্মরণমহং করিষ্যে" এই বাক্য করিয়া দশবার বিষ্ণুনাম স্মরণ করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

১। প্রমাণ যথা—"গাশ্চ দদ্যাৎ চতুর্বিংশত্যথবা দশ নারদ। নব সপ্ত তথাষ্টৌ বা পঞ্চ দদ্যাদশক্তিমান্। একাপি গুরবে দেয়া কপিলা চ পয়স্বিনী॥" মৎস্যপুরাণম্, ৮৩ অঃ॥

"ময়া যদেতৎ কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বং শ্রীভগবন্নারায়ণচরণে সমর্পিতমস্তু" বলিয়া কিঞ্চিৎ জল নারায়ণের উদ্দেশ্যে ত্যাগ করিবে। তৎপরে" "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি "ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহম্" ইত্যাদি এবং "ওঁ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে॥ পরে ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে। ব্রাহ্মণ দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল দ্বারা যজমানকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

উক্তদিবস উপবাসী থাকা কর্ত্তব্য, অশক্ত হইলে রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।[১] রাত্রিকালে অনুদ্ধত গীতবাদ্যাদি সহকারে রাত্রিজাগরণও বিধেয়। তৎপরদিবস প্রভাতে স্নানাদি সমাপন করিয়া সর্ব্বোত্তম মধ্যম পর্ব্বতটী গুরুকে দান করিবে। বিষ্কম্ভপর্ব্বত কয়টী যথাক্রমে ঋত্বিগ্‌বর্গকে দান করিবে।[২] মন্ত্রপাঠ সহকারে দান কর্ত্তব্য মন্ত্র যথা—

"ওঁ অন্নং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তমন্নে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি জগদন্নেন বর্ত্ততে॥
অন্নমেব ততো লক্ষ্মীরন্নমেব জনার্দ্দনঃ।
ধান্যপর্ব্বতরূপেণ পাহি তস্মান্নগোত্তম॥"

অতঃপর ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করাইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞা লইয়া অক্ষার-লবণ ভোজন করিবে। ইহা সমস্ত অচল দানে বিহিত আছে।

॥ ইতি ধান্যাচলদানপদ্ধতি ॥

লবণাচলদান

যে মানব যথোক্তবিধানে লবণাচল দান করে, সে কল্পকাল উমালোকে বসতি করিয়া পরে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যথা—

"অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাল্লবণপর্ব্বতম্।
উমালোকে বসেৎ কল্পং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

—মৎস্যপুরাণম্, ৮৪ অঃ।

ষোড়শ দ্রোণ-পরিমিত লবণ দ্বারা উত্তম পর্ব্বত হয়, ইহার অর্দ্ধ-পরিমাণে মধ্যম এবং চতুর্থাংশ দ্বারা অধম হয়; ফলতঃ বিত্তহীন ব্যক্তি যথাশক্তি এক দ্রোণাধিক লবণ দ্বারা অচল নির্ম্মাণ করিতে পারে। প্রমাণ যথা—

"উত্তমঃ ষোড়শদ্রোণৈঃ কর্ত্তব্যো লবণাচলঃ।
মধ্যমঃ স্যাত্তদর্দ্ধেন চতুর্ভিরধমঃ স্মৃতঃ॥
বিত্তহীনো যথাশক্ত্যা দ্রোণাদূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ॥"

—মৎস্যপুরাণম্, ৮৪ অঃ।

১। "উপবাসী ভবেন্নিত্যমশক্তে নক্তমিষ্যতে।" মৎস্যপুরাণম্, ৮৩ অধ্যায়।

২। "…প্রভাতে বিমলে পুনঃ। স্নাত্বা গুরবে দদ্যান্মধ্যমং পর্ব্বতোত্তমম্ বিষ্কম্ভপর্ব্বতান দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যঃ ক্রমশো মুনে। (মৎস্যপুরাণম্, ৮৩ অধ্যায়)

লবণাচলদানে মূল অচলের চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ্কম্ভপর্ব্বত করিতে হয়। ব্রহ্মাদি কল্পনা ধান্যাচলদানবৎ কর্ত্তব্য। অধিবাস অবধি দান পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম ধান্যাচলদানবৎ অনুষ্ঠেয়; কেবল দানমন্ত্র পৃথক্। তাহাই নিম্নে লিখিত হইল। দানমন্ত্র যথা—

"ওঁ সৌভাগ্যরসসম্ভূতো যতোঽয়ং, লবণাচলঃ।
তদ্দানকর্ত্তৃকত্বেন ত্বং মাং পাহি নগোত্তম॥"
যস্মাদন্নরসাঃ সর্ব্বে নোৎকটা লবণং বিনা।
প্রিয়ঞ্চ শিবয়োর্নিত্যং তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতং যস্মাদারোগ্যবর্দ্ধনম্।
তস্মাৎ পর্ব্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ॥

অতঃপর যাবতীয় কার্য্য ধান্যাচলদানবৎ অনুষ্ঠেয়।

ইতি লবণাচলদানপদ্ধতি।

গুড়াচলদান

যে মানব যথোক্ত বিধানে গুড়ময় গিরি নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করে, সে গন্ধর্ব্ব দ্বারা পূজিত হইয়া গৌরীলোকে বাস করে। পরে শতকল্পকাল অতীত হইলে জন্মলাভ করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করত আয়ুষ্মান্, আরোগ্যবান্ ও শত্রুগণের অপরাজেয় হইয়া সুরপূজিত স্বর্গলোক লাভ করিতে পারে॥ প্রমাণ যথা—

"অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্ গুড়ময়ং গিরিম্।
পূজ্যমানঃ স গন্ধর্ব্বৈর্গৌরীলোকে মহীয়তে॥
ততঃ কল্পশতান্তে তু সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যসম্পন্নঃ শত্রুভিশ্চাপরাজিতঃ॥"
"যৎপ্রদানান্নরঃ স্বর্গমাপ্নোতি সুরপূজিতম্।" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৫ অঃ)

দশভার গুড় দ্বারা গুড়াচল নির্ম্মাণ করিলে উত্তম হয়, পঞ্চভারে মধ্যম এবং তিন ভারে অধম হয়। ধন-হীন মানব ইহার অর্দ্ধ পরিমাণেও করিতে পারে। প্রমাণ—

উত্তমো দশভির্ভারৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ।
ত্রিভির্ভারৈঃ কনিষ্ঠঃ স্যাৎ তদর্দ্ধেনাল্পবিত্তবান্॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৫ অঃ)

বিষ্কম্ভপর্ব্বত ধান্যাচলদানবৎ নির্ম্মাণ করিবে। অধিবাস অবধি দান পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্য ধান্যাচলদানবৎ অনুষ্ঠেয়। কেবল দানমন্ত্র স্বতন্ত্র, তাহাই লিখিত হইল। দানমন্ত্র যথা—

"ওঁ যথা দেবেষু বিশ্বাত্মা প্রবরোঽয়ং জনার্দ্দনঃ।
সামবেদস্তু বেদানাং মহাদেবস্তু যোগিনাম্॥
প্রণবঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং নারীণাং পার্ব্বতী যথা।
তথা রসানাং প্রবরঃ সদৈবেক্ষুরসো মতঃ॥

মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং গুড়পর্ব্বত দেহি মে।
যস্মাৎ সৌভাগ্যদায়িন্যা ভ্রাতা ত্বং গুড়পর্ব্বত ॥
নিবাসশ্চাপি পার্ব্বত্যাস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

অতঃপর যাবতীয় কার্য্য ধান্যাচলদানবৎ করিবে।

ইতি গুড়াচলদানপদ্ধতি।

সুবর্ণাচলদান

যে মানব যথাশাস্ত্র কনকপর্ব্বত দান করে, সে আনন্দকারক পরমব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক শতকল্পকাল বাস করিয়া পরে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ যথা—

"অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাৎ কনকপর্ব্বতম্।
স যাতি পরমং ব্রহ্মলোকমানন্দকারকম্ ॥
তত্র কল্পশতং তিষ্ঠেৎ ততো যাতি পরাং গতিম্।
(মৎস্যপুরাণম্, ৮৬ অঃ)

সহস্র পলে কনকাচল নির্ম্মাণ করিলে উত্তম, পঞ্চশত পলে মধ্যম, এবং তদর্দ্ধে অধম হয়; বিত্তহীন ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে বিমৎসরচিত্তে এক পলের অধিক সুবর্ণ দ্বারাও অচল নির্ম্মাণ ও দান করিতে পারে। প্রমাণ যথা—

"উত্তমঃ পলসাহস্রো মধ্যমঃ পঞ্চভিঃ শতৈঃ।
তদর্দ্ধেনাধমস্তদ্বদল্পবিত্তোঽপি শক্তিতঃ।
দদ্যাদেকপলাদূর্দ্ধং যথাশক্ত্যা বিমৎসরঃ ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৬ অঃ)

সুবর্ণাচলদানে সমস্ত কার্য্যই ধান্যাচলদানবৎ অনুষ্ঠেয়। নিম্নলিখিত দানমন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিতে হয়। অন্যান্য সমস্ত পূর্ব্ববৎ। দানমন্ত্র।—

"ওঁ নমস্তে ব্রহ্মবীজায় ব্রহ্মগর্ভায় তে নমঃ।
যস্মাদনন্তফলদস্তস্মাৎ পাহি শিলোচ্চয় ॥
যস্মাদগ্নেরপত্যং ত্বং যস্মাৎ পুণ্যং জগৎপতে।
হেমপর্ব্বতরূপেণ তস্মাৎ পাহি নগোত্তম ॥"

দানান্তে অন্যান্য কর্ম্ম ধান্যাচলদানবৎ সম্পাদন করিবে।

ইতি সুবর্ণাচলদানপদ্ধতি।

তিলাচলদান

যে নর যথোক্তবিধানে তিলাচল দান করে, সে ইহলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পুত্র-পৌত্র সহ সুখে কালাতিপাত করিয়া মরণান্তে পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণে সম্মানিত হইয়া, যেখান হইতে পুনরাবর্ত্তন দুর্ল্লভ, সেই বিষ্ণুলোকে গমন করে। প্রমাণ যথা—

"ইত্যামন্ত্র্য চ যো দদ্যাৎ তিলাচলমনুত্তমম্।
স বৈষ্ণবং পদং যাতি পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥

দীর্ঘায়ুষ্যং সমাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈশ্চ মোদতে।

পিতৃভির্দ্দেবগন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যমানো দিবং ব্রজেৎ ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৭ অঃ)

দশদ্রোণ দ্বারা তিলাচল নির্ম্মাণ করিলে উত্তম, পঞ্চদ্রোণে মধ্যম এবং তিন দ্রোণে কনিষ্ঠ হয়; ফলতঃ তিন দ্রোণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণে তিলাচল নির্ম্মাণ বিহিত নহে। প্রমাণ যথা—

"উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভিঃ স্মৃতঃ।

ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো বিপ্রেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৭ অঃ)

তিলাচলদানে যাবতীয় কার্য্য ধান্যচলদানবৎ করিবে। কেবল দানমন্ত্র স্বতন্ত্র। যথা—

"যস্মান্মধুবধে বিষ্ণোর্দেহস্বেদসমুদ্ভবাঃ।

তিলাঃ কুশাশ্চ মাষাশ্চ তস্মাচ্ছান্ত্যৈ ভবত্বিহ ॥

হব্যে কব্যে চ যস্মাচ্ছ তিলা এবাভিরক্ষণম্।

ভবাদুদ্ধর শৈলেন্দ্র তিলাচল নমোঽস্তু তে ॥"

ইতি তিলাচলদানপদ্ধতি।

কার্পাসাচলদান

মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে,—বিংশ ভার কার্পাস দ্বারা কার্পাসাচল নির্ম্মাণ করিলে উত্তম হয়; দশভারে মধ্যম এবং পঞ্চভারে অধম হইয়া থাকে। অল্পধন ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া এক ভার কার্পাস দ্বারাও কার্পাসাচল করিবে। যথা—

"কার্পাসপর্ব্বতস্তদ্বদ্বিংশভারৈরিহোত্তমঃ।

দশভির্ম্মধ্যমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চভিস্ত্বধমঃ স্মৃতঃ ॥

ভারেণাল্পধনো দদ্যাদ্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৮ অঃ)

কার্পাসাচলদানের যাবতীয় কার্য্য ধান্যাচলদানবৎ অনুষ্ঠেয়; দানমন্ত্র স্বতন্ত্র, যথা—

"ওঁ ত্বমেবাবরণং যস্মাল্লোকানামিহ সর্ব্বদা।

কার্পাসাদ্রে নমস্তুভ্যমঘৌঘধ্বংসনো ভব ॥"

উক্ত বিধানানুসারে শিবসন্নিধানে যে ব্যক্তি কার্পাসাচল দান করে, সে এক কল্প যাবৎ রুদ্রলোকে বাস করিয়া পরে ইহলোকে রাজা হইয়া থাকে।

"ইতি কার্পাসশৈলেন্দ্রং যো দদ্যাচ্ছর্ব্বসন্নিধৌ।

রুদ্রলোকে বসেৎ কল্পং ততো রাজা ভবেদিহ ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৮ অঃ)

ইতি কার্পাসাচলদানপদ্ধতি।

ঘৃতাচলদান

বিংশতিকুম্ভ ঘৃতদ্বারা ঘৃতাচল নির্ম্মাণ করিলে উত্তম হয়, দশ কুম্ভে মধ্যম এবং পঞ্চকুম্ভে নির্ম্মাণ করিলে ঘৃতাচল অধম হয়। দরিদ্র ব্যক্তি দুই কুম্ভ ঘৃতদ্বারাও যথাবিধি ঘৃতাচল নির্ম্মাণ করিতে পারে। প্রমাণ যথা—

"বিংশত্যা ঘৃতকুম্ভানামুত্তমঃ স্যাদ্ ঘৃতাচলঃ।
দশভির্মধ্যমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চভিস্ত্বধমঃ স্মৃতঃ॥
অল্পবিত্তোঽপি যঃ কুর্য্যাদ্ দ্বাভ্যামিহ বিধানতঃ॥"
(মৎস্যপুরাণম্, ৮৯ অঃ)

পূর্ব্ববৎ চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ্কম্ভ পর্ব্বতগুলি নির্ম্মাণ করিবে। ঘৃতাচলদানে কুম্ভোপরি শালিতণ্ডুলপাত্র স্থাপন করিতে হয়। উহা পরস্পর বিশেষভাবে মিলিত হইয়া উচ্চচূড় হইবে। চতুর্দ্দিকে শুক্লবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি সাজাইয়া দিবে। অন্যান্য সকল বিধানই ধান্যাচলদানবৎ জানিবে। দানমন্ত্র যথা—

"ওঁ সংযোগাৎ ঘৃতমুৎপন্নঃ যস্মাদমৃততেজসোঃ।
তস্মাদ্ ঘৃতার্চ্চির্বিশ্বাত্মা প্রীয়তামত্র শঙ্করঃ॥
যস্মাত্তেজোময়ং ব্রহ্ম ঘৃতে তদ্ধি ব্যবস্থিতম্।
ঘৃতপর্ব্বতরূপেণ তস্মাত্ত্বং পাহি নোঽনিশম্॥

রাত্রি প্রভাত হইলে সন্তুষ্টচিত্তে গুরুকে উহা দান করিবে। বিষ্কম্ভপর্ব্বত কয়টী ঋত্বিক্‌গণকে দিবে। প্রমাণ যথা।—

"প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং গুরুবে তন্নিবেদয়েৎ।
বিষ্কম্ভপর্ব্বতাংস্তদ্বদৃত্বিগ্‌ভ্যঃ শান্তমানসঃ॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৯ অঃ)

মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে—যে মানব এই বিধানানুসারে ঘৃতাচল দান করে, সে মহাপাতকী হইলেও শঙ্করলোকে গমন করিয়া সেখানে কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত হংস-সারসযুক্ত বিমানারোহণে পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ এবং অপ্সরোগণে পরিসেবিত হইয়া প্রলয়কাল যাবৎ বিহার করিয়া থাকে।

"অনেন বিধিনা দদ্যাদ্ ঘৃতাচলমনুত্তমম্।
মহাপাতকযুক্তোঽপি লোকমাপ্নোতি শাঙ্করম্॥
হংসসারসযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
বিমানেনাপ্সরোভিশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরৈর্বৃতঃ॥
বিহরেৎ পিতৃভিঃ সার্দ্ধং যাবদাভূতসংপ্লবম্॥" (মৎস্যপুরাণম্, ৮৯ অঃ)

ইতি ঘৃতাচলদান-পদ্ধতি॥

রত্নাচলদান

মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে—যে ব্যক্তি যথোক্তবিধানে রত্নগিরি দান করে, সে অমরেশ্বর কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হয় এবং তথায় শতকল্পকাল বাস করিয়া পরে রূপবান্, আরোগ্যসম্পন্ন ও বিবিধ গুণভূষিত হইয়া সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করে। সে ইহকালে বা পরকালে ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাপ করুক না কেন, বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ যথা—

"অনেন বিধিনা যস্তু দদ্যাদ্রত্নময়ং গিরিম্।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যমমরেশ্বরপূজিতঃ॥
যাবৎ কল্পশতং সাগ্রং বসেচ্ছেহ নরাধিপ।
রূপারোগ্যগুণোপেতঃ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ॥
ব্রহ্মহত্যাদিকং কিঞ্চিদ্ যদত্রামুত্র বা কৃতম্।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি গিরির্বজ্রাহতো যথা॥

(মৎস্যপুরাণম্, ৯০ অঃ)

সহস্র মুক্তাফল দ্বারা অচল নির্ম্মাণ করিলে উত্তম, পঞ্চশত মুক্তায় মধ্যম এবং তিন শত মুক্তায় অধম রত্নাচল হয়। উহার চতুর্দ্দিকে চতুর্থাংশ পরিমাণে এক একটী বিষ্কম্ভ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিবে। পূর্ব্বদিকে হীরক ও গোমেদ দ্বারা মন্দর পর্ব্বত দক্ষিণে ইন্দ্রনীল ও পদ্মরাগ (মতান্তরে পুষ্পরাগ) দ্বারা গন্ধমাদন পর্ব্বত পশ্চিমে বৈদূর্য্য ও বিদ্রুম দ্বারা বিমলাচল এবং উত্তরে স্বর্ণসহ পদ্মরাগমণি দ্বারা সুপার্শ্ব পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিবে। ইহাতেও ধান্যাচলদানবৎ সমস্ত কার্য করিতে হয়। কাঞ্চন দ্বারা বৃক্ষ ও দেবতা নির্ম্মাণ করিয়া গন্ধাদি উপচারে পূজা করিবে। অন্যান্য সমস্তই পূর্ব্ববৎ। দানমন্ত্র যথা—

"ওঁ যথা দেবগণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বরত্নেষ্ববস্থিতাঃ।
ত্বঞ্চ রত্নময়ো নিত্যং নমস্তেঽস্তু সদাচল॥
তস্মাদ্রত্নপ্রদানেন তুষ্টিং প্রকুরুতে হরিঃ।
সদা রত্নপ্রদানেন অস্মান্নঃ পাহি পর্ব্বত॥
ইতি রত্নাচলদানপদ্ধতি।

রৌপ্যাচলদান

যথোক্ত বিধানে রৌপ্যাচলদান করিলে দাতা দশসহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া সুরলোকে গমনপূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরোগণে সম্মানিত হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তথায় পরম সুখে বাস করিতে পারেন। প্রমাণ যথা—

"ইত্থং নিবেদ্য যো দদ্যাদ্রাজতাচলমুত্তমম্।
গবামযুতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
সোমলোকে স গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরাপ্সরসাং গণৈঃ।
পূজ্যমানো বসেদ্ বিদ্বান্ যাবদাভূতসংপ্লবম্॥"

—মৎস্যপুরাণম্-৯১ অঃ।

দশ সহস্র পল রজত দ্বারা নির্ম্মিত অচল উত্তম, পঞ্চসহস্র পল দ্বারা মধ্যম এবং তদর্দ্ধ পরিমাণে অধম হইয়া থাকে। অসমর্থ ব্যক্তি যথা শক্তি বিংশতি পলের অধিক পরিমাণ দ্বারা রজতাচল নির্ম্মাণ করিতে পারে। প্রমাণ যথা—

দশভিঃ পলসাহস্রৈরুত্তমো রজতাচলঃ।
পঞ্চভির্মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধেনাধমঃ স্মৃতঃ।
অশক্তো বিংশতেরূর্দ্ধং কারয়েদ্ ভক্তিতস্তদা॥"

—মৎস্যপুরাণম্, ৯১ অঃ

পূর্ব্ববৎ চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ্কম্ভপর্ব্বত, রজত দ্বারা মন্দরাদি পর্ব্বত এবং স্বর্ণ দ্বারা লোকপালমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। এ স্থলে নিতম্বভাগে হিরণ্ময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অন্যান্য স্থলে যাহা রজতনির্ম্মিত বিহিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা কাঞ্চনময় হইবে। অধিবাস প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য ধান্যাচলদানবৎ অনুষ্ঠেয়। দানমন্ত্র, যথা—

"ওঁ পিতৃণাং বল্লভো যস্মাদ্ধরিব্রহ্মাংশিবস্য চ।
পাহি রজত তস্মাত্ত্বং শোকসংসারসাগরাৎ॥"

ইতি রৌপ্যাচলদান-পদ্ধতি।

শর্করাচলদান

মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে—যে ব্যক্তি যথোক্ত বিধানে শর্করাচল দান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র, তারা ও সূর্য্যকান্তি সম কান্তিময় বিমানে অনুজীবিগণের সহিত বিষ্ণুর আদেশে যথেচ্ছ বিহার করে। এইরূপে শতকল্পকাল অতীত হইলে সে জন্মগ্রহণ করিয়া তিন অর্ব্বুদ পর্য্যন্ত সপ্তদ্বীপাধিপত্য এবং আয়ু ও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। প্রমাণ—

"যো দদ্যাৎ শর্করাশৈলমনেন বিধিনা নরঃ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদম্॥
চন্দ্রতারার্কসঙ্কাশমধিরুহ্যানুজীবিভিঃ।
সহৈব যানমাতিষ্ঠেৎ তত্র বিষ্ণুপ্রচোদিতঃ॥
ততঃ কল্পশতান্তে তু সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যসম্পন্নো যাবজ্জন্মার্ব্বুদত্রয়ম্॥"

—মৎস্যপুরাণম্, ৯২ অঃ।

অষ্টভার শর্করা দ্বারা উত্তম অচল হয়, চারিভারে মধ্যম এবং দুই ভারে অধম হইয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তি এক ভার বা অর্দ্ধভার দ্বারাও শর্করাচল করিতে পারে। প্রমাণ—

"অষ্টাভিঃ শর্করাভারৈরুত্তমঃ স্যান্মহাচলঃ।
চতুর্ভির্মধ্যমঃ প্রোক্তো ভারাভ্যামধমঃ স্মৃতঃ।
ভারেণ বার্দ্ধভারেণ কুর্য্যাদ্ যঃ স্বল্পবিত্তমান্॥"

মৎস্যপুরাণম্, ৯২ অঃ।

পূর্ব্ববৎ চতুর্থাংশ পরিমাণে চারিটী বিকম্ভ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিবে। মন্দার পারিজাত ও কল্পবৃক্ষ নামক হৈম তরুত্রয় সকল অচলদানেই মেরুর উপরিভাগে স্থাপন করিতে হয়। পূর্ব্বভাগে হরিচন্দন এবং পশ্চিমভাগে সন্তান বৃক্ষ নিবেশিত করিবে। ইহা সমস্ত অচলদানেই বিহিত, বিশেষতঃ শর্করাচলদানে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্দর পর্ব্বতে পশ্চিমাভিমুখ কামদেব, গন্ধমাদনশৃঙ্গোপরি উত্তরাভিমুখ কুবের, বিপুলাচলে পূর্ব্বমুখ বেদমূর্ত্তি হংস (ব্রহ্মা), সুপার্শ্বপর্ব্বতে দক্ষিণাভিমুখী সুরভি মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। মূর্ত্তি সকল স্বর্ণময় করিবে। অধিবাস প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্ম ধান্যাচলদানবৎ অনুষ্ঠেয়। দানমন্ত্র—

"ওঁ সৌভাগ্যামৃতসারোঽয়ং পর্ব্বতঃ শর্করাবৃতঃ।
তস্মাদানন্দকারী ত্বং ভব শৈলেন্দ্র সর্ব্বদা॥
অমৃতং পিবতাং যে তু নিপেতুর্ভুবি শীকরাঃ।
দেবানাং তৎসমুত্থস্ত্বং পাহি নঃ শর্করাচল॥
মনোভবধনুর্মধ্যাদুদ্ভূতা শর্করা যতঃ।
তন্ময়োঽসি মহাশৈলঃ পাহি সংসারসাগরাৎ॥".

সকল অচল দানেই যথাশক্তি অমৎসর-চিত্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে ব্রাহ্মণের আজ্ঞানুসারে অক্ষার লবণ ভোজন করিতে হয়। প্রমাণ—

"ভোজনং শক্তিতঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বশৈলেষমৎসরঃ।
সর্ব্বত্রাক্ষারলবণমশ্নীয়াত্তদনুজ্ঞয়া॥

ইতি শর্করাচলদান পদ্ধতি।

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-প্রকরণ

শান্তি ও স্বস্ত্যয়নের কর্ত্তব্যতা

গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইলে, শরীরধ্বংসকর রোগাদি উৎপন্ন হইলে, শত্রু প্রবল হইলে, বিবিধ প্রকার অদ্ভুত দৃষ্ট হইলে, ভূত প্রেত পিশাচাদির সমাবেশে, দুঃস্বপ্ন বা দুর্নিমিত্তাদির দর্শনে অথবা রাজরোষ প্রভৃতিতে পতিত হইলে মানবগণের মহান্ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে; উহার প্রতীকারের নিমিত্ত দেবীমাহাত্ম্য পাঠাদি শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য; দান, যজ্ঞ প্রভৃতি অভীষ্টসিদ্ধিদায়ক কার্য্যসমূহকে 'স্বস্ত্যয়ন' বলে। শান্তি কার্য্যদ্বারা সম্ভাবিত অনিষ্টও নিবারিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে—

"যথা শস্ত্রপ্রহারাণাং কবচং বিনিবারকম্।
এবং দৈবোপঘাতানাং শান্তির্ভবতি বারণম্॥"

যেরূপ কবচ অর্থাৎ বর্ম্মদ্বারা শস্ত্রাঘাত প্রতিহত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দৈবোপদ্রব-সমূহ শান্তি কার্য্য দ্বারাই নিবারিত হয়। উপদ্রবভেদে এই শান্তিকার্য্য বহু প্রকার; তন্মধ্যে বিশেষ আবশ্যকীয় কতকগুলির বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। বিশেষ বিবরণ মৎস্যপুরাণের ২২৮ এবং ২২৯ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, শান্তিকার্য্যের কোন কালাকাল বিচার নাই, উপদ্রব উপস্থিত হইলেই শান্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু পুণ্যাহকালে ইহা অনুষ্ঠিত হইলে সমধিক ফলপ্রদ হয়।

রোগ-শান্তি

নক্ষত্রবিশেষে উৎপত্তিভেদে রোগের ভোগকাল কমবেশী হয়; এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। যেমন কৃত্তিকানক্ষত্রে জাত রোগের ভোগকাল নবরাত্র; এইরূপ রোহিণীতে ত্রিরাত্র, মৃগশিরায় পঞ্চরাত্র, আর্দ্রায় মৃত্যু, পুনর্ব্বসু এবং পুষ্যায় সপ্তরাত্র, অশ্লেষায় নবরাত্র, মঘায় একমাস, পূর্ব্বফল্গুনীতে দুইমাস, উত্তরফল্গুনীতে একপক্ষ, হস্তায় সাতদিন, চিত্রায় মাসার্দ্ধ, স্বাতীতে দুইমাস, বিশাখায় কুড়ি দিন, অনুরাধায় দশ দিন, জ্যেষ্ঠায় অর্দ্ধমাস, মূলায় মৃত্যু, পূর্ব্বাষাঢ়ায় পনের দিন, উত্তরাষাঢ়ায় কুড়ি দিন, শ্রাবণায় দুইমাস, ধনিষ্ঠায় অর্দ্ধমাস, শতভিষায় দশদিন, পূর্ব্বভাদ্রপদে মৃত্যু, উত্তরভাদ্রপদে পঞ্চদশাহ, রেবতীতে কুড়িদিন এবং অশ্বিনীতে একদিন ও একরাত্র। (এতদ্বিষয়ে প্রমাণাদি জ্যোতিস্তত্ত্বাদি গ্রন্থে অনুসন্ধেয়।) ইহার প্রতীকারার্থ প্রথমতঃ যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন, গ্রহপূজা; গ্রহযজ্ঞ, গ্রহদান, বা গ্রহবিষয়ক মণিরত্নাদি ও ভেষজ ধারণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। জ্বর রোগ হইলে জ্বর পূজা জ্বরবলি প্রভৃতির অনুষ্ঠান আবশ্যক। সমস্ত রোগেই সর্ব্বাগ্রে প্রায়শ্চিত্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য; যেহেতু কথিত আছে যে,—

"প্রয়শ্চিত্তমকৃত্বা তু কর্ম্ম কুর্য্যান্ন কিঞ্চন।
অনিস্তীর্ণমঘং যস্মাদ্ দ্বিগুণং পরিপচ্যতে॥

পঞ্চাঙ্গ-স্বস্ত্যয়ন-বিধি

দুর্গানাম জপ, চণ্ডীপাঠ, পার্থিব শিবপূজা, নারায়ণে তুলসীদান এবং মধুসূদন নাম জপ; এই পাঁচ প্রকার কার্য্যকে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন বলে।

কর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে যথাবিধি পুণ্যাহাদি বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ গোচরবিলগ্নাদিস্থানাবস্থিতবিরুদ্ধ-রব্যাদ্যন্যতমগ্রহসংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণ- সর্ব্বারিষ্টক্ষয়-পূর্ব্বক-জীববদেতৎ-স্থূলশরীরাধিকরণক—যাবদ্রোগাণাং ঝটিতিপ্রশমনকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি (স্ত্রীশূদ্রাদিস্থলে-"তত্তন্মন্ত্র") মন্ত্রকরণক-(ইয়ৎ) সংখ্যকৈকৈকশঃসচন্দন-তুলসীপত্রদানকরণক-হরিপূজন-(ইয়ৎ) সংখ্যক-দুর্গেতি-

নাম-জপ (ইয়ৎ) সংখ্যক-মধুসূদনেতিনামজপ-পার্থিবশিবলিঙ্গচতুষ্টয়াধিকরণকশিবচতুষ্টয়-পূজা—শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাস-প্রোক্তজয়াখ্যমার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গতসাবর্ণিক-মন্বন্তরীয় ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টম ইত্যাদি-সূর্য্যাজন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতামনুরোমিত্যন্ত-সার্গল-কীলক-কবচদেবীসূক্ত-সপ্তশতিকাচণ্ডিকা-স্তোত্র (ইয়দাবৃত্তি) পাঠকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বয়ং অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণকে যথাবিধি বরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য করিবে।

তুলসীদান-বিধি

নিত্যক্রিয়ান্তে যজমান, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদির এবং নারায়ণাদির অর্চ্চনা করিয়া পুণ্যাহাদি বাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ) জীবদেতৎস্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকামুকরোগোপ-শমনকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রকরণক-ইয়ৎ সংখ্যকৈকৈ-কশঃ-সচন্দনতুলসীপত্রকরণক-হরিপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে" (পরার্থে—"করিষ্যামি)।"[১]

তৎপরে স্বয়ং বা বৃত ব্রাহ্মণ সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদনপূর্ব্বক গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (ষোড়শোপচার পূজাবিধি ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) অনন্তর নির্জ্জল সচন্দন তুলসী পত্রের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তত্ত্বমুদ্রা[২] দ্বারা (মতান্তরে—পুষ্পমুদ্রাদ্বারা) এক একটী ধরিয়া তিনবার নারায়ণ প্রদক্ষিণ করাইয়া "এতৎ সচন্দন-তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" বলিয়া চিৎভাবে নারায়ণের উপর দিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহম্" ইত্যাদি।
"ওঁ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং" ইত্যাদি।
ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতঃ শ্রীমান্ সদা বিজয়বর্দ্ধনঃ।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥

কেহ কেহ নিম্নলিখিত স্তবটীও পাঠ করেন। যথা—

ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।
বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্॥
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্॥

১। সামান্যরোগাদির প্রতীকারার্থে উক্ত তুলসীদানের সঙ্কল্পবাক্য লিখিত হইল। পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নের অঙ্গীভূত তুলসীদানের সঙ্কল্পবাক্য পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন বিধিতে দ্রষ্টব্য।

২। তত্ত্বমুদ্রা—দক্ষিণহস্তে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অনামিকাগ্রসংযোগ।

গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্তমপরাজিতম্।
অধোক্ষজং জগদ্বীজং সর্গস্থিত্যন্তকারিণম্॥
অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসাঙ্ক জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্॥
প্রপদ্যেঽহং সদা দেবং সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধয়ে॥

অনন্তর বন্দনা করিবে।—

ওঁ প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্।
নামান্যেতানি সঙ্কীর্ত্ত্য গতার্থং প্রার্থয়েন্নরঃ॥
ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ হরে সংসার সাগরাৎ।
ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো॥
সর্ব্বলোকেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে।
দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ॥
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখঘ্ন রোগশোকার্ণবাদ্ধরে।
দুর্গতাৎ ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ॥
সোঽহং দেবাতিদুর্ব্বৃত্তস্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ।
পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতা॥"

অনন্তর "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া প্রদত্ত তুলসী পত্র অপসারণ করিয়া হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক উক্ত নিয়মে অন্য একটী তুলসী পত্র প্রদান করিবে। এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্রই অবলম্বনীয়। অসমর্থ হইলে সর্ব্বশেষে স্তব পাঠেরও বিধান আছে। স্তবপাঠান্তে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ও প্রণাম করিয়া দক্ষিণা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিবে।

চণ্ডীপাঠ

শান্তিকামনায় চণ্ডীপাঠে কালাকালের বিচার নাই; পরন্ত অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমী তিথিতে দেবীমাহাত্ম্য পাঠের প্রশস্ততা আছে। দেবীমাহাত্ম্যে স্বয়ং দেবী বলিয়াছেন—

"শান্তি কর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম॥
উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম॥"

"অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্মমুত্তমম্॥
ন তেষাং দুষ্কৃতং দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥" ইত্যাদি।[১]

মধুসূদননাম জপ

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান বা বৃত ব্রাহ্মণ সামান্যার্ঘ্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত-বিধানে "ওঁ মধুসূদনায় নমঃ" অথবা "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে মধুসূদনের ষোড়শোপচারে পূজা করত পূর্ব্বোক্ত স্তবাদি পাঠ করিবে। তৎপরে জপের আদিতে প্রাণায়ামত্রয় করিয়া করাঙ্গন্যাস ও প্রণবপুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করত মধুসূদন-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে "মধুসূদনঃ মধুসূদনঃ" বলিয়া জপ করিবে।

চাউল, যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, চন্দন ও হস্তপর্ব্ব দ্বারা জপ সংখ্যা রাখিতে নাই। পরন্তু লাক্ষা, সিন্দুর, মটর, গোময়গুটিকা প্রভৃতি দ্বারা জপ সংখ্যা রাখিবে।[২] সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে নিষ্ফল হয়। সর্ব্ববিধ জপের পর আটবার অধিক জপ করিবে। প্রত্যেক একশতবার জপের পর জপসংখ্যা রাখিবে। জপান্তে প্রাণায়াম[৩] ও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিয়া গোযোনিমুদ্রায় কুশ, পুষ্প, ও জল লইয়া "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্তব পাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাদানাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। পঞ্চাঙ্গ-স্বস্ত্যয়ন স্থলে একযোগে সঙ্কল্প হইলে প্রত্যেক কর্ম্মের অন্তে দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য।

দুর্গানাম জপ

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান বা বৃত ব্রাহ্মণ সামান্যার্ঘ্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক জলে বা শালগ্রামচক্রে গণেশাদি দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দিক্পাল প্রভৃতির পূজা পূর্ব্বক "হ্রীং" মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—

"ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ দুর্গে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ভূতরক্ষিণি অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, অঙ্গন্যাস।—ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি।

অনন্তর "ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতার পূজা করিবে। প্রথমতঃ সাধারণ পীঠন্যাসোক্ত বিধানে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি "হ্রীং জ্ঞানাত্মনে

১। চণ্ডীপাঠের বিধি ও বিস্তৃত বিবরণ মৎসম্পাদিত "সটীকানুবাদ চণ্ডীতে দ্রষ্টব্য।

২। "নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ। ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ॥" "লাক্ষাকুশীদসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্। বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ॥"

৩। "জপস্যাদৌ জপান্তে চ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ"।

নমঃ” ইত্যন্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া “আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, (মধ্যে) অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ, (তদুপরি) ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ মন্ত্রে পীঠশক্তি পূজা করিবে।

তৎপরে পুনরায় ধ্যান করিয়া “ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা এতৎ আসনং হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। অতঃপর আবরণ দেবতার পূজা করিবে। প্রথমতঃ পঞ্চোপচারে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জং জয়ায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে জয়ার পূজা করিয়া “বিং বিজয়ায়ৈ, কীং কীর্ত্ত্যৈ, প্রীং প্রীত্যৈ, প্রং প্রভায়ৈ, শ্রং শ্রদ্ধায়ৈ, শ্রুং শ্রুত্যৈ, মং মেধায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে বিজয়া প্রভৃতি আবরণ দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া দুর্গানাম জপ করিবে। জপের নিয়ম মধুসূদননামজপবিধিবৎ জানিবে। তৎপরে “ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং” ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া “ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া নিম্নস্থ স্তব পাঠ করিবে। যথা—

“ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।
সর্ব্বলোক-প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাম্॥
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বলোক ভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশ-বিষ্ণু-নমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্॥
বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং দিব্যস্থান-নিবাসিনীম্।
যোগিনীং যোগমায়াঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥
ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বর-প্রিয়াম্।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্॥
য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াদ্বাপি যো নরঃ।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মোদতে দুর্গয়া সহ॥

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে দুর্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্। ওঁ তৎসৎ।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। যথা—

“ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥
ভূত-প্রেত-পিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ সুরেশ্বরি।
দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো রক্ষ মাং সদা॥”

তৎপরে প্রণাম করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক কার্য্য শেষ করিবে।

পার্থিব-শিবপূজা-বিধি

নন্দিপুরাণে উক্ত আছে—যে ব্যক্তি পার্থিব শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি আয়ুষ্মান্, বলবান্, শ্রীমান্, পুত্রবান্, ধনী ও সুখী হয় এবং অভীষ্ট বর লাভ করিয়া থাকে।

"আয়ুষ্মান্ বলবান্ শ্রীমান্ পুত্রবান্ ধনবান্ সুখী।
বরমিষ্টং লভেন্নিত্যং পার্থিবং নঃ সমর্চ্চয়েৎ"—নন্দিপুরাণম্।

গোময় ভস্মদ্বারা ললাটে ও বাহুদ্বয়ে ত্রিপুণ্ড্র করিয়া রুদ্রাক্ষমালা ধারণ পূর্ব্বক উত্তরমুখে বসিয়া শিবপূজা করিতে হয়। অন্যথা পূজা করিলেও কোন ফল হয় না। গোময় ভস্মের অভাবে গঙ্গামৃত্তিকায়ও ত্রিপুণ্ড্র করা যাইতে পারে।১

শিবলিঙ্গ-গঠন ও পূজাদি

"ওঁ হরায় নমঃ" মন্ত্রে এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা লইয়া "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া কাংস্যাদি পাত্রে বিল্বপত্রোপরি স্থাপন পূর্ব্বক ত্রিপুণ্ড্র ও মালাধারণ করিয়া আচমন, শিখাবন্ধন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদির ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম, করশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকা, বাহ্যমাতৃকা ও সংহারমাতৃকান্যাস করিয়া সমর্থ হইলে মাতৃকাস্থানে শ্রীকণ্ঠন্যাস (চন্দ্রমৌলিন্যাস) করিবে। যথা—

"অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ, (নমঃ সর্ব্বত্র,) আং অনন্তবিরজাভ্যাং, ইং সূক্ষ্মশাল্মলীভ্যাং, ঈং ত্রিমূর্ত্তিলোলাক্ষীভ্যাং। উং অমরেশ্বরবর্ত্তুলাক্ষীভ্যাং, ঊং অর্ঘীশদীর্ঘ-ঘোণাভ্যাম্, ঋং ভারভূতিসুদীর্ঘমুখীভ্যাং, ৠং অতিথীশগোমুখীভ্যাং ঌং স্থাণুকদীর্ঘ-জিহ্বাভ্যাং, ৡং হরকুণ্ডোদরীভ্যাং, এং ঝিণ্টীশোর্দ্ধমুখীভ্যাং ঐং ভৌতিকেশবিকৃতিমুখীভ্যাং, ওঃ সদ্যোজাতজ্বালামুখীভ্যাং, ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যা, অং অক্রুরসুশ্রীমুখীভ্যাং, অঃ মহাসেনবিদ্যামুখীভ্যাং, কং ক্রোধীসর্ব্বসিদ্ধিমহাকালীভ্যাং, খং চণ্ডেশসর্ব্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং, গং পঞ্চান্তকগৌরীভ্যাং, ঘং শিকোত্তমত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যং, ঙং একরুদ্রমন্ত্রশক্তিভ্যাং, চং কূর্ম্মাত্মশক্তিভ্যাং, ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং, জং চতুরাননলম্বোদরীভ্যাং, ঝং অজেশদ্রাবিণীভ্যাং, ঞ সর্ব্বনাগরীভ্যাং, টং সোমেশখেচরীভ্যাং, ঠং লাঙ্গলিমঞ্জরীভ্যাং, ডং দারুকরূপিণীভ্যাং, ঢং অর্দ্ধনারীশ্বরবীরিণীভ্যাং, ণং উমাকান্তকাকোদরীভ্যাং, তং আষাঢ়িপুতনাভ্যাং, থং দণ্ডিভদ্রকালীভ্যাং, দং অদ্রিযোগিনীভ্যাং, ধং মীনশঙ্খিনীভ্যাং, নং মেষগর্জ্জিনীভ্যাং, পং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং, ফং শিখিকুব্জিনীভ্যাং, বং ছগলণ্ড-

১। 'বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া। পুজিতোঽপি মহাদেব ন স্যাত্তস্য ফলপ্রদঃ। তস্মান্ দাপি কর্ত্তব্যং ললাটেঽপি ত্রিপুণ্ড্রকম্॥"

কপর্দ্দিনীভ্যাং, ভং দ্বিরণ্ডেশবজ্রাভ্যাং, মং মহাকালজয়াভ্যাং, যং ত্বগাত্মবালিস্মুখেশ্বরীভ্যাং, রং অসৃগাত্মভুজঙ্গেশরেবতীভ্যাং, লং মাংসাত্মপিনাকীশমাধবীভ্যাং, বং মেদাত্মখড়্গীশবারুণীভ্যাং, শং অস্থ্যাত্মবকেশবায়বীভ্যাং, ষং মজ্জাত্মশ্বেতরক্ষোবিদারিণীভ্যাং সং শুক্রাত্মভৃগ্বীশসজাভ্যাং, হং প্রাণাত্মনকুলীশলক্ষ্মীভ্যাং, লং বীজাত্মশিবব্যাপিনীভ্যাং, ক্ষং ক্রোধাত্মসংবর্ত্তকমায়াভ্যাম্।"

অনন্তর "হৌঁ" মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া পীঠন্যাস করিবে। যথা—সাধারণ পীঠন্যাসক্রমে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ" পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি-অষ্টকেশরে ন্যাস করিবে। যথা—"ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ, কাল্যৈ, কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ, (মধ্যে) মনোন্মথন্যৈ, (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।

তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—"অস্য ষড়ক্ষরশিবমন্ত্রস্য বামদেবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্চন্দ ঈশানো দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। (মস্তকে) ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। (মুখে) ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে) ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ।"

তৎপরে সমর্থ হইলে মূর্ত্তিন্যাস করিবে এবং করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া শক্ত হইলে গোলকন্যাসও করিবে। মূর্ত্তিন্যাস যথা—

তর্জ্জনীদ্বয়ে—"ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ"। মধ্যমাদ্বয়ে—"ওঁ মং অঘোরায় নমঃ"। কনিষ্ঠাদ্বয়ে——"ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ অনামিকাদ্বয়ে—"বাং বামদেবায় নমঃ"। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—"য়ং ঈশানায় নমঃ"। মুখে—"ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ"। হৃদয়ে—"মং" অঘোরায় নমঃ"। পাদদ্বয়ে—"শিং সদ্যোজাতায় নমঃ"। গুহ্যে—"বাং বামদেবায় নমঃ"। মস্তকে—"য়ং ঈশানায় নমঃ"। শিবলিঙ্গের পূর্ব্বমুখে—"ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ"। দক্ষিণমুখে—"মং অঘোরায় নমঃ"। পশ্চিমমুখে—"শিং সদ্যোজাতায় নমঃ"। উত্তরমুখে—বাং বামদেবায় নমঃ"। মধ্যমুখে—"য়ং ঈশানায় নমঃ"।

করন্যাস যথা—"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস।—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মং শিখায়ৈ বষট্। শিং কবচায় হুং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

গোলকন্যাস।—হৃদি—ওঁ নমঃ। মুখে—নং নমঃ। স্কন্ধদ্বয়ে—মং নমং, শিং নমঃ। উরুদ্বয়ে—বাং নমঃ, য়ং নমঃ। কণ্ঠে—ওঁ নমঃ। নাভৌ—নং নমঃ॥ পার্শ্বদ্বয়ে—মং নমঃ, শিং নমঃ। পৃষ্ঠে—বাং নমঃ। হৃদয়ে—য়ং নমঃ। মস্তকে—ওঁ নমঃ। মুখে—নং নমঃ। করসন্ধিতে—মং নমঃ। করাগ্রে—শিং নমঃ। পাদসন্ধিতে—বাং নমঃ। পদাগ্রে—য়ং নমঃ। মস্তকে—ওঁ নমঃ। মুখে—নং নমঃ। হৃদয়ে—মং

নমঃ। কুক্ষিতে—শিং নমঃ। উরুতে—বাং নমঃ। পাদদ্বয়ে—য়ং নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ নমঃ। মুখে—নং নমঃ। টঙ্কমুদ্রায়—মং নমঃ। মৃগমুদ্রায়—শিং নমঃ। অভয়মুদ্রায়—বাং নমঃ। বরমুদ্রায়—য়ং নমঃ। মুখে—ওঁ নমঃ। স্কন্ধে—নং নমঃ। হৃদয়ে—মং নমঃ। পাদে—শিং নমঃ। উরুতে—বাং নমঃ। জঠরে—য়ং নমঃ। মস্তকে—ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ॥ ললাটে—ওঁ মং অঘোরায় নমঃ। উদরে—শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। স্কন্ধে—বাং বামদেবায় নমঃ। হৃদয়ে—য়ং ঈশানায় নমঃ।"

অনন্তর "ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে"॥ এই মন্ত্রে ৫ পাঁচ বার বা ৭ সাত বার ব্যাপকন্যাস করিয়া ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করত "ওঁ পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি প্রকারে আবাহন করিয়া "ইদং স্নানীয়জলং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ" মন্ত্রে স্নান করাইয়া বজ্রটী নামাইয়া পিনেটের গোড়ায় রাখিবে॥[১] পরে শিবের ধ্যান, মানসোপচার পূজা, বিশেষার্ঘ্য-স্থাপন ও পুনরায় ধ্যান করিয়া শিবলিঙ্গোপরি পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিয়া গৌরীপীঠে পূর্ব্বাদিক্রমে বামাবর্ত্তে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে বিল্বপত্রাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া গালবাদ্য ও প্রণাম করত "ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। গালবাদ্যানন্তর সমর্থ হইলে স্তব-কবচ পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। বিসর্জ্জনান্তে কিঞ্চিৎ নির্ম্মাল্য লইয়া ঈশান্ কোনস্থ মণ্ডলে "ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে স্থাপন করিবে। তৎপরে শিবলিঙ্গ ও নির্ম্মাল্য জলে বা বিল্ববৃক্ষ মূলে স্থাপন করিবে।

পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গে পূজা করিতে হইলে "ইদং স্নানীয়জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া স্নান করাইতে হইবে। বাণলিঙ্গ কিম্বা শালগ্রাম চক্রে অথবা জলে পূজা করিলে ঐরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবে; কিন্তু আবাহন ও বিসর্জ্জন করিবে না। শিবের কোন প্রসিদ্ধ নাম থাকিলে তাহাও বলিবে। যথা—"এতৎ আসনং ওঁ বিশ্বেশ্বরায় শিবায় নমঃ" ইত্যাদি। স্ত্রী শূদ্র ও অনুপনীত দ্বিজের শালগ্রাম শিলায় পূজা বিহিত নহে। উঁহাদের স্পৃষ্ট শিলায় ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে নাই; তবে অনাদি লিঙ্গ হইলে করিতে পারেন। দুইটী লিঙ্গে একত্র পূজা করিতে নাই; পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে হয়।

গ্রহশান্তি

গ্রহগণ গোচরে, অষ্টবর্গে, দশাতে বা অন্তর্দ্দশাতে অশুভ হইলে তৎপ্রতীকারার্থ বিহিত দানাদি করিলে শুভ হয়। দেব-ব্রাহ্মণ পূজা, গুরুজনের বাক্য পালন, সাধুগণের

১। কেহ কেহ এস্থলে "ভূতশুদ্ধ্যাদিকাং পূজাং সমাপ্য তত্র পূজয়েৎ। গণেশ-সূর্য্য-বিষ্ণ্বীশ-দুর্গাশ্চাবাহ্য মন্ত্রবিৎ॥" তন্ত্রসার ধৃত আগম কল্পতরুর এই বচনকে প্রমাণ গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, কিন্তু ইহা সর্ব্বসম্মত নহে।

সহিত আলাপ, বেদ পাঠ, সৎকথা কীর্ত্তন, হোম ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান, মনের পবিত্রতা সম্পাদন, ইষ্টমন্ত্র জপ এবং গ্রহোদ্দেশ্যে দান প্রভৃতি করিলে মানব গ্রহপীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। প্রমাণ—

"যে খেচরা গোচরতোঽষ্টবর্গ, দশাক্রমাদ্বাপ্যশুভা ভবন্তি।
দানাদিনা তেঽতিতরাং প্রসন্ন-স্তেনাধুনা দানবিধিং প্রবচ্মি॥"

"দেবব্রাহ্মণপূজনাৎ গুরুবচঃসম্পাদনাৎ প্রত্যহং,
সাধুনামথ ভাষণাৎ শ্রুতিবচঃ শ্রেয়ঃকথাকীর্ত্তনাৎ।
হোমাদধ্বরদর্শনাৎ শুচিমনো ভাবাজ্জপাদ্দানতো,
নো কুর্ব্বন্তি কদাচিদেব পুরুষস্যৈব গ্রহাঃ পীড়নম্॥"

গ্রহগণ বিষম স্থানস্থ হইয়া অনিষ্টসূচক হইলে তৎপ্রতীকারার্থ যে গ্রহের যে দ্রব্য প্রিয়, সেই দ্রব্য যথাবিধি অর্চ্চন ও উৎসর্গ করিয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেবে এবং ধারণীয় বস্তু নিজে ধারণ করিবে।

"যদ্যদ্গ্রহস্য যদ্ দ্রব্য তৎ তস্মিন্ বিষমে স্থিতে।
দদ্যাৎ সৎকৃত্য বিপ্রেভ্যঃ স্বয়ঞ্চ বিভৃয়াৎ সদা॥"

রবির দান—মাণিক্য (অভাবে মূল্য), গোধূম, সবৎসা ধেনু, কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র, গুড়, স্বর্ণ, তাম্র, রক্তচন্দন, রক্তপদ্ম ও আতপ তণ্ডুল, এই সমস্ত দ্রব্য সবস্ত্র, দক্ষিণার সহিত স্ব স্ব মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। প্রমাণ যথা—

"মাণিক্য-গোধূম-সবৎসধেনুঃ কুসুম্ভবস্ত্রং গুড়হেমতাম্রম্।
আরক্তকং চন্দনমম্বুজঞ্চ বদন্তি দানানি বিরোচনায়॥"

চন্দ্রের দান—রজতপাত্রে তণ্ডুল, কর্পূর, মুক্তা, শুক্লবস্ত্র, রৌপ্য, বৃষ (অভাবে মূল্য—৫ কাহন কড়ি), ঘৃতপূর্ণকুম্ভ, এই সমস্ত চন্দ্রকে দান করিবে। প্রমাণ—

"সদ্বংশপাত্রস্থিততণ্ডুলাশ্চ কর্পূরমুক্তাফলশুভ্রবস্ত্রম্।
যুগোপযুক্তং বৃষভঞ্চ রৌপ্যং, চন্দ্রায় দদ্যাৎ ঘৃতপূর্ণকুম্ভম্॥

মঙ্গলের দান—প্রবাল, গোধূম, মসূরডাল, অরুণবর্ণ বৃষ, গুড়, সুবর্ণ, রক্তবস্ত্র, করবীর পুষ্প ও তাম্র, এই সকল দ্রব্য মঙ্গলকে দান করিবে। প্রমাণ—

"প্রবাল-গোধূম-মসূরিকাশ্চ বৃষোঽরুণশ্চাপি গুড়ঃ সুবর্ণম্।
আরক্তবস্ত্রং করবীরপুষ্পং তাম্রং হি ভৌমায় বদন্তি দানম্॥"

বুধের দান—নীলবস্ত্র, স্বর্ণ, কাংস্য, মুগ, পীতবর্ণ পুষ্প, দ্রাক্ষা, হস্তিদন্ত, এই সকল দ্রব্য বুধকে দান করিবে। প্রমাণ—

"চেলঞ্চ নীলং কলধৌতকাংস্যং মুদ্গাশ্চ গৌরাত্মকমর্ব্বপুষ্পম্।
দ্রাক্ষা চ দন্তো দ্বিরদস্য নূনং বদন্তি দানং বিধুনন্দনায়॥"

বৃহস্পতির দান—চিনি, দারুহরিদ্রা, অশ্ব (অভাবে মূল্য ৬৷০), পীতধান্য, পীতবস্ত্র,

পুষ্পরাগ মণি, লবণ, স্বর্ণ, এই সকল দ্রব্য বৃহস্পতিকে দান করিবে। প্রমাণ—

"শর্করা চ রজনী তুরঙ্গমঃ পীতধান্যমপি পীতমম্বরম্।
পুষ্পরাগলবণে চ কাঞ্চনং প্রীতয়ে সুরগুরোঃ প্রদীয়তাম্॥

শুক্রের দান—বিচিত্র বস্ত্র, শ্বেত অশ্ব, ধেনু, বজ্র (হীরক), রৌপ্য, সুবর্ণ, সুগন্ধ তণ্ডুল, এই সকল দ্রব্য শুক্রকে দান করিবে। প্রমাণ—

"চিত্রাম্বরং শুভ্রতরস্তুরঙ্গো ধেনুশ্চ বজ্রং রজতং সুবর্ণম্।
সুতণ্ডুলঞ্চোত্তমগন্ধযুক্তং বদন্তি দানং ভৃগুনন্দনায়॥"

শনির দান—মাষকলাই, তৈল, নীলকান্তমণি, কৃষ্ণতিল, কুলথ, মহিষ, লৌহ, এই সকল দ্রব্য সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত শনিকে দান করিবে। প্রমাণ—

"মাষাশ্চ তৈলং বিমলেন্দ্রনীলং তিলাঃ কুলথাঃ মহিষশ্চ লৌহম্।
সদক্ষিণঞ্চেতি বদন্তি নূনং দুষ্টস্য দানং রবিনন্দনস্য॥"

রাহুর দান—গোমেদ রত্ন, অশ্ব (অভাবে মূল্য ৬।০), নীলবস্ত্র, কম্বল, কৃষ্ণতিল লৌহপাত্রে কৃষ্ণতিলের তৈল, এই সকল দ্রব্য রাহুকে দান করিবে। প্রমাণ—

"গোমেদরত্ন তুরঙ্গমশ্চ সুনীলচেলানি চ কম্বলশ্চ।
তিলাশ্চ তৈলং খলু লৌহমিশ্রং স্বর্ভানবে দানমিদং বদন্তি॥"

কেতুর দান—বৈদূর্য্য মণি, তিল, তিলতৈল, কম্বল, মৃগমদ (কস্তূরী) ও খড়্গ, এই সকল দ্রব্য কেতুকে দান করিবে। ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন। প্রমাণ—

"বৈদূর্য্যরত্নং সতিলঞ্চ তৈলং সুকম্বলঞ্চাপি মদো মৃগস্য।
শস্ত্রঞ্চ কেতোঃ পরিতোষহেতোরুদীরিতং দানমিদং মুনীন্দ্রৈঃ॥"

সবস্ত্র সকল দানই স্বস্বমন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দিবে। দানান্তে দক্ষিণা দিবে। গ্রহসম্বন্ধীয় দান ও দক্ষিণা গ্রহবিপ্রের প্রাপ্য, অথবা নিষ্ফল হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রহদান কিম্বা দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণের ইহলোকে দারিদ্র্য ও জন্মান্তরে চণ্ডালযোনিতে জন্ম হয়। প্রমাণ যথা—

"গ্রহে দেয়ানি দানানি গ্রহে দেয়া চ দক্ষিণা।
গ্রহবিপ্রায় দাতব্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"
"লোভাদ্ গৃহ্লাতি যো বিপ্রো জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
ইহলোকে দরিদ্রঃ স্যান্মৃতে চণ্ডালযোনিজঃ॥"

রব্যাদি গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইলে নিম্নলিখিত রত্নসমূহ শোধন পূর্ব্বক ধারণ করিলে বিরুদ্ধ গ্রহজনিত অশুভের শান্তি হইয়া থাকে,—রবির জন্য বৈদূর্য্য, চন্দ্রের জন্য নীলকান্তমণি, মঙ্গলের জন্য মাণিক্য, বুধের জন্য পদ্মরাগ, বৃহস্পতির জন্য মুক্তা, শুক্রের জন্য হীরক, শনির জন্য ইন্দ্রনীল, রাহুর জন্য গোমেদ এবং কেতুর জন্য পান্না। প্রমাণ যথা—

"বৈদূর্য্যং বিগুণে সূর্য্যে নীলঞ্চ শশলাঞ্ছনে।
আবনেয়ে চ মাণিক্যং পদ্মরাগং শশাঙ্কজে ॥
গুরৌ মুক্তা ভৃগৌ বজ্রং শনৌ নীলং শুভং বিদুঃ।
রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতন্তথা ॥"

গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইলে নিম্নলিখিত রত্নাদি উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিলে অনিষ্ট শান্তি হইয়া থাকে,—রবির জন্য মাণিক্য; চন্দ্রের জন্য উৎকৃষ্ট মুক্তা, মঙ্গলের জন্য প্রবাল, বুধের জন্য পান্না, বৃহস্পতির জন্য পুষ্পরাগ, শুক্রের জন্য হীরক, শনির জন্য উৎকৃষ্ট নীলকান্তমণি, রাহুর জন্য গোমেদ এবং কেতুর জন্য বৈদূর্য্য রত্ন। প্রমাণ যথা—

"মাণিক্যং তরণেঃ সুজাত্যমমলং মুক্তাফলং শীতগোঃ,
মাহেয়স্য চ বিক্রমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্।
দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনে-
র্নীলং নির্ম্মলমন্যয়োশ্চ গদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে ॥"

সূর্য্যাদি গ্রহগণের অশুভস্থানস্থিত্যাদি জনিত অনিষ্টের প্রতিকারার্থ বাহুতে নিম্নলিখিত ধাতু প্রভৃতি ধারণ করিলে অনিষ্টের নাশ হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ সূর্য্যের জন্য তাম্র, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের স্বর্ণ, বৃহস্পতির মুক্তা, শুক্রের মণি, শনির সীসক, রাহুর লৌহ, কেতুর রাজপট্ট (রায়িয়াটী) ধারণ বিহিত। প্রমাণ—

"দোষো ন স্যাদ্ গ্রহাণামশিশিরকিরণে তাম্রমিন্দৌ চ শঙ্খং,
পৃথ্বীপুত্রে প্রবালং শশধর-তনয়ে শাতকৌম্ভং ভুজেন
দেবাচার্য্যে চ মুক্তাং মণিমসুরগুরৌ সীসকং সূর্য্যসূনৌ,
রাহৌ লৌহং ত্বরিষ্টে মলয়জতনয়ে রাজপট্টং বিভর্ত্তুঃ ॥"

নিম্নলিখিত ঔষধি ধারণ করিলে বিরুদ্ধ-গ্রহজনিত অশুভের শান্তি হইয়া থাকে। —সূর্য্যে বিল্বমূল, চন্দ্রে ক্ষীরাই মূল, মঙ্গলে অনন্তমূল, বুধে বৃদ্ধদারকের মূল, বৃহস্পতিতে ব্রহ্মষষ্টির মূল, শুক্রে সিংহপুচ্ছের (রামবাসকের) মূল শনিতে বেড়েলা মূল, রাহুতে চন্দনমূল, কেতুতে অশ্বগন্ধামূল ধারণীয়। প্রমাণ—

"মূলং ধার্য্যং ত্রিশূল্যাং সবিতরি বিগুণে ক্ষীরিকামূলমিন্দৌ,
জিহ্বাহের্ভূমিপুত্রে রজনিকরসুতে বৃদ্ধদারস্য মূলম্।
ভার্গ্যা জীবেঽথ শুক্রে ভবতি শুভকরং সিংহপুচ্ছস্য মূলম্,
বাট্যালাঞ্চার্কপুত্রে তমসি মলয়জং কেতুদোষেঽশ্বগন্ধম্ ॥"

গ্রহপূজা

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনকৃত সংস্কারতত্ত্ব-ধৃত দীপিকাবচনে জানা যায় যে, গ্রহগণ গোচরস্থ বা বিলগ্নস্থ হইয়া অনিষ্টসূচক হইলে তৎপ্রতীকারার্থ যথাবিধি বিরুদ্ধগ্রহের অর্চ্চনা করিলে অশুভের শান্তি হয়। প্রমাণ—

"গোচরে বা বিলগ্নে বা যে গ্রহা রিষ্ট সূচকাঃ।
পূজয়েত্তান্ প্রযত্নেন পূজিতাঃ স্যুঃ শুভাবহাঃ॥"

পূজান্তে জপ, হোম, তর্পণ অভিষেক ও বলিপ্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। বিরুদ্ধ গ্রহের ষোড়শোপচারে পূজা কর্ত্তব্য। যত সংখ্যক জপ হইবে, তাহার দশাংশ হোম, তাহার দশাংশ তর্পণ এবং তাহার দশাংশ অভিষেক করিবে। সাধ্যানুসারে অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার পূজা করিবে।

যজমান নিত্যক্রিয়ান্তে সূর্য্যার্ঘ্যদান করিয়া প্রথমতঃ স্বস্তিবাচন করিবে। যথা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শান্তিকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (বারত্রয় পাঠ্য) এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া স্বস্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া জলে বা শালগ্রামে গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া "সূর্য্য সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা গোচরবিলগ্নাদিস্থ-বিরুদ্ধ-রব্যাদি[১] গ্রহসংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণা-পদ্ধেতুভূত-দুরদৃষ্ট-প্রশমনকামোঽমুকগ্রহপূজনমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঈশানকোণে জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বস্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। স্বয়ং কার্য্যকরণে সমর্থ না হইলে ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। বরণের বাক্য মাত্র লিখিত হইল; অন্যান্য কর্ম্ম, তুলাপুরুষদানবৎ জানিবে। বরণবাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত গ্রহপূজনকর্ম্মণি তৎকার্য্য-করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।"

অনন্তর যজমান বা বৃত ব্রাহ্মণ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট ও কুশহস্ত হইয়া আচমনাদি করত গ্রহমণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তৎপরে গণেশাদির অর্চ্চনা করা আবশ্যক। যে দেবতারই পূজা করা হউক, তাহাতে আচমন প্রভৃতি ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারধৃত আগমকল্পতরুতে আছে,—

"ভূতশুদ্ধ্যাদিকাং পূজাং সমাপ্য তত্র পূজয়েৎ,
গণেশ-সূর্য্য-বিষ্ণ্বীশ-দুর্গাশ্চাবাহ্য মন্ত্রবিৎ॥"

তৎপরে গ্রহমণ্ডলে সূর্য্যাদির ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। সূর্য্যের পূজায় রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, সগুগ্‌গুল-ধূপ, রক্তপুষ্পের মাল্য ও রক্তবস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার্য্য।

সূর্য্যধ্যান—ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কলিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্॥

আবাহন মন্ত্র—'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ কলিঙ্গদেশোদ্ভব কাশ্যপগোত্র রক্তবর্ণ ভোঃ সূর্য্য

১। কোনও একটি গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে সেই গ্রহের মাত্র নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইত্যাদি। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি। মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়।

পূজান্তে ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শৈবমালাতে ছয় হাজার উক্ত মন্ত্র জপ করিবে তৎপরে যথাবিধি বহ্নিস্থাপন করিয়া 'কপিল' নামক বহ্নির নামকরণ ও পূজাদি করিয়া আকন্দ কাষ্ঠের সমিধ দ্বারা জপ-সংখ্যার দশাংশ অর্থাৎ ছয়শত হোম করিবে। হোমের মন্ত্রাদি গ্রহহোমবিধিতে দ্রষ্টব্য। হোমান্তে ষষ্টিসংখ্যক (৬০) তর্পণ ও ছয়টী অভিষেক করিবে। অনন্তর গুড়মিশ্রিত তণ্ডুল বলি দিবে তৎপরে প্রার্থনা করিবে। যথা—

ওঁ বন্ধূকপুষ্পসঙ্কাশো রক্তোৎপল-সমপ্রভঃ।
লোকনাথো জগদ্দীপঃ শান্তিং যচ্ছতু ভাস্করঃ॥

সূর্য্যের দক্ষিণে অধিদেবতা শিব ও বামে প্রত্যধিদেবতা বহ্নির পূজা করিবে; তৎপরে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, প্রবাল, ধেনু, তাম্র ও উপবীত দক্ষিণা দিবে।

সোমের ধ্যান—ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্॥
দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহ্বয়েত্তথা॥

আবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্যমুনাতীরদেশোদ্ভব আত্রেয়গোত্র শুক্লবর্ণ ভোঃ সোম ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র— ওঁ দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥

মন্ত্র—"ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়।"

সোমের পূজায় শ্বেতপুষ্প, শ্বেতচন্দন, শ্বেতপুষ্পের মাল্য, শুক্লবস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যক। পূজান্তে ঘৃত-পায়স বলি দিয়া অধোহস্ত হইয়া শক্তিমালাতে পঞ্চদশ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে পলাশ কাষ্ঠের সমিধ্ দ্বারা 'পিঙ্গল' নামক বহ্নিতে এক হাজার পাঁচশত হোম করিবে। হোমান্তে দেড়শত তর্পণ ও পঞ্চদশ অভিষেক করিবে। তৎপরে অধিদেবতা উমা ও প্রত্যধিদেবতা অপের পূজা করিয়া শঙ্খ দক্ষিণা দিবে। সমর্থ হইলে শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র, শুক্লবর্ণ ধেনু, দুগ্ধপূর্ণ শঙ্খ ও রৌপ্যময় চন্দ্র দান করিবে।

মঙ্গলের ধ্যান—ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।
আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরম্।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ।
স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥

আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ অবন্তিদেশোদ্ভব ভরদ্বাজগোত্র রক্তবর্ণ ভোঃ ভৌম ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র— ওঁ ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥

মন্ত্র—"ওঁ হুঁ শ্রীং মঙ্গলায়।"

মঙ্গলের পূজায় পুষ্প, চন্দন, বস্ত্র প্রভৃতি রক্তবর্ণ হইবে। পূজান্তে যাবকান্ন (যাউ) বলি দিয়া ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে আটহাজার মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে খদির-কষ্ঠের সমিধ্ দ্বারা 'ধূপ'নামক অগ্নিতে আটশত হোম করিয়া অশীতি সংখ্যক (৮০) তর্পণ করিবে। তর্পনান্তে আটবার অভিষেক করিবে। অনন্তর অধিদেবতা স্কন্দ ও প্রত্যধিদেবতা ক্ষিতির পূজা করিয়া রক্তবর্ণ বৃষ দক্ষিণা দিবে। সমর্থ হইলে প্রবাল, রক্তবর্ণ বৃষ, তাম্র, ও মসুর দান করিবে। অবশেষে একটী ব্রাহ্মণ ও একটী সন্ন্যাসী ভিক্ষুককে ভোজন করাইবে।

বুধের ধ্যান—"ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্ম-গদা-বরদ-খড়্গিনম্॥
সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধিদেবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র—"ভূর্ভুবঃস্বর্মগধদেশোদ্ভব আত্রেয়গোত্র পীতবর্ণ ভোঃ বুধ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—"ওঁ প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌমং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়।"

পূজান্তে ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে উক্ত মন্ত্র সতের হাজার জপ করিবে। তৎপরে যথাবিধি বহ্নিস্থাপন ব্রহ্মস্থাপন প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে 'জঠর' নামক" বহ্নির আবাহন ও পূজাদি করত অপামার্গের সমিধ্ দ্বারা সপ্তদশশত হোম করিবে। হোমের দশাংশ অর্থাৎ ১৭০ বার তর্পণ করিবে। পরে সপ্তদশ অভিষেক কর্ত্তব্য। বুধের অধিদেবতা নারায়ণ এবং প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণু; উহাদের যথাবিধি পূজাদি কর্ত্তব্য। কর্ম্মান্তে স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে এবং দুইটী ব্রাহ্মণ ও একটী শিশুকে ভোজন করাইবে। দানে কুঙ্কুমবাসিত বসন, যজ্ঞসূত্র, কাঞ্চন ও চন্দন ব্যবহার্য্য।

বৃহস্পতি-ধ্যান—"ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্।
ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষোর্দ্ধাদক্ষ-বরদ-করকা-দণ্ডমাহ্বয়েৎ।
ব্রহ্মাধিদৈবতং সূর্য্যাস্য মিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ সিন্ধুদেশোদ্ভব আঙ্গিরসগোত্র পীতবর্ণ ভো বৃহস্পতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র— "ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে"।

বৃহস্পতির পূজায় পীতবর্ণপুষ্প ও বস্ত্রাদি ব্যবহার্য্য। পূজান্তে শুদ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে ঊনবিংশ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে যথাবিধি স্থাপিত শিখিনামা বহ্নিতে অশ্বত্থ বৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা ঊনবিংশ শত হোম করিবে। হোমান্তে একশত নবতি (১৯০) তর্পণ ও ঊনবিংশ অভিষেক করিবে। বৃহস্পতির অধিদেবতা ব্রহ্মা ও প্রত্যধিদেবতা ইন্দ্র, উঁহাদের যথাশক্তি পূজাদি কর্ত্তব্য। কর্ম্মান্তে পীতবর্ণ বস্ত্রযুগল দক্ষিণা এবং মুক্তা, কাঞ্চন, পীতবর্ণ অশ্ব, যজ্ঞোপবীত ও ফল দান করিবে। সর্ব্বশেষে দুইটী ব্রাহ্মণ ও দুইটী জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে ভোজন করাইবে।

শুক্রের ধ্যান—"ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।
পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥
গদাক্ষ-বর-করকা-দণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্।
শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছচীপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহমন্ত্র— "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ শুক্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র— "ওঁ হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়"।

শুক্রের পূজায় শুক্লবর্ণ পুষ্প, বস্ত্র, শ্বেতচন্দন ও অগুরু ধূপ ব্যবহার্য্য। পূজান্তে শুদ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে একবিংশ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে হাটকনামা বহ্নিতে উড়ুম্বর সমিধ্ দ্বারা জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিবে। শুক্রের অধিদেবতা ইন্দ্র, প্রত্যধিদেবতা শচী; উঁহাদের যথাবিধি পূজাদি কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্বেতবর্ণ ঘোটক দক্ষিণা দিবে এবং শ্বেতবর্ণ অশ্ব, বস্ত্র, স্বর্ণ ও মুক্তা দান করিবে। সর্ব্বশেষে তিনটি শৈবকে ভোজন করাইবে।

শনির ধ্যান—"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্॥
উগ্রদ্বাণধরং শূল-ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।
যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ সৌরাষ্ট্রদেশোদ্ভব কাশ্যপগোত্র কৃষ্ণবর্ণ ভোঃ শনৈশ্চর ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥"

মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়"।

মৃগনাভি গন্ধ কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প, কালাগুরু ধূপ প্রভৃতি দ্বারা শনির পূজা করিবে। পূজান্তে ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে দশ হাজার মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে যথাবিধি স্থাপিত মহাতেজো নামা বহ্নিতে শমী বৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা একহাজার হোম করিবে। হোমের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিবে। কর্ম্মান্তে কৃষ্ণবর্ণ ধেনু দক্ষিণা দিবে এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, গাভী, কম্বল, শুদ্ধ লৌহ, সীসক ও মহিষ দান করিবে। শনির অধিদেবতা যম, প্রত্যাধিদেবতা প্রজাপতি; উহাদের যথাবিধি অর্চ্চনাদি কর্ত্তব্য।

রাহুর ধ্যান— "ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ ॥
চতুর্বাহুং খড়্গ-বর-শূল-চর্ম্মকরং তথা।
কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্থং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্ ॥"

আবাহন-মন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বারাঠীনপুরোদ্ভব পৈঠীনসগোত্র কৃষ্ণবর্ণ ভো রাহো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে।"

প্রণাম মন্ত্র— ওঁ অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥

রক্তবর্ণ পুষ্প বস্ত্রাদি দ্বারা রাহুর পূজা করিবে। পূজান্তে ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালায় দ্বাদশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে মহাতেজোনামা বহ্নিতে দূর্ব্বাদ্বারা দ্বাদশ শত হোম করিবে। হোমের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিবে। কর্ম্মান্তে লৌহখড়্গ দক্ষিণা এবং পট্টবস্ত্র, তীক্ষ্ণ খড়্গ, লৌহ ও চন্দন দান করিবে। রাহুর অধিদেবতা কাল এবং প্রত্যধিদেবতা সর্প উহাদের যথাবিধি পূজা করিবে। সর্ব্বশেষে দুইটী ব্রাহ্মণ ও দুইটী ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইবে।

কেতুর ধ্যান—"ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্।
ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েদ্ বিকৃতাননম্ ॥
সূর্য্যাস্থং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম্ ॥"

আবাহন-মন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরন্তর্বেদিসমুদ্ভব জৈমিনিগোত্র ধূম্রবর্ণ ভোঃ কেতো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

প্রণাম মন্ত্র— ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে"।

কেতুর পূজায় ধূম্রবর্ণ পুষ্প ও বস্ত্রাদি প্রশস্ত। পূজান্তে অধঃকর হইয়া শিবমালাতে দ্বাদশ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে হুতাশন নামা বহ্নিতে কুশ সমিধ্ দ্বারা দ্বাদশ শত হোম করিবে। হোমের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিবে। কার্য্যান্তে ছাগ দক্ষিণা দিবে এবং ছাগ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, চন্দন ও লৌহ দান করিবে। কেতুর অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত এবং প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্মা; উঁহাদের যথাবিধি পূজাদি কর্ত্তব্য। দুইটী ব্রাহ্মণ ও দুইটী ব্রহ্মঘ্নকে ভোজন করাইবে। অক্ষম হইলে স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে। দানাদির মূল্যও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণা এবং দানীয় দ্রব্য গ্রহবিপ্রকে দিবে; অন্যথায় কার্য্য নিষ্ফল হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"গ্রহে দেয়ানি গ্রহে দেয়া চ দক্ষিণা।
গ্রহবিপ্রায় দাতব্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

গ্রহযাগ

শান্তি কামনায় গ্রহযাগ করিতে হইলে শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না; পরন্তু উহা মলমাসেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

"নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা।
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে॥"

পুষ্টিকামনায় রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে; চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, রোহিণী, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, চন্দ্রতারানুকূল শুভলগ্নে এবং শুভতিথিতে গ্রহযাগ কর্ত্তব্য।

যজমান কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া গোময়োপলিপ্ত স্থানে কুশাসনে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া আচমনাদি সম্পাদন পূর্ব্বক জল পুষ্পাদিযুক্ত তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা লাগ্নিকনাক্ষত্রিকদশান্তর্দ্দশাষ্টবর্গগোচর-কেতুপতাকাদ্যশুদ্ধ-গ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণারিষ্ট--প্রশমন--শুভগ্রহ—বিশেষসন্তোষপ্রতিপাদন-কামো রব্যাদিনবগ্রহপূজা-তদুদ্দেশ্যক-ঘৃতমধুমিশ্রিতা—র্কাদিসমিধাহুতিক-হোমকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে"। অথবা "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুককামঃ গ্রহযজ্ঞমহং করিষ্যে"।

সঙ্কল্পান্তে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধার্থ সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোমিত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিতগ্রহযজ্ঞকর্ম্মাভ্যু দয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদ্রিষোড়শমাতৃকাপূজা--বসোর্দ্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপ--পূর্ব্বকাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পান্তে "সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া, গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা, বসুধারা সম্পাতন, আয়ুস্যসূক্তজপ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবে। শ্রাদ্ধে অসমর্থ হইলে শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যদান করিবে। তৎপরে ব্রহ্মা, হোতা আচার্য্য ও সদস্য প্রভৃতির বরণ করিবে।

অনন্তর হোতা শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনাদি সম্পাদন পূর্ব্বক শ্বেতসর্ষপ দ্বারা "ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা" ইত্যাদি এবং "ওঁ বিনায়কা বিঘ্নকরা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে বিঘ্নাপসারণ করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রত্রয়ে যথাক্রমে সপল্লব কলসত্রয় স্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আজিঘ্রকলশং মহ্যা ত্বা বিশন্তিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষো রুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতা দ্রয়িঃ॥ ১॥ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি॥ বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥ ২॥ ওঁ সর্ব্ব-তীর্থোদ্ভবং বারি কুঙ্কুমেনাতিশীতলম্। আরোপয়ামাহং দেবি প্রসীদ ভগবত্যমে॥ ৩॥

অনন্তর হোতা সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া উক্ত ঘটে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি লোকপাল মৎস্যাদি দশাবতার, দুর্গা ও ক্ষেত্রপালের আবাহন পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর স্থানান্তরে অন্ন, পায়স, যাবক, (যাউ), কৃষর (খিচুড়ী) প্রভৃতি গ্রহবলি পাক করিয়া মণ্ডপের পূর্ব্বোত্তরভাগে বিতস্তিদ্বয় বিস্তৃত, এক বিতস্তি উন্নত, চতুরস্র গ্রহবেদী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যস্থ চক্রাব্জমণ্ডলে পঞ্চবর্ণগুঁড়ি বা রক্তচন্দন দ্বারা পূজামণ্ডল অঙ্কন করিবে। (চক্রাব্জমণ্ডল গ্রহপূজা-মণ্ডল প্রভৃতির চিত্র দ্রষ্টব্য।)

সমর্থ হইলে গ্রহমণ্ডলে পূর্ব্বাভিমুখ তাম্রময় সূর্য্য, পশ্চিমাভিমুখ স্ফটিক নির্ম্মিত সোম, দক্ষিণাভিমুখ রক্তচন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত মঙ্গল, উত্তরাভিমুখ স্বর্ণ-নির্ম্মিত বুধ ও বৃহস্পতি, পূর্ব্বমুখ রজতময় শুক্র, পশ্চিমমুখ লৌহময় শনি, দক্ষিণাভিমুখ সীসক নির্ম্মিত রাহু এবং কাংস্যনির্ম্মিত কেতু-মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। প্রতিমার অভাবে উক্তস্থানে গ্রহ, গ্রহাধি-দেবতা, গ্রহপত্যধিদেবতা, গণপতি এবং দক্ষিণে দুর্গা, পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে আকাশ, পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পাল-গণের আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। গ্রহের দক্ষিণে গ্রহাধিদেবতা এবং গ্রহের বামে গ্রহ-প্রত্যধিদেবতাকে গ্রহাভিমুখী করিয়া স্থাপন করিবে।

অনন্তর স্বগৃহোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপনাদি ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মণ্ডলে গ্রহগণের আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। প্রতিমাস্থলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। নিম্নে আবাহন মন্ত্র লিখিত হইল। ধ্যান ও পূজা মন্ত্র গ্রহপূজা বিধিতে দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যাবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভগবন্নাদিত্য গ্রহাধিপতে কাশ্যপগোত্র কলিঙ্গদেশেশ্বর জবাপুষ্পোপমাঙ্গদ্যুতে দ্বিভুজ পদ্মাভয়হস্ত সিন্দূরবর্ণাম্বরমাল্যানুলেপন জলন্মাণিক্যখচিত-

সর্ব্বাঙ্গাভরণ ভাস্কর তেজোনিধে ত্রিলোকপ্রকাশক ত্রিদেবতাময়মূর্ত্তে নমস্তে, সন্নদ্ধারুণধ্বজপতাকোপশোভিতেন সপ্তাশ্বরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ আগচ্ছাগ্নিরুদ্রাভ্যাং সহ পদ্মকর্ণিকায়াং তাম্রপ্রতিমাং প্রাঙ্‌মুখীং বর্ত্তুলপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।"

সোমাবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ সোম দ্বিজাধিপতে সুধাময়শরীরাত্রেয়গোত্র যামুক্তদেশেশ্বর গোক্ষীরধবলাঙ্গকান্তে দ্বিভুজ গদাবরদানাঙ্কিত শুক্লাম্বরমাল্যানুলেপন সর্ব্বাঙ্গমুক্তমৌক্তিকাভরণরমণীয় সর্ব্বলোকাপ্যায়ক দেবতাস্বাত্মমূর্ত্তে নমস্তে, সন্নদ্ধপীতধ্বজপতাকোপশোভিতেন দশশ্বেতাশ্বরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ আগচ্ছাম্ভিরুময়া চ সহ পদ্মাগ্নেয়দলমধ্যে স্ফটিকপ্রতিমাং প্রত্যঙ্‌মুখীং চতুরস্রপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।"

মঙ্গলাবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভগবন্নঙ্গারক অগ্ন্যাকৃতে, ভারদ্বাজগোত্র অবন্তিদেশেশ্বর জ্বালাপুঞ্জোপমাঙ্গদ্যুতে চতুর্ভুজ শক্তিশূলগদাখড়্গধারিন্ রক্তাম্বরমাল্যানুলেপন প্রবালাভরণভূষিতসর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বিরালোকদীপ্তে নমস্তে, সন্নদ্ধরক্তধ্বজপতাকোপশোভিতেন রক্তমেষরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ আগচ্ছ ভূমিস্কন্দাভ্যাং সহ পদ্মদক্ষিণদলমধ্যে রক্তচন্দনপ্রতিমাং দক্ষিণামুখীং ত্রিকোণপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।"

বুধাবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ সোম্য সৌম্যাকৃতে সর্ব্বজ্ঞানময়াত্রিগোত্র মগধদেশেশ্বর কুঙ্কুমবর্ণাঙ্গদ্যুতে চতুর্ভুজ খড়্গখেটকবরদাঙ্কিত পীতাম্বরমাল্যানুলেপন মরকতাভরণালঙ্কৃত সর্ব্বাঙ্গবিবুদ্ধমতে নমস্তে, সন্নদ্ধপীতধ্বজপতাকোপশোভিতেন চতুঃসিংহরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ আগচ্ছ বিষ্ণুপুরুষাভ্যাং সহ পদ্মেশানদলমধ্যে সুবর্ণপ্রতিমামুদঙ্‌মুখীং বাণাকারপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।"

বৃহস্পতি-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ বৃহস্পতে সমস্তদেবাচার্য্য আঙ্গিরসগোত্র সিন্ধুদেশেশ্বর তপ্তসুবর্ণসদৃশাঙ্গদীপ্তে চতুর্ভুজ কমণ্ডল্বক্ষসূত্রবরদানাঙ্কিত পীতাম্বরমাল্যানুলেপন পুষ্পরাগময়াভরণরমণীয় সমস্তবিদ্যাধিপতে নমস্তে, সন্নদ্ধপীতধ্বজপতাকোপশোভিতেন পীতাশ্বরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছেন্দ্রব্রহ্মভ্যাং সহ পদ্মোত্তরদলমধ্যে সুবর্ণপ্রতিমামুদঙ্‌মুখীং দীর্ঘচতুরস্রপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবায়ামি।

শুক্রাবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ ভার্গব সমস্তদৈত্যগুরো ভার্গবগোত্র ভোজকটদেশেশ্বর রজতোজ্জলাঙ্গকান্তে চতুর্ভুজ দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রবরদানাঙ্কিত শুক্লমাল্যাম্বরানুলেপন বজ্রাভরণভূষিতসর্ব্বাঙ্গ সমস্তনীতিশাস্ত্রনিপুণমতে নমস্তে, সন্নদ্ধশুক্লধ্বজপতাকোপশোভিতেন শুক্লাশ্বরথবাহনসহিতেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বান্নাগচ্ছেন্দ্রাণীন্দ্রাভ্যাং সহ পদ্মপূর্ব্বদলমধ্যে রজতপ্রতিমাং প্রাঙ্‌মুখীং পঞ্চকোণপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

শনৈশ্চরাবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ শনৈশ্চর ভাস্করতনয় কাশ্যপগোত্র সুরাষ্ট্রদেশেশ্বর কজ্জলনিভাঙ্গকান্তে চতুর্ভুজ চাপতূণীকৃতবাণাভয়াঙ্কিত নীলাম্বরমাল্যানুলেপন নীল রত্নভূষণালঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গ সমস্তভুবনভীষণামর্ষমূর্ত্তে নমস্তে, সন্নদ্ধনীলধ্বজ-পতাকোপশোভিতেন নীলগৃধ্ররথবাহনের মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছ প্রজাপতিযমাভ্যাং সহ পদ্মপশ্চিমদলমধ্যে

কালায়সপ্রতিমাং প্রত্যঙ্‌মুখীং চাপাকারপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।"

রাহু-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ রাহো রবিসোমমর্দ্দন সিংহিকানন্দন পৈঠিনসগোত্র বর্ব্বরদেশেশ্বর কালমেঘসমদ্যুতে ব্যাঘ্রবদনচতুর্ভুজ খড়্গচর্ম্মধর শূলবরাঙ্কিত কৃষ্ণাম্বর-মাল্যানুলেপন গোমেদকাভরণ-ভূষিত-সর্ব্বাঙ্গ শৌর্য্যনিধে নমস্তে, সন্নদ্ধকৃষ্ণধ্বজপতাকোপ-শোভিতেন কৃষ্ণসিংহরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছ সর্পকালাভ্যাং সহ পদ্মনৈঋ‌র্ত-দলমধ্যে সীসকপ্রতিমাং দক্ষিণামুখীং শূর্পাকারপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।"

কেতু-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ কেতো কামরূপ জৈমিনিগোত্র মধ্যদেশেশ্বর ধূম্রবর্ণধ্বজাকৃতে দ্বিভুজ গদাবরদানাঙ্কিত চিত্রাম্বরমাল্যানুলেপন বৈদূর্য্যময়াভরণ ভূষিতসর্ব্বাঙ্গ চিত্রশক্তে নমস্তে, সন্নদ্ধচিত্রধ্বজপতাকোপশোভিতেন চিত্রকপোতবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছ ব্রহ্মচিত্রগুপ্তাভ্যাং সহ পদ্মবায়ব্যদলমধ্যে কাংস্যপ্রতিমাং দক্ষিণামুখীং ধ্বজাকারপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।"

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে গ্রহের অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতা এবং বিনায়ক প্রভৃতির আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে।

সূর্য্যাধিদেবতা অগ্নি-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশং পিঙ্গাক্ষত্রিনয়নমরুণবর্ণাঙ্গং ছাগস্থং সাক্ষসূত্রং সপ্তার্চ্চিষং শক্তিধরং বরদহস্তদ্বয়মাদিত্যাধিদেবতামগ্নিমাবাহয়ামি"।

সূর্য্যপ্রত্যধিদেবতা শিবাবাহনমন্ত্র—"ওঁ ত্রিলোচনোপেতং পঞ্চবক্ত্রং বৃষারূঢ়ং কপালশূল-খড়্গ-খট্বাঙ্গধারিণং চন্দ্রমৌলিং সদাশিবমাদিত্যপ্রত্যধিদেবং রুদ্রমাবাহয়ামি"।

সোমাধিদেবতা আবাহনমন্ত্র—"ওঁ স্ত্রীরূপধারিণীঃ শ্বেতবর্ণা মকরবাহনাঃ পাশকলশ-ধারিণীর্মুক্তাভরণভূষিতাঃ সোমাধিদেবতা অপ আবাহয়ামি"।

সোম-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ অক্ষসূত্র-কমল-দর্পণ-কমণ্ডলুধারিণীং ত্রিদশ-পূজিতাং সোমপ্রত্যধিদেবতামুমাবাহয়ামি"।

মঙ্গলাধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ শুক্লবর্ণাং দিব্যাভরণভূষিতাং চতুর্ভুজাং সৌম্যবপুষং চণ্ডাংশুসদৃশাম্বরাং রত্নপাত্রশস্যপাত্রৌষধিপাত্র-পদ্মোপেতকরাং চতুর্দিঙ্‌নাগভূষিতাং কূর্ম্মপৃষ্ঠগতামঙ্গারকাধিদেবতাং ভূমিমাবাহয়ামি"।

মঙ্গলপ্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ষণ্মুখং শিখণ্ডকভূষণং রক্তাম্বরময়ূরবাহনং কুক্কুটঘণ্টা-পতাকা-শক্ত্যুপেতং চতুর্ভুজমঙ্গারকপ্রত্যধিদেবতাং স্কন্দমাবাহয়ামি"।

বুধাধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ কৌমুদকীপদ্ম-শঙ্খচক্রোপেতং চতুর্ভুজং সৌম্যাধি-দেবতাং বিষ্ণুমাবাহয়ামি"।

বুধপ্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ সৌম্যপ্রত্যধিদেবতাং বিষ্ণু পুরুষমাবাহয়ামি।"

বৃহস্পতি-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ চতুর্দ্দন্তগজারূঢ়ং বজ্রাঙ্কুশধরং শচীপতিং নানা-ভরণভূষিতং বৃহস্পত্যধিদেবতামিন্দ্রমাবাহয়ামি"।

বৃহস্পতি-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"পদ্মাসনস্থং জটিলং, চতুর্ম্মুখমক্ষমালা-স্রুব-

পুস্তক-কমণ্ডলুধারিণং কৃষ্ণাজিনবাসসং পার্শ্বস্থিতহংসং বৃহস্পতি প্রত্যাধিদেবতাংব্রহ্মাণমা-বাহয়ামি"।

শুক্রাধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ সন্তানমঞ্জরী-বরদানধরদ্বিভুজাং শুক্রাধিদেবতামিন্দ্রা-ণীমাবাহয়ামি"।

শুক্র-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ চতুর্দ্দন্তগজারূঢ়ং বজ্রাঙ্কুশধরং শচীপতিং নানা-ভরণভূষিতং ভার্গবপ্রত্যধিদেবতাং শক্রমাবাহয়ামি"।

শনি-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ যজ্ঞোপবীতিনং হংসস্থমেকবক্ত্র-মক্ষ-মালা-স্রুব-পুস্তক-কমণ্ডলুসহিতং চতুর্ভুজং শনৈশ্চরাধিদেবং প্রজাপতিমাবাহয়ামি"।

শনি-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ঈষৎপীনং দণ্ডহস্তং রক্তসদৃশং পাশধরং কৃষ্ণবর্ণং মহিষারূঢ়ং সর্ব্বাভরণভূষিতং শনৈশ্চরপ্রত্যধিদৈবতং যমমাবাহয়ামি"।

রাহু-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ অক্ষসূত্রধরান্ কুণ্ডলাকারপুচ্ছযুক্তানেকভোগান্ স্ত্রীভোগান্ ভীষণাকারান্ রাহ্বধিদৈবতান্ সর্পানাবাহয়ামি"।

রাহু-প্রত্যধিদেবতা আবাহনমন্ত্র—ওঁ করালবদনং নিত্যভীষণং পাশদণ্ডধরং সর্পবৃশ্চি-করোমাণং রাহুপ্রত্যধিদেবতাং কালমাবাহয়ামি"।

কেতু-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ পদ্মাসনস্থং জটিলং চতুর্মুখমক্ষমালা-স্রুব-পুস্তক-কমণ্ডলুধরং কৃষ্ণাজিনবাসসং পার্শ্বস্থিতহংসং কেত্বধিদেবতাং ব্রহ্মাণমাবাহয়ামি"।

কেতু-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ উদীচ্যবেষধরং সৌম্যদর্শনং লেখনীপত্রোপেতং দ্বিভুজং কেতুপ্রত্যধিদেবতাং চিত্রগুপ্তমাবাহয়ামি"।

বিনায়কাবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রিনেত্রং গজাননং নাগযজ্ঞোপবীতিনং চন্দ্রধরং দন্তাক্ষমালাপরশুমোদকোপেতং চতুর্ভুজং বিনায়কমাবাহয়ামি"।

দুর্গাবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ শক্তিবাণ-শূল-খড়্গচক্র-চন্দ্রবিম্বখেটকপাশ-পরশু-কণ্ট-কোপেতদশভুজাং সিংহারূঢ়াং দুর্গাখ্যদৈত্যাসুরহারিণীং দুর্গামাবাহয়ামি"।

ক্ষেত্রপাল-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ শ্যামবর্ণং ত্রিলোচনম্ ঊর্দ্ধকেশং সুদংষ্ট্রং ভ্রূকুটীকুটিলাননং নূপুরালঙ্কৃতাঙ্ঘ্রিং সর্পমেখলয়া যুতং সর্পাঙ্গমতিক্রুদ্ধং ক্ষুদ্রঘণ্টাবদ্ধগুল্‌ফাবলম্বিত-করোটি-কামালাধারিণম্ উরগকৌপীনং চন্দ্রমৌলিং দক্ষিণহস্তৈঃ শূল-বেতাল-খড়্গাহ্‌ন্দুভীর্দধানং বামহস্তৈঃ কপালঘণ্টাচর্ম্মচাপং দধানং ভীমং দিগ্বাসসমমিতদ্যুতিং ক্ষেত্রপালমাবাহয়ামি"।

বায়ু-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্ধাবদ্ধরিণপৃষ্ঠগতং ধ্বজবরদানধারিণং ধূম্রবর্ণং বায়ুমাবাহয়ামি"।

আকাশাবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্নীলোৎপলাভং নীলাম্বরধারিণং চন্দ্রাঙ্কোপেতং দ্বিভুজং খেটমাকাশমাবাহয়ামি"।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ং-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রত্যেকমৌষধি-পুস্তকোপেতদক্ষিণ-বামহস্তাবপ্যোন্যসংযুক্তদেহাবেকস্য দক্ষিণপার্শ্বে পরস্য বামপার্শ্বে রত্নভাণ্ড-বরশুক্লাম্বরধারি-

নারীযুগ্মোপেতৌ দেবৌ ভিষজাবশ্বিনামাবাহয়ামি"।

অতঃপর ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালগণের ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে।

ইন্দ্রাবাহনমন্ত্র—"ওঁ স্বর্ণবর্ণংসহস্রাক্ষমৈরাবতবাহনং বজ্রপাণিং শচীপ্রিয়মিন্দ্রমাবাহয়ামি"।

অগ্নি-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ অরুণবর্ণং ত্রিনেত্রং সাক্ষসূত্রং সপ্তার্চ্চিষং শক্তিধরং বরদহস্তদ্বয়মগ্নিমাবাহয়ামি"।

যমাবাহনমন্ত্র—"ওঁ রক্তবর্ণং দণ্ডধরং পাশহস্তং মহিষবাহনং স্বাহাপ্রিয়ং যমমাবাহয়ামি"।

নিঋ‍র্তি-আবাহন মন্ত্র—"ওঁ নীলবর্ণং খড়্গচর্ম্মধরম্ ঊর্দ্ধকেশং নরবাহনং কালিকাপ্রিয়ং নিঋ‍র্তিমাবাহয়ামি"।

বরুণাবাহন মন্ত্র—"ওঁ রক্তভূষণং নাগপাশধরং মকরবাহনং পদ্মিনীপ্রিয়ং স্বর্বর্ণবর্ণং বরুণমাবাহয়ামি"।

বায়ু-আবাহন মন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্ধাবদ্ধরিণপৃষ্ঠগতং" ইত্যাদি।

কুবেরাবাহন মন্ত্র—"ওঁ স্বর্ণবর্ণং নিধীশ্বরং কুন্তপাণিমশ্ববাহনং চিত্রিণীপ্রিয়ং কুবেরমাবাহয়ামি"।

ঈশানাবাহন মন্ত্র—"ওঁ শুদ্ধস্ফটিকবর্ণং বরদাভয়হস্তশূলাক্ষসূত্রধরং বৃষবাহনং গৌরীপ্রিয়মীশানমাবাহয়ামি"।

অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা, বিনায়কাদি লোকপাল প্রভৃতির পূজামন্ত্র হোমে দ্রষ্টব্য। পূজান্তে বেদীর ঈশানকোণে যজমানের অভিষেকার্থ ধান্যের উপর "ওঁ আজিঘ্র কলশং" ইত্যাদি মন্ত্রে সুলক্ষণ একটী শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বৌষধি পঞ্চরত্ন ও সপ্তমৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে। ঘটোপরি পঞ্চপল্লব সশীর্ষফল ও বস্ত্রদ্বয় এবং ঘটগাত্রে দধ্যক্ষত প্রদান পূর্ব্বক সুসজ্জিত করিয়া দিবে। তৎপরে "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের স্থাপন করিয়া "ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক যথাবিধি চরুপাক করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে "বরদ" নামক অগ্নির আবাহন ও প্রত্যেক গ্রহের উদ্দেশ্যে স্বস্বগ্রহমন্ত্রে অষ্টোত্তরশত (অসামর্থ্যে অষ্টাবিংশতি) সমিধ্ দ্বারা সঙ্কল্প পূর্ব্বক হোম করিবে। গ্রহসমিধ্ নিম্নে লিখিত হইল।

সূর্য্যের—আকন্দ, সোমের—পলাশ, মঙ্গলের—খদির, বুধের—অপামার্গ (অপাঙ,), বৃহস্পতির—অশ্বত্থ, শুক্রের—উডুম্বর, শনির—শমী (শাঁই), রাহুর—দূর্ব্বা এবং কেতুর—কুশ।[১]

সমিধ্ গুলি প্রাদেশ পরিমিত শাখাদিহীন হইবে। অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতাগণের উদ্দেশ্যে গ্রহের দশাংশ পরিমিত সমিধ্ দ্বারা এবং অন্যান্য দেবগণের উদ্দেশ্যে তদর্দ্ধপরিমিত

১। অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গোহথ পিপ্পলঃ। উডুম্বরঃ শমী দূর্ব্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ॥

সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। সমিধ্ হোমান্তে চরুহোম করিয়া তিলমিশ্রিত আজ্যহোম করিবে। নিম্নে মৎস্যপুরাণোক্ত হোমমন্ত্র লিখিত হইল।

সূর্য্য—"ওঁ আকৃষ্ণেন" ইত্যাদি।

সোম—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে।"

মঙ্গল —"ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। আপং রেতাসি জিন্বতি"।

বুধ—"ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবা উষর্বুধঃ"।

বৃহস্পতি—"ওঁ বৃস্পপতে পরীদীয়া রথেন রক্ষোহা মিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্‌ৎ-সেনাঃ প্রমৃণোযুধা জয়ন্নস্মাকং মেধ্যবিতা রথানাম্"।

শুক্র—ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্ত"।

শনি—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে" ইত্যাদি।

রাহু—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা"।

কেতু—"ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ"।

রুদ্র—"ওঁ আবোরাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজম্ রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্"।

উমা—"ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়ো ভুব ইত্যাদি।

স্কন্দ—"ওঁ যদক্রন্দং প্রথমং জায়মান উদ্যন্ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ। শ্যেনস্য পক্ষৌ হরিণস্য বাহূ উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্ব্বন্"।

পৃথিবী—"ওঁ স্যোনা পৃথিবী নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ"।

বিষ্ণু—"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে"।

ব্রহ্মা—"ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং বিরিঞ্চিং জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে"।

ইন্দ্র—"ওঁ ইন্দ্রমিদ্দেবতা তয় ইন্দ্রং প্রত্যধ্বরে। ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে"।

যম—"ওঁ আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ পিতরঞ্চ প্রযন্‌ৎস্বঃ"।

কাল—"ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরচোবেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ"।

চিত্রগুপ্ত—"ওঁ অনাজ্ঞাতং যদাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাতথম্।"

বহ্নি—"ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হব্যবাহমুপব্রুবে। দেবা আসাদয়াদিহ"।

বরুণ—"ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয়মাদিত্যব্রতে

ত্বানাগসো অদিতয়ে স্যাম্”।

ভূমি—“ওঁ পৃথিব্যন্তরিক্ষম্” ইত্যাদি।

বিষ্ণু—“ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষ” ইত্যাদি।

ইন্দ্র—“ওঁ ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। অর্কস্য যোনিমাদদম্”।

শচী—“ওঁ উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজুতে সহস্বতি। সপত্নীং মে পরাধম পতিং মে কেবলং কুরু”॥

অনন্ত—“ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ”।

ব্রহ্মা—“ওঁ এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে”।

বিনায়ক—“ওঁ আ তু ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় মহাহস্তী দক্ষিণেন।”

দুর্গা—“ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ”।

আকাশ—“ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে দিবি”।

বায়ু—“ওঁ ত্রাণাঃ শিশুর্মহীনাং হিন্বন্ তস্যদীধিতিম্। বিশ্বাপরিপ্রিয়াভুবদধদ্বিতা”॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—“ওঁ এষো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়াদিবস্তবে বামশ্বিনা বৃহৎ”।

যজুর্ব্বেদীয় নবগ্রহহোম মন্ত্রপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতা প্রভৃতির মন্ত্র উপরে লিখিত হইল।

ঋগ্‌বেদীয় নবগ্রহহোম মন্ত্র ঋগ্‌বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতা প্রভৃতির মন্ত্র নিম্নে লিখিত হইল। মন্ত্র যথা—

অগ্নি—“ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হব্যবাহমুপক্রুবে। দেবা আসাদয়াদিহ”।

অপ—“ওঁ অপ্‌সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিঞ্চ বিশ্ব শম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ”।

ভূমি—“ওঁ স্যোনা পৃথিবি” ইত্যাদি।

বিষ্ণু—“ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে” ইত্যাদি।

ইন্দ্র—“ওঁ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচং সুদিনত্বমহ্নাম্”॥

শচী—“ওঁ ইন্দ্রাণীমাসু নারীষু সুভগামহমশ্রবম্। নেহেস্যা অপরঞ্চ ন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ”॥

প্রজাপতি—“ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো” ইত্যাদি।

সর্প—“ওঁ আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ পিতরঞ্চ প্রযন্‌ৎস্বঃ”।

ব্রহ্মা—“ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং” ইত্যাদি।

প্রত্যধিদেবতা হোমমন্ত্র, যথা—

শিব—"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি।

উমা—"ওঁ গৌরীমিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী। অষ্টাপদী নবপদী বভুবুষী সহস্রাক্ষরা নবমে ব্যোমন্"।

স্কন্দ—"ওঁ কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতিনানা মরুদ্রোপয়ন্তম্ ভুরের্দাতারং সৎপতিং গৃণীষে স্তুতস্তং ভেষজা রাস্যস্মে"।

বিষ্ণু—"ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি।

ব্রহ্মা—"ওঁ ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজাযুনজ্মি হরী সখায়াসধমাদ আশূ। স্থিরং রথং সুখমিন্দ্রাধিতিষ্ঠন্ প্রজানন্ বিদ্বাঁ উপযাহি সোমম্"।

ইন্দ্র—"ওঁ ইন্দ্রমিদ্দেবতা তয় ইন্দ্রং" ইত্যাদি।

যম—"ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ"।

কাল—"ওঁ পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎচক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্"।

চিত্রগুপ্ত—"ওঁ সচিত্রচিত্রং চিতয়ন্তমস্মে চিত্রক্ষত্র চিত্রতমং বয়োধাম্। চন্দ্রং রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং চন্দ্রং চন্দ্রাভির্গৃণতে যুবস্ব"।

বিনায়ক—"ওঁ আ তু ন ইন্দ্র" ইত্যাদি।

দুর্গা—"ওঁ জাতবেদসে সুনবাম" ইত্যাদি।

ক্ষেত্রপাল—"ওঁ ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি। গামশ্বং পোষয়িত্ন্বাসনো মৃড়াতী দৃশে"।

বায়ু ও আকাশ—পূর্ব্ববৎ।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—"ওঁ আশ্বিনাবর্ত্তিরস্মদা গোমদ্ দস্রা হিরণ্যবৎ। অর্ব্বাগ্ রথং সমনসা নিযচ্ছতম্"।

ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালের হোমমন্ত্র ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তৎপরে উদীচ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পূর্ণহোমান্তে তিলক দানপূর্ব্বক যজমানকে অভিষিক্ত করিবে। প্রথমতঃ আচার্য্য অন্যান্য ঋত্বিকের সহিত গ্রহবেদীর ঈশানকোণে পবিত্র ভূমিতে পীঠোপরি সপরিবার যজমানকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া উড়ুম্বর ও পলাশ সমিধ্ দ্বারা কুশদূর্ব্বাসহকারে "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকলস উত্থাপন করিয়া শান্তিকুম্ভোদক দ্বারা নিম্নস্থ মন্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়। "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি। "ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্ম" ইত্যাদি পাবমানীসূক্ত। "ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী" ইত্যাদি শান্তিসূক্ত। "ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ" ইত্যাদি। "ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত্যানিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা ব্রজী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ

মাবন্ত।" ওঁ আপো দিব্যা উত বা শ্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বরঞ্জাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্। মধুশ্চূতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত।" "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি। শ্রীসূক্ত। ওঁ ইমা আপঃ শিবতমাঃ" ইত্যাদি। "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ" ইত্যাদি এবং "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ"।

অনন্তর যজমান গ্রহপূজোক্ত দক্ষিণা দান করিবে। সূর্য্যাদি নবগ্রহের যথাক্রমে ধেনু, শঙ্খ, বৃষ, সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, কৃষ্ণা ধেনু, লৌহ এবং ছাগ দক্ষিণা দিবে। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক বৈগুণ্যশান্তি করিবে। কর্ম্মান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করান আবশ্যক। যজমান করজোড়ে "ওঁ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চাস্তু" বলিয়া প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণগণ "ওঁ অস্তু" বলিয়া যজমানকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

॥ ইতি গ্রহযাগ-পদ্ধতি ॥

সূর্য্যার্ঘ্যদান-পদ্ধতি

রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আরোগ্য কামনায় সূর্য্যোদয়াবধি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যার্ঘ্য দান করিলে রোগমুক্ত হইয়া থাকেন ; ইহা শাস্ত্রে বিহিত আছে। নিম্নে সূর্য্যার্ঘ্যদান-বিধি লিখিত হইল।

যজমান কার্য্যের পূর্ব্বদিনে নিরামিষাশী হইয়া পরদিন নিত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক যথাবিধি পুণ্যাহাদি বাচন করত সঙ্কল্প করিবে। পুণ্যাহবাচন যথা

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সূর্য্যার্ঘ্যদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি। (বারত্রয় পাঠ্য।) সঙ্কল্প বাক্য যথা—

বিষ্ণুরোমিত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা গোচরবিলগ্নাদি-যথাস্থানা-বস্থিতা-ঘলোকক--রব্যাদিগ্রহসংসূচিত-সংসূচ্যমানসংসূচয়িষ্যমাণাপদ্ধেতুভূতজ্বরদৃষ্টক্ষয়-পূর্ব্বকজীবব-দেহস্থূলশরীরাধিকরণকামুকরোগপ্রশমনকামঃ স্কন্দপুরাণোক্তবিধিনা হংসাদিসপ্ততিনামভিঃ সপ্ততিকৃত্বঃ শ্রীসূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে"।

অনন্তর উঠানে, চতুর্দ্দিকে ও ঊর্দ্ধে একহস্ত পরিমিত এক খাত খনন করিয়া ঐ খাতের কিয়দংশ এরূপভাবে জলপূর্ণ করিবে, যেন উহাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়।

তৎপরে স্বয়ং কার্য্যে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। অতঃপর যজমান বা বৃত ব্রাহ্মণ সামান্যার্ঘ্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক গণেশাদি দেবতা, নবগ্রহ এবং দিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা করিয়া ঐ খাতের জলে সূর্য্যের ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে পঞ্চোপচারে বা কেবল গন্ধপুষ্পে নিম্নলিখিত হংসাদি প্রত্যেক নামে পূজা করিয়া জলপূর্ণ তাম্রপাত্রে

(কোশা প্রভৃতিতে) কুশ, কুঙ্কুম, গোরোচনা, রক্তচন্দন, রক্তপদ্ম বা রক্তকরবীরাদি পুষ্প, দূর্ব্বা, অক্ষত, তিল, যব, শ্বেতসর্ষপ নিক্ষেপ করিয়া অর্চ্চনান্তে মস্তকে ধারণ করিয়া ভূমিতে জানুদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া সূর্য্যপ্রতিবিম্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে সূর্য্যের ধ্যান করত "ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী—"এষোঽর্ঘ্যঃ) ওঁ হংসায় নমঃ" (॥ ১ ॥) মন্ত্রে প্রদান করিবে। অর্ঘ্যদানান্তে "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া সূর্য্যস্তব পাঠ করিবে। প্রত্যেক অর্ঘ্যদানের প্রথমে অর্ঘ্যের অর্চ্চনা, সূর্য্যের পূজা, অর্ঘ্যদান, পুনঃ সূর্য্যের পূজা এবং প্রণাম ও স্তবপাঠ কর্ত্তব্য। এক একটী মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হয়। নিম্নে সূর্য্যের চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নাম লিখিত হইল।

"ভানবে ॥২॥ সহস্রাংশবে ॥৩॥ তপনায় ॥৪॥ তাপনায় ॥৫॥ রবয়ে ॥৬॥ বিকর্ত্তনায় ॥৭॥ বিবস্বতে ॥৮॥ বিশ্বকর্ম্মণে ॥৯॥ বিভাবনবে ॥১০॥ বিশ্বমুখায় ॥১১॥ বিশ্বকর্ত্রে ॥১২॥ মার্ত্তণ্ডায় ॥১৩॥ মিহিরায় ॥১৪॥ অংশুমতে ॥১৫॥ আদিত্যায় ॥১৬॥ উষ্ণগবে ॥১৭॥ সূর্য্যায় ॥১৮॥ অর্যম্ণে ॥১৯॥ ব্রধ্নায় ॥২০॥ দিবাকরায় ॥২১॥ দ্বাদশাত্মনে ॥২২॥ সপ্তহয়ায় ॥২৩॥ ভাস্করায় ॥২৪॥ অহস্করায় ॥২৫॥ খগায় ॥২৬॥ সূরায় ॥২৭॥ প্রভাকরায় ॥২৮॥ শ্রীমতে ॥২৯॥ লোকচক্ষুষে ॥৩০॥ গ্রহেশ্বরায় ॥৩১॥ ত্রিলোকেশায় ॥৩২॥ লোকসাক্ষিণে ॥৩৩॥ তমোহরায় ॥৩৪॥ শাশ্বতায় ॥৩৫॥ শুচয়ে ॥৩৬॥ গভস্তিহস্তায় ॥৩৭॥ তীব্রাংশবে ॥৩৮॥ তরণয়ে ॥৩৯॥ সুমহো-হরণয়ে ॥৪০॥ দ্যুমণয়ে ॥৪২॥ হরিদশ্বায় ॥৪২॥ অর্কায় ॥৪৩॥ ভানুমতে ॥৪৪॥ ভয়নাশায় ॥৪৫॥ ছন্দোঽশ্বায় ॥৪৬॥ বেদবেদ্যায় ॥৪৭॥ ভাস্বতে ॥৪৮॥ পূষ্ণে ॥৪৯॥ বৃষাকপয়ে ॥৫০॥ একচক্র-রথায় ॥৫১॥ মিত্রায় ॥৫২॥ মান্দ্যহরায় ॥৫৩॥ তমিস্রঘ্নে ॥৫৪॥ দৈত্যঘ্নায় ॥৫৫॥ পাপহর্ত্রে ॥৫৬॥ ধর্ম্মায় ॥৫৭॥ ধর্ম্মপ্রকাশকায় ॥৫৮॥ হেলিকায় ॥৫৯॥ চিত্রভানবে ॥৬০॥ কলিঘ্নায় ॥৬১॥ তার্ক্ষ্যবাহনায় ॥৬২॥ দিক্‌পতয়ে ॥৬৩॥ পদ্মিনীনাথায় ॥৬৪॥ কুশেশয়করায় ॥৬৫॥ হরয়ে ॥৬৬॥ ঘর্ম্মরশ্ময়ে ॥৬৭॥ দুর্নিরীক্ষায় ॥৬৮॥ চণ্ডাংশবে ॥৬৯॥ কশ্যপাত্মজায় ॥৭০॥

এই ৭০টী নামে ৭০টী অর্ঘ্য দেওয়া হইলে যথোপচারে সূর্য্যের পূজা করিয়া প্রণাম ও স্তবপাঠপূর্ব্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র (ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য) জপ করিয়া জপসমর্পণ পূর্ব্বক দক্ষিণাদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। তদন্তে বৈগুণ্য সমাধান পূর্ব্বক রোগীকে শান্তিজল দিবে।

॥ ইতি সূর্য্যার্ঘ্যদানবিধি ॥

দুঃস্বপ্নশান্তি

মৎস্যপুরাণের ২৪২ অধ্যায়ে মনু-মৎস্য-সংবাদে দুঃস্বপ্ন ও তৎপ্রতীকারোপায় বর্ণিত আছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উহা বিবৃত হইল। নিদ্রাকালে দুঃস্বপ্নদর্শন স্বপ্নদ্রষ্টায় অনিষ্টসূচক হইয়া থাকে; অতএব তাহার প্রতীকার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নাভী ব্যতীত শরীরের অন্যস্থানে তৃণবৃক্ষাদির উৎপত্তি, মস্তকে কাংস্যচূর্ণলেপন, শিরোমুণ্ডন, নগ্নতা, মলিনবস্ত্রপরিধান, কর্দ্দমলেপন, অভ্যঙ্গ উচ্চস্থান হইতে পতন,

দোলায় আরোহণ, পঙ্কলোহলাভ, অশ্বগণের মারণ, রক্তপুষ্পজনক বৃক্ষসমূহে, এবং বরাহ, ভল্লুক, গর্দ্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতিতে আরোহণ; পক্ষী, মৎস্য, তৈল ও খিচুড়ী ভক্ষণ; নর্ত্তন, হাস্য, বিবাহ, গীত; তন্ত্রীবাদ্যবিহীন অন্যবাদ্যবাদন, স্রোতে অবগাহন বা ভাসিয়া যাওয়া, গোময়জল, পঙ্কোদক কিম্বা মৃত্তিকারসে স্নান, মাতার উদরে প্রবেশ; চিতারোহণ, ধ্বজ, চন্দ্র সূর্য্যের পতন; দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাত দর্শন; দেব, দ্বিজ, ভূপাল, ও গুরুর ক্রোধ; কুমারীগণসহ আলিঙ্গন, পুংমৈথুন; স্বীয় অঙ্গের হানি, বিরেচন, বমন দক্ষিণদিকে গমন, ব্যাধিদ্বারা অভিভব, ময়ূরপিচ্ছনাশ, ফলপুষ্পহানি গৃহপতন, গৃহ-সম্মর্জ্জন; পিশাচ, রাক্ষস, বানর, ভল্লুক ও মনুষ্যগণের সহিত ক্রীড়া, অন্য হইতে অভি-ভব; কাষায় বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীগণসহ ক্রীড়ন, স্নেহদ্রব্য পান ও তাহাতে আবগাহন, রক্তমাল্য ধারণ ও রক্তানুলেপন—এই সকল দুঃস্বপ্ন বলিয়া জানিবে। মৎস্যদেব মানুকে বলিতেছেন—

"ইদানীং কথয়িষ্যামি নিমিত্তং স্বপ্নদর্শনে।
নাভিং বিনান্যগাত্রেষু তৃণবৃক্ষসমুদ্ভবঃ॥
চূর্ণনং মূর্দ্ধি কাংস্যানাং মুণ্ডনং নগ্নতা তথা।
মলিনাম্বরধারিত্বমভ্যঙ্গঃ পঙ্কদিগ্ধিতা॥
উচ্চাৎ প্রপতনঞ্চৈব দোলারোহণমেব চ।
অর্জ্জনং পঙ্কলোহানাং হয়ানামপি মারণম্॥
রক্তপুষ্পদ্রুমাণাঞ্চ মণ্ডলস্য তথৈব চ।
বরাহর্ক্ষখরোষ্ট্রানাং তথাচারোহণক্রিয়া॥
ভক্ষণং পক্ষিমৎস্যানাং তৈলস্য কৃশরস্য চ।
নর্ত্তনং হসনঞ্চৈব বিবাহো গীতমেব চ॥
তন্ত্রীবাদ্যবিহীনানাং বাদ্যানামভিবাদনম্।
স্রোতোঽবগাহগমনং স্নানং গোময়বারিণা॥
পঙ্কোদকেন চ তথা মহীতোয়েন চাপ্যথ।
মাতুঃ প্রবেশো জঠরে চিতারোহণমেব চ॥
শক্রধ্বজাভিপতনং পতনং শশিসূর্য্যয়োঃ।
দিব্যান্তরীক্ষভৌমানামুৎপাতানাঞ্চ দর্শনম্॥
দেব-দ্বিজাতি-ভূপাল-গুরূণাং ক্রোধ এব চ।
আলিঙ্গনং কুমারীণাং পুরুষানাঞ্চ মৈথুনম্॥
হানিশ্চৈব স্বগাত্রানাং বিরেকবমনক্রিয়া।
দক্ষিণাশাভিগমনং ব্যাধিনাভিভবস্তথা॥
ফলাপহানিশ্চ তথা পুষ্পহানিস্তথৈব চ।

গৃহানাঞ্চৈব পাতশ্চ গৃহসম্মার্জ্জনং তথা ॥
ক্রীড়া পিশাচ-ক্রব্যাদি-বানরর্ক্ষনরৈরপি।
পরাদভিভবশ্চৈব তস্মাচ্চ ব্যসনোদ্ভবঃ ॥
কষায়বস্ত্রধারিত্বং তদ্বৎ স্ত্রীক্রীড়নন্তথা।
স্নেহপানাবগাহৌ চ রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥
এবমাদীনি চান্যানি দুঃস্বপ্নানি বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

—মৎস্যপুরাণম্, ২৪২ অঃ।

দুঃস্বপ্নদর্শনের প্রতিকার—দুঃস্বপ্নের কীর্ত্তন ও পুনরায় নিদ্রা যাইলে দুঃস্বপ্নসূচিত বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে কল্কদ্বারা (খইল) স্নান, তিলদ্বারা হোম, ব্রহ্মণগণের পূজা, বাসুদেবের স্তুতি ও পূজা এবং গজমোক্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ, অশ্বত্থবৃক্ষে জলদান ও প্রণাম করিলে দুঃস্বপ্নসূচিত অনিষ্টের নাশ হইয়া থাকে॥ প্রমাণ যথা—

"এষাং সংকথনং ধন্যং ভূয়ঃ প্রস্বাপনং তথা।
কল্কস্নানং তিলৈর্হোমো ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্ ॥
স্তুতিশ্চ বাসুদেবস্য তথা তস্যৈব পূজনম্।
নাগেন্দ্রমোক্ষশ্রবণং জ্ঞেয়ং দুঃস্বপ্ননাশনম্ ॥"

—মৎস্যপুরাণম্, ২৪২ অঃ।

রাত্রির প্রথমযামে দৃষ্ট স্বপ্নের ফল সম্বৎসরে, দ্বিতীয়যামে ছয়মাসে, তৃতীয়যামে তিনমাসে, চতুর্থযামে একমাসে এবং অরুণোদয় বেলায় দৃষ্ট স্বপ্নের ফল দশদিনে ফলিয়া থাকে। এক রাত্রিতে শুভ ও অশুভ, দুইটি স্বপ্ন দৃষ্ট হইলে শেষে যেটী দৃষ্ট হয়, তাহারই ফলভোগ হইবে; অতএব শুভ স্বপ্ন দেখিয়া আর সে রাত্রি নিদ্রা যাইবে না। প্রমাণ যথা—

"স্বপ্নাস্তু প্রথমে যামে সম্বৎসরবিপাকিনঃ।
ষড়্ভির্মাসৈর্দ্বিতীয়ে তু ত্রিভির্মাসৈস্তৃতীয়কে।
চতুর্থে মাসমাত্রেণ পশ্যতো নাত্র সংশয় ॥"
"অরুণোদয়বেলায়াং দশাহেন ফলং ভবেৎ।
একস্যাং যদি বা রাত্রৌ শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
পশ্চাদ্দৃষ্টস্তু যস্তত্র তস্য পাকং বিনির্দ্দিশেৎ॥
তস্মাচ্ছোভনকে স্বপ্নে পশ্চাৎ স্বপ্নো ন শস্যতে ॥"

—মৎস্যপুরাণম্, ২৪২ অঃ।

স্বপ্নবিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় মৎস্যপুরাণের ২৪২ অধ্যায়ে বিস্তৃত আছে; গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ হইল না। দুঃস্বপ্ননাশক বাসুদেবস্তুতি যথা।—

ব্রহ্মোবাচ

"ওঁ অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্ ।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে ।
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকং স্তোত্রম্ ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অদ্ভুত-শান্তি

মানবের অতিলোভে, নাস্তিকতায়, মিথ্যাপরায়ণতায় শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মাচারণে দৈব, ভৌম ও আন্তরীক্ষ উপসর্গসমূহ উপস্থিত হয়। অতএব উক্ত উপসর্গ-বিনাশের জন্য শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অদ্ভুত উপসর্গও শান্তিকার্য্যের দ্বারা প্রশমিত হয়। নিম্নে কতকগুলি উপসর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইল। বিস্তৃত বিবরণ মৎস্য-পুরাণাদিতে দ্রষ্টব্য।

রজস্বলাভিগমন, গাভী ও অশ্বের গর্ভে যমজ সন্তানোৎপত্তি, বিজাতীয় প্রাণিপ্রসব, গৃহমধ্যে কাক, কঙ্ক, শকুনি, শ্যেনপক্ষী, বন্যকুক্কুট, রক্তপাদ ও বন্য কপোতের প্রবেশ অথবা মনুষ্য অঙ্গে ঐ সকল পক্ষীর পতন, কিম্বা অন্য কোনও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারোপস্থিতি, শ্বেতবর্ণ বা রাত্রিকালে ইন্দ্রধনুর উদয়, দিগ্‌দাহ, উল্কাপাত সূর্য্যমণ্ডল বা চন্দ্রমণ্ডলের প্রকাশ, আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাকার মেঘের উদয়, অপর্ব্বদিনে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ ভূমিকম্প ধূমকেতুর উদয়, রক্তবৃষ্টি, অকালে ফল-পুষ্পের উদয়, মৈথুনাসক্ত কাকদর্শন, প্রদোষে কুক্কুটের বিকটধ্বনি, কোকিলের হাস্য, সূর্য্যোদয়ের কালে শিবাগণের সূর্য্যমুখ হইয়া রোদন, গৃহাভ্যন্তরে মধুমক্ষিকাগণের মধুচক্রনির্ম্মাণ ইত্যাদি অদ্ভূত উপদ্রবে শান্তি অবশ্য কর্ত্তব্য।

অদ্ভুতশান্তি-প্রয়োগ

যজমান স্নাত ও কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া পুণ্যাহাদি বাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে পুণ্যাহাদিবাচন যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কাত্যায়নোক্তশান্তিকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি বারত্রয় পাঠ। এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকাদ্ভুত-সূচিত-দোষোপশমনকামঃ কাত্যায়নোক্তশান্তিকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

তৎপরে স্বয়ং কার্য্যে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণাদির বরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য

করাইবে। যজমান বা বৃত ব্রাহ্মণ সামান্যার্ঘ্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক স্থাপিত ঘটে বা শালগ্রাম চক্রে গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণু, রুদ্র, মৃত্যু, বিশ্বদেব ও নবগ্রহগণের যথোপচারে পূজা করিবে। তদনন্তর স্বগৃহোক্ত বিধানে বহ্নিস্থাপনাদি চরুশ্রপণান্তে প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে "বরদ" নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। তৎপরে মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া ঘৃত দ্বারা ওঁ অদ্ভুতায়ে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা, বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ রুদ্রায় স্বাহা, ওঁ বসবে স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি দান করিয়া পুনরায় উক্তমন্ত্রে ঘৃতমিশ্রিত চরুদ্বারা হোম করিবে। অনন্তর প্রণবযুক্ত ব্যাহৃতি, গায়ত্রী অথবা পুরুষসূক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত (১০৮) সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া নবগ্রহ হোম করিবে। অতঃপর স্ব স্ব গৃহোক্ত বিধানে উদীচ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া হোমশেষে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক শান্তিজলে যজমানকে অভিষিক্ত করিবে। দুঃস্বপ্নাদি অনিষ্টদর্শনে ব্রাহ্মণকে ঘৃত ও কাঞ্চন দান করিবে।

॥ ইতি অদ্ভুতশান্তি-পদ্ধতি ॥

অঙ্গে জ্যেষ্ঠি (টিক্‌টিকি) পতনে শুভাশুভ

হাঁচি ও টিক্‌টিকি শব্দের ফল

ঊর্দ্ধদিকে টিকটিকির শব্দ হইলে বিত্তলাভ, পূর্ব্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্নিভয়, নৈর্ঋতে কলহ, পশ্চিমে লাভ, বায়ুকোণে উত্তম বস্ত্র ও গন্ধজললাভ, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা লাভ এবং ঈশানে মৃত্যু হয়। হাঁচিতেও এইরূপ ফল হয়। প্রমাণ যথা—

"বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ং,
যাম্যামগ্নিভয়ং সুরদ্বিষি কলির্লাভঃ সমুদ্রালয়ে ॥
বায়ব্যাং বরবস্ত্রগন্ধসলিলং দিব্যাঙ্গনা চোত্তরে,
ঐশান্যাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিগ্‌লক্ষণং পঞ্জনে ॥"
"জ্যেষ্ঠীরুতে ক্ষুতেঽপ্যেবমূচুঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ ॥"

স্থান বিশেষে টিকটিকি পতনের ফল—টিক্‌টিকি দক্ষিণাঙ্গে পতিত হইলে স্বজন ও ধনহানি, বামভাগে লাভ; বক্ষে, মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কণ্ঠে রাজ্যলাভ এবং হস্ত, চরণ ও হৃদয়ে পতিত হইলে বহুবিধ সুখ হয়। প্রমাণ যথা—

"যদি নিপততি বল্লী দক্ষিণাঙ্গে নরাণাম্,
স্বজন-ধন-বিয়োগো লাভদা বামভাগে।
উরসি শিরসি পৃষ্ঠে কণ্ঠদেশে চ রাজ্যম্,
কর-চরণ-হৃদিস্থা সর্ব্বসৌখ্যং দদাতি ॥"

জ্যেষ্ঠীপতনে অশুভপ্রতীকার

অঙ্গে জ্যেষ্ঠী (টিক্‌টিকি) পতিত হওয়ামাত্রই সচেলাবস্থায় জলে যথাবিধি অবগাহন স্নান করিবে। মতান্তরে সুবর্ণময়ী জ্যেষ্ঠী নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিতে হয়। জ্যেষ্ঠীর সম্মুখে ঘট স্থাপন করিয়া তাহাতে গণেশাদি দেবতা, নবগ্রহ ও দিকপাল প্রভৃতির পূজা করিবে। তৎপরে যথোপচারে জ্যেষ্ঠির পূজা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় শিবের আবাহন পূর্ব্বক পূজা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে যথাবিধি বহ্নি স্থাপন করিয়া "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রে খদির সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া মহাব্যাহৃতি দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র (১০০৮) তিলাজ্যহোম করিবে।

বালকের দন্তোদ্‌গম-শান্তি

বালকের দন্তসহিত জন্ম হইলে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। প্রথম মাসে দন্তোদ্‌গম পিতার, দ্বিতীয় মাসে মাতার ও তৃতীয় মাসে ভ্রাতার মৃত্যু-সূচক হয়। চতুর্থমাসে শুভ, পঞ্চমমাসে মিষ্টান্নভোজী, ষষ্ঠ মাসে সুখী ও পণ্ডিত সপ্তম মাসে বলবান্ ও ধনবান্, অষ্টম মাসে ধন ও সুখহীন, নবম মাসে প্রতাপশালী, দশম মাসে গতায়ুঃ এবং একাদশ ও দ্বাদশ মাসে দন্তোদ্‌গম হইলে বালক সুখী, সুশীল ও সুভগ হয়। প্রমাণ যথা—

"জাতঃ সদন্তঃ পিতৃমাতৃহন্তা তাতং নিহন্যাৎ প্রথমে তু মাসে।
অম্বাং দ্বিতীয়ে সহজং তৃতীয়ে মাসে চতুর্থে শুভকারকঃ স্যাৎ ॥
মিষ্টান্নভোজী সুভগঃ সুতাখ্যো ষষ্ঠে সুখী পণ্ডিতকল্পবুদ্ধিঃ।
ততোঽধিকঃ স্যাদ্বলবান্ গুণাঢ্যো মাসেঽষ্টমে বিত্তসুখৈর্বিহীনঃ।
শূরপ্রতাপী নবমে চ মাসে মৃত্যুঞ্চ দদ্যাদ্দশমে তথৈব।
একাদশে দ্বাদশকেঽপি সৌখ্যং হৃষ্টোঽপি শান্তঃ সুভগো ভবেচ্চ ॥"

অশুভদন্তজন্ম-প্রতীকার—অশুভ দন্তজননের প্রতীকারার্থ শম্ভুর স্নানীয় জলের নির্গমন প্রণালীর অধোদেশে শিশুর মস্তক স্থাপন করিয়া দেবতার স্নানীয় জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। পরে শিশুকে শম্ভুদর্শন করাইবে এবং বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতার পূজা-পূর্ব্বক হোম ও ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি দান করিবে প্রমাণ যথা—

"স্নানং সংক্রমণস্যাধঃ শম্ভোর্দ্দর্শনমন্ততঃ।
হোমং বিপ্রার্চ্চনঞ্চৈবমশুভে দন্তদর্শনে ॥"

ষোড়শ বর্ষে গর্ভধারণাদি-শান্তি

যে স্ত্রীলোক ষোড়শ বর্ষে গর্ভ'ধারণ ও প্রসব করে, সে স্বামী ও জাত বালকের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ষোড়শ বর্ষে গর্ভ ধারণ করিয়া সপ্তদশ বর্ষে প্রসব করিলে বিধবা হয়। প্রমাণ যথা—

"যা সূতা ষোড়শে বর্ষে তত্র বা ধৃতগর্ভিকা।
মৃত্যুস্তস্যাঃ সপুত্রায়াঃ পিতুশ্চাপি চ সম্মতঃ ॥"

"যা নারী ষোড়শে বর্ষে গর্ভং ধৃত্বা প্রসূয়তে।
সা নারী বিধবা জ্ঞেয়া যদি শক্রসমঃ, পতিঃ॥
ষোড়শাব্দে তু যা নারী উৎপত্তিস্থিতিগর্ভিণী।
অপত্যং তত্তু নাশত্বং যাতি সা চ প্রণশ্যতি।

ইহার প্রতীকারার্থ গর্ভিণীকে জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু (শ্যামালতা) হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, গুগ্‌গুলু, বংশলোচন, তালিশপত্র, তিল ও খৈ, এই সকল দ্রব্য-মিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া যথোপচারে যথাবিধি গৌরীর পূজা করিবে। পরে শিবমূর্ত্তির নিকটে দৈবজ্ঞকে গর্ভবতী ছাগী, গাভী এবং বৃষ দান করিয়া কাংস্যপাত্রে শুক্লবস্ত্র ও শঙ্খযুক্ত রজতময় চন্দ্রপ্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি চন্দ্রের পূজা করিয়া ঐ রাজত চন্দ্র দান করিবে। পরে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। প্রমাণ যথা—

"মাংসী প্রিয়ঙ্গু-রজনী-গুগ্‌গুলু-বংশলোচনাঃ॥
তালিশেন তিলা লাজা গর্ভিণী-স্নানমুত্তমম্॥
গৌরীং সম্পূজ্য তৎপশ্চাৎ সংক্রমেচ্ছিবসন্নিধৌ।
ছাগী-গর্ভবতী দেয়া দৈবজ্ঞায়াথ গোযুগম্॥
কাংস্যপাত্রস্থিতং চন্দ্রং সিতবস্ত্রাব্জসংযুতম্।
বস্ত্রৈঃ কৃষ্ণৈশ্চ সৎপুষ্পৈশ্চন্দনাগুরু-ধূপকৈঃ॥
কৃত্বাপমার্জ্জয়েন্নারীং ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণাংস্ততঃ॥

ত্রিপুষ্কর-শান্তি

পুনর্ব্বসু উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও বিশাখা নক্ষত্রে; রবি, মঙ্গল, ও শনিবারে; দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে মানবের মৃত্যু হইলে ত্রিপুষ্কর-যোগ দোষ হয়। প্রমাণাদি জ্যোতিস্তত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

বার দোষে শস্য ও পুত্রহানি, তিথি দোষে গরু এবং নক্ষত্রদোষে গোত্র ধ্বংস হয়; ত্রিপুষ্কর দোষে সমস্তই বিনষ্ট হয়, এমন কি বাস্তবৃক্ষও জীবিত থাকে না। প্রমাণ যথা—

"বারে শস্যসুতং হন্তি তিথৌ গোধনমেব চ
নক্ষত্রে গোত্রহানিঃ স্যাৎ সর্ব্বং হন্তি ত্রিপুষ্করে।
পুষ্করত্রয়দোষেণ বাস্তুবৃক্ষো ন জীবতি॥"

ত্রিপুষ্করশান্তি পদ্ধতি—কৃতনিত্যক্রিয় যজমান আচমনাদি সম্পাদন করিয়া নারায়ণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক যথাবিধি পুণ্যাহাদি বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে॥ বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ ০০০০ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য ত্রিপুষ্কর-যোগকালীন-মরণ-জনিতানিষ্টপ্রশমনকামঃ শান্তিমহং করিষ্যে"।

তৎপরে সঙ্কল্প সূক্তপাঠ করিয়া স্বয়ং কার্য্যে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদস্য প্রভৃতির বরণ করিবে। অনন্তর যজমান বা বৃত ব্রাহ্মণ সামান্যার্ঘ্যাদি সম্পাদন

করিয়া বেদীর উপরিভাগে গ্রহমণ্ডল অঙ্কিত করত শোধিত পঞ্চগব্যে "ওঁ বেত্থাবেদিঃ সমাপ্যতে" ইত্যাদি মন্ত্রে বেদীশোধন এবং "ওঁ উর্দ্ধ উ ষু ণ উতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্রাতপ বন্ধন করিয়া মণ্ডলের পূর্ব্বাংশে স্বস্বগৃহোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক সেই ঘটে গণেশাদি-দেবতার অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে গ্রহমণ্ডলে নবগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত ঘটে দশ দিক্‌পালের পূজা করিবে।

অতঃপর মণ্ডলের দক্ষিণে তিলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত লৌহময়ী যমপ্রতীমা স্থাপন করিবে। মণ্ডলের পশ্চিমে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভোপরি স্থাপিত কাংস্যময় পাত্রে শুক্লবস্ত্রাচ্ছাদিত রজতময়ী ধর্ম্মপ্রতিমা স্থাপন করিবে। মণ্ডলের উত্তরে গুড়পূর্ণ-কুম্ভোপরি স্থাপিত তাম্রপাত্রে রক্তবসনাবৃত স্বর্ণময়ী চিত্রগুপ্ত প্রতিমা স্থাপন করিবে। মণ্ডলের পূর্ব্বে মুদ্গপূর্ণকুম্ভস্থ গোধূমপূর্ণ পাত্রে কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত পুষ্করপ্রতিমা স্থাপন করিয়া তদুপরি চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবে। তৎপরে শোধিত পঞ্চামৃতে পঞ্চামৃতশোধন মন্ত্রে প্রতিমার স্নান করাইয়া উল্লিখিত প্রত্যেক দেবতার ধ্যান, মানসোপচার পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পুনর্ধ্যান প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন ও ষোড়শোপচার পূজা করিবে। সর্ব্বাগ্রে যমের ধ্যান করিয়া "ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ যমঞ্চ ক�ৃষ্ণবর্ণাভং দ্বিভুজং রক্তলোচনম্।
দক্ষে দণ্ডধরং বামহস্তে পাশধরং বিভুম্॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং ধ্যায়েন্মহিষবাহনম্॥"
মহাকায়ং ধর্ম্মরাজং বিষ্ণুভক্তজনপ্রিয়ম্॥"

প্রণামমন্ত্র—"ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তেহস্তু কালদণ্ডধর প্রভো।
বৈবস্বত নমস্তেহস্তু প্রেতরিষ্টং বিনশ্যতু॥"

তৎপরে "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ" মন্ত্রে ধর্ম্মের বারত্রয় অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রার্থনামন্ত্র—"ওঁ ধর্ম্ম ত্বং ধর্ম্মরূপোহসি নির্ম্মলোহসি নিরঞ্জন।
প্রেতরিষ্টমিদং দেব নাশয় ত্বং যম প্রভো॥"

পরে "ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ" মন্ত্রে চিত্রগুপ্তের তিনবার পূজা ও প্রণাম করিবে মন্ত্র যথা

ওঁ যমমন্ত্রী চিত্রগুপ্তো বিধাতা ধাতৃসংজ্ঞকঃ।
প্রেতরিষ্ট প্রশমনং কুরু দেব নমোহস্তু তে॥

অনন্তর পুষ্করের পূজা করিয়া মৃত্যুদিবসীয় তিথি, বার ও নক্ষত্রের যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর স্বগৃহোক্ত বিধানে বহ্নিস্থাপন করিয়া ব্রীহি, যব ও তিলযুক্ত তণ্ডুল দ্বারা চরুপাক করত চরুস্থালীতে সমপরিমাণে দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ যমায় স্বাহা" মন্ত্রে বইচ সমিধ্ দ্বারা যমের উদ্দেশে, "ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা" উডুম্বর সমিধ্ দ্বারা ধর্ম্মের উদ্দেশে, ওঁ চিত্রগুপ্তায় স্বাহা" মন্ত্রে অশ্বত্থ সমিধ্ দ্বারা চিত্রগুপ্তের উদ্দেশে

হোম করিবে। অনন্তর "ওঁ পুষ্করায় স্বাহা" মন্ত্রে এক হাজার আটবার চরুহোম করিয়া মৃত্যুদিবসীয় বার, তিথি ও নক্ষত্রের উদ্দেশে একশত আটবার চরুহোম করিবে। তৎপরে স্বগৃহোক্ত বিধানে উদীচ্য কর্ম্মাদি শেষ করিয়া ব্রাহ্মণকে যব, তিল ও গাভী দান করিবে। অসামর্থ্যে গোমূল্যও দিতে পারা যায়। তৎপরে দক্ষিণা দান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য শান্তি প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া কার্য্য শেষ করিবে।

গোভিলের মতে বিষ্ণুপূজা ও সহস্র বিষ্ণুহোম বিহিত আছে। উক্তমতে ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ দান করিতে হয়।

॥ ইতি ত্রিপুষ্করশান্তিপদ্ধতি ॥

বগলামুখী-প্রয়োগ

বিবাদে বিজয়কামনায় বগলামুখীর পূজা ও মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। কৃতনিত্যক্রিয় যজমান আচমনাদি সম্পাদন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকেন সহ রাজদ্বারোপস্থিত-বিবাদে বিজয়লাভকামঃ শ্রীবগলামুখী পূজাপূর্ব্বকং ষট্‌ত্রিংশপদক্ষরক-শ্রীবগলামুখীমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া মূলমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে দেবীগৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া "ওঁ বজ্রোদকে হুঁং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে জল শোধন করিয়া তদ্দ্বারা আসন প্রোক্ষণ করত তদুপরি উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইবে। অনন্তর "ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধসর্ব্বগাত্রি সর্ব্বপাপাণি শময়াশেষ বিকল্পমপনয় হুঁং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে হস্ত-পাদ প্রক্ষালন করিয়া তান্ত্রিকবিধানে মন্ত্রাচমন করিয়া "ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ মাং হুঁং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া উক্ত মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিবে। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপনান্তে তজ্জলে দ্বার অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। যথা—

উর্দ্ধোড়ুম্বরে—ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। বামে—ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ বাং বটুকায় নমঃ। অধঃ—ওঁ যাঃ যোগিনীভ্যো নমঃ। উভয় পার্শ্বে—ওঁ যাং যমুনায়ৈ, শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ, ঐং সরস্বত্যৈ, (নমঃ সর্ব্বত্র)। গৃহমধ্যে নৈর্ঋতে—ওঁ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ মন্ত্রে দ্বারদেবতার-পূজা করিয়া মাষভক্তি বলি দান ও ভূতাপসারণ করিবে। তৎপরে "ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া ভূমিশোধন করিয়া তাহাতে হস্ত স্পর্শ করিয়া "ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। অতঃপর ভূমিতে ত্রিকোণ বা "হ্‌সৌঃ" এই প্রেতবীজ লিখিয়া তদুপরি আসন পাতিয়া "ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে তদুপরি প্রেতবীজ লিখিয়া আসন শুদ্ধি করিবে। অনন্তর গুরুপংক্তি প্রণাম ও দিগ্‌বন্ধন পূর্ব্বক করশুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি করত ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি সম্পাদন পূর্ব্বক ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা—

"অস্য শ্রীবগলামুখীমন্ত্রস্য নারদ ঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দঃ শ্রীবগলামুখী দেবতা হ্লীং বীজং হুঁং শক্তিঃ সর্ব্বদুষ্টানাং বাঙ্মুখস্তম্ভনজিহ্বাকীলন-বুদ্ধিনাশনেষু বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ ত্রিষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রীবগলামুখী-দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হ্লীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে স্বাহা শক্তয়ে নমঃ॥

তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে, যথা—

ওঁ হ্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বগলামুখি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা॥ সর্ব্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুঁ জিহ্বাং কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্॥"

এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত কেশ হইতে পাদাগ্র এবং পাদাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সাতবার স্পর্শ করিয়া ব্যাপকন্যাস করিবে। অনন্তর তত্ত্বন্যাস করিবে।

তত্ত্বন্যাস যথা, মূলাধারে—"ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা ওঁ আত্মতত্ত্বব্যাপিনী বগালামুখী-শ্রীপাদুকাং-পূজয়ামি নমঃ। মস্তকে মূলমন্ত্র পাঠান্তে——ওঁ বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" সর্ব্বাঙ্গে মূলমন্ত্র পাঠান্তে—ওঁ সর্ব্বতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।"

মন্ত্রন্যাস—মস্তকে—ওঁ নমঃ। ললাটে—হ্লীং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—বং নমঃ। বামনেত্রে—গং নমঃ দক্ষিণকর্ণে—লাং নমঃ। বামকর্ণে—মুং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে—খিং নমঃ। বামগণ্ডে—সং নমঃ। দক্ষিণনাসায়—র্ব্বং নমঃ। বমানাসায়—দুং নমঃ। ওষ্ঠে—ষ্টং নমঃ। অধরে—নং নমঃ। মুখগহ্বরে বাং নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—চং নমঃ। দক্ষিণবাহুকূর্পরে—মুং নমঃ। দক্ষিণমণিবন্ধে খং নমঃ। দক্ষিহস্তাঙ্গুলিমূলে—স্তং নম, গলে—ম্ভং নমঃ। দক্ষিণস্তনে—য়ং নমঃ। বামস্তনে—জিং নমঃ। হৃদয়ে—হ্বাং নমঃ। নাভিদেশে—কীং নমঃ। কটিদেশে—লং নমঃ। গুহ্যে—য়ং নমঃ। বামস্কন্ধে—কীং নমঃ—বামকূর্পরে—লং নমঃ। বামমণিবন্ধে—য়ং নমঃ। বামাঙ্গুলিমূলে—বুং নমঃ। দক্ষিণউরুদেশে—দ্ধিং নমঃ। দক্ষিণজানুতে—নাং নমঃ। দক্ষিণগুল্ফে—শং নমঃ। দক্ষিণপাদাঙ্গুলিমূলে—য়ং নমঃ। বাম উরুতে—হ্লীং নমঃ। বামজানুতে ওঁ নমঃ। বামগুল্ফে—স্বাং নমঃ। বামপাদাঙ্গুলিমূলে—হাং নমঃ।"

অতঃপর কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে। যথা—
ওঁ মধ্যে সুধাব্ধি-মণিমণ্ডপরত্নবেদী,-সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি।"

ধ্যানান্তে ধ্যানপুষ্প মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যদ্বয় স্থাপন করিবে। যথা—স্ববামভাগে অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তাহার

ঈশানাদি কোণ চতুষ্টয়ে ও পূর্ব্বাদি দিকে পুষ্প, অক্ষত ও রক্তচন্দন দ্বারা "ওঁ গ্লৌং গণপতয়ে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন, ত্রিপদিকোপরি শঙ্খ স্থাপন, শঙ্খোপরি মধুদ্বারা বিলোম মাতৃকাবর্ণ ও মূলমন্ত্র বারত্রয় পাঠপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রের ত্রিভাগ-পূরণ ও শঙ্খে অষ্টাঙ্গ-অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। তদনন্তর ত্রিপদিকায়—"মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" শঙ্খে—"অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ", জলে—"উং সোম-মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে পূজা, "গঙ্গে চ" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন, শঙ্খমধ্যে "শ্রীবগলামুখি দেবি ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন ও স্থাপন, "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, "বষট্" মন্ত্রে জলদর্শন ও "বৌষট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া শঙ্খমধ্যস্থ দেবীকে মূলমন্ত্রে বারত্রয় পূজা করিবে। পরে অঙ্গন্যাস মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ অর্ঘ্যজল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নিজমস্তক ও পূজোপকরণ প্রোক্ষিত করিয়া পীঠপূজা করিবে। যথা—অগ্রে রক্তচন্দন দ্বারা তাম্রাদি পাত্রে যন্ত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ। (মূলমন্ত্র) এতে গন্ধপুষ্পে শক্তিপদ্মাসনায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া পীঠে দেবীর আবাহন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিবে। অতঃপর ধেনু ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরোভাগে ষড়ঙ্গমন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা", মন্ত্রে তিন বিন্দু জল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে তত্ত্বমুদ্রায় দেবীর বারত্রয় তর্পণ করিবে। যথা—"(মূলমন্ত্র) ওঁ সাঙ্গাবরণাং শ্রীবগামুখীদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা'।" অতঃপর সাধক আপনার সামর্থ্যানুসারে যথোপচারে দেবীর পূজা করিয়া "শ্রীবগলামুখি দেবি! আবরণন্তে পূজয়ামি" মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া আবাহন পূর্ব্বক যন্ত্রস্থ ষট্‌কোণে প্রণবাদি নমোহন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। যথা—পূর্ব্বে—"ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ"; অগ্নিকোণে —ভগসর্পিণ্যৈ। ঈশানে—ভগাবহায়ৈ। পশ্চিমে—ভগসিদ্ধায়ৈ। নৈঋ‍র্তে—ভগনি-পাতিন্যৈ। বায়ুকোণে—ভগমালিন্যৈ।"

অতঃপর অষ্টপত্রে পূর্ব্বাদিক্রমে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। যথা—"ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ"। (এবং) "নারায়ণ্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ"।

তৎপরে পদ্মপত্রাগ্রে জয়া প্রভৃতি দেবীর পূজা করিবে। যথা—"ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ" (এবং) বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, স্তম্ভিন্যৈ, জম্ভিন্যৈ, মোহিন্যৈ, আকর্ষিণ্যৈ"। দ্বারদেশে—"ওঁ ভৈরবায় নমঃ।

অনন্তর দ্বারের বহির্ভাগে পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া দেবীর মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া

ধূপ-দীপ প্রদান পূর্ব্বক পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করিয়া নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিবে। তৎপরে পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া প্রাণায়ামাদি সম্পাদন পূর্ব্বক সেতু, মহাসেতু ও কুল্লুকা জপান্তে হরিদ্রাগ্রন্থিমালায় যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে জপ-সমর্পণ করিয়া পুনশ্চ সেতু, মহাসেতু ও কুল্লুকা জপ পূর্ব্বক প্রাণায়াম ও করাঙ্গন্যাস করিয়া প্রণাম করিবে। অতঃপর ত্রিশূলমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয়দানান্তে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভৈরবের উদ্দেশে বলিদান করিবে। তদনন্তর "ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যৎ কৃতং যদুক্তং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক্ শ্রীবগলামুখ্যৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ" মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া "জয় জয়" মন্ত্রে অন্ত্য অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপরে বগলামুখীর স্তব ও কবচ পাঠ করিবে।

॥ ইতি বগলামুখী-প্রয়োগ ॥

মৃত্যুঞ্জয়-শিবপূজাপ্রয়োগ

মৃত্যুঞ্জয় তন্ত্রে কথিত আছে,—মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা করিলে দুঃসাধ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্ত হয়। যিনি ভক্তিসহকারে মৃত্যুঞ্জয় শিবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে যমও ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া থাকে ; সুতরাং রোগ তাঁহার কি করিতে পারে।

"মৃত্যুঞ্জয়ং সমাপূজ্য লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
যস্তু সম্পূজয়েদ্ ভক্ত্যা লিঙ্গং মৃত্যুঞ্জয়াভিধম্।
যমোঽপি প্রণমেদ্ ভক্ত্যা কিং করিষ্যতি চাময়ঃ ॥" মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রম্।—

জিতেন্দ্রিয় সাধন কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া বারদ্বয় আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুকস্য) ঝটিত্যুৎপন্নামুকরোগোপশমন-কামো মৃত্যুঞ্জয়শিবপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি।)

সঙ্কল্পান্তে সূক্ত পাঠ করিয়া "ওঁ হরায় নমঃ" মন্ত্রে কীটকেশাদিশূন্য অশীতি তোলক (৮০ তোলা) তীর্থমৃত্তিকা লইয়া "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে সংগঠন ও ঘৃতম্রক্ষিত করিয়া নূতন কাংস্যপাত্রে স্থাপন করিবে। তৎপরে শোধিত পঞ্চগব্যদ্বার শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে দ্বারপূজা করিবে। পঞ্চগব্যের প্রত্যেক দ্রব্য আট তোলা পরিমিত হইবে। দ্বারপূজা যথা—দ্বারের পূর্ব্বাদিক্রমে—"ওঁ নন্দিনে নমঃ, মহাকালায়, গণেশায়, ভৃঙ্গিনে, বৃষভায়, স্কন্দায় পার্ব্বতীশায়, চণ্ডেশ্বরায় ॥"

অনন্তর বিঘ্নাপসারণ, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, তান্ত্রিক পুষ্পশুদ্ধি, ভূমিশোধন ও

গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম করিয়া করশুদ্ধি করিবে। যথা—"হস্লৌং" মন্ত্রে সগন্ধপুষ্প লইয়া "ঔং" মন্ত্রে মার্জ্জন করিয়া হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপর দিগবন্ধন, ভূতশুদ্ধি, আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা ও মাতৃকান্যাস প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক "ওঁ জুং সঃ" মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া চন্দ্রমৌলিন্যাস করিবে। (শিব পূজায় দ্রষ্টব্য)। অনন্তর পীঠন্যাস করিবে। যথা—সাধারণ পীঠন্যাসোক্ত বিধানে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "হীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্য্যন্ত ন্যাস করিরা হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্ট কেশরে ন্যাস করিবে। যথা—"ওঁ বামায়ৈ নমঃ, (এবং) জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ, কাল্যৈ, কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণৈ বলপ্রমথন্যৈ, (মধ্যে) মনোন্মন্যৈ। (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ"।

অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস যথা—অস্য মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রস্য কহোল ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা মৃত্যুনিবারণার্থে (মহারোগপ্রশমনার্থে বা) বিনিয়োগঃ। মস্তকে—"ওঁ কহোলায় ঋষয়ে নমঃ"॥ মুখে—"ওঁ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ"। হৃদয়ে—"ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ"।

কারাঙ্গন্যাস যথা—ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা"। "ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ সীং শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি।

অতঃপর "ওঁ জুং সঃ" মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতম্,
মুদ্রাপাশমৃগাক্ষ-সূত্র-বিলসৎ-পাণিং হিমাংশুপ্রভম্।
কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং,
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥"

ধ্যানান্তে মানসোপচার পূজা, বিশেষার্ঘ্যদ্বয় স্থাপন, পীঠন্যাস নিয়মে পীঠ পূজা, পুনর্ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। প্রথমতঃ আসনাদি প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া নিবেদন করিবে। যথা—"ওঁ জুং সঃ এতদ্রজতাসনং মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ"। স্বাগত প্রশ্ন—ওঁ জুং সঃ ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয়! স্বাগতম্? ওঁ সুস্বাগতম্"। এইরূপে পাদ্যে—নমঃ, অর্ঘ্যে—স্বাহা, আচমনীয়ে—স্বধা; বস্ত্রে, আভরণে ও গন্ধে—নমঃ, পুষ্পে—বৌষট্ এবং বিল্বপত্রে—নমঃ শব্দ অন্তে যোগ করিয়া উপচার নিবেদন করিবে। মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অষ্টাধিক সহস্র (১০০৮) বিল্বপত্র দিবে।

অনন্তর মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া "ওঁ ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয়! আবরণন্তে পূজয়ামি" মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। প্রথমতঃ আবরণ দেবতার আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি

মন্ত্রে অঙ্গ পূজা করিবে। তৎপরে বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি ক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপালের পূজা করিবে। যথা—

"লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে সবাহনায় ইত্যাদি। বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে ইত্যাদি। যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ইত্যাদি। সাং সোমায় তারাধিপতয়ে ইত্যাদি। হাং ঈশানায় গণাধিপতয়ে ইত্যাদি। আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে ইত্যাদি। হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে ইত্যাদি।"

অনন্তর বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ বজ্রায় নমঃ, (এবং) শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ শূলায়, পদ্মায়, চক্রায়"।

অনন্তর ধূপাদি ও পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করিয়া "নৈবেদ্য নিবেদয়ামি" মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন পূর্ব্বক অন্যান্য উপচার দিবে। অতঃপর যথাবিধি তর্পণ, পঞ্চোপচার পূজা, অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজা, যথাশক্তি মন্ত্র জপ, জপসমর্পণ ও স্তবকবচ পাঠ করিয়া তান্ত্রিক-বিধানে বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক গুলঞ্চ দ্বারা অষ্টাধিক সহস্র (১০০৮) হোম করিবে। হোমান্তে দক্ষিণা দান করিয়া "ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব" মন্ত্রে বিসর্জ্জন এবং "ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে নির্ম্মাল্য স্থাপন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণপূর্ব্বক শান্তিদানাদি করিবে।

॥ ইতি মৃত্যুঞ্জয়-শিবপূজা-প্রয়োগ ॥

মহামৃত্যুঞ্জয়-শিবপূজা-প্রয়োগ

কৃতনিত্যক্রিয় সাধক দুইবার আচমন, সূর্য্যার্ঘ্যদান, গণেশাদিদেবতার পূজা ও স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মৃত্যুভয়নিবৃত্তিকামঃ (অমুকরোগোপশমনকামো বা) মহামৃত্যুঞ্জয়-শিবপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে"।

সঙ্কল্পান্তে সূক্ত পাঠ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়শিবপূজা-প্রয়োগবৎ লিঙ্গগঠন হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া "হ্রূঁ" মন্ত্রে প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস যথা—

"অস্য মহামৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ো গিরিজাপতির্দেবতা হং বীজং রং শক্তিঃ উং কীলকং আয়ুর্বৃদ্ধিসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। (মুখে) অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে) ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ায় গিরিজাপতয়ে নমঃ। (গুহ্যে) হং বীজায় নমঃ। (পাদদ্বয়ে) রং শক্তয়ে নমঃ। (সর্ব্বাঙ্গে) উং কীলকায় নমঃ।"

করাঙ্গন্যাস—"ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।" "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা।" ইত্যাদি।

অনন্তর মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ শম্ভুং প্রসন্নবদনং শূলিনং বৃষমাশ্রিতম্।
ভবানীবামভাগস্থং নমামি ব্রহ্মরূপিণম্॥"

ধ্যানান্তে মানসোপচার পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা (মৃত্যুঞ্জয়শিব-পূজাপ্রয়োগ দ্রষ্টব্য) পুনঃ করাঙ্গন্যাস ও ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজাবিধি মৃত্যুঞ্জয়শিবপূজা প্রয়োগবৎ জানিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রক্তচন্দনযুক্ত অর্ঘ্যজলে "ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতিং দেবতাং তর্পয়ামি" মন্ত্রে বারত্রয় তর্পণ করিয়া পুনঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস, গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম, "হৌ" মন্ত্রে মস্তকে দশবার কুল্লুলাজপ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র দশবার জপপূর্ব্বক মুখশোধন ও যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে। জপান্তে জপ সমর্পণ করিয়া পুনঃ প্রাণায়ামান্তে ঋষ্যাদিন্যাস ও স্তুতিপাঠপূর্ব্বক "হ্রূ" মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। অনন্তর অন্যান্য কর্ম্ম মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজাপ্রয়োগবৎ অনুষ্ঠেয়।

॥ ইতি মহামৃত্যুঞ্জয়-শিবপূজা-প্রয়োগ ॥

বটুকভৈরব-প্রয়োগ

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে বটুক ভৈরবের ত্রিবিধ ধ্যান আছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ধ্যানে পূজা করিলে অপমৃত্যু বিনাশ, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, আরোগ্য ও মুক্তিলাভ হয়। রাজসিক ধ্যানে ধর্ম্মবৃদ্ধি, কামনাসিদ্ধি ও অর্থলাভ হয়। তামস ধ্যানে শত্রুদমন ও ভূতাবেশ জনিত রোগ শান্তি হয়। প্রমাণ যথা—

"সাত্ত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতমপমৃত্যুবিনাশনম্।
আয়ুরারোগ্যজননমপবর্গফলপ্রদম্॥
রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদম্।
তামসং শত্রুশমনং কৃত্যাভুতগদাপহম্॥" তন্ত্রসারঃ।

কৃতনিত্যক্রিয় সাধক সূর্য্যার্ঘ্যদান, গণেশাদির পূজা ও স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বাপচ্ছন্তিকামঃ (আপদুদ্ধরণকামো বা) বটুকভৈরবপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক "হ্রী" মন্ত্রে প্রাণায়ামত্রয় করিয়া পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, মূর্ত্তিন্যাস, করাঙ্গন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিবে।

পীঠন্যাস—দক্ষিণস্কন্ধে—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বাম উরুতে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণ উরুতে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভিতে—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস যথা—"অস্য বটুকভৈরবমন্ত্রস্য বৃহদারণ্যক-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবটুক-ভৈরবো দেবতা আপদুদ্ধরণে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ বৃহদারণ্যকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ বটুকভৈরবায় দেবতায়ৈ নমঃ।"

মূর্ত্তিন্যাস যথা—অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ। তর্জ্জনীদ্বয়ে—হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যমাদ্বয়ে—হ্রূং বুং অঘোরায় নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে—হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মস্তকে—হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ। তর্জ্জনীদ্বারা মুখে—হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যমাদ্বারা হৃদয়ে—হ্রূং বুং অঘোরায় নমঃ। অনামিকাদ্বারা গুহ্যে—হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বারা পাদদ্বয়ে—হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উর্দ্ধমুখে—হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ। তর্জ্জনী দ্বারা পূর্ব্বমুখে—হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যমাদ্বারা দক্ষিণমুখে—হ্রূং বুং অঘোরায় নমঃ। অনামিকাদ্বারা উত্তরমুখে—হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বারা পশ্চিমমুখে—হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ।

করন্যাস যথা—ওঁ হ্রাং বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং বীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূং বুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং বৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং বৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং বীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূং বুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং বৈং কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং বৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস—"হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং" মন্ত্রে কেশাদি পাদান্ত এবং পাদাদি কেশান্ত পাঁচবার বা সাতবার স্পর্শ করিয়া ব্যাপকন্যাস করিবে। অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া স্বাভিমত ধ্যান করিবে।

সাত্ত্বিকধ্যান—"ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং,
বিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃকিঙ্কিণী-নূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রম্,
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূল-দণ্ডৌ দধানম্॥"

রাজসধ্যান—"ওঁ উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজম্,
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ।

নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জলম্,
বন্ধুকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥"

তামসধ্যান—"ওঁ ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং,
দিগ্ বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ স্থণিং খড়্গ-শূলাভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং,
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্ ॥"

ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক যন্ত্রে পীঠপূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি পরিকল্পনা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। যথা—"(মূলাদি) সদ্যোজাত ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ ; (মূলাদি) বামদেব ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ (মূলাদি) বটুকভৈরব ইহ সন্নিধেহি।

অনন্তর ষড়ঙ্গ মন্ত্রে সকলীকরণ করিয়া "হ্রেং বেং তৎপুরুষ" মন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বারত্রয় তর্পণ পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—"(মূল) ইদমাসনং শ্রীবটুকভৈরবায় দেবতায়ৈ নমঃ"। ইত্যাদি। পুষ্পপ্রদানান্তে মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা—কর্ণিকায় দিক্চতুষ্টয়ে ও কোণে—"ওঁ ঈশানায় নমঃ ; (এবং) অঘোরায় তৎপুরুষায়, সদ্যোজাতায়, বামদেবায়"। ব্যোমপদ্মদলে—"ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায়, নমঃ ; (এবং) রুরবে ভৈরবায় ; চণ্ডায় ভৈরবায় ; ক্রোধায় ভৈরবায় ; উন্মত্তায় ভৈরবায় ; কপালিনে ভৈরবায় ; ভীষণায় ভৈরবায়, সংহারায় ভৈরবায়"।

অনন্তর ষট্কোণে পূর্ব্বাদিক্রমে "ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিবে। যথা—"ওঁ ডাকিনীপুত্রায় নমঃ, (এবং) রাকিনী-পুত্রায়, লাকিনীপুত্রায়, কাকিনীপুত্রায়, শাকিনীপুত্রায়, হাকিনীপুত্রায়, মালিনীপুত্রায়, দেবীপুত্রায়, উমাপুত্রায়, মাতৃপুত্রায়, রুদ্রপুত্রায়, ঊর্দ্ধমুখীপুত্রায়, অধোমুখীপুত্রায়"।

অনন্তর অষ্টদলপদ্মে বটুকরূপে দিকপালগণকে পূজা করিবে। তদ্বহির্ভাগে পূর্ব্বে—"ওঁ ব্রহ্মাণীপুত্রায় নমঃ"। ঈশানে—মাহেশ্বরীপুত্রায়। উত্তরে—বৈষ্ণবীপুত্রায়। বায়ু-কোণে—কৌমারীপুত্রায়। নৈর্ঋতে—মহালক্ষ্মীপুত্রায়। বামে—বারাহীপুত্রায়। পশ্চিমে—ইন্দ্রাণীপুত্রায়। অগ্নিকোণে—চামুণ্ডাপুত্রায়। তদ্বহির্ভাগে দশদিকে—ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ ; (এবং) ত্রিপুরান্তকায়, বেতালায়, বহ্নিজিহ্বায়, কালান্তকায়, করালায়, একপাদায়, ভীমরূপায়, অচলায়, হাটকেশ্বরায়।

অনন্তর ঈশানাদি নির্ঋতি পর্য্যন্ত—"ওঁ যোগিনীসহিত-দিব্যযোগীশায় নমঃ। ওঁ যোগিনীসহিতান্তরীক্ষ-যোগীশায় নমঃ। যোগিনীসহিতভূমিষ্ঠযোগীশায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে ধূপাদি প্রদানপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে "ওঁ সায়ুধসবাহন-সপরিবারায়ৈ বটুকভৈরবদেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা ও তর্পণ করিবে। অনন্তর প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস,

করাঙ্গন্যাস, গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম, যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কার্য্যশেষ করিবে।

॥ * ॥ ইতি বটুক ভৈরব-প্রয়োগ ॥ * ॥

নৃসিংহ-প্রয়োগ

কৃতনিত্যক্রিয় সাধক আচমনান্তে সূর্য্যার্ঘদান ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দীর্ঘজীবি-বহুপুত্রলাভকামা (ভূতাদ্যুপদ্রবনাশকামা বা) শ্রীনৃসিংহপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে"।

অনন্তর সূক্তপাঠান্তে বৈষ্ণব আচমন করিবে। যথা—"ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ" ওঁ মাধবায় নমঃ," মন্ত্রে বারত্রয় জলবিন্দু পান, "ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন, "ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ" মন্ত্রে ওষ্ঠাধর মার্জ্জন, "ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ" মন্ত্রে মুখমার্জ্জন, "ওঁ হৃষিকেশায় নমঃ" মন্ত্রে করপ্রক্ষালন, "ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ" মন্ত্রে পদপ্রক্ষালন, "ওঁ দামোদরায় নমঃ" মন্ত্রে মস্তক প্রোক্ষণ, "ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ" মন্ত্রে মুখ স্পর্শ, "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ" মন্ত্রে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম নাসিকা স্পর্শ; "ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ" "ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ বামনেত্র স্পর্শ, "ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামকর্ণ স্পর্শ; "ওঁ অচ্যুতায় নমঃ" মন্ত্রে নাভি, "ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ" মন্ত্রে বক্ষঃ, "ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে মস্তক এবং "ওঁ হরয়ে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া দ্বারদেশে দ্বারদেবতার আবাহন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পযোগে পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ নন্দায় নমঃ, (এবং) সুনন্দায়, চণ্ডায়, প্রচণ্ডায়, বলায়, প্রবলায়, ভদ্রায়, সুভদ্রায়, বিঘ্নায়, বৈষ্ণবায়"।

অনন্তর বিঘ্নাপসারণ, আসনশুদ্ধি, গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম, করশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস করিয়া নিম্নোক্তরূপে অন্তর্মাতৃকান্যাস করিবে। অন্তর্মাতৃকান্যাস যথা—

মূলাধারে চতুর্দ্দলে—"বং শং ষং সং নমঃ"। লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলে—"বং ভং মং যং রং লং নমঃ"। নাভিদেশে দশদলে—"ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং নমঃ"। হৃদয়ে দ্বাদশদলে—"কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নমঃ"। কণ্ঠমূলে ষোড়শ-দলে—"অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ"। ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে—"হং ক্ষং নমঃ"।

অনন্তর বাহ্যমাতৃকান্যাস ও সংহারমাতৃকান্যাস করিয়া কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাস, তত্ত্বন্যাস, প্রাণায়াম সম্পাদন পূর্ব্বক পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, মন্ত্রন্যাস ও মূলমন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।

কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাস—উক্ত ন্যাসের প্রথমে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। মস্তকে—ওঁ প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। করাঙ্গন্যাস—"শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" ইত্যাদি। ধ্যান—"ওঁ উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতম্, পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্। নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রম্, বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্র-পাণিম্॥" ললাটে—অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। [নমঃ সর্ব্বত্র]। মুখে—আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ। দক্ষিণনেত্রে—ইং মাধবায় তুষ্ট্যৈ। বামনেত্রে—ঈং গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ। দক্ষিণকর্ণে—উং বিষ্ণবে ধৃত্যৈ। বামকর্ণে—ঊং মধুসূদনায় শান্ত্যৈ। দক্ষিণ-নাসাপুটে—ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ। বামনাসাপুটে—ৠং বামনায় দয়ায়ৈ। দক্ষিণ-গণ্ডে—ঌং শ্রীধরায় মেধায়ৈ। বামগণ্ডে—ৡং হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ। ওষ্ঠে—এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ। অধরে—ঐং দামোদরায় লজ্জায়ৈ। ঊর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তিতে—ওং বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ। অধোদন্তপঙ্‌ক্তিতে—ঔং সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ। মস্তকে—অং প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ। মুখে—অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ। দক্ষিণবাহুমূলে—কং চক্রিণে জায়ায়ৈ। কূর্পরে—খং গদিনে দুর্গায়ৈ। মণিবন্ধে—গং শার্ঙ্গিণে প্রভায়ৈ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং খড়্গিনে সত্যায়ৈ। অঙ্গুলি-অগ্রে—ঙং শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ। বামবাহুমূলে—চং হলিনে বাণ্যৈ। কূর্পরে—ছং মুষলিনে বিলাসিন্যৈ। মণিবন্ধে—জং শূলিনে বিজয়ায়ৈ। অঙ্গুলিমূলে—ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ। অঙ্গুলি-অগ্রে—ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ। দক্ষিণপাদমূলে—টং মুকুন্দায় বিনদায়ৈ। জানুতে—ঠং নন্দজায় সুনদায়ৈ। গুল্‌ফে—ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ। অঙ্গুলি-মূলে—ঢং নরায় ঋদ্ধ্যৈ। অঙ্গুলি-অগ্রে—ণং নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ। বামপাদমূলে—তং হরয়ে শুদ্ধ্যৈ। জানুতে—থং কৃষ্ণায় বুদ্ধ্যৈ। গুল্‌ফে—দং সত্যায় ভূত্যৈ। অঙ্গুলি-মূলে—ধং সাত্বতায় মত্যৈ। অঙ্গুলি-অগ্রে—নং শৌরায় ক্ষমায়ৈ। দক্ষিণপার্শ্বে—পং শূরায় রমায়ৈ। বামপার্শ্বে—ফং জনার্দ্দনায় উমায়ৈ। পৃষ্ঠে—বং ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ। নাভৌ—ভং বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ। উদরে—মং বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ। হৃদয়ে—যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ। দক্ষিণস্কন্ধে—রং অসৃগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ। ককুদি—লং মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ। বামস্কন্ধে—বং মেদাত্মনে বালায় সূক্ষ্মায়ৈ। হৃদয়াদি দক্ষিণকরে—শং অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যায়ৈ। হৃদয়াদি বামকরে—ষং মজ্জাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ। হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে—সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ। হৃদয়াদি বামপদে—হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ। হৃদয়াদি উদরে—লং জীবাত্মনে বিমলায় আমোঘায়ৈ। হৃদয়াদিমুখে—ক্ষং ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ॥

তত্ত্বন্যাস—সর্ব্বগাত্রে—মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ভং নমঃ পরায় প্রাণ-তত্ত্বাত্মনে। [নমঃ সর্ব্বত্র] হৃদয়ে—বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে। ফং নমঃ পরায় অহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে। পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে। মস্তকে—নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বা-

ত্মনে। মুখে—ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে। হৃদয়ে—দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে। গুহ্যে—থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে। পাদদ্বয়ে—তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে। কর্ণদ্বয়ে—ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে। ত্বকে—ঢং নমঃ পরায় ত্বকৃতত্ত্বাত্মনে। নেত্রদ্বয়ে—ডং নমঃ পরায় নেত্রতত্ত্বাত্মনে। জিহ্বাতে—ঠং নমঃ পরায় জিহ্বা-তত্ত্বাত্মনে। ঘ্রাণদ্বয়ে—টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে। বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে)—ঞং নমঃ পরায় বাকৃতত্ত্বাত্মনে। পাণিদ্বয়ে—ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্ত্বাত্মনে। পাদদ্বয়ে—জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে। গুহ্যে—ছং নমঃ পরায় পায়ু তত্ত্বাত্মনে। লিঙ্গে—চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে। মস্তকে—ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে। মুখে—ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে। হৃদয়ে—গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে। লিঙ্গমূলে—খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে। পাদদ্বয়ে—কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে। হৃদয়ে—শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তসোমমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে। রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নি-মণ্ডলতত্ত্বাত্মনে। মস্তকে—যং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠিতত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায়। মুখে—যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায়। হৃদয়ে—লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায়। লিঙ্গে—যং নমঃ পরায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায়। পাদদ্বয়ে—লং নমঃ পরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায়। সর্ব্বগাত্রে—ক্ষ্রৌং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ।

অনন্তর প্রণবদ্বারা প্রাণায়াম করিয়া সাধারণ পীঠন্যাসোক্ত নিয়মে "আধারশক্ত্যাদি-জ্ঞানাত্মনে নমঃ" পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া পীঠশক্তিন্যাস করিবে। যথা—

হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদিকেশরে—"ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। (এবং) উৎকর্ষিণ্যৈ জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ"॥ মধ্যে—অনুগ্রহায়ৈ তদুপরি—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস।—অস্য নৃসিংহমন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনৃসিংহো দেবতা সর্ব্বার্থ-সাধনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—অনুষ্টুভে ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—শ্রীনৃসিংহায় দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস।—"উগ্রং বীরং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। মহাবিষ্ণুং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। জলন্তং সর্ব্বতোমুখং মধ্যমাভ্যাং বষট্। নৃসিংহং ভীষণং অনামিকাভ্যাং হুং। ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। নমাম্যহং অস্ত্রায় ফট্"।

অঙ্গন্যাস।—"উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ। মহাবিষ্ণুং শিরসে স্বাহা। জলন্তং সর্ব্বতোমুখং শিখায়ৈ বষট্। নৃসিংহং ভীষণং কবচায় হুং। ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। নমাম্যহং অস্ত্রায় ফট্"।

মন্ত্রন্যাস।—মস্তকে—উং নমঃ। ললাটে—গ্রং নমঃ। দক্ষিণনেত্রে—বীং নমঃ। বামনেত্রে—রং নমঃ। মুখে—মং নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—হাং নমঃ। দক্ষিণবাহুর

মধ্যসন্ধিতে—বিং নমঃ। দক্ষিণবাহুর মণিবন্ধে—ষ্ণুং নমঃ। দক্ষিণাঙ্গুলিমূলে—জ্বং নমঃ। দক্ষিণাঙ্গুলির অগ্রে—লং নমঃ। বামবাহুমূলে—ন্তং নমঃ। কূর্পরে—সং নমঃ। মণিবন্ধে—র্ব্বং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—তোং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে—মুং নমঃ। দক্ষিণপাদ-মূলে—খং নমঃ। জানুতে—নৃং নমঃ। গুল্‌ফে—সিং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—হং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে—ভীং নমঃ। বামপাদমূলে—ষং নমঃ। জানুতে—ণং নমঃ। গুল্‌ফে—ভং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—দ্রং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে—মৃং নমঃ। উদরে—ত্যুং নমঃ। হৃদয়ে—মৃং নমঃ। গলে—ত্যুং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—নং নমঃ। বামপার্শ্বে—মাং নমঃ। অপরাঙ্গে—মাং নমঃ। ককুদস্থলে—হং নমঃ।

তৎপরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সন্ত্রস্তরক্ষোগণং,
জানুন্যস্তকরাম্বুজ, ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্‌ভূষণম্।
বাহুভ্যাং ধৃত-শঙ্খ চক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লস-
জ্জ্বালাজিহ্বমুদারকেশরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্॥"

ধ্যানান্তে মানসোপচারপূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠন্যাসক্রমে পীঠপূজা ও পুনঃ করাঙ্গ-ন্যাস করিয়া ধ্যান পূর্ব্বক যন্ত্রে আবাহন করিয়া তত্ত্বমুদ্রায় "(মূল) শ্রীনৃসিংহদেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা" মন্ত্রে বারত্রয় তর্পণ করিবে। তদনন্তর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—"উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং। এতৎ আসনং (ওঁ) শ্রীনৃসিংহায় নমঃ॥" এইরূপে "পাদ্যং নমঃ, অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, গন্ধো নমঃ, পুষ্পং বৌষট, ইত্যাদি মন্ত্রে যথোপচার পূজা করিয়া মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ সর্ব্বাঙ্গে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দান করত আবরণ পূজা করিবে। যথা—"শ্রীনৃসিংহদেব! আবরণন্তে পূজয়ামি" মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া ষড়ঙ্গ মন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া যন্ত্রপদ্মের পূর্ব্বদলে—"ওঁ গরুড়ায় নমঃ"; দক্ষিণদলে—"ওঁ শঙ্করায় নমঃ"; পশ্চিমদলে—"ওঁ শেষায় নমঃ"; উত্তর-দলে—"ওঁ ব্রাহ্মণে নমঃ"; আগ্নেয়দলে—"ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ"; নৈঋর্তদলে—"ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ"; বায়ুদলে—"ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ"; ঈশানদলে—"ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। তদ্বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল, তদ্বহিঃ বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপ, দীপ ও পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি দান পূর্ব্বক "নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি" মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া অন্যান্য উপচার দানান্তে পঞ্চোপচারে পূজা, তর্পণ, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস, যথাশক্তিমূলমন্ত্র জপ ও জপবিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে প্রাণায়াম ও করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া দক্ষিণাদি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কর্ম্ম শেষ করিবে।

॥ ইতি শ্রীনৃসিংহপ্রয়োগ ॥

ধনদাপ্রয়োগ

তন্ত্রে কথিত আছে,—দারিদ্র্য-পীড়িত মানব ধনদাদেবীর আরাধনা করিলে দারিদ্র্য-মুক্ত হয়। প্রমাণ যথা—

"যঃ স্মরেদ্দেবি বিদ্যাং তাং দারিদ্রৈর্নাভিভূয়তে।
যদা ভক্ত্যা মহেশানি চন্দনেনানুলেপনম্।
দাতব্যং সর্ব্বদা তস্যৈ নিত্যং দারিদ্র্যশান্তয়ে ॥"

কৃতনিত্যক্রিয় সাধক স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দারিদ্র্যনাশকামঃ (অতুলৈশ্বর্য্যকামো বা) ধনদাপূজাপূর্ব্বকং ধনদামন্ত্রস্য ইয়ৎসঙ্খ্যাকজপকর্ম্মাহং করিষ্যে"।

সঙ্কল্পান্তে তান্ত্রিকবিধানে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, কর-পুষ্পশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া "হ্রীং" মন্ত্রে প্রাণায়াম করত সাধারণ পীঠন্যাসোক্ত নিয়মে পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস যথা—

"অস্য ধনদামন্ত্রস্য কুবের ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো ধনদা দেবতা দারিদ্র্যবিমোচনে বিনিয়োগঃ"। মস্তকে—ওঁ কুবেরায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

কারাঙ্গন্যাস।—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। এবং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি।

ব্যাপকন্যাস।—"ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা" মন্ত্রে কেশাগ্র হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত এবং পাদাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত পাঁচবার বা সাতবার স্পর্শ করিবে। তৎপরে ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ কুঙ্কুমোদরগর্ভাভাং কিঞ্চিদ্‌যৌবনশালিনীম্।
মৃণালকোমলভুজাং কেয়ূরাঙ্গদভূষণাম্ ॥
তুলাকোটিপরিভ্রান্ত-পাদপদ্মদ্বয়ান্বিতাম্।
মাণিক্য-হার-মুকুট-কুণ্ডলাদি-বিভূষিতাম্ ॥
নীলোৎপলদৃশং কিঞ্চিদুত্তুঙ্গকুচবিরাজিতাম্।
করাভ্যাং ভ্রাম্যৎকমলাং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগিণীম্ ॥
হেমপ্রাকারমধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনোপরি।
ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্ম্মূলে দেবতাং ধনদায়িকাম্ ॥"

ধ্যানান্তে মানস পূজা করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে ধনদাদেবীর যন্ত্র অঙ্কন করিয়া অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। যথা—"ফট" মন্ত্রে পাত্র-প্রক্ষালন, "নম" মন্ত্রে জল-দ্বারা পূরণ, প্রণব পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যস্থাপন, "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে

তীর্থাবাহন, "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, মূলমন্ত্র দশধা জপ, প্রোক্ষণীপাত্রে শঙ্খজল কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ, বারত্রয় মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্ত জলে স্বমস্তক ও পূজোপকরণ প্রোক্ষণ এবং সাধারণ পীঠন্যাসোক্ত নিয়মে পূজা করিয়া মধ্যে "ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে পুনর্ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা এষ গন্ধঃ শ্রীধনদায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে যথোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক যন্ত্রস্থ কেশরে, অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি পদ্মপত্রে ও মধ্যে "ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, (এবং) পদ্মায়ৈ, পদ্মালয়ায়ৈ, শ্রিয়ৈ, হরিপ্রিয়ায়ৈ, তারায়ৈ, কমলায়ৈ, অজায়ৈ, চঞ্চলায়ৈ, লোলায়ৈ" নমোঽন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে মধ্যভাগে পুনশ্চ দেবীর পূজা করিবে। পরে যথাশক্তি উক্ত মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ পূর্ব্বক "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে বিসর্জ্জন দিবে।

॥ ইতি ধনদাপ্রয়োগ ॥

মিত্রপূজা বা ইতুপূজা

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে শস্যসম্পত্তি ও সৌভাগ্য কামনায় এই পূজা করিতে হয়। ইহা সূর্য্যের পূজা। বৃশ্চিক সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া ধনু সংক্রান্তি দিনে বিশেষ পূজা পূর্ব্বক বিসর্জ্জন দিতে হয়। রবিশস্য ছড়াইয়া তন্মধ্যে ঘট স্থাপন করিতে হয়।

কৃতনিত্যক্রিয় পূজক স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক যথাবিধি সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি[১] অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ বিষ্ণুপদীসংক্রান্ত্যা-মারভ্য বৃশ্চিকস্থরবিং যাবৎ প্রতিরবিবারং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অতুলৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-সৌভাগ্যকামঃ (শ্রীমিত্রপ্রীতিকামো বা) শ্রীমিত্র-(সূর্য্য-) পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে" ॥

সঙ্কল্পান্তে স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক ঘটস্থাপনমন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া প্রণবদ্বারা প্রাণায়াম ও সাধারণ পীঠন্যাসোক্ত নিয়মে ন্যাস করিয়া প্রণবাদিনমোঽন্ত মন্ত্রে পীঠশক্তি ন্যাস করিবে। যথা—হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্টকেশরে—"ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, (এবং সূর্য্যায়ৈ, জয়ায়ৈ, ভদ্রায়ৈ, বিভূত্যৈ, বিমলায়ৈ, অমোঘায়ৈ, বিদ্যুতায়ৈ"। মধ্যে—সর্ব্বতোমুখ্যৈ। তদুপরি—ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ।

তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস।—অস্য সূর্য্যমন্ত্রস্য দেবভাগঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আদিত্যো দেবতা সর্ব্বার্থসাধনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—দেবভাগ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ।

১। রবির বৃশ্চিকরাশিতে সঞ্চার হইলে "মার্গশীর্ষে মাসি" উল্লেখ্য, অন্যথা কার্ত্তিক মাসেরই উল্লেখ করিবে।

করাঙ্গন্যাস—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি।

তৎপরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া "ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং" ইত্যাদিরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচার পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন ও পুনর্ধ্যান করিয়া ঘটে আবাহন করিবে। যথা—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বগণসহিত মিত্র (সূর্য্য) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

পরে "এতৎ আসনং ওঁ মিত্রায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যথোপচারে পূজা করিয়া "ওঁ ছায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ সংজ্ঞায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে সূর্য্যপত্নীদ্বয়ের পূজা করিবে। পূজান্তে যথাশক্তি জপ ও জপসমর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। শেষদিনে দক্ষিণাদি দান করিয়া কার্য্য শেষ করিবে।

॥ ইতি মিত্রপূজাপদ্ধতি ॥

বিদ্যারম্ভ

জন্মাবধি পঞ্চমবর্ষ মধ্যে হরিশয়ন, অনধ্যায়, ষষ্ঠী, প্রতিপৎ, অষ্টমী, রিক্তা প্রভৃতি ভিন্ন দিবসে শুদ্ধকালে বিদ্যারম্ভ করাইবে। প্রমাণাদি জ্যোতিস্তত্ত্ব ও কৃত্যতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

গুরু নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পুণ্যাহাদি বাচন করিবেন। যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিদ্যারম্ভাঙ্গ-বিষ্ণ্বাদিদেবতা-পূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত" (বারত্রয়) এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া সূক্তপাঠান্তে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য শুভবিদ্যালাভকামো বিদ্যারম্ভাঙ্গ-বিষ্ণ্বাদিদেবতাপূজনমহং করিষ্যামি"।

সঙ্কল্পান্তে সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক প্রণবদ্বারা প্রাণায়াম করিয়া বৈষ্ণব পীঠন্যাস (নৃসিংহপ্রয়োগে দ্রষ্টব্য) করিবেন। তৎপরে "ওঁ" মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিয়া শালগ্রামচক্রে বা স্থাপিত ঘটে "এতৎ আসনং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" ইত্যাদিরূপে বিষ্ণুর পূজা করিবেন (ধ্যানাদি ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। পূজান্তে "ওঁ নমস্তে বহু-রূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে পুনঃ তিনবার পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। পরে লক্ষ্মীর পূজা করিয়া "ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং" ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া "ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী" ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীর ধ্যানপূর্ব্বক "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ" মন্ত্রে সরস্বতীর পূজা করিয়া "ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদ-বেদান্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। তৎপরে "ওঁ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ সূত্রকারেভ্যো নমঃ, ওঁ স্ববিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে উক্ত দেবগণের পূজা করিয়া বালক দ্বারা উক্ত মন্ত্রে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইবে। তৎপরে বালক গুরুকে প্রণাম করিবে।

অনন্তর গুরু পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারণ করিয়া পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট বালকের হস্তস্থিত খড়ি দ্বারা অর্থাৎ বালকের দ্বারা অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণমালা লিখাইবেন ও তিনবার পাঠ করাইবেন।

অনন্তর বালক গুরুকে দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করিবে। গুরু অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক বৈগুণ্যশান্তি ও শান্তিদান করিবেন। এই দিনে বালকের নিরামিষ ভোজন কর্ত্তব্য।

॥ ইতি বিদ্যারম্ভবিধি ॥

পুণ্যাহ

ভূস্বামিগণ নববর্ষের প্রথমে যে দিনে প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করেন, উক্তদিবসকে "পুণ্যাহ" বলে। ইহাতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করা কর্ত্তব্য।

সঙ্কল্প—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য সমৃদ্ধিকামো লক্ষ্মীনারায়ণপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি"। পূজাবিধি ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সামর্থ্যানুসারে হোম করাও বিধেয়।

পূজান্তে নূতন কর আদায়ের খাতায় দুইটী সিন্দূর ও চন্দনের মুদ্রাচিহ্ন ও একটী সিন্দূরের পুত্তলিকা অঙ্কিত করিবে। তৎপরে একটী নূতন কলসের মুখ হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া ছিদ্র করত তন্মধ্যে প্রজাদত্ত কর নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর দক্ষিণাদি প্রদানপূর্ব্বক কার্য্য শেষ করিবে।

॥ ইতি পুণ্যাহবিধি ॥

নববর্ষারম্ভ বা নূতনখাতা

বণিক্‌গণ বৎসরান্তে নূতনখাতা আরম্ভ করেন। এই দিনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া খাতার প্রথম পত্রে সিন্দূর দ্বারা একটী পুত্তলী, তারিখ, সাল ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া তাহাতে চন্দনের তিলক ও দুইপার্শ্বে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রায় ছাপ দিতে হয়। সঙ্কল্প।—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীঅমুকগোত্রস্য বাণিজ্যোন্নতিকামঃ (অতুলধনলাভকামো বা) নববর্ষারম্ভে লক্ষ্মীসহিতশ্রীবিষ্ণুপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি"।

সঙ্কল্পান্তে ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্তবিধানে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করিবে।

॥ ইতি নববর্ষারম্ভবিধি ॥

বীজসঞ্চয় (ধান্যসঞ্চয় বা গোপূজা)

শুভদিনে যথাবিধি সঙ্কল্প পূর্ব্বক লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। সঙ্কল্প।—"বিষ্ণু-রোমিত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সমৃদ্ধিকামো গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বকশ্রীলক্ষ্মী-পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে"।

অতঃপর যথাবিধি গণেশাদির পূজা পূর্ব্বক লক্ষ্মীর পূজা করিবে। ধ্যানাদি ব্রত-প্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কুবেরের ও লক্ষ্মীবাহন পেচকের পূজাও বিধেয়। তৎপরে একটী

পত্রে "ওঁ ধনদায় সর্ব্বলোকহিতায় দেহি মে ধান্যং স্বাহা" মন্ত্র এবং অপর পত্রে "ওঁ নমঃ ঈহায়ৈ ঈহাদেবি সর্ব্বলোকবিবর্দ্ধিনি কামরূপিণি ধান্যং দেহি স্বাহা" মন্ত্র লিখিয়া গোলা মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, রেবতী, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে ধান্য বাহির করিবে। বুধবার ও আচারানুসারে বৃহস্পতিবারেও ধান্য বাহির করিবে না।

॥ ইতি বীজসঞ্চয়বিধি ॥

হলপ্রবাহ ও বীজবপন

পৌর্ণমাস্যন্ত চৈত্রকৃষ্ণপঞ্চমীতে পৃথিবী রজস্বলা হন। সধবা রমণীর পর্ব্বতাকার কোনও উচ্চদেশে পঞ্চমী হইতে অষ্টমী যাবৎ দিনত্রয় পৃথিবীর পূজা করিয়া অষ্টমী দিনে স্নান করাইয়া পূজা করিবেন। কোন শুভদিনে বা জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত বীজবপন দিনে সর্ব্বৌষধি, গন্ধ, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, ফল ও শ্বেতসর্ষপযুক্ত জলদ্বারা পৃথিবীকে স্নান করাইয়া পাদ্যাদি উপচারে পূজা করিবে।

হলপ্রবাহ দিনে কৃতনিত্যক্রিয় পূজক ক্ষেত্রে একটী গর্ত্ত করিয়া তাহা জলপূর্ণ করত তাহাতে যথাবিধি প্রজাপতি, সূর্য্যাদি নবগ্রহ ও পৃথিবীকে পূজা করিবে। প্রজাপতি ও নবগ্রহের ধ্যান জলাশয়োৎসর্গে দ্রষ্টব্য। পৃথিবীর ধ্যান বাস্তুযাগে দ্রষ্টব্য।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দুগ্ধসহকারে অর্ঘ্য দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্যোপরি শায়িনী।
বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে ॥"

অনন্তর ঈশানকোণে পঞ্চোপচারে "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" মন্ত্রে ব্রহ্মার, "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে বিষ্ণুর বারত্রয় পূজা করিয়া "ওঁ রুদ্রায় নমঃ" মন্ত্রে রুদ্রের, "ওঁ কশ্যপায় নমঃ" মন্ত্রে কশ্যপের, "ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে সরস্বতী ও ইন্দ্রের পূজা করিবে। তৎপরে ইন্দ্রের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিবে।

"ওঁ শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রেষ্ঠো বজ্রহস্তো মহাবলঃ।
শতযজ্ঞাধিপো দেব তুভ্যমিন্দ্রায় বৈ নমঃ ॥"

তৎপরে "ওঁ প্রচেতসে নমঃ" মন্ত্রে প্রচেতার পূজা করিবে। এইরূপে "পর্জ্জন্যায়, শেষায়, চন্দ্রায়, অর্কায়, বহ্নয়ে, বলদেবায়, ভূময়ে, বৃষভায়, রামায়, লক্ষ্মণায়, জানক্যৈ, সীতায়ৈ, স্বর্গায়, গগনায়, ক্ষেত্রপালায়, অগ্নয়ে, বিপ্রেভ্যো" নমোঽন্ত মন্ত্রে উক্ত দেবগণের পূজা করিবে। তৎপরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। আম্রপল্লব, ওদন ও দধি গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। হলপ্রবাহকগণকে গন্ধাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া গন্ধাদির দ্বারা হলের পূজা করিয়া হলের ফলকাগ্রে দধি, মধু ও ঘৃত প্রলেপ দিয়া সুবর্ণদ্বারা ঘর্ষণ করাইয়া ভূমি কর্ষণ করাইবে। তৎকালে বসুগণ, ইন্দ্র, পৃথুরাজ, রামচন্দ্র, পরাশর ও বলভদ্রের স্মরণ করিবে।

বীজবপন কার্য্যে উক্ত সকল কার্য্যই কর্ত্তব্য, অধিকন্তু ইন্দ্রকে স্মরণ করিয়া প্রজাপত্য তীর্থে (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ) দ্বারা সুবর্ণজলধৌত তিন মুষ্টি বীজ বপন করিবে।

তৎপরে উভয় কার্য্যেই পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া জলপূর্ণ কলস লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। যথা—

"ওঁ ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিং মেধাং শুভে কুরু ॥
রোহন্তু সর্ব্বশস্যানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু।
কর্ষকাস্তু ভবন্ত্বগ্র্যা ধান্যেন চ ধনেন চ ॥"

অতঃপর পূজার দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য শান্তি করিবে।

॥ ইতি হলপ্রবাহ ও বীজবপন বিধি ॥

ভারত-সাবিত্রী

ওঁ তং বেদশাস্ত্র-পরিনিষ্ঠিত-শুদ্ধবুদ্ধিং,
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রম্।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গটাকলাপং,
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্ ॥
ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ব্রূহি সঞ্জয় যদ্বৃত্তং যুদ্ধে তেষাং মহাত্মনাম্।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সম্প্রবৃত্তে মহাহবে ॥
কে তত্র প্রমুখা যোধাঃ কে চ তত্র মহাবলাঃ।
মহারথাশ্চ কে তত্র কথং তে বিনিপাতিতাঃ ॥
ভীষ্মদ্রোণৌ কথং ভগ্নৌ কর্ণ-শল্যৌ কথং হতৌ।
পুত্রশ্চ মম মন্দাত্মা কথং দুর্য্যোধনো হতঃ ॥

সঞ্জয় উবাচ

শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং যথা দৃষ্টং ময়া প্রভো।
যথা তে নিহতাঃ শূরাঃ কুরুক্ষেত্রে মহাহবে ॥
যে তত্র প্রমুখা যোধা যে চ তত্র মহাবলাঃ।
মহারথাশ্চ যে তত্র যথা তে বিনিপাতিতাঃ ॥
ভীষ্মদ্রোণৌ যথা ভগ্নৌ কর্ণশল্যৌ যথা হতৌ।
পুত্রশ্চ তব মন্দাত্মা যথা দুর্য্যোধনো হতঃ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

ইন্দ্রপ্রস্থং তিলপ্রস্থং (যমপ্রস্থং) জয়ন্তং বারণাবতম্।
দেহি মে চতুরো গ্রামান্ পঞ্চমং হস্তিনাপুরম্ ॥
পঞ্চ গ্রামানিমান্ রাজন্ যাচ্যমানান্ সুযোধনঃ।
শ্রুত্বা চ তব মন্দাত্মা পুত্রঃ প্রোবাচ দুর্মতিঃ ॥

দুর্য্যোধন উবাচ

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদৰ্দ্ধং তু ন দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব ॥
জীবিতো লভতে লক্ষ্মীং মৃতো যাতি সুরালয়ম্।
রণমূৰ্দ্ধস্থিতঃ কায়ঃ কা চিন্তা মরণে রণে।
এষ সন্ধিঃ কৃতো যস্তে লক্ষ্মীঃ কস্য ন রোচতে ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যদা যদা দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং, ধনুৰ্দ্ধরং পাণ্ডবমধ্যমং রণে।
গদাগ্রহস্তং ভ্রমিতং বৃকোদরং, তদা তদা দাস্যসি সৰ্ব্বমেদিনীম্

বিদুর উবাচ

অকৃতার্থে গতে কৃষ্ণে সৰ্ব্বনাশো ভবিষ্যতি।

সঞ্জয় উবাচ

পাণ্ডবানাং রণে যোধাঃ সৰ্ব্বে বিষ্ণুপরায়ণাঃ ॥
কৌরবাণাং রণে যোধাঃ সৰ্ব্বে বীরপরাক্রমাঃ।
অৰ্জ্জুনঃ সাত্যকিশ্চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নো ঘটোৎকচঃ ॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৰ্ম্মপুত্ৰো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ ষোড়শৈতে মহারথাঃ।
দ্রোণো দ্রৌণিঃ কৃপঃ কর্ণো বৃষসেনস্তথৈব চ ॥
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকো ভগদত্তস্তথৈব চ।
জয়দ্রথশ্চ শকুনিঃ শশবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ ॥
তথা দুঃশাসনশ্চৈব কৃতবর্ম্মা মহাবলঃ।
মহাপরাক্রমো ভীষ্মঃ শল্যশ্চৈব তু ষোড়শঃ ॥
শ্রুতায়ুশ্চিত্রসেনশ্চ পুরুমিত্রো বিবিংশতিঃ।
এতে দ্বাবিংশতি-যোধা ভারতে তু সমন্বিতাঃ।
দেব-দানব-গন্ধৰ্ব্বৈরসুরৈর্যক্ষ-রাক্ষসৈঃ ॥
অজেয়াস্ত্রিষু লোকেষু তেন তে চ মহারথাঃ।

সমশীলাঃ সমস্পর্দ্ধাঃ সমসত্ত্বা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
সমযুদ্ধেষু যুধ্যন্তে তেন তে চ মহারথাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ কাশিরাজো জয়দ্রথঃ ॥
দুঃশাসনশ্চ শকুনিঃ ষড়েতেঽর্দ্ধরথাঃ স্মৃতাঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরাস্ত্বদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥
মহারথা মহাবীর্য্যাঃ সর্ব্বে বীরপরাক্রমাঃ।
অষ্টৌ রথসহস্রাণি নব দন্তিশতানি চ ॥
হত্বা ভীষ্মো নিবর্ত্তেত যুদ্ধে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥
আদিপর্ব্ব সভাপর্ব্ব পর্ব্বারণ্যকমেব চ।
বিরাটপর্ব্ব বিজ্ঞেয়ং চতুর্থং তদনন্তরম্ ॥
উদ্‌যোগঃ পঞ্চমপর্ব্ব ভীষ্মপর্ব্ব ততঃ পরম্।
সপ্তমং দ্রোণপর্ব্ব স্যাৎ কর্ণপর্ব্ব তথাষ্টমম্ ॥
নবমং শল্যপর্ব্ব স্যাৎ দশমঃ সৌপ্তিকং তথা।
স্ত্রীপর্ব্বৈকাদশং জ্ঞেয়ং শান্তিপর্ব্ব ততঃ পরম্ ॥
অনুশাসনপর্ব্ব স্যাদাশ্বমেধিকমেব চ।
আশ্রমঃ পর্ব্ব বিজ্ঞেয়ং মৌসলং তদনন্তরম্ ॥
অরণিঃ সপ্তদশঃ প্রোক্তঃ স্বর্গারোহণমেব চ।
ইত্যষ্টাদশ পর্ব্বাণি ভারতে সংস্থিতানি বৈ ॥
হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥
অর্জ্জুনে দৃঢ়পাতিত্বমাচার্য্যে লঘুহস্ততা।
কর্ণে দৃঢ়প্রহারিত্বং ত্রীণ্যেতানি সমানি চ ॥
একধা গ্রহণে চৈব সন্ধানে দশধা শরাঃ
প্রক্ষিপ্তাঃ শতধা যান্তি নিপতন্তি সহস্রধা।
এবং পার্থশরা যান্তি দানং বেদবিদে যথা ॥
শ্রূয়তেঽধ্যবসায়েন ধৃতরাষ্ট্র-রণেন চ।
ভীমসেনসমো নাস্তি সেনায়োরুভয়োরপি ॥
রথং রথেন যো হন্যাৎ কুঞ্জরং কুঞ্জরেণ চ।
কস্তস্য সমরে স্থাতা সাক্ষাদিব পুরন্দরঃ ॥
মার্গে মাসি হতো ভীষ্মঃ কৃষ্ণপক্ষে যথাষ্টমী।
নবম্যাং বৃষসেনস্তু হতো রাজা মহাবলঃ ॥
দশম্যাং ভগদত্তশ্চ একাদশ্যাং জয়দ্রথঃ।

দ্বাদশ্যামর্দ্ধরাত্রে চ হতো বীরো ঘটোৎকচঃ ॥
ত্রয়োদশ্যাং তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ।
আকর্ণপলিতঃ শ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ ॥
রণে পর্য্যটতি দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ।
চতুর্দ্দশ্যাং তু সন্ধ্যায়াং কর্ণো বৈকর্ত্তনো হতঃ ॥
সূর্য্যপুত্রো যদা কর্ণো অর্জ্জুনেন নিপাতিতঃ।
তদা চোচ্ছ্বসিতা ভূমিরঙ্গুলান্যেকবিংশতিম্ ॥
নিঃশব্দভূতং হতবীরকর্ণং, প্রশান্তদর্পং ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যম্।
ন শোভতে সূর্য্যসুতেন হীনং, চন্দ্রেণ হীনং গগনং যথৈব চ ॥
মুখং কমলপত্রাক্ষং কর্ণহীনং ভবেদ্‌যথা।
তথৈব কৌরবং সৈন্যং কর্ণহীনং ন শোভতে ॥
ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাট দ্রুপদৌ হতৌ।
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকঃ শকুনিশ্চ হতো যথা ॥
অমাবস্যান্ত সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ।
অমাবস্যামতীতায়ং দ্রৌণিনা সৌপ্তিকা হতাঃ
ধৃষ্টদ্যুম্নো হতো রাত্রৌ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

কথং দুর্য্যোধনো রাজা ভীমসেনেন পাতিতঃ।
ষষ্টি রথসহস্রাণি মম পুত্রস্য বাহিনী ॥
রথে রথে সহস্রেভাঃ শতমশ্বা গজে গজে।
প্রত্যশ্বে দশ ধানুষ্কাঃ ধানুষ্কে দশ চর্ম্মিণঃ।
এতস্যাং সৈন্যসংখ্যায়াং কথং দুর্য্যোধনো হতঃ।
দিবশয়া ন মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ ॥
গুর্ব্বিণীং নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলাম্।
সন্ধ্যাত্রয়মুপাসন্তে কথং মৃত্যোর্বশং গতাঃ ॥

সঞ্জয় উবাচ

তামাপতন্তীং কুরুরাজসেনাং, সমুদ্রবেলামিব দুর্নিবারাম্।
নিবারয়ত্যেকরথেন পার্থ,-শ্চিত্রাঙ্গতঃ সূর্য্য ইবাম্বুবৃষ্টিম্ ॥
ব্রাহ্মণেষু চ যে শূরাঃ স্ত্রীষু গোষু চ নির্দ্দয়াঃ।
বৃন্তাদিব ফলং পক্কং ধৃতরাষ্ট্র পতন্তি তে ॥
ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব পিষ্টাস্তে গজ-বাজি-পদাতয়ঃ।
যুদ্ধকালে প্রলীয়ন্তে আমপাত্রমিবাম্ভসি ॥

অধর্ম্মেণ হি রাজেন্দ্র পুত্রাস্তে বিনিপাতিতাঃ।
ন চেদৃশং ভবেদ্ যুদ্ধং ক্ষত্রিয়াণাং জয়ৈষিণাম্॥
যাদৃশং ভীমসেনেন বৃত্তং দুর্য্যোধনস্য চ।
প্রত্যক্ষং বাসুদেবস্য ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ॥
ন ধনুষ্য ন চক্রেণ ন খড়্গেন ন চায়ুধৈঃ।
গদামুষ্টিপ্রহারেণ তলৈশ্চ বিনিপাতিতঃ॥
নির্জ্জিতশ্চ জিতো রাজা শক্রভিঃ স্বাপকারিভিঃ।
এবমষ্টাদশাহেঽস্তা অক্ষৌহিণ্যো দিনে দিনে।
দিনানি দশ ভীষ্মেণ ভারদ্বাজেন পঞ্চ চ।
দিনদ্বয়ন্তু কর্ণেন শল্যেনার্দ্ধদিনং তথা॥
দিনার্দ্ধং তু গদাযুদ্ধমেতদ্ ভারতমুচ্যতে॥
ধর্ম্মক্ষেত্রেঽসমে তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রে চ ভারত।
পার্থ আরোপয়দ্ যুদ্ধং রাজপুত্রৈর্জয়ৈষিভিঃ॥
রণযজ্ঞেঽধিযজ্ঞেন দীক্ষিতোঽত্র ধনঞ্জয়ঃ।
কর্ত্তুরস্য চ কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে যেন নিত্যশঃ॥
যুদ্ধস্থানং মহাপুণ্যং কুরুক্ষেত্রং প্রচক্ষতে।
বেদিং কৃত্বা কুরুক্ষেত্রং যূপং কৃত্বা জনার্দ্দনম্॥
দুর্য্যোধনং পশুং কৃত্বা কর্ণং কৃত্বা মহাহবিঃ।
গাণ্ডীবং চমসং কৃত্বা শরমাহুতিমেব চ॥
হোতা চাপ্যর্জ্জুনোঽত্রাসীদ্ যজমানো যুধিষ্ঠিরঃ।
যানি যানি পবিত্রাণি হূয়ন্তে তানি নিত্যশঃ॥
এষ যজ্ঞঃ সমাহূতো বিধিনা সাত্ত্বিকেন বৈ।
সদ্যাজ্ঞিকমতদ্রব্যঃ স্বাহামন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ॥
ইমাং ভারতসাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
স ভারতফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ দুর্গে চ বিষমেঽপি চ।
ন তস্য প্রাণসন্দেহঃ কার্য্যসিদ্ধিশ্চ জায়তে॥
অহোরাত্রকৃতং পাপং শ্রবণাদেব নশ্যতি।
সংবৎসরকৃতং পাপং পঠনাদেব নশ্যতি।
স্নানং পুষ্করতীর্থে চ হেমশৃঙ্গযুতস্য চ।
গবাং কোটিসহস্রস্য ভূমিদানশতস্য চ।
দত্তস্য ফলমাপ্নোতি সত্যস্তস্যতি কেশবঃ।

অবগাহেত যো গঙ্গাং পিতরং মাতরং স্মরন্ ॥
ক্ষিপ্ত্বা পাপং দিবং যাতি দ্বৈপায়নবচো যথা।
প্রাণিনাং পাপশুদ্ধ্যর্থং পুণ্যস্য চ বিবর্দ্ধিনীম্ ॥
ইমাং ভারতসাবিত্রীং শ্রাদ্ধকালে পঠেত্তু যঃ।
পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্বর্গারোহণপর্ব্বণি
ভারতসাবিত্রী সমাপ্তা ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

তান্ত্রিকহোমে স্থণ্ডিল নির্ণয়

যেরূপভাবে তান্ত্রিকহোমে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার প্রণালী ও বচন নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি।
অঙ্গুলোৎসেধসংযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ ॥
বালুকাঃ পাতয়েত্তত্র স্থণ্ডিলস্থানমুত্তমম্।
ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা মধ্যে বিন্দুসমন্বিতম্ ॥
ততো হি ত্রিকোণঞ্চৈব ষট্‌কোণং পরিকল্পয়েৎ।
তদ্বহির্বৃত্তমাকুর্য্যাদষ্টদলসমন্বিতম্ ॥
চতুর্দ্বারং লিখিত্বা চ বজ্রভূপুরসংযুতম্ ॥
স্থণ্ডিলস্য বহির্ভাগে পূর্ব্বাগ্রমুত্তরাগ্রকম্ ॥
তিস্রস্তিস্রো রেখাঃ কুর্য্যাদ্ধোমকার্য্যে যথাবিধি ॥”

সংক্ষিপ্তহোমে সমচতুরস্র হস্তপ্রমাণ, উচ্চে অঙ্গুলিপ্রমাণ কেশতুষাদিরহিত বালুকা-পরিব্যাপ্ত স্থণ্ডিলের মধ্যস্থলে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তন্মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কন করিবে। তৎপরে ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের উপরে অপর একটি ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তাহাকে ষট্‌কোণাকৃতি করিবে। তাহার বহির্ভাগে একটি বৃত্তমণ্ডল অঙ্কন করিয়া উহাকে অষ্টদল সমন্বিত করিবে। পরে তাহার বহির্ভাগে দুইটী রেখা অঙ্কিত করিয়া প্রান্তস্থলের চতুর্দ্দিকে দ্বারচতুষ্টয় অঙ্কন পূর্ব্বক বজ্রভূপুর অঙ্কন করিবে এবং স্থণ্ডিলের বহির্দ্দেশে উত্তরাগ্র ও পূর্ব্বাগ্র তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে।

ফর্দ্দমালা

ধর্ম্মঘট-ব্রত—প্রত্যেক ব্রতের আরম্ভে ও সমাপ্তিদিনে প্রধান দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা বিহিত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা নারায়ণ-পূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, ঘৃত, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, যব, সভোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, পাখা ১, বস্ত্র বা গামছা ১, দক্ষিণা।

জলসংক্রান্তি-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, নারায়ণ-পূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, যজ্ঞোপবীত ১, সভোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, পাখা ১, বস্ত্র বা গামছা ১, পিটলির ঘৃতপ্রদীপ ১, প্রতিষ্ঠার তাম্রকুণ্ড ১, দক্ষিণা।

অন্নসংক্রান্তি-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নারায়ণ-পূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সবস্ত্র ভোজ্য ১, দক্ষিণা।

ফলসংক্রান্তি-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পূজার ধুতি ১, শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

অক্ষয়তৃতীয়া-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পূজার ধুতি বস্ত্র ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সভোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, বস্ত্র বা গামছা ১, পাখা ১, দক্ষিণা।

দানসংক্রান্তি-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নারায়ণের বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

পিপীতকী দ্বাদশী-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি, পূজার বস্ত্র ১, শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পদ্মপাতা ও পদ্মপুষ্প, দক্ষিণা। ৪টী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবৎসরে ৪টী করিয়া বর্দ্ধিত সবস্ত্র জলপূর্ণ ঘটসহ ভোজ্য।

সাবিত্রীচতুর্দ্দশী-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, বটের ডাল ১, ঘট ১, তীরকাঠি ৪, আম্রশাখা ১,

সাবিত্রীর শাটী ১, সত্যবানের ধুতি ১, বটবৃক্ষের ঐ ১, নারায়ণের ঐ ১, যমের ঐ ১, ধর্ম্মরাজের ঐ ১, দ্যুমৎসেনের ঐ ১, আসনাঙ্গুরী ৭, মধুপর্কবাটী ৭, দধি, মধু, চিনি, হোমের গব্য ঘৃত ৷৷৹ সের, নৈবেদ্য ১৫, কুচানৈবেদ্য ১, সাজি ১, ফল ১৪, ফুল ১৪, পাখা ১, ডোর ১, ভোজ্য ১, বালি, কাষ্ঠ, সমিধ, পূর্ণপাত্র, পতিপূজা, সধবাভোজন ১৪, ব্রাহ্মণভোজন ১৪, দক্ষিণা, পরশু, আঁকুশি, কাষ্ঠভার।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত—তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, নারায়ণের বস্ত্র, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটী ১, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, বালি, কাষ্ঠ, শুষ্কপত্র, গব্যঘৃত ৷৷৹ সের, সমিধ্, করবীর পুষ্প ২৮, পূর্ণপাত্র ও দক্ষিণা। সমাপনে পূজা ও হোম কর্ত্তব্য।

ললিতাসপ্তমী-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, শিবের ধুতি ১, দুর্গার শাটী ১, সপ্তগ্রন্থিযুক্ত ডোর, ফল ৭, পায়স, পিষ্টক ও দক্ষিণা।

জন্মাষ্টমী-ব্রত—পঞ্চগুঁড়ি,পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, পূজার ধুতি ১, শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, গুড়, ঘৃত, বালি, কাষ্ঠ, শুষ্ক পত্র, গব্য ঘৃত ৷৷৹ সের, ক্ষীরের লাড়ু বা করবীর পুষ্প ২৮, সমিধ্, পূর্ণপাত্র, দধি, মধু, চিনি, তৈল, হরিদ্রা ও দক্ষিণা।

দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, পূজার বস্ত্র ১, শাটী ২, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটী ৩, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৮, কুচানৈবেদ্য ১, দূর্ব্বা এক মুষ্টি, দূর্ব্বার চেলি ১, অষ্টগ্রন্থি ডোর ১, ভোজ্য ১, বস্ত্র বা গামছা ১, আট ফুল, আট ফল, আট পিষ্টক, পায়স ও দক্ষিণা।

তালনবমী-ব্রত—সিন্দূর,পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৯, কুচানৈবেদ্য ১, তাল ১, চেলি ১, পূজার ধুতি ১, শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নয় ফল, নয় ফুল, ভোজ্য ১, বস্ত্র বা গামছা ১, পায়স, তালপিষ্টক ৯, ডোর ও দক্ষিণা।

অনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত—সিন্দূর, ধ্বজপতাকা, ঘট ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটী ৩, নৈবেদ্য ১৪, কুচানৈবেদ্য ১, অনন্ত-পূজার ধুতি ১, ইন্দ্র-পূজার ধুতি ১, লক্ষ্মী-পূজার শাটী ১, সমুদ্র-পূজার দ্রব্য ১ দফা, গামছা ১, যজ্ঞোপবীত, ভোজ্য ১, পায়স, পিষ্টক, দুগ্ধ, বাটা হরিদ্রা, দক্ষিণা। পুরাতন ডোর, ১৪ গ্রন্থিযুক্ত নূতন ডোর ও চতুর্দ্দশ ফল।

জীতাষ্টমী-ব্রত—বাঁশপাতা, মন্থানদণ্ড, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, কলাই ভিজা, শশা, নৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা।

দুর্গাষ্টমী-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, গঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, শিবপূজার বস্ত্র ১, দুর্গার শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, নোয়া, নথ, শঙ্খ, আট ফুল, আট ফল, অষ্টগ্রন্থিযুক্ত ডোর ও দক্ষিণা।

যমপুষ্করিণী-ব্রত—তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, যমপূজার বস্ত্র ১, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটী ১, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

দানদ্বাদশী-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

দধিসংক্রান্তি-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের বস্ত্র ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ভোজ্য ১, পাত্রসহিত দধি-দান, দক্ষিণা।

ষট্‌পঞ্চমী-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের ধুতি ১, ভোজ্য ১, গামছা ১, দক্ষিণা।

সন্তানদ্বাদশী-ব্রত—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, পূজার বস্ত্র ১, পূজার শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, যজ্ঞোপবীত, ভোজ্য ১, দক্ষিণা। ১ পল পরিমিত ঘৃত।

আমলকীদ্বাদশী-ব্রত—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটী ১, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পূজার বস্ত্র ১, আমলকী সহিত ভোজ্য, দক্ষিণা ও পূর্ণকুম্ভ।

শিবরাত্রি-ব্রত—সিদ্ধি, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, শিবপূজার ধুতি ১, দুর্গার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা। প্রতি প্রহরে পূজায় উক্ত দ্রব্য চতুর্গুণ গ্রাহ্য। হোমদ্রব্য।

উমামহেশ্বর-ব্রতপ্রতিষ্ঠা—ঠাকুরবরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, ব্রহ্মা ঐ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৬, বরণের আসন ৬, যজ্ঞোপবীত ১৩, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, মহেশ্বরের ধুতি ১, উমার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, চিনি,

নৈবেদ্য ১২, কুচানৈবেদ্য ৪, পুষ্পমালা, শান্তিঘট, ১, শান্তিবস্ত্র ২, পঞ্চপল্লব, সাধারণ ব্রতপ্রতিষ্ঠার অন্যান্য দ্রব্য, গব্যঘৃত /৫ সের, আজ্যস্থালী গামলা, হোমের বিল্বপত্র ২০০০, ভোজ্য ১২, পাকা সোনার ৩ ভরি বা ১॥০ ভরি বা ১ ভরি পরিমিত উমামহেশ্বর প্রতিমা। ১২ ভরির রৌপ্যনির্ম্মিত বৃষ ১, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ১, অলঙ্কার ১ দফা, বস্ত্র ৩, গামছা ২, পূর্ণপাত্র, প্রধান দক্ষিণা প্রতিমাদানের স্বর্ণ ১ খণ্ড, দ্বাদশদান।

সত্যনারায়ণ-ব্রত—তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, তীর কাঠি ৪, আলপনা পিড়ি ১, লৌহ অস্ত্র ১, পূজার ধুতি ১, মধুপর্কবাটি ১, আসনাঙ্গুরীয় ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, মোকাম ৫টি প্রত্যেকটিতে কলা ৫ বা ১, সুপারি ঐ, বাতাসা ঐ, পান ঐ, গামছা ১, সিন্নি সওয়া পরিমাণ, দুগ্ধ, কলা, চিনি বা গুড়, ঘৃত, আটা বা শালিচূর্ণ, বাতাসা, পাকা সিন্নি, পুষ্পমালা, দক্ষিণা।

শ্রীরামনবমী-ব্রত—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, পুষ্পমালা, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, রামচন্দ্রপূজার ধুতি ১, সীতার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ১, উপকরণাদি ও ভোগের দ্রব্যাদি।

শনির পূজা—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তীরকাঠি ৪, কৃষ্ণ-বস্ত্র ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, তিল, হরীতকী, ধূপ, দীপ, ধূনা, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প, কৃষ্ণবস্ত্র ১, লৌহের মধুপর্কবাটি ১, লৌহের আসনাঙ্গুরী ১, নৈবেদ্য ১, সিন্নি যথাশক্তি, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, দক্ষিণা।

সাধারণ ব্রতপ্রতিষ্ঠা—(ঠাকুরবরণ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) ব্রহ্মবরণ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৭, বা ৪, বরণের আসন ঐ যজ্ঞোপবীত ১৬, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত /১ সের, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, সশীষ ডাব ৬, সিন্দূর, ঘট (পিতলের ঘড়া) ৫, শান্তিঘট ঐ ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তির শাটী বা গামছা ২, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, নারায়ণপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, করণীয় ব্রতাঙ্গপূজার বস্ত্র ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ১৫, কাঁসার রেকাব ১, তাম্রটাট ১, তাম্রঘটী ১, স্বর্ণ নির্ম্মিত লক্ষ্মীপ্রতিমা ১, রজতপৃথিবী ১, রৌপ্য-নির্ম্মিত নারায়ণপ্রতিমা ১, স্বর্ণপদ্ম ১, স্বর্ণশলাকা ১, বালি, কাষ্ঠ, শুষ্কপত্র, গোময়, আজ্যস্থালী (গামলা) ১, চরুস্থালী (বগুনা) ১, উদূখল, মুষল চমস ১, ঝিক ৩, হাতা ১, স্রুক, স্রুব, কুলা ১, ধুচুনি ১, উড়ুম্বর সমিধ্ ১০৮, (সামবেদীয় বিংশতি কাষ্ঠিকা) দুগ্ধ /॥০ সের, উষ্ণীষ ১, চন্দ্রাতপ ১, ভোজ্য ১২, লক্ষ্মীর ডালার শাটী ১ ও অন্যান্য সাজ ১ দফা, নারায়ণ ঐ ধুতি ১, গুরুডালার বস্ত্র ১, স্বামী বা আচার্য্য ডালার বস্ত্র ১, দ্বাদশ-দান, পূর্ণ-পাত্র, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতিদক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন।

সামবেদীয় নান্দীমুখ—ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১ জোড়, আসনাঙ্গুরীয় ২, প্রস্থ, মধুপর্কবাটি ২, ঘট ১, বটের ডাল ১, সিন্দূর, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, বসুধারার ঘৃত, কলার পেটো বা কদলীপত্র, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার নৈবেদ্য ১৭, পুষ্প, দূর্ব্বা, মাল্য, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, বরণডালা ১, শ্রী ১, মাঙ্গল্য সূর্প (কুলা ও ভাঁড় ৪), বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য—প্রশস্ত পক্ষে বস্ত্র ৭, গামছা ২, মধ্যবিত্ত পক্ষে বস্ত্র ৪, গামছা ৫, অশক্তপক্ষে গামছা ৯, পক্বকদলী ১৭ গণ্ডা, পান ও সুপারি ঐ, আতপতণ্ডুল, যজ্ঞোপবীত ৭, বদরী, ফলমূলাদি, যব, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বা, দক্ষিণা।

বরণডালা। মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, (অখণ্ড কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলী-নির্ম্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, দীপ, দর্পণ, আলতা, হরিদ্রাসূত্র, লৌহ ও চামর।

সামবেদীয় দশবিধ সংস্কার দ্রব্য

বিবাহ

সম্প্রদানদ্রব্য—নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়, কন্যার পট্টবস্ত্র শাটী ১, টোপর ১, বরের বরণাঙ্গুরী, ফুলের মালা ২, যথাশক্তি দানীয় দ্রব্যাদি, আচ্ছাদনার্থ ধুতি বা গামছা ১, পূর্ব্বজামাতার বরণবস্ত্রাদি, কোশা ১, তিল, হরীতকী পুষ্প, তুলসী দূর্ব্বা, হরিদ্রাবর্ণের গাঁটছড়া বাঁধিবার গামছা, পাঁচফল (বয়ড়া ১, হরীতকী ১, সুপারি, ১, জায়ফল ১, আমলকী ১) মধুপর্কের কাঁসার বাটী ১, ঘৃত, মধু, দধি, ছাউনি নাড়ার পুষ্পাদি, ধুস্তূরফল, বরণডালা ১, ডাব ১, চণ্ডী-পুস্তক ১, বরদক্ষিণা, পুষ্পমালা।

সাধারণ কুশণ্ডিকা—বালি, কাষ্ঠ, পেকাটি, গোময়, গব্যঘৃত ৵৷৹ সের, আজ্যস্থালী (সরা), পূর্ণকুম্ভ, উড়ুম্বর সমিধ্ হস্ত প্রমাণ ২০, প্রাদেশ পরিমিত ২৫, পূর্ণপাত্র, ফল, তাম্বুল, দধি।

পাণিগ্রহণ—বর-কন্যার পরিধেয় বস্ত্র ২, নৈবেদ্য ২, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, ধূপ, দীপ, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, লাজ (খৈ), শমীপত্র (শাইপাতা) বীরণপত্র (বেনাপাতা), সিন্দূর ১ থান, রেক ১, ঘট, ১, শিল নোড়া, আম্রশাখা, পাঁচনী, জলপূর্ণ কুম্ভ১, কুলা ১, বরের বয়স্য, তিল, হরীতকী, ফল, দক্ষিণা।

গর্ভাধান—ষষ্ঠির শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটী ২, বটের ডাল, সিন্দূর, ঘট ১, আম্রশাখা ১, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, জবাপুষ্প ১, সরা ১, দুগ্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, তিল, হরীতকী, বর-কন্যার নববস্ত্র, পক্বকদলী ১, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, পিটুলীর পুত্তলিকা ২১, পুরোহিত দক্ষিণা, স্বর্ণাঙ্গুরীয়, ঘৃত।

পুংসবন—নান্দীমুখদ্রব্য পূর্ব্ববৎ, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্রাদি, আতপতণ্ডুল, পরিধেয়

ধুতি ও শাটী, গামছা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, মিষ্টান্ন-দ্রব্যাদি, কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূর্ব্ববৎ। তৃণগুচ্ছ, বটের ঝুরি, দক্ষিণা।

সীমন্তোন্নয়ন—নান্দীমুখদ্রব্য ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূর্ব্ববৎ, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, আতপতণ্ডুল, যজ্ঞীয় উড়ুম্বরফলস্তবক দুই দফা, মিষ্টান্ন-দ্রব্যাদি, শজারু-কাঁটা, সূত্রপূর্ণ টাকু, দর্ভপিঞ্জলী ৯, শর, মাষকলাই, চরুদ্রব্য, পুরোহিত দক্ষিণা। শোষ্যন্তীকর্ম্ম। কুশণ্ডিকাদ্রব্য।

জাতকর্ম্ম—নান্দীমুখদ্রব্য, শিলা, অনাবৃত্ত লোষ্ট্র, ব্রীহিযবচূর্ণ, তিল, হরীতকী, স্বর্ণ, ঘৃত, মধু। নিষ্ক্রামণ। চন্দ্রার্ঘ্যের দ্রব্য, পুষ্পাদি।

নামকরণ—নান্দীমুখদ্রব্য, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, মধু, দধি, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, তিল, হরীতকী, আতপতণ্ডুল, উপকরণ, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, খড়ি, নূতন প্রদীপ ২, পুরোহিত দক্ষিণা। পৌষ্টিক কর্ম্ম। কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূর্ব্ববৎ।

অন্নপ্রাশন—নান্দীমুখ-কুশণ্ডিকা দ্রব্য পূর্ব্ববৎ, বালকের পরিধেয় পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাভরণ, টোপর, মালা, বালকের নানাবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন, পায়স, পিষ্টক, দোয়াত, কলম, স্বর্ণমুদ্রা ১, মৃত্তিকা ও ধান্য।

চূড়াকরণ—নান্দীমুখ, কুশণ্ডিকা, চূড়ার বস্ত্র ১, কাংস্যবাটী ১, উষ্ণোদক, নবনীত, দধি, দর্ভপিঞ্জলী ২১, তাম্রক্ষুর ১ বা দর্পণ ১, লৌহক্ষুর ১, বৃষগোময়, তিল ৴।০, তণ্ডুল ঐ, মাষকলাই ঐ, ধান্য ঐ, যব ঐ, মুগ ঐ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, দীপ, তিল, হরীতকী, পুরোহিতদক্ষিণা। কর্ণবেধ। রৌপ্যনির্ম্মিত গুঁজী ২টী।

উপনয়ন—বরণবস্ত্র ১ জোড়, নান্দীমুখ দ্রব্য পূর্ব্ববৎ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, গব্যঘৃত ৴॥০ সের, বালি, কাষ্ঠ, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী, দুগ্ধ, চিনি, কুলা, ধুচুনী, উদূখল, মুষল, লালপেড়ে ধুতি ১ জোড়া, বিল্বদণ্ড ১, গ্রন্থিসহ মঞ্জুমেখলা, কৃষ্ণসারাজিন অর্থাৎ কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, যজ্ঞকাষ্ঠ, যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি ২, ভিক্ষার গামছা ১, সাবিত্রীগ্রহণের ধুতি, গৈরিক বস্ত্র ১, সমিধ্ ২৮, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, তিল, হরীতকী, পুরোহিত দক্ষিণা।

সমাবৰ্ত্তন—নান্দীমুখদ্রব্য, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, পট্টবস্ত্র ১ জোড়, ব্রীহি, যব, মাষ, মুগ, শীতোদক, পাদুকা ১ জোড়া, ছত্র ১, বংশদণ্ড ১, টোপর ১, মালা ১, চন্দন, যজ্ঞোপবীতগ্রন্থি ২, অলঙ্কার (অঙ্গুরীয় কুণ্ডলাদি), সমিধ্, আচার্য্যদক্ষিণা, পুরোহিত-দক্ষিণা।

যজুর্ব্বেদীয় পক্ষে

নান্দীমুখ—ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটী ২, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, ঘট ১, বটের ডাল ১, সিন্দূর, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, বসুধারার ঘৃত ৴৵০ পোয়া, কলার পেটো বা কদলীপত্র, বরণডালা, শ্রী, মাঙ্গল্যসূর্প

ও ভাঁড় ৪, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা। প্রশস্ত পক্ষে—শাটী ১৭, আসনাঙ্গুরী ঐ, মধুপর্কবাটী ঐ, নৈবেদ্য ঐ। অশক্ত পক্ষে—নৈবেদ্য ১৭, পুষ্প, দূর্ব্বা, মাল্য, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, আতপতণ্ডুল, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধধুতি ৯, গামছা ৩, মধ্যবিত্ত পক্ষে ধুতি ৫, গামছা ৭, ইহাতেও অক্ষম হইলে—গামছা ১২, যজ্ঞোপবীত ১০, পক্ক কদলী ১২ গণ্ডা, পান ঐ, সুপারি ঐ, যব, হরীতকী, দ্রাক্ষা, আমলকী, আর্দ্রক, ফলমূলাদি, দধি, মধু, দক্ষিণা।

বরণডালা—মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলীনির্ম্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা. আমান্ন, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, শ্বেতসর্ষপ, দর্পণ, আলতা, হরিদ্রাসূত্র, চামর, দীপ।

যজুর্ব্বেদীয় দশবিধ সংস্কার দ্রব্য

বিবাহ

সম্প্রদানদ্রব্য—নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়, টোপর, পাতি মউড়, বরের বরণাঙ্গুরী, ফুলের গড়ে মালা ২, পাদুকা ১ জোড়া, অন্যান্য বরাভরণ, পূর্ব্বজামাতার বরণবস্ত্র, আলপনা দেওয়া পিড়ে ২, যথাশক্তি দানীয়দ্রব্যাদি, কন্যার পট্টবস্ত্র শাটী ১, আচ্ছাদনের গামছা ১, কোশা ১, পঞ্চফল, গাঁইটছড়ার গামছা ১, মধুপর্কের বাটী ১, ঘৃত, দধি, মধু, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, তিল, হরীতকী, ছাউনিনাড়ার পুষ্প, হাই-আমলা, ধুস্তূরফল, ডাব, চণ্ডী-পুস্তক, মাকু, বরদক্ষিণা, পুরোহিতদক্ষিণা।

কুশণ্ডিকা—কুশ, বালি, কাষ্ঠ, কাঁসার রেকাব, পেঁকাটী, গোময়, গব্যঘৃত ৷৷০ সের, আজ্যস্থালী, উড়ুম্বর-সমিধ্ ১০, স্রুক, স্রুব, প্রণীতাপাত্র, পূর্ণপাত্র ১, দধি, ফল, তাম্বূল।

পাণিগ্রহণ—কুশণ্ডিকাদ্রব্য, লাজ (খৈ), শমীপত্র (শাঁইপাতা), বীরণপত্র (বেণাপাতা), সিন্দূর ১ থান, বেত্রনির্ম্মিত রেক ১, জলপূর্ণ কুম্ভ ১, আম্রশাখা ১, জলপূর্ণ ঘট ১, দধি, শিল-নোড়া, কুলা ১, পৈষ্টচরু, দক্ষিণা। বর-কনের পরিধেয় বস্ত্র।

গর্ভাধান—ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়পূজার ধুতি ১, মধুপর্কবাটি ২, আসনাঙ্গুরীয় ২, বটের ডাল, ঘট, আম্রশাখা ১, নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, সিন্দূর, আতপতণ্ডুল, পঞ্চগব্য, সরা ১, জবাপুষ্প, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, উপকরণদ্রব্যাদি, পিটুলির পুত্তলিকা ২১, বরকন্যার পরিধেয় নববস্ত্র, কদলী ১, অঙ্গুরী ১, ঘৃত, পুরোহিতদক্ষিণা।

পুংসবন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বটের ঝুরি, বটশুঙ্গা, কুশমূল, সোমলতা, পর্য্যুষিত শিশিরজল, বিচিত্র পীঠ, নিম্বপত্র, শ্বেতসর্ষপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, ধূপ, দীপ, জলপূর্ণ সরা, পুরোহিতদক্ষিণা।

সীমন্তোন্নয়ন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, যজ্ঞীয় উড়ুম্বর-ফলস্তবক দুই

দফা, দধি, মধু, ঘৃত তিল, ত্রিভাগে শ্বেত শজারুকাঁটা, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, উপকরণ, সূত্রপূর্ণ তর্কু (টেকো), ত্রয়োদশ দর্ভপিঞ্জলা, শরকাণ্ড, অশ্বত্থশঙ্কু, চরুস্থালী, দুগ্ধ, তিল, তণ্ডুল, মুদ্গ, হাতা, ঝিঁক ৩, পুরোহিতদক্ষিণা।

জাতকর্ম্ম—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বা, ধূপ, দীপ, তিল, হরীতকী, সুবর্ণ, ঘৃত, জলকুম্ভ, মধু, শ্বেতসর্ষপ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, পুরোহিতদক্ষিণা।

নামকরণ—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, ভোজ্যত্রয়, প্রদীপ ২, দধি, ঘৃত, মধু, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, সূর্য্যার্ঘ্যদানদ্রব্য, শিলা খড়ি ১, পুরোহিতদক্ষিণা।

অন্নপ্রাশন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, কুলা ১, ধুচুনি ১, চরুস্থালী ১, দুগ্ধ, হাতা, উদূখল, মুষল, বালকের পরিধেয় পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাভরণ, টোপর ১, পূর্ণপাত্র, থালা গেলাস ও বাটী ১ দফা, অন্নব্যঞ্জন, মৎস্য, পুস্তক, ক্রীড়নদ্রব্য, শিল্পভাণ্ড, ছুরি, মৃত্তিকা, স্বর্ণ, ধান্য।

চূড়াকরণ—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ভোজ্যত্রয়, দর্ভপিঞ্জলা ৯, উষ্ণজল, ত্রিশ্বেত শল্লকীকণ্টজ (শজারুর কাঁটা), নূতন সরা, নবনীত, দধি, বৃষগোময়, কাংস্য-বাটী ১, লৌহক্ষুর ১, তাম্রক্ষুর ১ বা দর্পণ ১, পুরোহিতদক্ষিণা।

উপনয়ন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ভোজ্যত্রয়, আচার্য্যবরণ বস্ত্র ১ জোড়া, বালকের গৈরিকবস্ত্র ১ জোড়া, সাবিত্রীগ্রহণের ধুতি ১, ভিক্ষার গামছা ১, বিল্বদণ্ড ১, মুঞ্জমেখলা, কৃষ্ণসারাজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্ম, সমিধ্ ২৫, পূর্ণপাত্র, মালা, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, দধি, তিল, হরীতকী, পুরোহিতদক্ষিণা।

বেদারম্ভ—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, সমিধ্ ১৫।

সমাবর্ত্তন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, আম্রপল্লব ৮, পূর্ণঘট ৮, দ্বাদশাঙ্গুল শুষ্ককাষ্ঠ ১, পিষ্টতিল, সুবর্ণকুণ্ডল ২, ছত্র ১, পাদুকা ১ জোড়া, বংশদণ্ড ১ টোপর ১, অঞ্জন, দর্পণ ১, ক্ষৌমবস্ত্র ১ জোড়, উষ্ণীষ, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, অনুলেপনার্থ সুগন্ধিদ্রব্য, পূর্ণপাত্র।

ঋগ্বেদীয় নান্দীমুখ—ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, প্রশস্তপক্ষে বস্ত্র ৭, গামছা ৫, মধ্যবিত্ত পক্ষে বস্ত্র ৪, গামছা ৮, অশক্তপক্ষে গামছা ১২, আসনাঙ্গুরী ২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটী ২, সিন্দূর, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ঘট ১, বটের ডাল, আম্রশাখা, তৈল, হরিদ্রা, পক্বকদলী ১২ গণ্ডা, পান ঐ, সুপারি ঐ, বদরী (কুল), দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, বসুধারার ঘৃত ।৵০, পুষ্প, দূর্ব্বা, মালা, তুলসী, বিল্বপত্র, কলার পেটো বা কদলীপত্র, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার নৈবেদ্য ১৭, বরণডালা ১, শ্রী ১, মাঙ্গল্য সূর্প (কুলা ১ ও ভাঁড় ৪), আতপতণ্ডুল, যজ্ঞোপবীত ৭, ফলমূলাদি, দক্ষিণা।

বরণডালা—মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, পিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল,

দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলীনির্ম্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, আয়ান্ন, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), দর্পণ, অলক্ত (আল্‌তা), হরিদ্রাসূত্র, চামর, দীপ।

ঋগ্বেদীয় দশবিধ সংস্কার দ্রব্য

বিবাহ

সম্প্রদানদ্রব্য—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়া, কন্যার পট্টবস্ত্র শাটী ১, টোপর ১, বরের বরণাঙ্গুরী, ফুলের গড়েমালা ২ ছড়া, যথাশক্তি দানীয়দ্রব্যাদি, আচ্ছাদনার্থ ধুতি ১ বা গামছা ১, পূর্ব্বজামাতার বরণবস্ত্রাদি, কোশা ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, হরিদ্রাবর্ণের গাঁটছড়া বাঁধিবার গামছা ১, পাঁচফল (বয়ড়া ১, হরীতকী ১, সুপারি ১, জায়ফল ১, আমলকী ১), মধুপর্কের কাঁসার বাটী ১, ঘৃত, মধু, দধি, ছাউনিনাড়ার পুষ্পাদি, ধুস্তূরফল, বরণডালা ১, ডাব ১, চণ্ডী-পুস্তক ১, মাকু, বরদক্ষিণা, পুরোহিতদক্ষিণা।

কুশণ্ডিকা—বালি, কাষ্ঠ, পৈকাটি, গোময়, উদূখল, মূষল ১, স্রুক, দর্ব্বী, মেক্ষণ, কাংস্যপাত্র ১, অরত্নিপ্রমাণ যজ্ঞীয় উড়ুম্বরসমিধ্ ১৫, আজ্যস্থালী (তাম্রকুণ্ড), চরুস্থালী (পিতলের রণ্ডনা) ১, শূর্প, কৃষ্ণাজিন (মৃগচর্ম্ম), যব, তিল, হরীতকী, দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত যজ্ঞীয় উড়ুম্বরসমিধ্ ১০, গব্যঘৃত /৫০ পোয়া, দুগ্ধ /॥০ সের, চরুর আতপতণ্ডুল /।০, প্রণীতাপাত্র ১, প্রোক্ষণীপাত্র ১, পূর্ণপাত্র, ফল, তাম্বুল, দধি, দক্ষিণা।

পাণিগ্রহণ—কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চরুদ্রব্য, লাজ (খৈ), শমীপত্র (শাঁইপাতা), বীরণপত্র (বেণাপাতা), সিন্দূর ১ থান, রেক ১, ঘট ১, শিলনোড়া, আম্রশাখা ১, জলপূর্ণ কুম্ভ ১, সূপ (কুলা), পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি, তিল, হরীতকী, দক্ষিণা।

গর্ভাধান—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চরুদ্রব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ঘট, আম্রশাখা, বটের ডাল, সিন্দূর, তৈল, হরিদ্রা, সূর্য্যার্ঘ্য দ্রব্য, জবাপুষ্প, রক্তচন্দন, পিটুলির পুত্তলিকা ২১, লাজ, তাম্বুল, পঞ্চগব্য, কোলসরা, নারিকেল, রক্তসূত্র, অলক্ত, হরিদ্রাবর্ণের গামছা, যবচূর্ণ, শিমের রস, বর-কন্যার পরিধেয় ধুতি ও শাটী, পুরোহিতদক্ষিণা।

পুংসবন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চরুদ্রব্য, আম্রশাখা, সিন্দূর, শিশির, দূর্ব্বারস, সরা, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, তিল, হরীতকী, মাষকলাই, যব, দধি, মধু, ঘৃত, দক্ষিণা।

সীমন্তোন্নয়ন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, উড়ুম্বর-ফলস্তবক ২ দফা, ত্রিশ্বেত শজারুকাঁটা, দর্ভপিঞ্জলী, রক্তসূত্র, দক্ষিণা।

নবলোভন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চরুদ্রব্য, পুষ্পাদি।

জাতকর্ম্ম—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকা পূর্ব্ববৎ, ঘট, আম্রশাখা, বটের ডাল, সিন্দূর,

কাংস্যপাত্র, ঘৃত, দধি, মধু, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, তিল, হরীতকী, স্বর্ণ, দক্ষিণা।

নামকরণ—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, স্বর্ণ, ঘৃত, দধি, ধূপ, মধু, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, তিল, হরীতকী, ঘট, আম্রশাখা, সিন্দূর, সূর্য্যার্ঘ্য-জবাপুষ্প, দক্ষিণা।

নিষ্ক্রামণ—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, নৈবেদ্য ১৪, ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি, সূর্য্যার্ঘ্যদ্রব্য, দক্ষিণা।

অন্নপ্রাশন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, নৈবেদ্য ১৬, ঘৃত, দধি, মধু, তিল, হরীতকী, বালকের পরিধেয় চেলি জোড়, টোপর, আভরণ, দক্ষিণা। নানাবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন, থালা, গেলাস ও বাটী ১ দফা। স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃত্তিকা, দোয়াত, কলম, শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্পদ্রব্য, ক্রীড়নক প্রভৃতি।

চূড়াকরণ—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, কুশপিঞ্জলী ৯, বালকের পরিধেয় বস্ত্র, কাংস্যবাটী ১, তাম্রক্ষুর ১, লৌহক্ষুর ১, দর্পণ, সরা ১, নবনীত, ত্রিভাগে সাদা শজারুর কাঁটা, বৃষগোময়, দক্ষিণা।

কর্ণবেধ—রৌপ্যনির্ম্মিত গুঁজী ২টি।

উপনয়ন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, সর্ব্বৌষধিযুক্ত স্নানীয় জল, চরুস্থালী, উদূখল, মুষল, কুলা, ধুচুনি, দুগ্ধ, গৈরিক বস্ত্র ১, লালপেড়ে ধুতি ১, ভিক্ষার গামছা ১, সাবিত্রীগ্রহণের ধুতি ১, চিনি, বিল্বদণ্ড ১, পুষ্পমাল্য ১, কুণ্ডল ২, কৃষ্ণসারাজিন (মৃগচর্ম্ম) ১, মুঞ্জমেখলা (শরের পৈতে), যজ্ঞকাষ্ঠ, যজ্ঞোপবীত ২, দক্ষিণা।

সমাবর্ত্তন—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ক্ষৌমবস্ত্র-জোড়, পাদুকা, ছত্র, বংশদণ্ড, উষ্ণীষ, যজ্ঞোপবীত ২ গ্রন্থি, কুণ্ডল, টোপর, মালা, সমিধ্।

সাধভক্ষণ—আচারবশতঃ সকল বেদীয়েরই নবম মাসে সাধভক্ষণ প্রথা আছে। অখণ্ড লালপেড়ে শাটী ও অন্নব্যঞ্জনাদি আবশ্যক।

পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা—জলাশয়ের পশ্চিমপার্শ্বে চতুর্হস্তপ্রমাণ বেদী ১, সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১), ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৪ বা ৭, বরণের আসন ৪ বা ৭, যজ্ঞোপবীত ৮, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, গুগ্‌গুল, ঘট ৫, বাস্তুযাগদ্রব্য ১ দফা, শান্তিঘট, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চামৃত, আম্রশাখা ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তির শাটী ২, সশীষডাব ৬, আসনাঙ্গুরী ১৪, মধুপর্কবাটী ১৪, দধি, মধু, চিনি, পূজার বস্ত্র ১৪, পূজার শাটী ২, নৈবেদ্য ১৬, কুচানৈবেদ্য ১, রৌপ্যনির্ম্মিত বরুণপ্রতিমা ৪ অঙ্গুলি-পরিমিত। নবগ্রহের বস্ত্র—রক্তবর্ণ ২, শ্বেতবর্ণ ৩, কৃষ্ণবর্ণ ২, ধূম্রবর্ণ ১, পীতবর্ণ ১, গুড়, ক্ষীর, দধি, পায়সান্ন, পিষ্টক, ২১ হস্ত বা ১২ হস্ত বেলের যূপ ৩॥০ হস্ত, ত্রিশূল ১, চক্র ১, ঘণ্টা ১, ছাতা ১, চামর ১, পাখা ১, শয্যা ১, পাদুকা ১, পতাকা ১, দর্পণ ১, টোপর ১, অশ্বস্থানমৃত্তিকা, হস্তিদন্তমৃত্তিকা,

বল্মীকমৃত্তিকা, নদীসঙ্গমমৃত্তিকা, গোষ্ঠমৃত্তিকা, নদীর উভয়কূলের মৃত্তিকা, সর্ব্বৌষধি, সমুদ্রের জল, দুগ্ধ ১ কলসী, স্বর্ণশলাকা ১, স্বর্ণপদ্ম ১, কাংস্য রেকাব ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, হোমের গব্যঘৃত /২ সের, আজ্যস্থালী (তাম্রকুণ্ড বা গামলা) ১, চরুস্থালী (বগুনা) ১, উদূখল, মুষল, স্রুক্, স্রুব, দর্ব্বী, হাতা, কুলা ১, ধুচুনি ১, সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহ-সমিধ্ প্রত্যেক ২৮, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, স্বর্ণনির্ম্মিত কচ্ছপ ১, ঐ মকর ১, ঐ অষ্টনাগ ১ প্রস্থ, রৌপ্যনির্ম্মিত মৎস্য ১, ঐ ঢোঁড়াসর্প ১, তাম্রনির্ম্মিত কাঁকড়া ১, ঐ বেঙ ১, লৌহনির্ম্মিত শুশুক ১, গাভী ১, স্বর্ণশৃঙ্গ ২, স্বর্ণবীরপট্ট ১, রৌপ্যক্ষুর ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্যক্রোড় ১, উৎসর্গের ধুতি ১, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতদক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

মঠপ্রতিষ্ঠা—নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১), ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৭, বরণের আসন ৭, বাস্তুযাগদ্রব্য ১ দফা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আম্রশাখা ৫, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৬, সশীষডাব ৬, উদূখল, মুষল, কুলা ১, ধুচুনি ১, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, কাংস্যরেকাব ১, আজ্যস্থালী ১, চরুস্থালী ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত /২ সের, সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহের সমিধ্ প্রত্যেকে ২৮, চক্র ১, ছোট ঘণ্টা ১, ষোলহস্ত বাঁশের ধ্বজা ১, বস্ত্র ষোল হাত, বিষ্ণুগৃহে গরুড় ১, শিবগৃহে বৃষ ১, দেবীগৃহে সিংহ ১, ছোট চামর ১, ছোট ঘট ২৫, পঞ্চামৃত, নারিকেলজল, পূর্ণপাত্র, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতিদক্ষিণা।

দেবপ্রতিষ্ঠা—সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, বাস্তুযাগদ্রব্য, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিত ঐ), ব্রহ্মা ঐ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৭, বরণের আসন, যজ্ঞোপবীত ১২, তিল, হরীতকী, বরণডালা, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, আম্রশাখা, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, পূজার বস্ত্র ২, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, চন্দ্রাতপ গামছা ১, উষ্ণীষ ঐ ১, কাংস্য রেকাব ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত /১ সের, আজ্যস্থালী ১, সমিধ্ ১০৮, গোমূত্র /৪॥০ সের, গোময় ঐ, দধি ঐ, দুগ্ধ ঐ, ঘৃত ঐ, মধু ঐ, তিলতৈল ঐ, তিলখইল ঐ, শালিচূর্ণ ঐ, কুশমূলমৃত্তিকা ঐ, গজদন্তমৃত্তিকা ঐ, চতুষ্পথ মৃত্তিকা ঐ, পর্ব্বতমৃত্তিকা ঐ, বরাহদন্তমৃত্তিকা ঐ, বল্মীকমৃত্তিকা ঐ, গোময়ভস্ম ঐ, পঞ্চকষায় ঐ, উষ্ণোদক ঐ, পঞ্চনদজল ঐ, প্রিয়ঙ্গু ঐ, আম্রশমীপুন্নাগ-করবীরপুষ্পোদক ঐ, তুলসী-কুন্দ-শ্রীফলপত্র ত্রিতয়যুক্ত জল ঐ চম্পক, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, যব, গোধূম, নীবার, তিল, শ্যামাক, শালিধান্য, ব্রীহি, ঘটস্থজল ১ বা ৮ কলসী, শিবপক্ষে বিল্বপত্রচূর্ণ

/৪ সের, দেবীপক্ষে আমলকী পত্রচূর্ণ ঐ, বিষ্ণুপক্ষে তুলসীচূর্ণ ঐ, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতিদক্ষিণা, দ্বাদশ দান। দেবতার অলঙ্কার।

অশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠা—সিন্দূর, নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, (ঠাকুরবরণ ১, গুরু ঐ, পুরোহিত ঐ), ব্রহ্মা ঐ, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ, আচার্য্য ঐ, বরণাঙ্গুরী ৭, বরণের আসন ৭, তিল, হরীতকী, যজ্ঞোপবীত, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, আম্রশাখা ৫, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, শান্তিশাটী ২, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, সশীষডাব ৬, বরণডালা, কলাগাছ ৪, পতাকা ১, পতাকাবস্ত্র ১, ছোট চামর ১, ছোট ঘণ্টা ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটী ৫, দধি, মধু, চিনি, বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, সোমের ধুতি ১, রোহিণীর শাটী ১, নবগ্রহের ধুতি ১, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, অশ্বত্থপূজার ধুতি ১, উদূখল ১, মূষল ১, কুলা ১, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ গামছা ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, কাঁসার রেকাব ১, গব্যঘৃত /১ সের, আজ্যস্থালী ২, চরুস্থালী ১, পলাশ-সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহের সমিধ্ প্রত্যেকে ২৮, স্বর্ণপত্র ১, স্বর্ণফল ১, রজতফল ১, পূর্ণপাত্র ১, আচ্ছাদনবস্ত্র ১, উৎসর্গের বস্ত্র ১, দক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

কূপপ্রতিষ্ঠা—সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, বাস্তুযাগ দ্রব্য (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিত ঐ ১), ব্রহ্মা ঐ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৭, বরণের আসন ৭, যজ্ঞোপবীত ১২, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, আম্রশাখা ১০, ঘট ১০, শান্তিঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১০, সশীষডাব ১২, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটী ৪, নৈবেদ্য ৬, কুচানৈবেদ্য ১, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নবগ্রহের ধুতি ১, বরুণের ধুতি ১, স্বর্ণের বরুণ ৪, অঙ্গুলিপরিমিত ১, শান্তির শাটী ২, সর্ব্বৌষধি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, কাংস্যরেকাব ১, গব্য ঘৃত /২॥০ সের, অষ্টনাগ প্রভৃতি জলাশয়োৎসর্গবৎ, আজ্যস্থালী ১, চরুস্থালী ১, কুলা ১, ধুচুনি ১, উদূখল, মূষল, সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহসমিধ্ প্রত্যেকে ২৮, পতাকা ১, পূর্ণপাত্র, উৎসর্গের ধুতি ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতিদক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

রথপ্রতিষ্ঠা—সিন্দূর, (গুরুবরণ ১, পুরোহিত বরণ ১, নারায়ণবরণ ১), ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৭, বরণের আসন ৭, যজ্ঞোপবীত ২০, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরত্ন, বরণডালা, গরুড়মূর্ত্তি ১, পতাকা ১, আম্রশাখা ৫, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, শান্তিশাটী ২, ঘট ১, চামর ১, দর্পণ ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, সশীষডাব, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটী ৩, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৩, হোমের গব্যঘৃত /১ সের, আজ্যস্থালী ১, চরুস্থালী ১,

বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে গোময়, উদূখল, মূষল, কুলা ১, ধুচুনি ১, যজ্ঞকাষ্ঠ সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহ-সমিধ্ প্রত্যেকে ২৮, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, পূর্ণপাত্র ১, উৎসর্গের ধুতি ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতদক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

গ্রহযাগ—সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দ্রব্য (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১), ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, গ্রহাচার্য্যের বরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৮, বরণের আসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, তিল, হরীতকী, যব, শ্বেতসর্ষপ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, গুগ্গুল, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, মাষকলাই, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, পতাকা, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তিশাটী ২, সশীষডাব ৬, আসনাঙ্গুরী ১৪, মধুপর্কবাটী ১৪, পূজার বস্ত্র ১৪, নৈবেদ্য ১৪, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ২৫, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, আজ্যস্থালী ১, কাঁসার রেকাব ১, হোমের গব্যঘৃত /৬।, সমিধ্ ১০০৮, গ্রহহোমের কাষ্ঠ ১০০৮, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ গামছা ১, পূর্ণপাত্র ১ বিরুদ্ধগ্রহের দানদ্রব্য ব্রাহ্মণ ভোজন, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতদক্ষিণা।

পুষ্করশান্তি—ব্রহ্মাবরণ, হোতৃবরণ, সদস্যবরণ, আচার্য্যবরণ, গ্রহাচার্য্যের বরণ, বরণাঙ্গুরী ৫, বরণের আসন ৫, যজ্ঞোপবীত ১০, তিল, হরিতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, গুগ্গুল, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চামৃত, শ্বেতসর্ষপ, তিল, যব, মাষকলাই, ঘট ১, ছোট কাল মুগ, ঘৃত, তিল, গুড়পূর্ণ ঘট বা সশীষডাব ৫, আচ্ছাদন গামছা ৫, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, পাতিভাঁড় ১, সরা ৮, লৌহের রেকাবি ১, তাম্রের রেকাবি ১, কাংস্যের রেকাবি ১, রৌপ্যের রেকাবি ১, লৌহনির্ম্মিত যমপ্রতিমা ১, তাম্রনির্ম্মিত ধর্ম্মপ্রতিমা ১, কাংস্যনির্ম্মিত, চিত্রগুপ্তপ্রতিমা ১, রৌপ্যনির্ম্মিত পুষ্করপ্রতিমা ১, আসনাঙ্গুরী ১৪, মধুপর্কবাটী ১৪, নবগ্রহপূজার বস্ত্র ৯, যমপূজার কৃষ্ণবস্ত্র ১, ধর্ম্মপূজার শুক্লবস্ত্র ১, চিত্রগুপ্তপূজার পীতবস্ত্র ১, পুষ্করপূজার শুক্লবস্ত্র ১, বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১, নৈবেদ্য ১৭, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, আজ্যস্থালী, হোমের গব্য ঘৃত /৩ সের, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, কুলা ১, ধুচুনি ১, দুগ্ধ /॥০, উদূখল, মূষল, কোশাকুশি ১ জোড়া, সমিধ্ ১০০৮, নবগ্রহসমিধ্ প্রত্যেকে ১০৮, (মাগুর মৎস্য ১, ছুরি), পতাকা ১৪, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন কাষ্ঠ, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

দত্তক গ্রহণ—নান্দীমুখদ্রব্য, বেদী, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১), ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৭, বরণের আসন ৭, যজ্ঞোপবীত ৮, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, সশীষডাব ৬, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আম্রশাখা ৫, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, পুষ্পমালা ৩০, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটী ৫, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৫, গণেশের ধুতি ১, প্রজাপতির

ধুতি ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, যমের থান ১, শান্তির শাটি ২, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, আজ্যস্থালী ১, চরুস্থালী ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ⁄১॥০ সের, পলাশসমিধ্ ১০৮, উদূখল, মূষল, কুলা ১, ধুচুনি ১, দুগ্ধ ⁄॥০ সের, কাংস্য রেকাব ১, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতিদক্ষিণা, দত্তকের যথাসাধ্য অলঙ্কার।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—বেদী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, নারায়ণবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১, পাঠকবরণ ১, কথকবরণ ১, ধারকবরণ ২, সদস্যবরণ ১, শ্রোতৃবরণ যথাশক্তি, বরণাঙ্গুরী ৮, বরণের আসন ৮, যজ্ঞোপবীত, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, পুষ্পমালা ১১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, নৈবেদ্য ৭, কুঁচানৈবেদ্য ১, কৃষ্ণপূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটি ১, ব্যাসপূজার বস্ত্র ১, সংহিতার ঐ ১, তুলসীর শাটী ১, বেদীর গামছা ২, চন্দ্রাতপ ১, বালিস ২, বেদীর আসন ২, ধারকদের আসন ২, পুস্তক রাখিবার চৌকী ৪, চৌকীর আসন ৪, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, আরতিদ্রব্য, গব্য-ঘৃত ⁄॥০ সের, ক্ষীরের লাড়ু, হরি সংকীর্ত্তন,—ভূরিভোজ্য।

রামায়ণ পাঠ—ঠাকুরবরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, পাঠক ঐ ১, কথক ঐ ১, ধারক ঐ ২, সদস্য ঐ ১, শ্রোতা ঐ ১, স্বস্ত্যয়নের ব্রাহ্মণবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৮, আসন ৮, যজ্ঞোপবীত ৮, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, দধি, দুগ্ধ, মধু, চিনি, আসনাঙ্গুরী ৭, মধুপর্কবাটি ৭, রামের বস্ত্র ১, সীতার শাঠী ১, সংহিতার বস্ত্র ১, বিষ্ণুর ঐ ১, নবগ্রহের ঐ ১, হনুমানের ঐ ১, তুলসীর ঐ ১, শিবপূজার গঙ্গামৃত্তিকা, কলা, নৈবেদ্য ৭, কুঁচানৈবেদ্য ৪, আরতি, সংকীর্ত্তন, বেদী, বেদীর আসন ২, বেদীর গামছা ২, বালিস ২, চৌকী ৪, চৌকীর আসন ৪, চন্দ্রাতপ ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ⁄॥০ সের, পূর্ণপাত্র, পদ্ম বা করবী পুষ্প ১০৮, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতিদক্ষিণা।

তুলাপুরুষমহাদান—প্রধান বেদী দীর্ঘে ও প্রস্থে ২০ হাত বা ১৮ হাত পরিমিত করিয়া উর্দ্ধে অর্দ্ধহস্তপ্রমাণ করিবে। উহাতে ৭ হস্তপ্রমাণ ২টি বিল্বকাষ্ঠের স্তম্ভ দিবে ও স্তম্ভোপরি ২১ হাত পরিমাণ ৪টি পাড়ন দিবে। ৬ হাত ৬ আঙ্গুলী বা ৬ হাত পরিমাণে মধ্যবেদী করিবে। উহার উচ্চতা ১ হাত হইবে। উহাতে ৭ হাত পরিমাণ ৪টি স্তম্ভ ও তাহার উপরে ৭ হাত পরিমাণে ৪টি পাড়ন দিবে। কোণা ৪টি ১২ হাত পরিমাণে করিবে। তুলাদণ্ডের স্তম্ভ ২টি অর্দ্ধহস্ত বিস্তার এবং ৭ হাত দীর্ঘ হইবে। তাহার উপরে ১টি ৭ হাত পাড়ন দিবে। তুলাদণ্ড ১টি ৪ হাত করিয়া হইবে, তাহাতে বঁড়িশাকৃতি লৌহশৃঙ্খল ৬ অঙ্গুলী পরিমাণে দিতে হইবে। ৮ হাত পরিমাণ লৌহশৃঙ্খলে এক হাত প্রমাণ পাল্লা ২টি দিবে। দশহস্ত-প্রমাণ বংশদণ্ডে নিম্নোক্তক্রমে ২ হস্ত-প্রমাণ বস্ত্রনির্ম্মিত পতাকা দিবে, যথা—পূর্ব্বদিকে পীতবর্ণ, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণ, নৈঋর্তকোণে নীলবর্ণ, পশ্চিমে শ্বেতবর্ণ, বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ, উত্তরে শ্বেতবর্ণ এবং ঈশান কোণে শুভ্রবর্ণ পতাকা। মধ্য-বেদীতে ৭ হাত প্রমাণ বস্ত্রে, শ্বেত, রক্ত, ধূম্র কৃষ্ণ ও

পীত এই পঞ্চ বর্ণের পঞ্চপতাকা দিবে। মধ্যবেদীর ঈশানকোণে ৫ হাত প্রমাণ ১টি বেদী করিবে। তাহাতে নব বর্ণের নব পতাকা দিবে।

সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, ঠাকুরবরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ৮, (ব্রহ্মাবরণ ২, সদস্য ঐ ২, হোতৃ ঐ ২, আচার্য্য ঐ ২), যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ৪, (ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ ৪, (ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ ৪ (ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), বেদ পাঠক ৪, স্বর্ণের বরণাঙ্গুরী ২৭, বরণের আসন ২৭, যজ্ঞোপবীত ১০০, হরীতকী ১০০, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আম্রশাখা ১৮, সশীষডাব ৪০, পিতলের শান্তিঘট ১, পিতলের ঘড়া ৫, দ্বারের ঘট ১২, কোশাকুশি ৫ জোড়া, স্বর্ণের গোবিন্দ-প্রতিমা ১, স্বর্ণের ধর্ম্মপ্রতিমা ১, স্বর্ণের সূর্য্যপ্রতিমা ১, স্বর্ণের প্রজাপতি প্রভৃতি ঐ ২৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তির শাটী ২, তিল ।/১০, যব ।/১০, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলাই, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, গুগ্‌গুল, আসনাঙ্গুরী ৮১, মধুপর্কবাটী ৮১, পূজার বস্ত্র ও শাটী ৮১, নৈবেদ্য ৮১, কুঁচানৈবেদ্য ৪, পুষ্পমালা ১০০, চামর ১৭, ঘণ্টা ১৭, দর্পণ, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, চন্দ্রাতপ, উষ্ণীষ ৬, উদূখল ৪, মুষল ৪, কূলা ৪, ধুচুনি ৪, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, হোমের গব্যঘৃত ।/৫ সের, আজ্যস্থালী (গামলা) ৪ চরুস্থালী (বগুনা) ৪, উড়ুম্বর-সমিধ্ ৪০০০, তুলা-পরিমিত অষ্টধাতু, পূর্ণপাত্র ৫, স্বর্ণ ১ ভরি, প্রধান দক্ষিণা, প্রতিদক্ষিণা ষোড়শদান, ব্রাহ্মণভোজন।

বিদ্যারম্ভ—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, আম্রশাখা ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, সরস্বতী-পূজার শাটী ১, গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, ঘৃত, দধি, মধু, চিনি, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, নৈবেদ্য ৪, কুঁচানৈবেদ্য ১, ধূপ, দীপ, পুষ্পমালা ২, রামখড়ি ১, বালকের পরিধেয় বস্ত্র ১ দক্ষিণা।

গঙ্গায় অস্থিক্ষেপন—অস্থি, পঞ্চগব্য, তিল, মধু, ঘৃত, স্বর্ণ ১ খণ্ড, দক্ষিণা।

পর্ণনরদাহ—শ্বেত নারিকেল ফল, শরপাতা ৩৬০, পলাশপাতা ৩৬০, মেষলোমের রজ্জু, যববাটা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—কুশ, ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, বস্ত্র, স্বর্ণ ৭ খণ্ড, অভাবে কাংস্য ৭ খণ্ড, কলসী ১, সরা ১, তিল, কড়ি, আতপতণ্ডুল, তুলসী, কাষ্ঠাদি, পেঁকাটি, অগ্নিদাতার পরিধেয় বস্ত্র ১, উত্তরীয় বস্ত্র ১।

বৈতরণী—সবৎসা কৃষ্ণা গো বা মূল্য ৩/০ কাহন কড়ি বা ৷৹, গামছা ১, তণ্ডুল, দক্ষিণা।

পুরকপিণ্ডদান—দুগ্ধ ।/১০ পোয়া, সরা ৩, মালসা ১, তিল, ঘৃত, মধু, কাঁটালিকলা ৪, মেষ লোম বা ছিন্ন কম্বল, মৃৎপাত্র ৫৫, আতপতণ্ডুল ।৷০ সের, পেঁকাটি, প্রদীপ ১, তেকাঠা ২, পুষ্প, তুলসী দক্ষিণা।

চতুর্দ্ধাশান্তি—কলাপেটো বা পাতা ৪, সুপারি ৪, পান ৪, ঘৃত, পৈঁকাটি, আতপতণ্ডুল, তিল, তুলসী, পুষ্প, প্রদীপ ১, বিল্বপত্র, নিম্বপত্র, কুলথকলাই, সরা ১, যষ্টি ১, পরিধেয় বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত—স্বর্ণ ১ খণ্ড, গামছা ১, ভোজ্য ১, দক্ষিণা।

সূর্য্যার্ঘ্য—গামছা ১, কোশা ১, জবাপুষ্পাদি, আতপতণ্ডুল।

তিলকাঞ্চন—তাম্রটাট ১, তিল ⁄১৷৷০, কলাপাতা ১, স্বর্ণ ৪ খণ্ড, গামছা ১, আতপতণ্ডুল, দক্ষিণা।

আদ্যশ্রাদ্ধ—আতপতণ্ডুল, উপকরণ, কলাপাতা ২০, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র ১, শ্রাদ্ধের বস্ত্র ১, তিল, হরীতকী, ঘৃত, মধু, দধি, ধূপ, দীপ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, মৎস্য ১, পান, সুপারি, মালসা ১, পৈঁকাটি, অগ্রদানির দক্ষিণা, পুরোহিত দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন।

ষড়ঙ্গ—থালা , ঘড়া বা ঘটি ১, পিলসুজ ১, খড়ম ১ জোড়া, ছাতা ১ শয্যা ১, পিড়ে ১।

মহাদান—সুবর্ণ ১, ঘোড়া ১, তিল, গো ১, রথ ১, ভূমি ১, গৃহ ১, কপিলা ধেনু ১, হস্তী ১, নৌকা ১, পালকী ১, দক্ষিণা।

ষোড়শ দান—ভূমি (১ গামলা ধান্য, গঙ্গামৃত্তিকা ও মূল্য), আসন (গালিচা ১ ও চৌকী ১), জলপাত্র ১ (ঘড়া), বস্ত্র ১, দীপ (পিলসুজ ও প্রদীপ), অন্ন (সভোজ্য থাল), তাম্বূল (পানসহ বাটা), ছত্র ১, গন্ধ (বাটি ও চন্দনকাষ্ঠ), মাল্য (রেকাব ও পুষ্পমালা), ফল (রেকাব ১ ও নারিকেলাদি), পাদুকা ১ জোড়া, গো বা (মূল্য কড়ি ৩/০ বা ৮০,) স্বর্ণ ১ খণ্ড, রৌপ্য ১ খণ্ড, শয্যা (সজ্জিত খাট ১, পাতনবস্ত্র ১, উৎসর্গ গামছা ১, দক্ষিণা।

ভূরিভোজ্য—প্রচুরপরিমাণে উপকরণসহ তণ্ডুলাদি ভোজ্য ১ দফা, বস্ত্র ১।

দানসাগর

ষোলটি ষোড়শ দান।

দম্পতিবরণ—স্বর্ণনির্ম্মিত দম্পতিপ্রতিমা ১, গরদের ধুতি-চাদর ১, গরদের শাটী ১, সজ্জিত খাট ১, স্বর্ণের অঙ্গুরী ১, অলঙ্কার যথাশক্তি, দানসামগ্রী, দক্ষিণা।

সুখাসন-দান—চৌকী ১, ভাল আচ্ছাদন ১, আতরদান ১, তাম্বূলদান ১, রৌপ্যডিপে ১, গোলাপদান ১, ফুলদান ১, শটকা সহিত গড়্গড়া ১, পিক্‌দানি ১, ভাল বালিস ৩টা।

বৃষোৎসর্গ—চতুরস্র চতুর্হস্ত দীর্ঘ ও ১ হস্ত উর্দ্ধ বেদী ১, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১ জোড়া, গুরুবরণ ঐ, পুরোহিতবরণ ঐ), হোতৃবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, ব্রহ্মাবরণ ঐ, সদস্যবরণ ঐ, বিরাটবরণ ঐ, (গীতাপাঠকবরণ ঐ), বরণাঙ্গুরী ৯, বরণের কুশাসন ৯,

যজ্ঞোপবীত ২০, হরীতকী ১০, ঘট (ঘড়া) বা ঘটী ৫, অভাবে মৃত্তিকা-ঘট ৫, শান্তিঘট (ঘড়া) ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তিকুম্ভের শাটী ২, রুদ্রপূজার বস্ত্র ১, অম্বিকার শাটী ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, উষ্ণীষ গামাছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, যূপাচ্ছাদন ঐ ১, বৎসতরীর ঐ ৪, বৃষ উৎসর্গের ঐ ১, বৃষের ঐ ১, গোপের ধুতি ১, কর্ম্মকারের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, দধি, মধু, চিনি, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ৫, কুঁচানৈবেদ্য ১, পঞ্চগুঁড়ী, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, আমশাখা ৫ সশীষ ডাব ৬, পুষ্পমালা ৩০, বালি, কাষ্ঠ, পৈকাটি, গোময়, হোমের গব্যঘৃত /১॥০ সের, আজ্যস্থালী তাম্রকুণ্ড ১, চারুস্থালী (পিতলের বগুনা) ১, দুগ্ধ /॥০ সের, কুলা ১, ধুচুনি ১, উদূখল, ১, মুষল ১, আতপতণ্ডুল, যজ্ঞকাষ্ঠ, হাতা, চমস প্রভৃতি, যূপকাষ্ঠ ১, উপযূপকাষ্ঠ ৪, টোপর ১, পাতি মোউড় ৪, বৃষ ১, বৎসতরী ৪, সসাজ ঝাঁপি ৪, বৃষাভরণ —স্বর্ণশৃঙ্গ ২, স্বর্ণবীরপট্ট ১, রৌপ্যখুর, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্যক্রোড় ১, লৌহবলয় ৪, লৌহঘণ্টা ১, লৌহ-দাগ্নী ২, চামর ১, সূর্প ১, ত্রিশূল ১, খোন্তা ১, সর্ব্বৌষধি, কোশা ১, মালসা ১, মাছুর ২, সমিধ্ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতদক্ষিণা। কুঙ্কুম, কাংস্য-রেকাব, বিরাটপাঠের আসন, চৌকি, গীতাপাঠের আসন, চৌকি, সমর্থপক্ষে ব্যাসপূজার বস্ত্র ১।

চন্দনধেনু—বেদী, সিন্দুর (ঠাকুরবরণ ১ জোড়া, গুরুবরণ ঐ, পুরোহিতবরণ ঐ) ব্রহ্মাবরণ ঐ, সদস্যবরণ ঐ, হোতৃবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, বিরাটবরণ ঐ, গীতাপাঠকবরণ ঐ, বরণের অঙ্গুরী ৯, বরণের আসন ৯, যজ্ঞোপবীত ২০, হরীতকী ১০, ঘট (পিতলের ঘড়া) ৫, অভাবে মাটির ঘট ৫, শান্তির ঘট (ঘড়া) ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব ১, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, সশীষডাব ৬, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, তিল, আম্রশাখা ৬, রুদ্রপূজার ধুতি ১, অম্বিকাপূজার শাটী ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তির শাটী ২, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, উৎসর্গ ঐ ১, যূপাচ্ছাদন ঐ ১, গোপের ধুতি ১, সবৎসা গাভীর লালপেড়ে শাটী ১, গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটী ৪, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত /১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়্কে, কাঁসার রেকাব ১, গোময়, নৈবেদ্য ৪, কুঁচানৈবেদ্য ১, আজ্যস্থালী তাম্রকুণ্ড ১, চরুস্থালী, বগুনা ১, কুলা ১, ধুচুনি ৫, উদূখল মূষল, যজ্ঞকাষ্ঠ, যূপকাষ্ঠ ১, উপযূপকাষ্ঠ ১, দুগ্ধ /॥০ সের, চরুর আতপ তণ্ডুল /॥০, পাতিমোউড় ১, স্বর্ণশৃঙ্গ ২, স্বর্ণ-বীরপট্ট ১, রৌপ্যখুর ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্য ক্রোড় ১, লৌহবলয় ৪, লৌহঘণ্টা ১, ত্রিশূল ১, চামর ১, খোন্তা ১, সসাজ ক্ষেমী ১, সর্ব্বৌষধি, কুঙ্কুম, কোশা ১, বগুনা বা মালসা ১, সমিধ্ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতিদক্ষিণা। বিরাট পাঠের আসন-চৌকি, গীতাপাঠের আসন-চৌকি।

মাসিক-একোদ্দিষ্ট—আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো, উপকরণ, মিষ্টান্ন, দধি,

মধু, ঘৃত, পাকাকলা ১৫, পান, সুপারি, তিল, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র বা গামছা ১, শ্রাদ্ধের ধুতি ১, মৎস্য ১, কাঁচাকলা ৭, মালসা ১, পৈঁকাটি, দক্ষিণা।

সপিণ্ডীকরণ—আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণ, তিল, যব, গব্যঘৃত, দধি, মধু, মিষ্টান্ন, ধূপ, দীপ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, কাঁচাকলা, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র ১, সপিণ্ডকরণের বস্ত্র ৫, প্রেতপক্ষের বস্ত্র ১, (অভাবে বস্ত্র ৩, গামছা ৪,) থালা ১, ঘটী ১, পান ২০, সুপারি ২০, মৎস্য ১, মালসা ১, পৈঁকাটি, ষোড়শদান, অথবা অন্ন জল-বস্ত্র, দক্ষিণা।

সাংবৎসরিক-একোদ্দিষ্ট—আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ১০, উপকরণ, মিষ্টান্ন, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, দধি, মধু, ঘৃত, পাকাকলা ১০, কাঁচাকলা, পান ১০, সুপারি ১০, যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, শ্রাদ্ধের ধুতি ১, তিল, যব, মালসা, দক্ষিণা।

পার্ব্বণশ্রাদ্ধ—আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, দধি, মধু, ঘৃত, মিষ্টান্ন, তিল, যব, হরীতকী, পাকাকলা ১৫, পান সুপারি, গঙ্গামৃত্তিকা, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, পিতৃপুরুষের গামছা ৬, দেবপক্ষে গামছা ২, যজ্ঞোপবীত ৯, দক্ষিণা।

তীর্থযাত্রানিমিত্তক শ্রাদ্ধ—নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, সিন্দূর, ঘট ১, বটের ডাল ১, ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার বস্ত্র ১৭, আসনাঙ্গুরী ঐ, নৈবেদ্য ঐ বা কেবল নৈবেদ্য ১৭, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত ।৵০, কুল, আম্রশাখা, তিল, যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, পাকাকলা ৮ গণ্ডা, ইক্ষুগুড়, উপকরণ, পান ১৭ গণ্ডা, সুপারি ১৭ গণ্ডা, হরিদ্রা, দক্ষিণা।

তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ—বস্ত্র ৮, অভাবে গামছা ৮, আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, পাকাকলা ১০, তিল, যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, কুশ, ইক্ষুগুড়, ঘৃত, দধি, মধু, উপকরণ, পান, সুপারী, যজ্ঞোপবীত, দক্ষিণা।

দুর্গোৎসব

কল্পারম্ভ—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, তীর ৪, একসরা আতপতণ্ডুল, সশীষ ডাব ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, কল্পারম্ভের শাটী ১, চণ্ডীর শাটী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ-দীপ, ধুনা, কর্পূর, পুষ্পমাল্য ১, চন্দ্রমাল্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুঁচা-নৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি দ্রব্য।

(নবপত্রিকার দ্রব্যাদি)—কলাগাছ ১, কচুগাছ ১, হলুদগাছ ১, জয়ন্তীগাছ ১, বিল্বডাল ১, ডালিমডাল ১, অশোকডাল ১, মানকচুগাছ ১, ধান্যগাছ ১, শ্বেত অপরাজিতা-লতা, রক্তসূত্র, আলতা, বন্ধন করিবার পেটো, রজ্জু ৯ গাছি, পাঁচফল যুগ্ম বিল্ব।

প্রতিপদ তিথি হইতে পঞ্চমী যাবৎ প্রত্যেক দিন নিম্নোক্ত কয়টি দ্রব্য দিবে। যথা—প্রতিপদে মাথাঘসা, ফুলের তৈল, আতর, চিরুণি ১, গোলাপজল, দ্বিতীয়াতে মাথা বান্ধিবার পট্টডোর ১, তৃতীয়াতে দর্পণ, সিন্দূর, অলক্তক, চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাংস্যবাটি, তিলক, অঞ্জন, পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ, পট্টবস্ত্র, যথাশক্তি অলঙ্কার।

(বোধনদ্রব্যাদি)—সিন্দূর, যুগ্মফলের সহিত বেলের ডাল ১, ঘট ১, এক-সরা আতপতণ্ডুল, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, সশীষডাব ১, তীর ৪, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, গামছা ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, বোধনের শাটী ১, বিল্ব-বৃক্ষপূজার ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, ছুরি ১, চন্দ্রমাল্য ১, আরতিদ্রব্য, শ্বেতসর্ষপ, মাষভক্তবলি।

(অধিবাস ও আমন্ত্রণের দ্রব্যাদি)—দেবীর শাটী ১, বিল্ববৃক্ষের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী ১, আরতিদ্রব্য, দর্পণ।

অধিবাসডালা—মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল (অখণ্ড কদলী), দধি, ঘৃত স্বস্তিক (পিটুলিনির্ম্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), কাঞ্চন (স্বর্ণ), রৌপ্য, তাম্র, দর্পণ, চামর, আলতা ৪, হরিদ্রা, সূত্র, লৌহ, দীপ, আরতি।

সপ্তমীপূজার দ্রব্য—(নারায়ণবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) পূজকবরণ ১, তন্ত্রধারকবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ২, বরণের আসন ২, যজ্ঞোপবীত ৪, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ঘট ১, সশীষ ডাব ২, দুই সরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডহাঁড়ি ১, ধূপ-দীপ, ধূনা, তেকাটা, প্রধানদীপ ১, দর্পণ ১।

মহাস্নানের দ্রব্যাদি—তৈল, হরিদ্রা, কলস ৮, সহস্রধারা ১, পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চামৃত, শিশিরোদক, ইক্ষুরস, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, গজদন্তমৃত্তিকা, বরাহদন্তমৃত্তিকা, চতুষ্পথমৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা, নদীর উভয়কুলমৃত্তিকা, পর্ব্বতমৃত্তিকা, তিলতৈল, বিষ্ণুতৈল, উষ্ণোদক, নারিকেলোদক, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, পঞ্চরত্নমিশ্রিত জল, সাগরোদক, পদ্মরেনূদক, দুগ্ধ, মধু, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম, বৃষ্টিজল, ফলোদক, সরস্বতীজল, নির্ঝরোদক, সপ্ত সমুদ্রের জল।

সপ্তমীপূজা—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, সিন্দূর, ঘটাচ্ছাদন গামছা ২, আরতির গামছা ১, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলাই, জবাপুষ্প, কুঁচানৈবেদ্য ১ দফা, আসনাঙ্গুরী ১৬, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১৬, অঙ্গুরী ১৬, স্নানীয়জল ।৷০ সের, মধুপর্কের কাঁসার বাটি ১৬, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩৭, প্রধান নৈবেদ্য ১, নবপত্রিকার পরিধেয় শাটী ১, দুর্গার শাটী ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, সরস্বতীর শাটী ১, চণ্ডীর শাটী ১, নবপত্রিকার পূজার

শাটী ৯ বা ১, কার্ত্তিকেয়ের ধুতি ১, গণেশের ধুতি ১, শিবের ধুতি ১, বিষ্ণুর ঐ ১, ময়ূরের ঐ ১, মূষিকের ঐ ১, সিংহের ঐ ১, অসুরের ঐ ১, সর্পের ঐ ১, জয়ার শাটী ১, বিজয়ার ঐ ১, অর্ঘ্য ১০৮ দূর্ব্বা, চন্দ্রমাল্য, থাল ১, ঘড়া বা ঘটী ১, শক্তিবিষয়ে অষ্টগন্ধ, লোহা, শঙ্খ ২, নত ১, সিন্দূরচুবড়ি ১, পুষ্পমালা, রচনাদ্রব্যাদি, ফলমূলাদি, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্য, আরতি। জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্যামাঘাস, অপরাজিতা, পদ্ম।

হোমের দ্রব্যাদি—বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, কুশ, হোমের ঘৃত ৵৷৹ সের, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, পূর্ণপাত্র ১।

অষ্টমীপূজা—দন্তকাষ্ঠ ১, মহাস্নানদ্রব্য, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, বস্ত্র (পূর্ব্বদিনের ন্যায়), আসনাঙ্গুরী ও মধুপর্কবাটী ঐ, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩৭, প্রধান নৈবেদ্য ১, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্যামাঘাস, অপরাজিতা ও পদ্ম। কুঁচানৈবেদ্য ১, অষ্টগন্ধ, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমাল্য, থাল ১, ঘড়া বা ঘটী ১, লোহা ১, শঙ্খ ২, নত ১, রচনা, সিন্দূরচুবড়ি ১, নন্দি-কেশ্বরমতে নবঘট, নবপতাকা, ভোগের দ্রব্যাদি, বলিদ্রব্য, আরতি। হোমদ্রব্য।

সন্ধিপূজা—পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, স্বর্ণাসন ও অঙ্গুরী ১, মধুপর্ক-কাংস্যবাটী, শ্বেতসর্ষপ, যব, তিল, মাষকলাই, অষ্টগন্ধ, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল, দধি, চিনি, মধু, ঘৃত, চেলির শাটী ১, প্রধান নৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, রচনাদ্রব্য, ফলমূলাদি, থাল ১, ঘড়া ১, লোহা ১, শঙ্খ ২, নত, ১, (পাটী ১, বালিস ১,) চন্দ্রমাল্য ১, পুষ্পমাল্য ১, ভোগের দ্রব্যাদি, বলিদ্রব্য, হোমদ্রব্য আরতি, কুমারীপূজাদ্রব্য, প্রদীপ ১০৮।

নবমী-পূজা—মহাস্নানদ্রব্য—দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প, দূর্ব্বা ১০৮, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ-ধূনা, বস্ত্র (পূর্ব্বদিনের ন্যায়), কুমারীপূজার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ঐ, মধুপর্কবাটী ঐ, দধি, মধু, চিনি, রচনাদ্রব্য, শ্বেতসর্ষপ, যব, তিল, মাষকলাই, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল, নৈবেদ্য ৩৭, প্রধাননৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, থাল ১, ঘটী ১, অষ্টগন্ধ, সিন্দূরচুবড়ি ১, লোহা, শঙ্খ ২, নত ১, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমালা, রচনা, পান, পানের মসলা, ভোগের দ্রব্যাদি, বলিদ্রব্য, হোমদ্রব্য, আরতি, দক্ষিণা।

দশমী-পূজা—সকলের দশোপচারে পূজা, গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য, দধি, মুড়কি, যাত্রামঙ্গল দ্রব্য, মিষ্টান্ন, সিদ্ধি, আরতি পিষ্টকপ্রদীপ। পর্য্যুষিত অন্ন।

লক্ষ্মীপূজা

সিন্দূর, পূজকের বরণ ১, আচার্য্য ঐ, বরণাঙ্গুরী ২, বরণের আসন ২, যজ্ঞোপবীত ৬, অধিবাসডালা, তিল, হরীতকী, ঘট ১, একসরা আতপতণ্ডুল, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, কুণ্ডহাঁড়ি ২, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আরতির গামছা ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য,

পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, সশীষডাব ১, তীর ৪, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুঁচানৈবেদ্য ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের ধুতি ১, কুবেরের পূজার ধুতি ১, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, লোহা, শঙ্খ ২, নত ১, সিন্দূরচুবড়ি ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, ঘৃত ⁄।০ পোয়া, হোমের বিল্বপত্র ২৮, ভোগের দ্রব্যাদি, কর্পূর, চিপিটক, নারিকেল, পান, পানের মশলা, থাল ১, ঘটী ১, রচনা ১, পুষ্পমালা ১, চন্দ্রমালা ১, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

শ্যামাপূজা

সিন্দূর, পূজকের বরণ ১, তন্ত্রধারকের বরণ ১, গুরুবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৩, যজ্ঞোপবীত ৩, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, একসরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আরতির গামছা ১, মাষকলাই, সশীষডাব ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, স্নানীয়জল ৪৷।০ সের, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১, মধুপর্কের সাচ্ছাদন কাঁসার বাটি ১, শ্যামা-পূজার শাটী ১, মহাকালের ধুতি ১, বিষ্ণুপূজার ঐ ১, শিবপূজার ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ৪, দধি, মধু, চিনি, পাণিশঙ্খ ২, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, অষ্টগন্ধ, যব, শ্বেতসর্ষপ, গন্ধ, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৪, কুঁচানৈবেদ্য ১, চাঁদমালা ১, পুষ্পমালা ১, বিল্বপত্রমালা ১, থাল ১, ঘটী ১, লোহা ১, নত ১, শঙ্খ ২, রচনাদ্রব্য ১ দফা, সিন্দূরচুবড়ি ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ⁄৷।০ সের, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, ভোগের দ্রব্যাদি, কর্পূর, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, ছাগবলি বা কুষ্মাণ্ড ইক্ষুদণ্ডবলি, আরতি, দক্ষিণা।

জগদ্ধাত্রীপূজা

সিন্দূর, গুরুবরণ ১, পূজকের ঐ ১, তন্ত্রধারকের ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, যজ্ঞোপবীত, বরণডালা, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, আরতির গামছা ১, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, স্নানীয়জল, ⁄৪৷।০ সের, অষ্টগন্ধ, রজতাসন, জগদ্ধাত্রীর তিন পূজার শাটী ৩, বিষ্ণুর ধুতি ১, নারদের ধুতি ১, সিংহের ধুতি ১, শিবের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ৭, মধুপর্কবাটি ৭, নৈবেদ্য ১০, কুঁচানৈবেদ্য ৩, চন্দ্রমাল্য ৩, পুষ্পমালা ৩, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, বিল্বপত্রমাল্য ৩, পাণিশঙ্খ ২, থাল ৩, ঘটী ৩, সিন্দূরচুবড়ি ৩, পট্টবস্ত্র ৩ বা ১, দধি, মধু, চিনি, শঙ্খ ৩ জোড়া, রচনা ৩, ফলমূল, শ্বেতসর্ষপ, যব ১০৮, দূর্ব্বা ৩ দফা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে গব্যঘৃত ⁄৷।০, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্যাদি, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা। ব্রতস্থলে আসন, জলপাত্র, ডিবে, প্রদীপ, অন্নপাত্র, শয্যা, পাদুকা, ছত্রদান আবশ্যক।

গঙ্গাপূজা

সিন্দূর, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, ঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাটা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, একসরা আতপ তণ্ডুল, সশীষডাব ১, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, গঙ্গাপূজার শাটী ১, চন্দ্রমাল্য ১, থাল ১, ঘড়া ১, লোহা, নত শঙ্খ ২, সিন্দূরচুবড়ি ১, পুষ্পমালা ১, ভোগের দ্রব্যাদি, জলপানীদ্রব্য, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে গব্যঘৃত ⁄।০ পোয়া, হোমের বিল্বপত্র ২৮, পূর্ণপাত্র, বলিদান, আরতি দক্ষিণা।

কার্ত্তিকেয়পূজা

সিন্দূর, পূজকবরণ, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ২, যজ্ঞোপবীত ১০, তিল, হরীতকী ১, পঞ্চগুঁড়, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, বরণডালা, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি, একসরা আতপতণ্ডুল, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, সশীষডাব ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ৯, মধুপর্কের বাটী ৯, নৈবেদ্য ৯, কুঁচানৈবেদ্য ১, তীর-ধনু ১, লৌহ-খড়্গ ১, কার্ত্তিকের পূজার ধুতি ৪, ময়ূরপূজার ধুতি ৪, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, চাঁদমালা ৪, পুষ্পমালা ৪, থাল ৪, ঘটী ৪, দধি, মধু, চিনি, খেলনা, ভেটা বা ভাঁড় ১, মাদুর ১, বালিস ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ⁄॥০, হোমের বিল্বপত্র ২৮, ভোজ্য, ভোগের দ্রব্যাদি, রচনা ৪, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

সরস্বতীপূজা

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ, তিল ১, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটী ৩, নৈবেদ্য ৪, কুঁচানৈবেদ্য ১, সরস্বতীর শাটী ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, চন্দ্রমালা ১, পুষ্পমাল্য ১, বিল্বপত্রমালা ১, থাল ১, ঘটী ১, শঙ্খ ২, লোহা ১, নত ১, রচনা ১, আমের মুকুল, যবের শীষ, কুল, চুয়া, আবির, অভ্র, নূতন মস্যাধার ও লেখনী, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ⁄।০ পোয়া, পান, পানের মসলা, হোমের বিল্বপত্র ২৮, কর্পূর, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

ব্রহ্মাপূজা

সিন্দুর, পুরোহিতবরণ ১, ঘট ১, একসরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডহাঁড়ি ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলাই, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, ব্রহ্মাপূজার ধুতি ১, সাবিত্রীর শাটী ১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, সশীষডাব ১,

তীর ৪, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, উপকরণ, বালি, কাষ্ঠ, খোড়্‌কে, হোমের গব্যঘৃত /।০, বিল্বপত্র ২৮, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

মনসাপূজা

সিন্দূর, স্নূহীবৃক্ষ (মনসাগাছ), মনসার শাটী ১, মধুপর্কের বাটী ১, আসনাঙ্গুরী, ঘট ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, নৈবেদ্য ১, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, অষ্টনাগের পূজা, ঐ নৈবেদ্য ৮, কুঁচানৈবেদ্য ১, দুগ্ধ, উপকরণ, ভোগের দ্রব্যাদি, দক্ষিণা।

শীতলাপূজা

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, তীর ১, ঘট ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলাই, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, দধি, মধু, চিনি, শীতলার শাটী ১, নৈবেদ্য ৩, কুঁচানৈবেদ্য ১, খরের (গাধার) ধুতি ১, থাল ১, ঘটী ১, নত ১, লোহা, শঙ্খ ২, সিন্দুরচুবড়ি ১, রচনা, পুষ্পমালা, চন্দ্রমাল্য ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, ঘৃত /।০, পোয়া, বলিদ্রব্য, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা। বাম-দক্ষিণে নারিকেলফল, নৈবেদ্য ২।

রক্ষাকালীপূজা

পূজকবরণ, আচার্য্যবরণ, গুরুবরণ, সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাটা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, রক্ষাকালীর শাটী ১, নারায়ণের ধুতি ১, মহাকালের ঐ ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুঁচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা, বিল্বপত্রমালা চন্দ্রমালা ৪, থাল ১, ঘটী ১, লোহা ১, শঙ্খ ২, নত ১, সিন্দুরচুবড়ি ১, রচণা ১ দকা, ভোগের দ্রব্য, পান, বলিদ্রব্য, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত /।০, ফল, তাম্বুল, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, দক্ষিণা।

ঘণ্টাকর্ণপূজা

পুরাতন মুড়ি ভাজিবার হাঁড়ি ১, সিন্দূর, ঘেঁটুপুষ্প বা শ্বেতপুষ্প, দূর্ব্বা, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, গোময়, কড়ি, কোস্তা, হরিদ্রাবর্ণ রঞ্জিতবস্ত্র ১, ভাঙ্গিবার যষ্টি ১।

অন্নপূর্ণাপূজা

গুরুবরণ ১, পুরোহিত ঐ ১, পূজকের ঐ ১, তন্ত্রধারকের ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৪ বরণের আসন ৪, যজ্ঞোপবীত ১২, তিল, হরীতকী, সিন্দূর, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, ঘটাচ্ছাদন-গামছা ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, আলতা, দর্পণ, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, তীর ৪,

বরণডালা, অন্নপূর্ণার শাটী ১, শিবের ধুতি ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, নন্দীর ঐ ১, ভৃঙ্গীর ঐ ১, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৫, কুঁচানৈবেদ্য ১, শয্যা ১, পাটি ১, বালিস ১, লোহা, নত ১, শঙ্খ ২, থাল, ঘটী ১, সিন্দূরচুবড়ি ১, পুষ্পমালা, বিল্বপত্রমালা, চন্দ্রমালা ১, রচনা ১, চেলীর শাটী ১, গামছা ১, কাংস্যথাল ১, পিতলের হাঁড়ি ১, বেড়ি ১, খুন্তি ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, হোমের গব্যঘৃত।০, চরুর দ্রব্য, হোমের বিল্বপত্র ২৮, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি, দক্ষিণা।

নূতন-খাতাপূজা

নূতনখাতা, সিন্দূর, সিদ্ধি, মোহর করিবার টাকা ১, পুরোহিতবরণ ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, ঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, নৈবেদ্য ২, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, চন্দ্রমাল্য ১, পুষ্পমাল্য ২, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, শ্বেতচন্দন, ফল মূলাদি উপকরণ, মিষ্টান্ন, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ⁄।০ পোয়া, পূর্ণপাত্র ১, রম্ভা ১, পান ১, আরতি, দক্ষিণা।

গন্ধেশ্বরীপূজা

প্রতিমা, পুরোহিতবরণ ১, আচার্য্যবরণ, সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ী ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, সশীষডাব ২, একসরা আতপতণ্ডুল, অধিবাসডালা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ১, বিল্বপত্রমালা, গন্ধেশ্বরীর শাটী ১, শিবের ধুতি ১, পুষ্পমালা ২, চাঁদমালা ১, উপকরণ, মিষ্টান্ন, রচনা ১, থাল ১, ঘটি ২, লোহা ১, শঙ্খ ২, নথ ১, সিন্দূরচুবড়ি ১, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, ঘৃত ⁄।০ পোয়া, হোমের বিল্বপত্র ২৮, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা।

বিশ্বকর্ম্মাপূজা

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব ১, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, বিশ্বকর্ম্মার ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, চন্দ্রমালা ১, পুষ্পমালা ১, থাল ১, ঘটী ১, পান, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ⁄।০ পোয়া, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা, শিল্প-যন্ত্র।

গণেশপূজা

সিন্দূর, ঘট ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, ঘট, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা,

আসনাঙ্গুরী ১ মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, গণেশের ধুতি ১, নৈবেদ্য ১. কুঁচানৈবেদ্য ১, উপকরণ, আরতি, দক্ষিণা।

সূর্য্যার্ঘ্য

তিল, হরীতকী ৭৪, রক্তচন্দন, জবাপুষ্প ৭২, ধূপ, দীপ, ধুনা, কাঁঠালিকলা ৭২, সুপারি ৭২, বড় এলাচ ৭২, কুশ, কর্পূর, কুঙ্কুম, যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, সূর্য্যের রক্তবর্ণ ধুতি ২, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত /10 পোয়া, নৈবেদ্য ২, জায়ফল, আরতি, দক্ষিণা।

বাসন্তীপূজা

বোধন ভিন্ন দুর্গোৎসবের ন্যায়।

রটন্তীপূজা—শ্যামাপূজাবৎ

ফলহারিণীপূজা—শ্যামাপূজাবৎ, বিশেষ সাময়িক সমস্ত ফলমূল।

ইতুপূজা—সিন্দূর, মালসা বা সরা ১, ধানগাছ ১, হলুদগাছ ১, কচুগাছ ১, মানগাছ ১, ছোট ঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, পঞ্চশস্য, সর্ষপ, শুষনী, কলমীলতা, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, তিল, হরীতকী, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য, আসন ১, অঙ্গুরী ১, মধুপর্ক ১, ১, বস্ত্র ১, ভোগদ্রব্য।

স্নানযাত্রা—পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পূজার ধুতি ১, শাটী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, অষ্টকলস, সহস্রধারা, সর্ব্বৌষধি, আসনাঙ্গুরীয় ২ দফা, মধুপর্কবাটি ২, ধূপ, দীপ, ধুনা, গামছা ১, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, জলপানি দ্রব্য ২।

রথযাত্রা—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা বরণডালা ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, জগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রার বস্ত্র ৩, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, নৈবেদ্য ৫, কুঁচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, ভোগের দ্রব্যাদি, পান ও পানের মসলা, থাল ১, ঘটী ১, পুষ্পমালা ৫, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত /10, করবীরপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা।

রাসযাত্রা—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, কল্পবৃক্ষ ১, রাসমঞ্চ, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, বরণডালা, শ্বেতসর্ষপ, যব, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, কৃষ্ণের ধুতি ১, রাধিকার শাটী ১, অষ্ট সখীর ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে পূজাদ্রব্য, পুষ্পমালা ২, থাল ১, ঘটী ১, ভোগের দ্রব্যাদি পান, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত /10, সমিধ, করবীরপুষ্প ৪০৮, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা।

দোলযাত্রা—বহ্নুৎসব—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, কৃষ্ণ পূজার ধুতি ১, রাধিকার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্পমালা ২, ভোগের দ্রব্যাদি,

জলপানীয় দ্রব্য, পান, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ৵॥০, সমিধ (সামবেদীয় বিংশতি কাষ্ঠিকা), করবীরপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ১, আবীর, বরণডালা, দক্ষিণা।

দেবদোল—পঞ্চগুঁড়ি, বরণবস্ত্র ১ জোড়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, পূজার ধুতি ও শাটী ২, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আবীর, আরতি, থালা ১, ঘটী ১, ঐরূপ রাজদোল ও নরদোলে প্রয়োজনীয়।

অভিষেক—পঞ্চগব্য, বল্মীকমৃত্তিকা, পঞ্চকষায়, ডাবের জল, সহস্রধারা, ইক্ষুরস, শিশিরোদক, পুষ্পোদক, নির্ঝরোদক, সাগরোদক, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, সুগন্ধি-তৈল, বিষ্ণুতৈল, কুঙ্কুম, তিলতৈল, অগুরুচন্দন, কর্পূর, উষ্ণোদক, নৈবেদ্য ২, গন্ধ, পুষ্প, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধূনা। শীতল, অন্নাদি, আরতি, দক্ষিণা।

ঝুলনযাত্রা—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরিতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, পুষ্পমালা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য, ১, কৃষ্ণপূজার ধুতি, ১, রাধিকাপূজার শাটী ১, বরণডালা ১, থাল ১, ঘটী ১, জলপানীয় দ্রব্য, পান, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত, ৵৹ পোয়া, করবীরপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা, অভিষেকদ্রব্য পূর্ব্ববৎ।

সুবচনীপূজা—ঘট ১, সিন্দূর, তৈল, হরিদ্রা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, আসনাঙ্গুরী, ১, মধুপর্কবাটি ১, নৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত, পূজার শাটী ১, পান, সুপারি, অঙ্কিত হংস ও খোঁড়াহংস, দুগ্ধ ৵৹ পোয়া, দক্ষিণা, এয়োদিগকে দিবার জন্য জলপানীয়দ্রব্য, (খই, মুড়্‌কি আটভাজা)।

সূতিকাষষ্ঠীপূজা—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, আম্রশাখা ১, ঘট ১, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৫, কুঁচানৈবেদ্য ১, ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, মন্থানদণ্ড ১, তীর ৪, পিটুলি অঙ্কিত হাঁড়ি ১, পিটুলির পুত্তলিকা ২, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলাই, বটের পাতা ২১, পাখা, গামচা, কাঁচা হলুদ ১, ঘৃতপ্রদীপ ১, আঁতমরা ফল ২, লোহা ২, ঘুনসি ১, তালপত্র ১, বকুলপত্রের দ্বারা হোম ২৮, ঘৃত ৵৹ পোয়া, বালি, কাষ্ঠ, পৈকাটী, পান, সুপারি, গোমুণ্ডের পূজা, ছাগ, খড়্গ, ব্রাহ্মণের পদধূলি, মিষ্টান্ন, দক্ষিণা।

ষষ্ঠীপূজা—সিন্দূর, ঘট ১, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পঞ্চশস্য, আম্রপল্লব, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, ঘৃত, পূজার ধুতি ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, তৈল, হরিদ্রা, দুগ্ধ, ছোট চুপ্‌ড়ি ২১, খৈ, মুড়কি ইত্যাদি, পান, সুপারি, সন্দেশ, দক্ষিণা, পরিধেয় শাটী।

জন্মতিথিপূজা—সিন্দূর, ঘট, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, ষষ্ঠীর শাটী ১, বিষ্ণুপূজা ও লক্ষ্মীপূজার দ্রব্য, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ৪, কুঁচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, গুড়, তিলবাটা, দুগ্ধ, জীবিতমৎস্য, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ৵৷৹ সের, পূর্ণপাত্র দক্ষিণা।

সত্যনারায়ণপূজা—সিন্দূর, ঘট ১, পিঁড়ে ১, পাতন বস্ত্র ১, তীর ৪, পান ২৫, সুপারি ২৫, কলা ৩২, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ১, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, কাঁচাসিন্নি, ময়দা বা শালিচূর্ণ ৵১।৹ পোয়া, গুড় বা চিনি ঐ, দুগ্ধ ঐ, সন্দেশ ঐ, বাতাসা ঐ, পাকাসিন্নি, পুষ্পমালা ৭, পতাকা ৫, ফুলের তোড়া ৫, ছুরি, আরতি, দক্ষিণা।

দীক্ষাগ্রহণ—গুরুবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ১, বরণের আসন ১, সিন্দূর, ঘট ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, ডাব ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ২, কুঁচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, পূজার ধুতি ও শাটী ২, পুষ্পমালা, পান, সুপারি, থালা ১, ঘড়া ১, ভোগের দ্রব্য, মিষ্টান্ন, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ৵৷৹ সের, বিল্বপত্র ১০৮ বা অন্য সমিধ ১০৮, পূর্ণকুম্ভ ১, আম্রশাখা, মন্ত্রগ্রহণের ধুতি, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, গুরুদক্ষিণা।

প্রায়শ্চিত্ত—তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, আতপতণ্ডুল, উপকরণ, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা, গামছা, উৎসর্গের কড়ি, বা তাহার মূল্য, পার্ব্বণশ্রাদ্ধদ্রব্য গোগ্রাসের দূর্ব্বা ইত্যাদি, ১০ ব্রাহ্মণভোজন, দক্ষিণা।

পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন——পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৫, কুঁচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, হরিপূজার ধুতি, মধুসূদনপূজার ধুতি ১, শিবের ধুতি ১, দুর্গার শাটী ১, চণ্ডীর ঐ ১, কলা ১২, পান, দুগ্ধ, গোময়ভস্ম রুদ্রাক্ষমালা, উপকরণ, মিষ্টান্ন, বালি, কাষ্ঠ, সমিধ্, গব্যঘৃত, খড়কে, কুশ, পূর্ণপাত্র, পান, দক্ষিণা।

গৃহারম্ভ—তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, ঘট, আম্রশাখা, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, বিশ্বকর্ম্মাপূজার ঐ ১, বাস্তুপূজার ঐ ১, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, সিন্দূর, অখণ্ড সুলক্ষণ ইষ্টক ১, নৈবেদ্য ৩, কুঁচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

গৃহপ্রবেশ ও বাস্তুযাগ—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, ব্রহ্মাবরণ বস্ত্র ১ জোড়া, হোতাবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, সদস্যবরণ ঐ, বরণাসন ৪, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, সশীষডাব ৬, ঘট ৫, শান্তির ধুতি ২, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৫, কুঁচানৈবেদ্য ৮০ খানা, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, ব্রহ্মাপূজার ঐ ১,

বাস্তুদেবপূজার ঐ ১, বাস্তুপূজার ঐ ১, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, কুলা ১, ধুচুনি ১, শ্বেতধান্য, জীবিত মৎস্য, সবৎসা গো ১, স্বর্ণদানের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র, গব্যঘৃত /৪, কাঁসার রেকাব ১, আজ্যস্থালী—গামলা ১, চরুস্থালী (বোকনো), দুগ্ধ, বালি, কাষ্ঠ, আকন্দ, পলাশ, খদির, আপাং, অশ্বত্থ, শাঁই, কুশ, দুর্ব্বাসমিধ প্রত্যেকটি ২৮, উড়ুম্বর সমিধ ৭৫০, বদ্না ১, বিল্বফল ৫, রক্তসূত্র, পতাকা, পুষ্পমাল্য, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, স্বর্ণশলাকা ১, স্বর্ণপদ্ম ১, রজতপৃথ্বী ১ খই, খদির, শঙ্কু ৪, মুগ, গম, ধান্য, মাষকলাই, পূর্ণপাত্র, ইষ্টক, দক্ষিণা।

ব্রত-উদ্‌যাপন—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, ধুতি, শাটী ১, মধুপর্কের বাটি ২, আসনাঙ্গুরী ২, নৈবেদ্য ২, ভোজ্য ১, গামছা ১, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত /॥০, বালি, কাষ্ঠ, সমিধ, পূর্ণপাত্র, খোড়কে, আজ্য-স্থালী, দক্ষিণা।

সোপান-প্রতিষ্ঠা—নাগাদি ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য কূপোৎসর্গবৎ।

আরাম-উৎসর্গ—নান্দীমুখদ্রব্য, বেদী, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব ৬, পঞ্চশস্য, সিন্দূর, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, ব্রহ্মাবরণ বস্ত্র ১ জোড়া, হোতৃবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, গুরুবরণ ঐ, সদস্যবরণ ঐ, বরণাসন ৫, বরণাঙ্গুরীয় ৫, ঘট ৫, শান্তিকুম্ভ ১, শান্তিশাটী ২, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, উষ্ণীষ ১, চন্দ্রাতপ ১, পঞ্চগব্য, ধূতী ২, শাটী ২, মধুপর্কবাটি ৪, আসনাঙ্গুরীয় ৪, রজতসোমপ্রতিমা, স্বর্ণরোহিণীপ্রতিমা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, নৈবেদ্য ১৫, কুঁচানৈবেদ্য ১, চরুস্থালী ১, আজ্যস্থালী ১, গব্যঘৃত /১, দুগ্ধ /॥০, কুলা ১, ধুচুনি ১, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, পূর্ণপাত্র, স্বর্ণশলাকা, স্বর্ণফল, রজতফল, আচ্ছাদনবস্ত্র, ধ্বজদণ্ড ও পতাকা ১, সুবর্ণ-সূচী, দধি, মধু, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, তাম্রটাট, তাম্রঘটী, কমণ্ডলু, আচ্ছাদনবস্ত্র ১, ব্রতিদক্ষিণা, মূলদক্ষিণা।

অন্নমেরুদান—অন্যূন তিন শত দ্রোণ (৩২ সেরে ১ দ্রোণ) পরিমিত ধান্য, সুবর্ণবৃক্ষ ৩, পূর্ব্বভাগে মুক্তা ও হীরকনির্ম্মিত পর্ব্বত, দক্ষিণে গোমেদ ও পুষ্পরাগ-মণিনির্ম্মিত, পশ্চিমে মরকত ও নীলা প্রস্তররচিত, উত্তরে বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগমণিনির্ম্মিত গিরি। চন্দন-কাষ্ঠ, প্রবাল, শুক্তি ও সুবর্ণনির্ম্মিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সূর্য্যমূর্ত্তি, ইক্ষুদণ্ডনির্ম্মিত কুঞ্জ, ঘৃতপ্রস্রবণ, স্বর্ণ নির্ম্মিত মদনমূর্ত্তি, সুবর্ণ-যব, রজতবৃক্ষ, দুগ্ধসাগর, মধু-সরোবর, গোধূম-পর্ব্বত, তিলাচল, সুবর্ণপিপ্পলবৃক্ষ, সুবর্ণ-হংস, বস্ত্রনির্ম্মিত মেঘ ৪ দফা, দধিসাগর, সুবর্ণ কুবেরমূর্ত্তি, মাষকলাইপর্ব্বত, সুবর্ণবটবৃক্ষ, সুবর্ণকামধেনু।

নান্দীমুখদ্রব্য, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, তুলাপুরুষদানবৎ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণবরণ বস্ত্রাদি, মণ্ডপ, বেদী। পূজাদ্রব্য তুলাপুরুষদানবৎ, ধ্বজপতাকা ৪, ঐ বস্ত্র ৪, আচ্ছাদনবস্ত্র ৫, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, শান্তিকুম্ভাদি, অন্যান্যদ্রব্য তুলাপুরুষদানে দ্রষ্টব্য।

অদ্ভুতশান্তি—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, তিল, হরীতকী, শান্তিকুম্ভ ১, শাটী ২,

বিষ্ণুর ধুতি ১, রুদ্রের ধুতি ১, মৃত্যুর ধুতি ১, বিশ্বদেবের ধুতি ১, নবগ্রহের ধুতি ৯ বা ১, আসনাঙ্গুরী ১৩ বা ৫, মধুপর্কবাটি ১৩ বা ৫, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত ⁄।।০, সমিধ, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যদুগ্ধ ⁄।।০, কুলা, ধুচুনি, চরুস্থালী (বোগনা) ১, আজ্যস্থালী, পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধূনা, নৈবেদ্য ১৩, পূর্ণপাত্র, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরত্ন, দক্ষিণা।

মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা—৮০ তোলা গঙ্গামৃত্তিকা, সিদ্ধি, কাঁচাদুগ্ধ, কাংস্যরেকাব ১, পূজার ধুতি ১, মধুপর্কের কাঁসার বাটি ১, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১, অঙ্গুরীয় ১, পুষ্প, বিল্বপত্র ১০০৮, ধূপ, দীপ, ধূনা, দধি, মধু, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য ১, কুঁচানৈবেদ্য ১, বালি, কাষ্ঠ গব্যঘৃত ⁄।।০, গুলঞ্চ সমিধ্ [৪ অঙ্গুলিপরিমিত] ১০০৮, খোড়কে।

সম্পূর্ণ